

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

ডার্ক মেডিউসা

কাজী আনোয়ার হোসেন
সহযোগী
কাজী মায়মুর হোসেন

মাসুদ রানা

ডার্ক মেডিউসা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী: কাজী মায়মুর হোসেন

গাড়ি দুর্ঘটনা থেকে ছোট্ট ছেলেটাকে বাঁচাতে গিয়ে জড়িয়ে গেল রানা আর্ট গ্যালারির নৃশংস ঘটনায়। তাতে পেল ইতালির মানুষের অঢেল ভালবাসা। জানত না, ঠিক পরদিনই পরিণত হবে ও খলনায়কে! প্রশ্ন হলো: রানা যদি না করে থাকে তা হলে কে খুন করল ইতালির প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে? ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স? কেন দুর্ধর্ষ এসএএস মেজর নোরা গোল্ডফিল্ডকে ওর পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে ওরা? কী চায় ওর কাছে নিষ্ঠুর রাশান মাফিয়া ডন? সার্বক্ষণিক তাড়া ও গুলি খেয়ে আহত, মহাবিরক্ত রানা এখন জানতে চায়, কী কারণে মরিয়া হয়ে ওকে খুন করতে চাইছে এরা! কয়েকটি দেশের সশস্ত্র পুলিশ, দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ মেজর ও ভয়ঙ্কর রাশান মাফিয়ার বিরুদ্ধে একা কতটুকু করতে পারবে ও?

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী



মাসুদ রানা ৪৬০

ডার্ক মেডিউসা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

কাজী মায়মুর হোসেন



সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

ISBN 984-16-7460-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১৯

রচনা: বিদেশি কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে কোলাজ
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৪৮৩১৪১৮৪, ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-460
DARK MEDUSA
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain
With: Qazi Maimur Husain

একশ' ছেচল্লিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।


BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় ◆ ভারতনাট্যম ◆ স্বর্ণমৃগ ◆ দুঃসাহসিক ◆ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ◆ দুর্গম দুর্গ ◆ শত্রু ভয়ঙ্কর ◆ সাগরসঙ্গম-১, ২ ◆ রানা! সাবধান!! ◆ বিস্মরণ ◆ রত্নদ্বীপ ◆ নীল আতঙ্ক-১, ২ ◆ কায়রো ◆ মৃত্যুপ্রহর ◆ গুপ্তচক্র ◆ মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ◆ রাত্রি অন্ধকার ◆ জাল ◆ অটল সিংহাসন ◆ মৃত্যুর ঠিকানা ◆ ক্ষ্যাপা নর্তক ◆ শয়তানের দূত ◆ এখনও ষড়যন্ত্র ◆ প্রমাণ কই? ◆ বিপদজনক-১, ২ ◆ রক্তের রঙ-১, ২ ◆ অদৃশ্য শত্রু ◆ পিশাচ দ্বীপ ◆ বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ ◆ ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ ◆ গুপ্তহত্যা ◆ তিন শত্রু ◆ অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ ◆ সতর্ক শয়তান ◆ নীল ছবি-১, ২ ◆ প্রবেশ নিষেধ-১, ২ ◆ পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ এসপিওনাজ-১, ২ ◆ লাল পাহাড় ◆ হৃৎকম্পন ◆ প্রতিহিংসা-১, ২ ◆ হংকং সম্রাট-১, ২ ◆ কুউউ! ◆ বিদায়, রানা-১, ২, ৩ ◆ প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ ◆ আক্রমণ-১, ২ ◆ গ্রাস-১, ২ ◆ স্বর্ণতরী-১, ২ ◆ পপি ◆ জিপসী-১, ২ ◆ আমিই রানা-১, ২ ◆ সেই উ সেন-১, ২ ◆ হ্যালো, সোহানা-১, ২ ◆ হাইজ্যাক-১, ২ ◆ আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ ◆ সাগরকন্যা-১, ২ ◆ পালাবে কোথায়-১, ২ ◆ টার্গেট নাইন-১, ২ ◆ বিষ নিঃশ্বাস-১, ২ ◆ প্রেতাত্মা-১, ২ ◆ বন্দি গগল ◆ জিম্মি ◆ তুষার যাত্রা-১, ২ ◆ স্বর্ণসঙ্কট-১, ২ ◆ সন্ন্যাসিনী ◆ পাশের কামরা ◆ নিরাপদ কারাগার-১, ২ ◆ স্বর্গরাজ্য-১, ২ ◆ উদ্ধার-১, ২ ◆ হামলা-১, ২ ◆ প্রতিশোধ-১, ২ ◆ মেজর রাহাত-১, ২ ◆ লেনিনগ্রাদ-১, ২ ◆ অ্যামবুশ-১, ২ ◆ আরেক বারমুডা-১, ২ ◆ বেনামী বন্দর-১, ২ ◆ নকল রানা-১, ২ ◆ রিপোর্টার-১, ২ ◆ মরুযাত্রা-১, ২ ◆ বন্ধু ◆ সঙ্কেত-১, ২, ৩ ◆ স্পর্ধা-১, ২ ◆ চ্যালেঞ্জ ◆ শত্রুপক্ষ ◆ চারিদিকে শত্রু-১, ২ ◆ অগ্নিপুরুষ-১, ২ ◆ অন্ধকারে চিতা-১, ২ ◆ মরণকামড়-১, ২ ◆ মরণখেলা-১, ২ ◆ অপহরণ-১, ২ ◆ আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১, ২ ◆ বিপর্যয়-১, ২ ◆ শান্তিদূত-১, ২ ◆ শ্বেত সন্ত্রাস-১, ২ ◆ ছদ্মবেশী ◆ কালপ্রিট-১, ২ ◆ মৃত্যু আলিঙ্গন-১, ২ ◆ সময়সীমা মধ্যরাত ◆ আবার উ সেন-১, ২ ◆ বুমেরাং ◆ কে কেন কীভাবে ◆ মুক্ত বিহঙ্গ-১, ২ ◆ কুচক্র ◆ চাই সাম্রাজ্য-১, ২ ◆ অনুপ্রবেশ-১, ২ ◆ যাত্রা অশুভ-১, ২ ◆ জুয়াড়ী-১, ২ ◆ কালো টাকা-১, ২ ◆ কোকেন সম্রাট-১, ২ ◆ বিষকন্যা-১, ২ ◆ সত্যবাবা-১, ২ ◆ যাত্রীরা হুঁশিয়ার ◆ অপারেশন চিতা ◆ আক্রমণ '৮৯-১, ২ ◆ অশান্ত সাগর-১, ২ ◆ শ্বাপদসঙ্কুল-১, ২, ৩ ◆ দংশন-১, ২ ◆ প্রলয়সঙ্কেত-১, ২ ◆ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১, ২ ◆ তিক্ত অবকাশ-১, ২ ◆ ডাবল এজেন্ট-১, ২ ◆ আমি সোহানা-১, ২ ◆ অগ্নিশপথ-১, ২ ◆ জাপানি ফ্যানাটিক-১, ২, ৩ ◆ সাক্ষাৎ শয়তান-১, ২ ◆ গুপ্তঘাতক-১, ২ ◆ নরপিশাচ-১, ২, ৩ ◆ শত্রু বিভীষণ-১, ২ ◆ অন্ধ শিকারী-১, ২ ◆ দুই নম্বর-১, ২ ◆ কৃষ্ণপক্ষ-১, ২ ◆ কালো ছায়া-১, ২ ◆ নকল বিজ্ঞানী-১, ২ ◆ বড় ক্ষুধা-১, ২ ◆ স্বর্ণদ্বীপ-১, ২ ◆ রক্তপিপাসা-১, ২, ৩ ◆ অপচ্ছায়া-১, ২ ◆ ব্যর্থ মিশন-১, ২ ◆ নীল দংশন-১, ২ ◆ সাউদিয়া ১০৩-১, ২ ◆ কালপুরুষ-১, ২, ৩ ◆ নীল বজ্র-১, ২ ◆ মৃত্যুর প্রতিনিধি-১, ২ ◆

কালকূট-১, ২, ৩ ◆ অমানিশা-১, ২ ◆ সবাই চলে গেছে-১, ২ ◆ অনন্ত যাত্রা-১, ২ ◆ রক্তচোষা ◆ কালো ফাইল-১, ২, ৩ ◆ মাফিয়া ◆ হীরকসম্রাট-১, ২ ◆ সাত রাজার ধন ◆ শেষ চাল-১, ২, ৩ ◆ বিগ ব্যাঙ ◆ অপারেশন বসনিয়া ◆ টার্গেট বাংলাদেশ ◆ মহাপ্রলয় ◆ যুদ্ধবাজ ◆ প্রিন্সেস হিয়া-১, ২ ◆ মৃত্যুফাঁদ ◆ শয়তানের ঘাঁটি ◆ ধ্বংসের নকশা ◆ মায়ান ট্রেজার ◆ ঝড়ের পূর্বাভাস ◆ আক্রান্ত দূতাবাস ◆ জন্মভূমি ◆ দুর্গম গিরি ◆ মরণযাত্রা ◆ মাদকচক্র ◆ শকুনের ছায়া-১, ২ ◆ তুরুপের তাস ◆ কালসাপ ◆ গুডবাই, রানা ◆ সীমা লঙ্ঘন ◆ রুদ্রঝড় ◆ কান্তার মরু ◆ কর্কটের বিষ ◆ বোস্টন জ্বলছে ◆ শয়তানের দোসর ◆ নরকের ঠিকানা ◆ অগ্নিবাণ ◆ কুহেলি রাত ◆ বিষাক্ত থাবা ◆ জন্মশত্রু ◆ মৃত্যুর হাতছানি ◆ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ সার্বিয়া চক্রান্ত ◆ দুরভিসন্ধি ◆ কিলার কোবরা ◆ মৃত্যুপথের যাত্রী ◆ পালাও, রানা! ◆ দেশপ্রেম ◆ রক্তলালসা ◆ বাঘের খাঁচা ◆ সিক্রেট এজেন্ট ◆ ভাইরাস X-99 ◆ মুক্তিপণ ◆ চীনে সঙ্কট ◆ গোপন শত্রু ◆ মোসাদ চক্রান্ত ◆ চরসদ্বীপ ◆ বিপদসীমা ◆ মৃত্যুবীজ ◆ জাতগোক্ষুর ◆ আবার ষড়যন্ত্র ◆ অন্ধ আক্রোশ ◆ অশুভ প্রহর ◆ কনকতরী ◆ স্বর্ণখনি-১, ২ ◆ অপারেশন ইজরাইল ◆ শয়তানের উপাসক ◆ হারানো মিগ ◆ ব্লাইণ্ড মিশন ◆ টপ সিক্রেট-১, ২ ◆ মহাবিপদ সঙ্কেত ◆ সবুজ সঙ্কেত ◆ অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা ◆ গহীন অরণ্য ◆ প্রজেক্ট X-15 ◆ অন্ধকারের বন্ধু ◆ আবার সোহানা ◆ আরেক গডফাদার ◆ অন্ধপ্রেম ◆ মিশন তেল আবিব ◆ ক্রাইম বস ◆ সুমেরুর ডাক-১, ২ ◆ ইশকাপনের টেক্কা ◆ কালো নকশা ◆ কালনাগিনী ◆ বেঈমান ◆ দুর্গে অন্তরীণ ◆ মরুকন্যা ◆ রেড ড্রাগন ◆ বিষচক্র ◆ শয়তানের দ্বীপ ◆ মাফিয়া ডন ◆ হারানো আটলান্টিস-১, ২ ◆ মৃত্যুবাণ ◆ কমাণ্ডো মিশন ◆ শেষ হাসি-১, ২ ◆ স্মাগলার ◆ বন্দি রানা ◆ নাটের গুরু ◆ আসছে সাইক্লোন ◆ সহযোদ্ধা ◆ গুপ্ত সঙ্কেত-১, ২ ◆ ক্রিমিনাল ◆ বেদুঈন কন্যা ◆ অরক্ষিত জলসীমা ◆ দুরন্ত ঈগল-১, ২ ◆ সর্পলতা ◆ অমানুষ ◆ অখণ্ড অবসর ◆ স্নাইপার-১, ২ ◆ ক্যাসিনো আন্দামান ◆ জলরাক্ষস ◆ মৃত্যুশীতল স্পর্শ-১, ২ ◆ স্বপ্নের ভালবাসা ◆ হ্যাকার-১, ২ ◆ খুনে মাফিয়া ◆ নিখোঁজ ◆ বুশ পাইলট ◆ অচেনা বন্দর-১, ২ ◆ ব্ল্যাকমেইলার ◆ অন্তর্ধান-১, ২ ◆ ড্রাগ লর্ড ◆ দ্বীপান্তর ◆ গুপ্ত আততায়ী-১, ২ ◆ বিপদে সোহানা ◆ চাই ঐশ্বর্য-১, ২ ◆ স্বর্ণ বিপর্যয়-১, ২ ◆ কিল-মাস্টার ◆ মৃত্যুর টিকেট ◆ কুরুক্ষেত্র-১, ২ ◆ ক্লাইম্বার ◆ আগুন নিয়ে খেলা-১, ২ ◆ মরুস্বর্গ ◆ সেই কুয়াশা-১, ২ ◆ টেরোরিস্ট ◆ সর্বনাশের দূত-১, ২ ◆ শুভ্র পিঞ্জর-১, ২ ◆ সূর্য-সৈনিক-১, ২ ◆ ট্রেজার হান্টার-১, ২ ◆ লাইমলাইট-১, ২ ◆ ডেথ ট্র্যাপ-১, ২ ◆ কিলার ভাইরাস-১, ২ ◆ টাইম বম ◆ আদিম আতঙ্ক ◆ পার্শিয়ান ট্রেজার-১, ২ ◆ বাউণ্টি হান্টার্স-১, ২ ◆ মৃত্যুদ্বীপ ◆ জাপানি টাইকুন-১, ২ ◆ পাতকিনী ◆ নরকের কীট-১, ২ ◆ শার্প শুটার ◆ পাশবিক-১, ২ ◆ গুপ্তসংঘ ◆ বিষনাগিনী ◆ নীল রক্ত ◆ দুরন্ত কৈশোর ◆ মৃত্যুঘণ্টা ◆ ইসাটাবুর অভিশাপ ◆ মাস্টারমাইণ্ড ◆ মায়া মন্দির ◆ কালো কুয়াশা ◆ ধর্মগুরু ◆ নরপশু ◆ দুরাত্মা ◆ টপ টেরর ◆ গুপ্তবিদ্যা ◆ মহাপ্লাবন ◆ অন্তর্যামী ◆ ডার্ক মেডিউসা।

মাসুদ রানা – ৪৬০

ডার্ক মেডিউসা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগীঃ কাজী মায়মুর হোসেন

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

— লেখক

এক

উনিশ শ' ছিয়াশির নভেম্বর মাস। ইউরোপ জুড়ে বইছে প্রবল শৈত্যপ্রবাহ। পুরু তুষারে ঢেকে গেছে গোটা মহাদেশ।

ইতালির সেসিনিয়া শহরে দামি আসবাবপত্রে সজ্জিত এক বাড়িতে বহু বছর ধরে একাকী বাস করছেন বৃদ্ধা। বরাবরের মত আজও রাত দশটা পর্যন্ত রয়ে গেছেন প্রিয় স্টুডিয়োতে। চারদেয়ালে টাঙানো দুর্মূল্য সব তৈলচিত্র। প্রতিটি নিজ হাতে এঁকেছেন তিনি। শুধু একটি ছবি অসম্পূর্ণ। আগামী হপ্তায় শেষ হবে এটার কাজ।

বৃদ্ধা স্থির করেছেন, এরপর অবসর নেবেন। বয়স তো আর কম হলো না। সারাটা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আর না; এবার চাই বিশ্রাম।

রাত সাড়ে দশটায় ভাবলেন, এবার বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়বেন। কিন্তু তখনই ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল স্টুডিয়োর জানালার কাঁচ। পরক্ষণে ওদিক থেকে উঠে এল ছয়জন লোক, হাতে পিস্তল ও সাব-মেশিন গান!

ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াতে গেলেন বৃদ্ধা, কিন্তু কাঁধে চাপ দিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিল লম্বা-চওড়া দু'জন লোক। মহিলার কপালে পিস্তলের নল ঠেকাল তৃতীয়জন। সে দলনেতা, সে-ও ষণ্ডামার্কা। অন্তত দু'বার ভেঙেছে নাকের হাড়। পরনে দামি সুট। লনমোয়ার দিয়ে যেন সমান করে ছেঁটেছে মাথার ধূসর চুল।

যে ভাষায় কথা বলছে সে, সেটা শেষবার শুনেছেন বৃদ্ধা

বহু বছর আগে। তখন তিনি ছিলেন তরুণী ও সুন্দরী।

'কোথায় ওটা?' কর্কশ কণ্ঠে জানতে চেয়েছে দলনেতা। তার মুখ নেমে এসেছে বৃদ্ধার নাকের কাছে। গনগনে রাগে যেন জ্বলছে লোকটার দু'চোখ।

ভদ্রমহিলার মনে পড়ল অতীতের বেদনাদায়ক স্মৃতি। কাঁপা গলায় বললেন, 'যা খুঁজছ, ওটা কখনও দেখিনি আমি!'

এ কথা শুনে ধাক্কা দিয়ে চেয়ারের পিঠে তাঁকে ঠেলে দিল দলনেতা। কাত হয়ে চেয়ার নিয়ে মেঝেতে পড়লেন আটাত্তর বছর বয়সী অসুস্থ বৃদ্ধা। থরথর করে কাঁপছেন ভীষণ ভয়ে। হঠাৎ ব্যথা শুরু হতেই ডানহাতে খামচে ধরলেন বাম বুক। ঘোলা চোখে দেখলেন তাঁর স্টুডিয়ো তছনছ করছে লোকগুলো।

মাত্র পাঁচ মিনিটে দস্যুরা বুঝল, এখানে নেই ওটা। বৃদ্ধার দিকে আবারও চাইল দলনেতা। কিন্তু চার মিনিট আগেই হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন মানুষটি।

মহাবিরক্ত হয়ে দ্বিতীয়বারের মত স্টুডিয়ো সার্চ করল তারা। কিছুক্ষণ পর জীর্ণ পাতার একটা ডায়েরি পেল দলনেতা। দীর্ঘ ষাট বছর ওটা আগলে রেখেছিলেন বৃদ্ধা।

সতর্ক হাতে মলিন পৃষ্ঠা উল্টে ফ্যাকাসে নীল লেখা পড়ল দস্যুনেতা। কিছুক্ষণ পর বুঝল, আজ থেকে সত্যিকার অর্থে শুরু হচ্ছে তার দীর্ঘ অনুসন্ধান।

দুই

বত্রিশ বছর পর।

রাশান সীমান্ত থেকে দু'শ' মাইল দূরে পশ্চিম জর্জিয়ার পাহাড়ি এলাকা। গিরিখাদে বইছে সেপ্টেম্বরের উষ্ণ হাওয়া। বাতাসে পাইন বনের সুবাস। দূরাকাশে স্বর্গ-ছোঁয়া শুভ্র-তুষারে শোভিত পর্বতচূড়া থেকে নানাদিকে ছিটকে পড়ছে সকালের সূর্যের সোনালি ছটা।

এইমাত্র জঙ্গল থেকে বেরোল মাদি এক লিঙ্ক্স্। নরম পায়ে চলেছে একটু দূরের ঝর্না লক্ষ্য করে। চোখ রেখেছে নিজের শাবকদের ওপর। দীর্ঘ ঘাসে খেলতে খেলতে মায়ের পিছু নিয়ে আসছে ওরা।

ঝর্নার তীরে পৌঁছে শীতল জলে জিভ ছোঁয়াল মাদি লিঙ্ক্স্। তখনই টের পেল, এগিয়ে আসছে খুব অস্বাভাবিক কিছু! খাড়া হলো মা লিঙ্কসের কান। আগে এমন ভয়ঙ্কর শব্দ শোনেনি সে! একলাফে ঝর্নার তীর ছেড়ে ছানাদের কাছে ফিরল সে। শাবকরাও বুঝেছে, ভীষণ ভয় পেয়েছে মা। লেজ তুলে একছুটে জঙ্গলে ঢুকল মাদি লিঙ্ক্স্। পিছু নিল তার পরিবারের ছয় সদস্য।

এক সেকেণ্ড পর ওদের মাথার ওপর হাজির হলো বিকট আওয়াজ। এমনই প্রচণ্ড গর্জন, প্রাণের ভয়ে গভীর জঙ্গল লক্ষ্য করে ছুটল মা লিঙ্ক্স্ ও শাবকরা। আকাশ চিরে চলে গেল কালচে রঙের ভয়ঙ্কর দুই দানব। এক মুহূর্তে নষ্ট করেছে গিরিখাদের মায়াময় প্রশান্তি। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড

চারপাশ কাঁপিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল ওই দুই দানব।

হ্যাঁ, আজ ওদের চেয়েও বিপজ্জনক হিংস্র শিকারী প্রাণী হাজির হয়েছে এই অঞ্চলে।

জঙ্গল পেরোলে উঁচু জমিতে রয়েছে পুরনো আমলের ভাঙাচোরা একটা পাথরের কুটির। আজ থেকে দু'শ' বছর আগে ওখানে বাস করত খামার মালিক বা ভেড়া চারক। আজ আর নেই সে দিন। বহুকাল হলো কেউ আসে না ওখানে। গত ক'বছরে পা ফেলেনি কেউ। কিন্তু আজ ভোরে এসেছিল একদল লোক।

জানালা খসে পড়া কুটিরে আছে তিনটে কাঠের চেয়ার। কাঠের মেঝেতে পেরেক মেরে আটকে দেয়া হয়েছে ওগুলোর পায়া। ওই তিন চেয়ারে বসে আছে হাত-পা বাঁধা তিনজন লোক। উপায় নেই যে কথা বলবে। মুখে গুঁজে দেয়া হয়েছে রুমাল। মাথায় তিনটে কালো হুড। কিছুই দেখছে না তারা। ভাল করেই জানে, ভারী শেকল দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে কুটিরের পুরু কাঠের দরজা। চাইলেও কোথাও পালাতে পারবে না তারা।

অপেক্ষা করছে নীরবে। জানে, আজই জীবনের শেষ দিন। তাদের দু'জন ভাবছে স্ত্রী-ছেলেমেয়ের কথা, তৃতীয়জনের মনে পড়ছে প্রেমিকার মিষ্টি মুখ।

তিনজনই বুঝেছে, সময় বড় কম। তবুও মনে ভিড় করছে অতীতের অম্ল-মধুর কত কথা, কত স্মৃতি। ঘনিয়ে আসা মৃত্যুর কথা ভেবে কাঁপছে বুক। এই আছে, একটু পরেই নেই হয়ে যাবে, হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে ওদের অস্তিত্ব। ওরা যে ছিল এই দুনিয়ায়, এটা সত্যি, না স্বপ্ন?

আসলে ওই লোকের কথায় এসবে জড়িয়ে যাওয়া ছিল ওদের মস্তবড় ভুল। এবার জীবন দিয়ে মেটাতে হবে সব অপরাধের দায়।

থমথম করছে চারপাশ।

ওদের জানার কথা নয়, এই মুহূর্তে তুমুল বেগে ছুটে আসছে দুটো ক্যামোভ কেএ-৫০ ব্ল্যাক শার্ক কমব্যাট হেলিকপ্টার। ভাইযরের মাঝ দিয়ে টার্গেট দেখছে দুই পাইলট। একবার চেক করল রিড-আউট। বাটন টিপতেই এয়ারক্রাফটের পেটের নিচে তৈরি হলো ওয়েপন্স।

কুটির থেকে দু'মাইল দূরে লক-ইন করল অটোমেটিক লেযার গাইডেড টার্গেট ট্র্যাকিং সিস্টেম। ককপিট মনিটরে স্পষ্ট দেখা গেল বহু দূরের জীর্ণ কুটির। এত দূর থেকেও দুই পাইলট পড়ল দরজায় ঝুলন্ত তালার নির্মাতা কোম্পানির নাম। দেরি হলো না মিসাইল আর্ম হতে। এবার উড়িয়ে দেবে টার্গেট। তবে তার আগে কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল দুই পাইলট।

বেস থেকে এল না কোনও নির্দেশ।

অর্থাৎ, শেষ করতে হবে অপারেশন।

ট্রিগার টিপল দুই পাইলট। একটু শিউরে উঠল উড়ন্ত দুই হেলিকপ্টার। এয়ারক্রাফট থেকে ছুটে গেল চারটে ভিখর অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল। দৈর্ঘ্যে তিন মিটার। ওজন পঁয়তাল্লিশ কেজি। প্রতি সেকেণ্ডে যাচ্ছে ছয় শ' মিটার।

দুই পাইলট চুপ করে দেখছে ছুটন্ত মিসাইল। নিখুঁতভাবে লক্ষ্যভেদ করবে ওগুলো। নীলাকাশে রেখে যাচ্ছে বাষ্পের মত চারটে সাদা লেজ। দেখতে না দেখতে গাছের মাথা ছুঁয়ে পৌঁছুল কুটিরের দরজায়। বিস্ফোরিত হলো প্রায় একইসময়ে। চারপাশে ছিটিয়ে গেল শ্বেত-রশ্মির অত্যুজ্জ্বল ঝিলিক। পরক্ষণে কোটি টুকরো হলো পর্ণ কুটির।

স্থির হয়েছে আস্ত রাখবে না কোনও দেয়াল। ৩০. এমএম কামান থেকে গোলাবর্ষণ করল অগ্রসরমাণ হেলিকপ্টার।

দুই পাইলট জানে, এসবের প্রয়োজন ছিল না। তবে বস দেখছেন বিশেষ এই প্রদর্শনী। তাঁকে বোঝাতে হবে কী

ধরনের মারণাস্ত্র ক্যামোভ কেএ-৫০ ব্ল্যাক শার্ক কমব্যাট হেলিকপ্টার।

কামানের গোলার আঘাতে আকাশে উঠল পাথরখণ্ড ও মাটির প্রকাণ্ড সব চাকা। পরক্ষণে ধুলোবালির ভেতর হারিয়ে গেল ওদিকের দৃশ্য। কিছুক্ষণ পর হাওয়ায় ভর করে ধুলো ও ধোঁয়া সরতেই দেখা গেল, ওই জায়গা হয়ে উঠেছে চাষ দেয়া এবড়োখেবড়ো জমির মত।

কুটিরের সেই তিনজনের দেহাবশিষ্ট এখনও রয়ে গেলে রাতে সব খেয়ে সাফ করবে মাংসাশী বুনো জন্তুরা।

তিন

ক্যামোভ কেএ-৫০ ব্ল্যাক শার্ক কমব্যাট হেলিকপ্টার দুটোর বিধ্বংসী ক্ষমতা দেখে খুশি ক্যালযি বোরকভ। তৃপ্তি নিয়ে চোখ থেকে নামাল বিনকিউলার। শত কোটি ডলার আসবে সামরিক কপ্টার বিক্রি হলে। টাকার গন্ধের চেয়ে পছন্দনীয় তেমন আর কিছুই নেই তার কাছে। সেজন্যেই দলে ভিড়িয়ে খুন করেছে কুটিরের ওই তিনজনকে। কখনও ছেঁড়া সুতো আলগা রাখে না বোরকভ। চলার পথে কেউ বাধা হলে রক্ষা নেই তার।

ক্যামকর্ডার দিয়ে হেলিকপ্টারের আক্রমণ ভিডিয়ো করেছে দলের একজন। তার দিকে তাকাল ক্যালযি বোরকভ। 'ছবি তোলা হয়েছে?'

'জী, বস,' জানাল লোকটা।

হতাশ হবে না ক্যালযি বোরকভের ক্লায়েন্টরা।

হামভি জিপে উঠে ড্রাইভারকে ইশারা দিল রাশান মাফিয়া ডন। ধমক শোনার আগেই রওনা হলো ড্রাইভার। কিছুক্ষণ পর পৌঁছুল পাথুরে উপত্যকার ওদিকে নীল জলের হ্রদের তীরে। পরের পনেরো মিনিট তুমুল বেগে চলার পর উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা মস্তবড় বাড়িটার উঠানে পৌঁছুল গাড়ি।

ধীরেসুস্থে হামভি থেকে নেমে বাড়িতে ঢুকল ক্যালযি বোরকভ। স্টাডিরুমে পৌঁছে একবার বিরক্ত চোখে দেখল ভাতিজা গ্রেগোরি বোরকভকে।

কাকতাড়ুয়ার মত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে যুবক। বিলাসবহুল আসবাবপত্রে সাজানো এ ঘরে মানাচ্ছে না তাকে। ডেস্কের পেছনে গদিমোড়া আরামদায়ক চেয়ারে বসল চুয়াত্তর বছর বয়সী ক্যালযি। আজও গ্রিজলি ভালুকের মতই ভয়ঙ্কর হিংস্র। তবে অন্য কারণে নাম হয়েছে "যার"। শত্রুপক্ষ ভাল করেই জানে, অতীতের রাশান সম্রাটের মতই হাসতে হাসতে যে কাউকে খুনের নির্দেশ দেয় সে।

'নতুন কোনও খবর?' ভাতিজার কাছে জানতে চাইল ক্যালযি বোরকভ।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বলল গ্রেগোরি, 'যোগাযোগ করেছিল।'

'তাই?' ভাতিজাকে যোগ্য ভাবে না বৃদ্ধ। তবে তিন বছর আগে ক্যান্সারে স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকেই নিজের একমাত্র ছেলে ইউরি ও ভাতিজা ছাড়া কাছের আর কেউ নেই তার।

মাফিয়া ডন অপছন্দ করে বাড়তি কথা, তাই মৃদু স্বরে বলল গ্রেগোরি, 'জী, কণ্ট্যাক্ট বলেছে ওটা থাকবে ওখানে।'

নীরব থাকল ক্যালযি বোরকভ। ভাবছে, শেষপর্যন্ত পাবে ওটা! ঘড়ঘড়ে গলায় জানতে চাইল সে, 'আমার ছেলে এখন কোথায়?'

'জানি না,' সামান্য ইতস্তত করল গ্রেগোরি বোরকভ।

বাস্তবতা হচ্ছে: মাত্র তিন জায়গায় থাকবে ওই বদমাশ। প্রথমেই খবর নিতে হবে তার বাবার ইয়টে। হয়তো উলঙ্গ

ক'টা মেয়েকে নিয়ে পড়ে আছে বিছানায়। অথবা ইউরি আছে বাবার ক্যাসিনোর প্রাইভেট রুমে— ব্যস্ত একাধিক সমকামী ছেলের সঙ্গে লাম্পট্যে। এবং তৃতীয় সম্ভাবনা: গোপন কোনও আখড়ায় ভয়ঙ্কর কষ্ট দিয়ে খুন করছে কাউকে!

এসব ক্ষেত্রে চুপ থাকে গ্রেগোরি। তাকাল নিজের জুতোর দিকে।

আঁধার দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ডন চাপা স্বরে বলল, 'ইউরিকে খুঁজে বের করো। বলবে, ওর জন্যে কাজ আছে।'

চার

পাঁচ দিন পর।

ক্যালযি বোরকভের স্টাডিরুমে যারা আসে, প্রত্যেকেই অত্যন্ত নিষ্ঠুর মনের দানব। সংগঠনের একতিল স্বার্থ বিনষ্ট হলে মানুষ খুন করতে দেরি করে না তারা। আবার ধরে আনা হয় কাউকে কাউকে। তাদের কেউ কেউ মারা পড়ে এ ঘরে ক্যালযি বোরকভের হাতে।

কালো, দামি কাঠের প্যানেল দেয়া ঘর। শোকেসে নানান প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট। সাইডবোর্ডে ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট-এর ধনভাণ্ডার থেকে লুঠ করা আকর্ষণীয় ল্যাপিস লাযুলির সংগ্রহ। একটু দূরেই আঁদ্রে-চার্লস বৌলের গিল্ট করা ব্রোঞ্জের বিখ্যাত রোকোকো কমোড, আগে ছিল অ্যাডলফ হিটলারের। এ ছাড়া, মস্ত ঘরে রয়েছে সতেরো শ' একুশ থেকে উনিশ শ' সতেরো সালের ইমপেরিয়াল রাশার স্বর্ণ-যুগের দুর্দান্ত, দামি

আর্টিফ্যাক্ট। চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এসব কালেক্ট করেছে ক্যালযি বোরকভ। অনেকে এজন্যেও তাকে আড়ালে ডাকে "যার"।

আর্টিফ্যাক্টের মধ্যে বোরকভের সেরা দুর্লভ জিনিস উনিশ শ' দশ সালের শক্তিশালী ম্যাক্সিম ওঅটার-কুল্ড হেভি মেশিন গান, সঙ্গে চাকাওয়ালা ক্যারিজ। অস্ত্রটা আছে ঘরের কোণে। বোরকভের ডেস্কের ওদিকে কেউ বসলে সরাসরি নল তাক করা থাকে তার বুকে। এ কারণে বুক কাঁপে মাফিয়া ডনের সামনে বসা লোকটার।

আপাতত স্টাডিরুমে রয়েছে ইউরি, গ্রেগোরি ও মাফিয়া ডন ক্যালযি বোরকভ। ডেস্কের ওদিকের চেয়ারে বসে বাবার দিকে চেয়ে আছে ইউরি। চুপ করে শুনছে কথা। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে গ্রেগোরি বোরকভ। বয়স চল্লিশ। মাথার চুল পাতলা। কপালে ভাঁজ। ভাবছে গভীরভাবে। বাবা-মা মারা গেলে দশ বছর বয়স থেকে কাজ করছে চাচার মাফিয়া দলে। চাচা বা ইউরিকে যমের মত ভয় পায়। গ্রেগোরি দেখল, অপলক চোখে ইউরিকে দেখছে চাচা। একমাত্র সন্তানকে ভালবাসলেও তা প্রকাশ করে না মাফিয়া ডন।

খুনি যুবক ইউরির বয়স ঊনত্রিশ। পনিটেইল করা সোনালি চুল। সাইকোপ্যাথ। লম্বাটে, সরু চেহারা। চোখে আগুনের ঝিলিক। খেপে ওঠে হঠাৎ করেই। আর যে চেতিয়ে দিয়েছে, খুন হয় সে লোক।

ভাতিজার টেনশন বুঝছে ক্যালযি বোরকভ। তার সংগঠনের সবাই ভয় পায় ইউরিকে। আর এটা টের পেয়ে মনে মনে গর্ববোধ করে মাফিয়া ডন। গম্ভীর মুখে বলল, 'তুমি কি মনোযোগ দিচ্ছ, ইউরি?'

'অবশ্যই।'

'এখনও অতিরিক্ত মদ গিলছ?'

'অবশ্যই না,' ডাহা মিথ্যা বলল ইউরি। মদ জিনিসটা

প্রচণ্ড ঘৃণা করে ডন। তার উল্টো হয়েছে ইউরি। নড়েচড়ে চেয়ারে বসল সে। প্রশংসার চোখে তাকাল অ্যালিগেটরের চামড়া দিয়ে তৈরি হাতে বানানো নতুন কেনা বুটের দিকে। সারাদিন দলের সবার নাকের কাছে ওটা ঘুরিয়ে দেখিয়েছে সে। তবে এত সাহস নেই যে, বাবার ডেস্কে তুলে বুট দেখাবে। 'শুনছি। বলে যাও, বাবা।'

বাবার হয়ে নানান কুকীর্তি করেছে সে। বুক ফুলিয়ে তা বলে বেড়ায়। দলের শুভাকাঙ্ক্ষীরা আশা করে, ক্যালযি বোরকভের মতই সুট-টাই পরে অফিসে বসে মিটিং বা কনফারেন্স-এ মানুষের সর্বনাশ করবে ইউরি। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওসব কাজে আগ্রহ দেখায়নি যুবক। গত ক'বছর হলো প্রাক্তন স্পেৎস্নায সার্জেণ্ট অ্যালেকযাণ্ডার গোরভের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে তার। কিছু দিন আরেক মাফিয়া দলের বড় পর্যায়ের তিনজনকে ধরে নিয়ে সতেরো দিন নির্যাতন করেছে তারা। জেনে নিয়েছে জরুরি তথ্য, তারপর খুন করেছে নির্মমভাবে। লাশ পেয়ে হতবাক হয়েছে পুলিশবাহিনী। মৃতের বুকে এক শ'র বেশি সিগারেটের আগুনের পোড়া ক্ষত। পেরেক দিয়ে বহুবার ফুটো করা হয়েছে হাতের কবজি ও পায়ের গোড়ালি।

নিজের কাজ পছন্দ করে ইউরি। বাবার ব্যবসার ব্যাপারে কখনও কোনও প্রশ্ন তোলে না। এর প্রথম কারণ, ক্যালযির ব্যবসার ব্যাপারে নাক গলাতে পারে না কেউ। দ্বিতীয় কারণ, কী জন্যে কী হচ্ছে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই ইউরির। সারাজীবন একদিকেই তার খেয়াল। নিজেকে জিজ্ঞেস করে:

"আমি কি ওটা পাব?"

"ওই মেয়ে বা ছেলেকে বিছানায় তুলতে পারব?"

"পারব তো ওই শালা বা শালীকে খুন করতে?"

এসব প্রশ্নের জবাব না-সূচক হলে কয়েক মুহূর্তে ভুলে যায় বিষয়টি।

তবে আজকের কাজটা মজার বলে মনে হচ্ছে তার।

'আমাদের সোর্স বলেছে, একযিবিশনে থাকবে সেই ছবি,' নরম সুরে বলল গ্রেগোরি বোরকভ।

'আমি ওটা চাই,' ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে জানাল ক্যালযি বোরকভ, 'যেভাবেই হোক।'

ডেস্কের ওপর গ্যালারির সিকিউরিটি সিস্টেমের বিশদ রিপোর্ট। মিলানের দালালের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে ডনের বেতনভুক এক্সপার্টরা। আরও আছে সতেরো পাতার টেকনিকাল ডেটা। তাতে রয়েছে কীভাবে ডিযআর্ম হবে আধুনিক অ্যালার্ম সিস্টেম ও গ্যালারির নানা অ্যাঙ্গেল থেকে টেলিফোটো লেন্স দিয়ে তোলা ছবি ইত্যাদি।

বহু বছর পর বাবাকে এত কথা বলতে শুনছে ইউরি। পুরো মনোযোগ নেই বলে আনমনা। একের পর এক ছবি নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে ক্যালযি বোরকভ। প্রতিটি ছবির নিচে ইতালির আর্ট গ্যালারির নাম।

ইউরি দেখল বড় করা হচ্ছে গ্যালারি। শেষ হয়নি কাজ। একপাশে মাটির স্তূপ। একটু দূরে তৈরি হচ্ছে কারুকার্যময় ফোয়ারা। পাশেই তুবড়ে যাওয়া একটা মার্সিডিয ভ্যান। গায়ে লেখা: গ্যালিলিও রসি।

কাজ ইতালিতে, ভাবল ইউরি। গুড! আগে যায়নি ওই দেশে। তবে তার সংগ্রহে আছে দুটো ফেরারি গাড়ি। একটা লাল, আরেকটা সাদা। ওয়ার্ড্রোবের বেশিরভাগ পোশাক ইতালির নামকরা ডিযাইনারদের তৈরি। সামান্য জানেও ওই দেশের ভাষা। সব জেনেছে গডফাদার-তনয় সিনেমা থেকে। ইতালিয়ান ভাষায় দু'চার কথা বললে নেচে ওঠে কচি কচি মেয়েগুলো। গুড, গুড! ইতালিতে গেলে ভাল লাগবে তার। ইটালিয়ান আর্টেরও একজন বোদ্ধা ও— যদি ছবিতে উলঙ্গ নারীদেহ থাকে। রীতিমত লোভনীয়!

বকবক করছে বাবা, সেদিকে মন নেই ইউরির। হতাশ।

বুঝেছে, বাবা যেটার জন্যে ব্যাকুল, ওটার বিষয়ে তার নিজের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। একবার দেখল গ্যালারির চকচকে ব্লো-আপ ফোটো।

কী অবাক কাণ্ড, দুনিয়ায় এত কিছু থাকতে রঙহীন এক ছবির জন্যে পাগল হয়েছে বাবা!

ওটা দিয়ে কী হবে?

বড়জোর বিক্রি করবে কারও কাছে?

বেশি পয়সা পাবে বলেও তো মনে হচ্ছে না!

'তুমি কিন্তু আমার কথায় খেয়াল দিচ্ছ না, ছেলে।'

'বলছিলে ওই অ্যালার্ম সিস্টেম আসলে বেজন্মা।'

খুক-খুক করে কেশে মৃদু গলায় বলল গ্রেগোরি, 'সমস্যা আরও জটিল। পেরিমিটার প্রোটেকশন সিস্টেম স্টেট-অভ-দি-আর্ট। ওটা পেরোলেও বাড়ির ভেতর রয়েছে অসংখ্য ক্যামেরা। দেখছে চারপাশ। ইনফ্রারেড মোশন সেন্সর আছে কি না, তা দেখতে নিয়মিত স্ক্যান করা হয় গ্যালারি। ওটার চোখ থেকে বাঁচবে না একটা তেলাপোকাও। প্রতিটি সিস্টেম অটোমেটেড। বন্ধ করতে চাইলে লাগবে অনেক ক'টা পাসওঅর্ড। সেগুলো আছে আলাদা তিন জায়গায়। ডিযেবল করতে হবে তিন পাসওঅর্ড। শুধু তা-ই নয়, স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিদিন ওসব পাসওঅর্ড পাল্টে নেয় কমপিউটার। তাই বদলে যায় কমবিনেশন। সিস্টেমে সামান্য ত্রুটি পেলেই অ্যালার্ম বেজে উঠবে কাছের পুলিশ স্টেশনে। কিছুক্ষণের ভেতর গ্যালারিতে হাজির হবে সশস্ত্র পুলিশ।'

'ওখানে ঢোকা তো অসম্ভব,' মন্তব্য করল ইউরি।

'কিছুই অসম্ভব নয়,' ডেস্ক থেকে প্রিন্ট করা কাগজ নিয়ে পৃষ্ঠা ওল্টাল মাফিয়া ডন। ছুঁড়ে দিল ছেলের দিকে।

কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে ক'টা নাম দেখল ইউরি।

তারা বোধহয় ইতালির। অক্টাভিও দে কন্টি, ল্যাম্বার্ডি, জিয়োরদানো... প্রতিটি নামের পাশে ঠিকানা ও একটি করে

ছোট্ট ছবি। অক্টাভিও দে কণ্টি সরু সাদা মুলোর মত। পাতলা কালো চুল। অরোরা ল্যাম্বার্ডির মুখ চাঁদের মত গোল, নিজেও গোলগাল। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত লুইজি জিয়োরদানো, কাপড়চোপড় দারুণ দামি।

'এরা কারা?' জানতে চাইল ইউরি।

'পাসওঅর্ড পাবে এদের কাছে,' বলল গ্রেগোরি।

'মন দিয়ে শোনো,' বলল মাফিয়া ডন, 'আগামীকাল বিকেলে উদ্বোধন হচ্ছে গ্যালারির। আমন্ত্রিত মানুষ ছাড়া যেতে পারবে না কেউ। তারা স্থানীয় ভিআইপি ও চিত্র-সমালোচক। সবমিলে পঁয়ত্রিশজন। তাদের মধ্যে আছে পাসওঅর্ডওয়ালা ওই তিনজন। সবাই বিদায় নিলে কণ্টি, ল্যাম্বার্ডি ও জিয়োরদানোর পিছু নেবে তোমরা। রাত তিনটেয় বাড়ি থেকে ধরে আনবে গ্যালারিতে। বাধ্য করবে কোড দিতে। কাজটা কীভাবে করবে তোমার ব্যাপার। তবে মনে রেখো, বাঁচিয়ে রাখবে লোকগুলোকে।'

'ঠিক আছে। তারপর জিনিসটা নিয়েই চম্পট।'

গ্রেগোরি ভাবছে, যা খুশি করবে মাথা-নষ্ট বেপরোয়া যুবক। তাই বলল, 'কাজটা সহজ নয়। পাসওঅর্ড পাবে তাদের কাছে। তবে তখনও কাজ করবে অ্যালার্ম সিস্টেমের ইমার্জেন্সি মোড। ওটা আছে আগুন, ভূমিকম্প বা অন্য বিপদের জন্যে। গ্যালারিতে আছে দামি আর্ট। তাই কোথাও ত্রুটি রাখেনি অ্যালার্ম সিস্টেম ডিযাইনাররা। কিছু হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুলিশকে সতর্ক করবে ওটা। দূর থেকে ডিযআর্ম হবে না সিস্টেম। পুলিশ স্টেশন পর্যন্ত আছে অপটিক ফাইবার লাইন। ব্রডব্যাণ্ড ফ্রিকোয়েন্সির মাধ্যমে সেলুলার ব্যাক-আপ নষ্ট হলেও কাজ করবে ওটা। গ্যালারি থেকে কিছু সরাবার আগে দেখবে কেটে নেয়া হয়েছে কি না ল্যাণ্ডফোনের লাইন। সেলুলার সিস্টেম জ্যাম করতে ব্যবহার করবে এ জিনিস।' সাইড টেবিলে ডিভাইস দেখাল গ্রেগোরি।

একটু আগে যন্ত্রটা দেখেছে ইউরি। ভাবছিল ওটা কী। কালো বাক্স। দৈর্ঘ্যে একফুট, প্রস্থে চার ইঞ্চি। চারদিকে তারওয়ালা চারটে অ্যান্টেনা।

'আঠারো ওয়াটের আল্ট্রা হাই পাওয়ার ডিজিটাল সেলফোন জ্যামার,' ব্যাখ্যা দিল গ্রেগোরি। 'কাজ করবে দুনিয়ার যে-কোনও দেশে। ব্লক করবে ফোনের সিগনাল। ফোর জি পর্যন্ত। র‍্যাডিয়াস এক শ' বিশ মিটার। চালু থাকলে পুলিশ জানবে না ওখানে কী ঘটছে।'

'গ্যালারির মালিকপক্ষ চালাকি করে পুলিশের কাছে ফোন দিলেও লাভ হবে না,' বলল বোরকভ।

'অর্থাৎ, চাইলে ওদের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারব।'

'ছবি না পাওয়া পর্যন্ত সামলে রাখবে নিজেকে,' নরম সুরে বলল গ্রেগোরি, 'গ্যালারিতে ঢুকেই প্রথমে ডিযআর্ম করবে সেকেণ্ডারি অ্যালার্ম সিস্টেম। প্রতিটি আর্টের সঙ্গে ওটার কানেকশন। দেয়াল থেকে কিছু নেয়ার আগে বন্ধ করবে অ্যালার্ম।'

'তা করতে হবে কেন? সব ফোনই তো নষ্ট।'

'আগুন ও ভূমিকম্পের ক্ষেত্রেও কাজ করবে অ্যালার্ম সিস্টেম। সেনসিটিভ ইলেকট্রনিক, হাইড্রলিক র‍্যাম সিস্টেম ট্রিগার হলে সরসর করে আর্টের সামনে নামবে শাটার। এতই দুর্ভেদ্য, বুলেট ছুঁড়েও উড়িয়ে দিতে পারবে না ওই পাত। ব্লো টর্চ দিয়ে কাটতে লাগবে কয়েক ঘণ্টা। আরও খারাপ দিক, একটা শাটার নামলে একইসময়ে সব দরজা বন্ধ করবে অন্যান্য শাটার। খাঁচায় বন্দি ইঁদুরের অবস্থা হবে সবার। পরে সবাইকে উদ্ধার করবে পুলিশ। কোনও কোড নেই সিস্টেম ওভাররাইড করার।'

'আশা করি মন দিয়ে শুনছ,' ডেস্কের ওদিক থেকে গভীর মনোযোগে ছেলেকে দেখল ক্যালযি বোরকভ।

কাঁধ ঝাঁকাল ইউরি। ভাবছে, এসব তো ছেলেখেলা।

‘ঠিক আছে,’ বলল মাফিয়া ডন, ‘সঙ্গে নেবে সেরা চারজনকে। আমি হলে নিতাম অ্যান্থনি, রাইয়ান, বেরেযিন...’

‘আর গোরভ,’ মাঝখান থেকে বলল ইউরি।

কথা শুনে চমকে গেল গ্রেগোরি। ইউরির ঘনিষ্ঠ বন্ধু গোরভ। ক্ষত-বিক্ষত, পোড়া মুখের বিকৃত মনের লোক। অসম্মানিত করে তাকে বের করে দেয়া হয়েছে রাশান আর্মির স্পেৎস্নায জিআরইউ স্পেশাল ফোর্স থেকে। রাইফেলের বাঁট দিয়ে পিটিয়ে প্রায় মেরে ফেলেছিল এক অফিসারকে। তার দোষ ছিল: শৃঙ্খলা মেনে চলতে বলেছিল গোরভকে। ক্যালযি বোরকভ বা তার ছেলের চেয়েও ওই লোককে বেশি ভয় পায় গ্রেগোরি।

‘দু’ঘণ্টা পর রওনা হচ্ছ ইতালির উদ্দেশে,’ বলল মাফিয়া ডন। ‘বিমান থেকে নেমে দেখা করবে দলের অন্যদের সঙ্গে।’

‘দলে কয়জন আমরা?’

‘দশ। ভেতরে ঢুকবে আটজন। বাইরে থাকবে দু’জন।’

মাথা দোলাল ইউরি। ‘কী ধরনের অস্ত্র?’

‘যা খুশি নিতে পারো।’

বাঁকা হাসল ইউরি। অস্ত্রের খামতি রাখবে না ওর বাবা।

কিছুক্ষণ পর স্টাডিরুম থেকে ইউরি বেরিয়ে যাওয়ায় ডেস্ক থেকে কাগজপত্র গুছিয়ে নিল ক্যালযি বোরকভ। রাখল ডানদিকের বড় ড্রয়ারে। পরে পুড়িয়ে ফেলবে সব।

ডেস্ক ঘুরে চাচার পাশে থামল গ্রেগোরি। দুশ্চিন্তায় ভারী হয়েছে তার মাথা। মন চাইছে বলতে: চাচা, ইউরির ওপর কেন ভরসা করছেন? ও তো দায়-দায়িত্বহীন ছেলে! আরও বড় কথা, সঙ্গে থাকবে গোর-খোদক নরপশু অ্যালেকযাণ্ডার গোরভ। বিপদ কত বড়, আপনি কি বুঝছেন না, চাচা?

বহু কিছুই বলা যায় না মুখে। রাখতে হয় বুকে চেপে।

গ্রেগোরির মতই দুশ্চিন্তা গোপন করছে মাফিয়া ডন।

ওরা দু'জন জানল না, ফেরারি গাড়ির চাবির রিং ঘুরিয়ে গ্যারাজের দিকে চলেছে ইউরি। ভাবছে, কাজটা বিরক্তিকর করে তুলেছে এরা। বাবার পরিকল্পনা একেবারেই সাধারণ!

তাই নিজেই তৈরি করবে নতুন প্ল্যান।

হ্যাঁ, ওটা কাজে লাগিয়ে দারুণ মজা পাবে সে!

পাঁচ

পাহাড়ি এলাকা ক্যাম্পো ব্যাসো পেছনে ফেলে তুমুল বেগে উড়ে চলেছে মাসুদ রানার শোগান জিপ। পেছন দিগন্তে উঁকি দিয়েছে রক্তিম সূর্য।

ইতালির পশ্চিম তীরবর্তী শহর নেপলসের দিকে ফিরছে রানা। উপকূলীয় সড়কের দু'পাশে ছোট ছোট শহর ও গ্রাম। সব পেরিয়ে একসময় পৌঁছে যাবে ও রোম শহরে।

ছুটি।

ফুরফুর করছে মন।

গত পাঁচ দিন ব্যস্ত ছিল কয়েকটা শহরে রানা এজেন্সির তিনটি শাখায় জমে থাকা জটিল কেসগুলো নিয়ে। কীভাবে সেসব সল্ভ্ করা যায়, বুঝিয়ে দিয়েছে যোগ্য, বুদ্ধিমান একদল সহকর্মীকে। আর গতকাল কাজ ফুরিয়ে যেতেই গিয়ে দেখা করেছে ক্যাম্পো ব্যাসো গ্রামে বেন হ্যাননের সঙ্গে। খুব খুশি হয়েছে মানুষটা। বয়স ষাট। শক্তপোক্ত দেহ। চুল এখনও সোনালি। বিয়ে করেছে কিছু দিন আগে। রানা যেন ক'টা দিন তাদের খামারে বেড়িয়ে যায়, সেজন্যে বারবার

অনুরোধ করেছিল স্বামী-স্ত্রী।

বেন হ্যাননের কথা রাখতে গতকাল রাতটা ওখানে থেকেছে রানা। অতীতে ফিরে গিয়েছিল ওরা। স্যাণ্ডহার্স্ট্ মিলিটারি অ্যাকাডেমির সব স্মৃতি। ওখানেই প্রথমবারের মত কমাণ্ডো ট্রেনিং নেয় রানা। ইন্সট্রাক্টর ছিল সার্জেন্ট বেন হ্যানন। অল্প দিনেই বুঝে গিয়েছিল, এ ছেলেটা অন্যরকম। নিজে থেকে সাহায্য করে অন্যদেরকে। খুব চৌকশ। অন্তরটা আবার খাঁটি সোনার মত। নিজের ছেলের মত রানাকে ভালবেসে ফেলেছিল বেন হ্যানন। ফলে সারাজীবনে সামরিক যত জ্ঞান অর্জন করেছে, উজাড় করে দিয়েছিল ওর জন্যে।

প্রশিক্ষণ শেষে যখন দুনিয়ার কয়েকটি দেশ থেকে আসা আড়াই শ' ক্যাডেট ও এসএএস ফোর্সের ক্যাডেটদের মধ্যে প্রথম হলো রানা, সে জমকালো পুরস্কার অনুষ্ঠানে খুশিতে কেঁদে ফেলেছিল সে। রানাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'দেয়ার মত আর কিছুই নেই আমার! থাকলে দিতাম।'

কয়েক বছর পর মস্ত বিপদে পড়ল মানুষটা। চাকরি গেল অন্যায় অভিযোগে। তার দায়িত্বে থাকা মালখানা থেকে চুরি হয়েছে কয়েক শ' আগ্নেয়াস্ত্র।

একেবারে ভেঙে গিয়েছিল তার মন।

বিচার শেষে যেত জেলখানায়।

কিন্তু দু'সপ্তাহ পর ডাক পড়ল জেনারেলের অফিসে। জানানো হলো, ধরা পড়েছে আসল চোর। নামকরা এক লর্ডের ছেলে ক্যাপ্টেন জন বেরেসন চুরি করেছে সরকারি অস্ত্র। প্যারিসে চোরাচালানী এক দলের কাছে অস্ত্র বিক্রির সময় তাকে ধরেছে স্যাণ্ডহার্স্ট্ মিলিটারি অ্যাকাডেমিরই প্রাক্তন ক্যাডেট মাসুদ রানা।

হ্যানন সেদিন বুঝেছিল, কতটা শ্রদ্ধার চোখে ওকে দেখে ছেলেটা। নইলে সাহায্য করত না আগ বাড়িয়ে।

ক'দিন পর চাকরিতে হ্যানন যোগ দেয়ায় ফোনে রানা

বলেছিল, 'ভাল লাগছে সাচ্চা কারও সম্মানের ক্ষতি হয়নি বলে।'

জীবনে দ্বিতীয়বার রানার জন্যে কেঁদে ফেলেছিল হ্যানন। বারকয়েক ফুঁপিয়ে বলেছিল, 'রানা, তোমার কোনও বিপদ হলে, আর আমি তা জানলে, তোমার জন্যে মরতেও আপত্তি করব না!'

যোগাযোগ ছিল দু'জনের ভেতর।

মাসে দু'মাসে ফোন করত রানা।

সত্যি, আগের মতই আছে বেন হ্যানন। তবে আগে সংগ্রহ করত দুর্লভ আগ্নেয়াস্ত্র, আজকাল জোগাড় করে পছন্দমত কোদাল, কুঠার ও শাবল।

এঁকেবেঁকে গেছে সরু, পাহাড়ি পথ। ক্রমেই বাড়ছে রানার জিপের গতি। খোলা জানালা দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকছে ফুলের সুবাস মাখা দামাল হাওয়া। আগামী আড়াই ঘণ্টায় রানা পৌঁছুবে ঝলমলে রোদের টিলাময় ক্যামপ্যানিয়ায়।

দুপুর বারোটায় দেখল টিরানিয়ান সাগর। ঝিলমিল করা নীল ঢেউয়ে ভাসছে রঙিন বোট ও ইয়ট। আরও কয়েক মাইল যেতেই প্রাচীন এক জেলে গ্রামে ঢুকল রানা। সামান্য উত্তরে মণ্ড্রাগন। ভিড় করে ওটার বারোটা বাজায়নি টুরিস্টরা। জিপের গতি কমিয়ে একবার মোবাইল ফোন চেক করল রানা।

না, নেই কোনও মেসেজ।

জীর্ণ রাস্তা ধরে আরও কিছুটা যাওয়ার পর সৈকতের কাছে এক রেস্টুরেন্ট পছন্দ হলো ওর। গাড়ি রেখে উঠানের একটা টেবিল দখল করল রানা।

পারিবারিক রেস্টুরেন্ট, বেদানার মত লালচে গালের গ্রাম্য এক মেয়ে দিল খাবারের মেনু। সাধারণ খাবার। অর্ডার দিয়ে চুপ করে বসে থাকল রানা। একটু পর বাড়িতে তৈরি সাদা ওয়াইনের একটা বোতল দিয়ে গেল মেয়েটা।

সবুজ বোতলের কর্ক খুলে গ্লাসে সাদা গরল ঢালল রানা। গলায় চালান দিল এক ঢোক ওয়াইন। চেয়ে রইল সুনীল সাগরের দিকে।

আগামী ক'টা দিন সত্যিই কোনও কাজ নেই ওর।

ছয়

এগিয়ে চলেছে মার খাওয়া সাদা মার্সিডিয কমার্শিয়াল ভ্যান, গায়ে হলদে ধুলো। পুরনো ইঞ্জিন চলছে খ্যার-খ্যার শব্দে। ভ্যানের গায়ে লেখা: গ্যালিলিও রসি।

ইতালিতে এভাবে নানাদিকে চলেছে বহু গাড়ি, খেয়াল করে না কেউ। সাদা ভ্যানের ড্রাইভার বা ওর দুই সহকর্মীর কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। তাদের তিনজনের নাম আনযা, ঘিনি ও মাসি। কাজ করে অ্যানযিয়ো শহরের প্রান্তে ছোট এক ফার্মে। বাগান সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি বিক্রি করে এ প্রতিষ্ঠান। কারুকাজ করা ইঁটের স্ল্যাব অর্নেলা সিলভেস্ট্রি গ্যালারিতে পৌঁছে দেবে বলে রওনা হয়েছে আনযা, ঘিনি ও মাসি। গত কিছু দিনে এমন বহু কিছুই গ্যালারি মালিকদের কাছে বিক্রি করেছে গ্যালিলিও রসি কোং।

বিকেল চারটেয় সরু রাস্তা ধরে অর্নেলা সিলভেস্ট্রি গ্যালারির দিকে চলেছে ড্রাইভার। তারা তিনজন পাত্তা দিল না, পেছনে আসছে কালো এক অডি কিউ সেভেন গাড়ি। ওটা পিছু নিয়েছে কয়েক মাইল আগেই। উইং মিররে গাড়িটা দেখল ড্রাইভার আনযা। কুঁচকে গেল ভুরু। প্রায় লেজের কাছে পৌঁছে গেছে এসইউভি। আয়েশ করে সিগারেট ফুঁকছে

ঘিনি। পরল ওঅর্ক গ্লাভ্স্। একটু পর নামাবে ভারী মালপত্র। বরাবরের মতই জানালার পাশে বসে ঝিমিয়ে নিচ্ছে মাসি।

কিন্তু হঠাৎ দূরের গলি ছেড়ে বেরোল এক পিকআপ গাড়ি। তিরিশ গজ সামনে চলেছে ওটা। অডির থেকে মন সরিয়ে সচেতন হলো ড্রাইভার আনযা। চলেছে বেশ জোরে, তাই কড়া ব্রেক কষে কমিয়ে নিল গতি। ঘিনি বেদম হোঁচট খাওয়ায় ওর ঠোঁট থেকে কোলে পড়ল জ্বলন্ত সিগারেট।

'আরে, শালা...'

এদিকে সামনের রাস্তা জুড়ে আড়াআড়িভাবে থেমেছে পিকআপ। এগোবার পথ বন্ধ। নিসান ওঅরিয়ার ফোর-হুইল-ড্রাইভ গাড়ির ভেতরে পাঁচজন লোক।

থেমে গিয়ে হর্ন বাজাল আনযা। কিন্তু প্রতিক্রিয়া নেই পিকআপ ড্রাইভারের। অলস চোখে দেখছে আনযাকে। কাঁচ নামিয়ে কনুই রাখল জানালার সিলে। ব্যায়ামপুষ্ট হাতে বেসবল ব্যাটের চেয়েও মোটা ডাণ্ডা। তার চোয়াল দেখেই আনযা বুঝল, স্টেরয়েড ব্যবহারে অভ্যস্ত ওই লোক। চোখে র‍্যাপ অ্যারাউণ্ড সানগ্লাস।

'শুয়োরের বাচ্চা পথ আটকাল কেন!' মুঠো পাকিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বের করল আনযা। লাভ হলো না তাতে। দরজা খুলে ক্যাব থেকে নামল আনযা। একবার পরস্পরকে দেখে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ঘিনি ও মাসি। ওদিকে ধীরে ধীরে খুলে গেছে পিকআপ গাড়ির দরজা। রাস্তায় নামল একলোক। রওনা হয়েছে ইতালিয়ান যুবকদের দিকে। লম্বা আনযার চেয়েও একমাথা উঁচু সে। ওদিকের দরজা খুলে নামল আরেকজন।

দুই দল বিশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে যেতেই ভয় পেয়ে ঢোক গিলল ঘিনি।

'ওই, শালারা, রাস্তা ছাড়!' গলা চড়িয়ে বলল মাসি।

মারামারির জন্যে তৈরি তার দুই বন্ধু। পিকআপের লোক

দু'জন হনহন করে আসছে ওদের দিকেই। আগেও রাস্তায় মারপিট করেছে আনযা, ঘিনি ও মাসি, তবে প্রতিপক্ষের দু'জনের সাইয দেখে গলা শুকিয়ে গেছে ওদের। খুব ঠাণ্ডা মাথায় আসছে লোকদুটো। পিকআপে বসে আছে অন্যরা, যেন কিছুই ছুঁয়ে যাচ্ছে না তাদেরকে।

ক'পা সামনে বাড়লেও হাঁটু কাঁপছে আনযার। মনে মনে চাইছে মারপিট এড়াতে। নরম সুরে বলল, 'কী ব্যাপার, ঝামেলা করছ কেন? পিকআপ সরিয়ে পথ ছেড়ে দাও।'

তার দিকে চেয়ে হাসল প্রকাণ্ডদেহী পিকআপ ড্রাইভার। পরক্ষণে বাপ-মা তুলে তুবড়ি ছোটাল গালির। কারণ ছাড়া এভাবে জঘন্য গালি খেয়ে হতবাক হয়েছে আনযা। ওর মনে হলো চড় খেয়েছে গালে। খেপে গিয়ে একইসঙ্গে পাল্টা গালি ছুঁড়ল আনযা, ঘিনি ও মাসি।

দ্রুত পরস্পরের দিকে এগোল দু'দল। গ্যালিলিও রসি ভ্যানের আরোহীদের খেয়াল নেই, পেছনে থেমে গেছে কালো অডি। খুলে গেছে ওটার সামনের দরজা।

অডির ড্রাইভার অ্যালেকযাণ্ডার গোরভ। পাশেরজন ইউরি বোরকভ। মাথায় সিকি ইঞ্চি চুল রেখেছে গোরভ। ওদিকে ইউরির মাথার চুলের পনিটেইল হলিউডি খলনায়কদের মত। গোরভের চাঁদি থেকে কালো, শুকনো, দগদগে ক্ষত নেমেছে বাম চোয়ালে। ফ্র্যাগমেণ্টেশন গ্রেনেডের আঘাতে বাঁকা দু'ঠোঁট। যেন সর্বক্ষণ হাসছে সে টিটকারির হাসি।

এ ডাকাতির জন্যে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছে ইউরি। বিমানে করে আসার সময় ফোন দিয়েছে ইতালিয়ান এক সহকর্মীর কাছে। জেনে নিয়েছে আর্ট গ্যালারিতে বিকেলে মালপত্র নেবে একটা ভ্যান। সে অনুযায়ী গুছিয়ে নিয়েছে নতুন প্ল্যান। গোরভ ছাড়া অন্যরা জানে না, বদলে দেয়া হয়েছে রাশান মাফিয়া ডন ক্যালযি বোরকভের পরিকল্পনা।

নিয়ম ভাঙছে বলে মজা পাবে, ভাবছে ইউরি। দু'চারটা

দিক বদলে দিয়েছে বলে খেপে যেতে পারে বুড়ো বোরকভ। কিন্তু গাছের ফল হাতে পাওয়া সবসময় মূল কথা। তা ছাড়া, যৌবনে নিজেও বহুত উল্টাপাল্টা করেছে মাফিয়া ডন। অপরাধী সমাজে সবাই জানে, সত্যিকারের নিরেট বেজন্মা ক্যালযি বোরকভ। তাই ধরে নেয়া যায়, ছবিটা হাতে পেলে কিছুই বলবে না সে। এদিকে মাঝ থেকে দারুণ মৌজ লুটে নেবে ইউরি।

নিঃশব্দে গাড়ি ছাড়ল সাইকোপ্যাথ। নেমেছে গোরভও। দ্রুত হেঁটে তারা পৌঁছুল গালাগালিতে ব্যস্ত তিন ইতালিয়ান যুবকের পেছনে। পিকআপ গাড়ির ড্রাইভারের দিকে ইশারা করল ইউরি। বিশালদেহী দানবের নাম মারিও বেলোমো। চাকরি করে ইউরির বাবার বন্ধুর। সে-ই জোগাড় করেছে স্থানীয় মস্তান রিনাল্ডি, জিয়ান্নি, কারাসিয়ো ও মার্সেলোকে।

এদের মুখ চিনলেও নাম মনে নেই ইউরির। আপাতত বিশ্বাস করলেও ওর আসল ভরসা গোরভ, অ্যান্থনি, রাইয়ান ও বেরেযিন। শুধু রাইয়ান জানে ইতালিয়ান ভাষা। তার মাধ্যমে ইতালিয়ান মস্তানদের নির্দেশ দিচ্ছে ইউরি। রাশান দলের সবাই ভয়ঙ্কর নীচ, হিংস্র খুনি, নইলে নিজ মাফিয়া দলে তাদেরকে উপযুক্ত বলে মনে করত না ওর বাবা।

জ্যাকেট থেকে সাইলেন্সারওয়ালা পিস্তল নিল ইউরি। নল তাক করল আনযার মাথার পেছনে। পরক্ষণে ট্রিগার টিপে দিতেই পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে উড়ে গেল ইতালিয়ান ড্রাইভারের মাথার খুপরি। খোলা জায়গায় সাইলেন্সারসহ পিস্তলের গুলির শব্দটা হলো আলতো হাতে তালি দেয়ার মত।

মুহূর্তে মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়েছে আনযার লাশ।

ঘিনি ও মাসি কিছু বোঝার আগেই শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল নিল গোরভ। একইসময়ে জ্যাকেটের কোমর থেকে পিস্তল নিয়েছে মারিও বেলোমো। গোরভের গুলিতে দু'চোখের মাঝে রক্তাক্ত আরেকটা চোখ তৈরি হলো মাসির।

বেলোমোর গুলি বিঁধল ঘিনির বুকে। মুহূর্তে খুন হয়েছে মাসি। লাশটা কাত হয়ে হুড়মুড় করে পড়ল ঘিনির ওপর। রক্তে ভেজা লাশ বুকে নিয়ে রাস্তায় পড়ল ইতালিয়ান যুবক। গুঙিয়ে উঠল ভীষণ। লাশ ঠেলে সরিয়ে ক্রল করে চলল মার্সিডিয গাড়ির দিকে। ভাবছে, পালাতে পারলে বাঁচবে।

ঘিনিকে খুন করতে বেলোমো পিস্তল তুলতেই হাত তুলে মাথা নাড়ল ইউরি। কাঁচা ইতালিয়ান উচ্চারণে বলল, 'কাজটা আমি করব।' কণ্ঠে সতর্ক করে দেয়ার সুর।

মৃতপ্রায় যুবকের পাশে থামল ইউরি। অ্যালিগেটরের চামড়ার দামি বুটের ডগা দিয়ে চিত করল ঘিনিকে। চুপচাপ ক'মুহূর্ত চেয়ে রইল অসহায় যুবকের দিকে। প্রচণ্ড হাঁফিয়ে চলেছে ঘিনি। বুকের ফুটো থেকে কুলকুল করে গড়াচ্ছে তাজা রক্ত। ডান পা তুলল ইউরি, কয়েক মুহূর্ত মিষ্টি হাসার পর ঝট্ করে বুটের হিল নামাল ঘিনির গলার ওপর। তেলাপোকা চেপ্টে দেয়ার মত করে ফাটিয়ে দিল শ্বাসনালী। যুবকের গলায় বগ-বগ শব্দ তুলল রক্ত। একমিনিট পেরোবার আগেই চোখ উল্টে গেল ঘিনির। মারা গেছে।

ইউরির দলের লোক ছাড়া নির্জন রাস্তায় কেউ নেই।

পিকআপ থেকে নামল তিন যুবক। পিকআপে লাশ তুলে ভরল করোনারের যিপ-আপ ব্যাগে। বেশিক্ষণ লাগল না বালি ও মাটি এনে রাস্তায় রক্তের পুকুর ঢাকতে। পুরো দু'মিনিট পেরোবার আগেই হারিয়ে গেল খুনের সব প্রমাণ।

অডি থেকে ভারী মালপত্র নিয়ে ভ্যানে তুলল খুনির দল। ভ্যানের পেছনে উঠল ইউরি, গোরভ, বেরেযিন, অ্যান্থনি ও কারাসিয়ো। ভ্যানের ড্রাইভিং সিটে মারিও বেলোমো। পাশের সিটে রিনাল্ডি ও জিয়ান্নি। নিসান ও অডি চালাবে মার্সেলো ও রাইয়ান।

তপ্ত পরিবেশ। থমথম করছে চারপাশ।

ভ্যান থামিয়ে দেয়ার ছয় মিনিট পর আবারও গন্তব্য লক্ষ্য

করে চলল গাড়ির কনভয়। আর্ট গ্যালারিতে যাওয়ার আগে একবার থামবে তারা। আলোচনা করবে নিজেদের ভেতর। নতুন করে বুঝে নেবে কার কী কাজ। তারপর সঠিক সময়ে হামলা হবে আর্ট গ্যালারিতে।

প্রত্যেকে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং আত্মবিশ্বাসী।

সাত

বিশাল সাগর ও রুপালি সৈকত চিরকাল টানে মাসুদ রানাকে। দুপুরের লাঞ্চ শেষে সৈকতে এসেছে ও। বামহাতে জুতো। দেখছে, পায়ে এসে খলবল করছে ছোট ছোট ঢেউ। কয়েক সেকেণ্ড পর হিসহিস শব্দে বিদায় নিচ্ছে সাগরের বুকে। ভাল লাগছে শীতল জল। বহুদূর হেঁটে মুখ তুলে দেখল সোনালি সূর্য, তারপর তাকাল বহু দূরে গেইটা উপসাগরের দিকে। পশ্চিমে কাছের ভূমি সার্ডিনিয়া।

গাড়ির দিকে চলল রানা। সৈকত থেকে মাটিতে উঠে পা থেকে ঝাড়ল বালি। পরে নিল জুতো। তিন মিনিট পর রওনা হলো উপকূলীয় সড়ক ধরে রোমের দিকে।

সন্ধ্যা ছয়টায় দিগন্তে হেলল সূর্য। এপ্রিলিয়া শহর থেকে ক'মাইল দূরে ধূসর হলো আকাশ। দিনভর গাড়ি চালিয়ে ক্লান্ত রানা। সারারাত এগিয়ে ভোরে রোমে পৌঁছুলে পড়বে গিয়ে ভাপসা গরম ও হাজারো হৈ-চৈ-এর মধ্যে। লণ্ডনের প্লেন ছাড়বে আগামীকাল বিকেলে। ততক্ষণ মনে হবে, আছে সাক্ষাৎ নরকে। এটা এড়াতে হলে আপাতত উচিত ছোট কোনও জনপদে থেমে হোটেল খুঁজে নেয়া।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সচেতন হলো রানা। এইমাত্র এক হেজ ঝোপের মাঝের গেট দিয়ে বেরিয়েছে কালো এক বিড়াল। একলাফে পড়ল গাড়ির সামনে। ওটার তিন ফুট পেছনেই এক পিচ্চি ছেলে!

প্রাণপণে ব্রেক চাপল রানা। পরক্ষণে প্রচণ্ড গতিহ্রাসে হোঁচট খেল সামনে। ঠিকভাবেই কাজ করেছে এবিএস সিস্টেম। ঘুরন্ত চাকার ড্রাম কামড়ে ধরেছে ব্রেকের শ্যু। হড়কে গেল শোগানের চার চাকা। পিছলে বাঁক নিয়ে কাত হতে গিয়েও থামল জিপ। তিন গজ দূরেই পথের মাঝে থমকে গেছে ছেলেটা। বয়স বছর ছয়েক। বিশাল গাড়ি আচমকা নাকের কাছে দেখে বিস্ফারিত হয়েছে ওর দু'চোখ।

রাস্তার আরেক পাশে পৌঁছে রানা ও ছেলেটাকে দেখে নিয়ে ঝোপের ভেতর হারিয়ে গেল কালো বিড়াল।

জিপ থেকে নেমে কয়েক কদমে বাচ্চাটার কাছে পৌঁছুল রানা। জানতে চাইল, 'মা শেখাননি রাস্তা পেরোবার সময় চারপাশ দেখে নিতে হয়? আরেকটু হলে তো খুন হতে!'

অপরিচিত যুবকের কণ্ঠে চাপা রাগ ও বিরক্তি টের পেয়ে নিজের পায়ের দিকে তাকাল পিচ্চি। ওর দীর্ঘ চুল বালিরঙা, চোখদুটো নীল। এতই ভড়কে গেছে, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মুখটা। চোখে ভীষণ লজ্জা ও ভয়। বেচারার জন্যে দুঃখ হলো রানার। এ-ও বুঝল, রাগ দেখানো অনুচিত। পিচ্চির কাছে বিশালদেহী লোক ও, তার ওপর খেপেছে ভয়ঙ্কর!

এবার নরম গলায় জানতে চাইল রানা, 'তোমার নাম কী, বাবু?'

জবাব দিল না পিচ্চি। তবে কয়েক সেকেণ্ড পর পায়ের দিকে চোখ রেখেই বলল, 'ইউগো।'

'তোমার বেড়ালের পিছু নিয়েছিলে, ইউগো?'

বারকয়েক মাথা নাড়ল ছেলেটা।

ওর পরনে বাইরে যাওয়ার দামি পোশাক, দেখল রানা।

সাধারণ পরিবারের সন্তান নয়। 'তুমি আশপাশেই থাকো?'

নীরবে পথের ধারে ঝোপের ওদিকটা দেখাল পিচ্চি।

'বাড়িতে আছেন তোমার বাবা-মা?'

চুপ করে আছে ছেলেটা। বুদ্ধিমান। বুঝেছে, বড় ধরনের শাস্তি জুটবে এবার কপালে। ভয় লাগছে ভীষণ। ভিজে গেল চোখের পাতা। দু'বার ফুঁপিয়ে উঠে কেঁদেই ফেলল। মনের কষ্টে থরথর করে কাঁপছে নিচের ঠোঁট।

সিধে হয়ে চারপাশে তাকাল রানা। মুখে বলল, 'বকা দেবে না কেউ, কথা দিচ্ছি।' ওরা আছে কোনও গ্রামের মুখে। জঙ্গলের মত গাছ ও ঝোপঝাড়ের ওদিকে বোধহয় পিচ্চির বাড়ি। 'চলো, মা'র কাছে পৌঁছে দিই।' কাঁধে হাত রেখে পথের পাশে ইউগোকে নিল রানা। 'নড়বে না, এখনই ফিরছি।' রাস্তার ধারে গাড়ি রাখল ও। আবহাওয়া যথেষ্ট উষ্ণ, তাই চামড়ার জ্যাকেট থাকল প্যাসেঞ্জার সিটের ওপর। গাড়ি থেকে নেমে দরজা লক করে ধরল ইউগোর হাত। আশা করছে একটু দূরেই পিচ্চিদের বাড়ি।

তবে ভুল হয়েছে রানার। গাছপালার মাঝের পথ ধরে কয়েক শ' গজ যাওয়ার পর দেখল, দূরে বিশাল এক ম্যানশন। আশপাশের জমি বোধহয় ওই বাড়ির মালিকের। বাড়ির চারদিকে পাথরের দেয়াল। প্রাচীন দালানের একদিকে অত্যাধুনিক ভবন। বেশি দিন হয়নি নির্মাণ হয়েছে স্টিল ও কাঁচের তৈরি ওই অংশ। বাগানে খোঁড়া হয়েছে মাটি। আশপাশে দেখা গেল না অন্য কোনও বাড়ি।

'ওটা তোমাদের বাড়ি?' জানতে চাইল রানা।

জবাব নেই।

'তুমি কথা কম বলো, তাই না?' বলল রানা। এবারও জবাব না পেয়ে মৃদু হাসল। 'দোষ দিতে পারছি না। তবে ভয় পেয়ো না। মানা করে দেব, তোমাকে বকবে না বাবা-মা।'

চুপচাপ হাঁটছে ওরা।

ক'গজ যাওয়ার পর বাঁক নিল পথ। ওদিকের দেয়ালে লোহার খোলা চওড়া গেট। এঁকেবেঁকে গাছের মাঝ দিয়ে পথ গেছে বাড়ির সামনে। উঠানে কয়েকটা গাড়ি। ছেঁটে রাখা ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক। তাদেরকে গার্ড বলেই মনে হলো রানার। তখনই বুঝল, এটা বাসাবাড়ি নয়। যারা উপস্থিত হয়েছে, এখানে এসেছে কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে।

'আমরা ঠিক জায়গায় এসেছি তো, ইউগো?' ছেলেটার কাছে জানতে চাইল রানা।

মৃদু মাথা দোলাল পিচ্চি। কত বড় শাস্তি পাবে বুঝে আরও শুকিয়ে গেছে চেহারা।

ওর হাত ধরে বাড়ির দিকে চলেছে রানা।

ভবনের চওড়া দরজার ওদিকে হাসিখুশি একদল পুরুষ ও নারী। পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে তারা। আলাপ করছে উঁচু গলায়।

রানা জানে না আজকের এই জমকালো অনুষ্ঠান কীসের। ইউগোর হাত ধরে বাড়ির দরজার কাছে পৌঁছুতেই একটু দূরের ঝোপ থেকে এসে পথ আটকে দাঁড়াল গোমড়া চেহারার এক লোক। মাথার চুল কদম ছাঁট করা। যে-কেউ ভাববে, এই লোক মানুষ হয়ে না জন্মালে নির্ঘাত হতো কুমির। ধূসর দু'চোখে নেই প্রাণের কোনও ছোঁয়া। সস্তা, কোঁচকানো সুট পরেছে মোটা পেট লুকাতে।

কম পয়সার গার্ড, বুঝল রানা। এদের দাপট বেশি হয়।

'দয়া করে ইনভিটেশন কার্ড দেখান, স্যর।'

'আমাকে দাওয়াত দেয়া হয়নি,' পাথুরে চোখে তাকাল রানা। 'এ ছেলেকে পেয়েছি রাস্তায়। এসেছি ওর বাবা-মা'র কাছে পৌঁছে দিতে। তাঁরা রয়েছেন ভেতরে।'

'প্রাইভেট একযিবিশন, স্যর, সবাই ঢুকতে পারে না,'

রোবটের মত আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল লোকটা। 'আপনার তো ইনভিটেশন কার্ড নেই।'

'আপনাদের একযিবিশন নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা নেই,' বলল রানা, 'আপনি তো শুনেছেন আমার কথা। এখানে এসেছি ছেলেটার বাবা-মা'র হাতে ওকে তুলে দিতে। মনে করছি এটা আমার দায়িত্ব। আমাকে ভেতরে যেতে না দিলে আপনি গিয়ে নিয়ে আসুন তাঁদেরকে বাইরে।'

সিকিউরিটি গার্ডের পাশে এসে থামল ভোঁদড়ের মত গোঁফওয়ালা এক কলিগ। 'কী করতে পারি, মিস্টার?'

পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাকে দেখল রানা। ঝাড়ুর কাঠি হলেও এই গার্ড কুমির নয়। 'আপনি বরং একযিবিশনের ম্যানেজারকে ডেকে আনুন।'

'সিনোর বারনার্ডি।'

'তা হলে তাঁর সঙ্গেই কথা বলতে চাই।'

'তিনি আছেন ভেতরে। ব্যস্ত।'

কড়া কিছু বলতে গিয়েও থামল রানা। বাড়ির ভেতর আলাপের গুঞ্জন ছাপিয়ে এল নারীকণ্ঠের চিৎকার। দু'পাশে সরে সরু এক পথ খুলে দিয়েছে সবাই। প্রায় ছুটে এল এক মহিলা। বয়স ত্রিশ মত। পরনে উজ্জ্বল হলদে ফ্রক। কাঁধে সোনালি স্ট্র্যাপওয়ালা হাতব্যাগ। ইউগোর সঙ্গে অনেক মিল মহিলার চেহারার। নীল চোখ। বালিরঙা চুল। দৌড়ে এসে পিচ্চিকে জড়িয়ে ধরল মা। 'ওফ্, ইউগো! ভীষণ ভয় পেয়েছি! কোথায় গিয়েছিলে?' রানার ওপর চোখ বোলাল মহিলা। 'সিনোর, আপনিই ওকে খুঁজে পেয়েছেন?'

'জী, তবে আধ সেকেণ্ড পরে ওকে দেখলে চ্যাপ্টা হতো আমার গাড়ির নিচে,' বলল রানা।

মুহূর্তে রেগে গিয়ে ছেলের দিকে তাকাল মহিলা। সোজা হয়ে দুই হাত রাখল কোমরে। 'ইউগো, কথা ঠিক?'

'হ্যাঁ...' প্রায় কেঁদে ফেলল ইউগো।

'তোমাকে না কোটি-কোটিবার বলেছি রাস্তা পেরোবার আগে দু'দিক দেখে নিতে হয়?'

'হ্যাঁ, মামা।' চোখ থেকে টপটপ করে দু'ফোঁটা অশ্রু পড়ল গালে।

'দাঁড়াও, আসুক তোমার বাবা, বকে ভূত ছাড়াবে!' কঠোর চোখে ছেলেকে দেখল মহিলা। দুই কাঁধ ঝুলে গেল ইউগোর। যা ভেবেছিল, বকা তো খাবেই, সেইসঙ্গে বন্ধ হবে বাড়ির বাইরে যাওয়া। মহিলার চোখে চেয়ে রানা বুঝল, মস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে খুশি, রাগ ততটা নয়। ওকে দেখল মহিলা। চোখে অঢেল কৃতজ্ঞতা। 'সিনোর, দয়া করে ভেতরে চলুন। একগ্লাস ওয়াইন নেবেন। আপনাকে খালি মুখে বিদায় দিলে লজ্জায় মরে যাব।'

মৃদু মাথা দুলিয়ে প্রথম সিকিউরিটি গার্ডের ধূসর চোখে তাকাল রানা। এখনও ঘাড়ত্যাড়া ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। 'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, একযিবিশনে ঢোকার মত ইনভিটেশন কার্ড নেই আমার।'

'তাতে কী,' বলল মহিলা। হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে কার্ড নিয়ে বাড়িয়ে দিল সিকিউরিটি গার্ডের দিকে। 'আমার স্বামীর ইনভিটেশন কার্ড। আরও দু'জনকে নিতে পারবে। সে দু'জনের একজন আমি, আর দ্বিতীয় মানুষটি হচ্ছেন এই ভদ্রলোক।'

ভেতরে যাবে কি না ভাবতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ল রানা। তারপর ভাবল, ক্ষতি কী! কোথাও যাওয়ার তাড়া তো নেই। মন্দ হয় না একগ্লাস ওয়াইন পেলে। ইউগোকে প্রায় পিষে যাওয়া থেকে বাঁচাতে গিয়ে বড্ড শুকিয়ে গেছে গলা।

'আপনি যখন বলছেন, আপত্তি করব না,' কাঁধের গুঁতো মেরে দুই গার্ডের মাঝে পথ তৈরি করে মহিলার পিছু নিল রানা।

পুরনো রাজসিক বাড়ি। ভেতরে পা রেখে রানা বুঝল,

চলছে প্রাইভেট আর্ট একযিবিশন। ফয়ের শুরুতেই স্ট্যাণ্ডে একের পর এক পোস্টার, প্যামফ্লেট ও গাইড বুক। উপস্থিত হয়েছে প্রায় চল্লিশজন অতিথি। দুই বয়স্ক দম্পতি ছাড়া অন্যরা প্রায় সবাই মাঝবয়সী। আনুষ্ঠানিক আলাপ ও হাঁটাচলার ভাবভঙ্গি দেশ-সেরা আঁতেলদের মত। যদিও তাদের মাঝে ঘুর-ঘুর করছে দু'একজন বোহেমিয়ান টাইপের বাউণ্ডুলে। ওদেরকে বাদ দিলে আর সবার পোশাক দামি ও রুচিশীল। সবার মধ্যে চ্যাম্পিয়ান হচ্ছে জুতোর বাক্সের মত চৌকো চোয়ালওয়ালা এক লোক। পরনে ভ্যালেণ্টিনো ব্লেযার। প্রচুর সময় ব্যয় করে ট্যান করেছে ত্বক। যেন উঠে এসেছে পুরনো রবার্ট রেডফোর্ড মুভি থেকে। সত্যিকারের মিস্টার ড্যাশিং!

আনমনে হাসল রানা। পরনে জিন্স ও ডেনিম, সুবেশী মানুষের মাঝে ওকে দেখাচ্ছে অদ্ভুত চিড়িয়ার মত।

ইউগোকে বাদ দিলে ঘরে সবচেয়ে কমবয়সী টিনএজার এক মেয়ে। মাথার কোঁকড়া চুল সোনালি। কালো করে রেখেছে মুখ। মাঝে মাঝে করুণ চোখে দেখছে বাবা-মাকে। বোঝা গেল, অন্য কোথাও থাকতে পারলে খুশি হতো সে।

'আমার নাম অ্যালেসিয়া আদ্রিয়ানো,' মৃদু হেসে বলল ইউগোর মা। বামহাতে শক্ত করে ধরেছে ছেলের ডানহাত। হ্যাণ্ডশেকের জন্যে ডানহাত বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

'আমি মাসুদ রানা,' হাত ধরে আলতো ঝাঁকিয়ে দিল রানা। ছোটখাটো মানুষ অ্যালেসিয়া। চোখে তীক্ষ্ণবুদ্ধির ছাপ। এ ঘরের অনেকের চোখে নেই ওই দীপ্তি।

'আপনি কোন্ দেশের, মিস্টার রানা?' বলল মহিলা, 'উচ্চারণ একদম নেপলসের মানুষের মত।'

'জাতে আমি বাঙালি,' বলল রানা, 'এ ভাষা শিখিয়েছে আমার ইতালিয়ান এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'আপনাকে আবারও ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না, মিস্টার

রানা। ইউগো আমাদের একমাত্র সন্তান। ওর কিছু হলে মাফ করতে পারতাম না নিজেকে।' রানার চোখে তাকাল অ্যালেসিয়া। 'এদিকেই কোথাও থাকেন?'

'তা নয়, থেমেছি চলে যাওয়ার পথে,' বলল রানা, 'এ জায়গার নাম কী?'

'দি অ্যাকাদেমিয়া সিলভেস্ট্রি,' বলল মহিলা, 'এলাকার সবচেয়ে নামকরা ও সেরা আর্ট বিষয়ক স্কুল। নতুন একযিবিশন উইং আজই খুলেছে, তাই এই অনুষ্ঠান।'

'বাড়ির সঙ্গে যুক্ত করেছে আধুনিক অংশ,' বলল রানা। 'আসার সময় দেখেছি।'

হাসল অ্যালেসিয়া। 'আধুনিক হলেও শৈল্পিক নয়, বরং যান্ত্রিক, তাই না?'

'তা বলা যায়,' সায় দিল রানা।

'আর্ট সম্পর্কে কতটা জানেন, মিস্টার রানা? ভাল লাগে পুরনো না আধুনিক তৈলচিত্র?'

'কোনও কোনও ছবি ভাল লাগে, তবে আসলে বুঝি না, আবছা একটা ভাল লাগার অনুভূতি হয়,' স্বীকার করল রানা।

'এখানে আছে কয়েক শতাব্দীর চিত্র,' বলল অ্যালেসিয়া। 'দুনিয়ার বহু গ্যালারি থেকে পাঠিয়েছে ওগুলো। আপনার হয়তো ভাল লাগবে।'

'এজন্যেই এত কড়া সিকিউরিটি,' বলল রানা। খেয়াল করেছে, চারপাশের দেয়ালের গোপন জায়গায় সিসিটিভির কাঁচের লেন্স। সিকিউরিটি সিস্টেমের চোখ এড়াবে না কিছুই।

'হ্যাঁ, নজর রাখা হচ্ছে সবার ওপর। শুনলাম স্টেট-অভ-দি-আর্ট সিস্টেম। সন্দেহ কী, সেরা ব্যবস্থা নেবে গ্যালারি। শত শত মিলিয়ন ইউরোর চিত্র ঝোলানো হয়েছে দেয়ালে।' কাঁচের ওঅকওয়েের দিকে ইশারা করল মহিলা।

'আমি কি ধরে নেব আপনি আর্ট স্কুলের কেউ?' জানতে

চাইল রানা। অন্যদের সঙ্গে চলেছে ওরাও। কাঁচে ঢাকা অংশ পেরোলেই বোধহয় নতুন উইং।

'আমার স্বামী ট্যাডিয়ো আদ্রিয়ানো। এ এলাকার আর্ট ও অ্যান্টিকুইটি সংরক্ষণ করে যারা, তাদের ভেতর সেরা। বৈবাহিক সূত্রে এসবে জড়িয়ে গেছি। ভালই লাগে। ওর সঙ্গে যাই সবধরনের একযিবিশনে।'

'আপনার স্বামীকে দেখছি না,' বলল রানা।

'ফোনে বলেছে দেরি হবে আসতে,' বলল মহিলা, 'রোমের কাছে পুরনো এক চার্চ সংরক্ষণের কাজ করছে ওর কোম্পানি। স্কেজুয়াল থেকে পিছিয়ে পড়েছে। আজ এখানে আসতে না পারলে মন খারাপ হবে ওর। তার চেয়েও বেশি কষ্ট পাবে ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে ধন্যবাদ দিতে না পেরে। আপনি না থাকলে আজ সর্বনাশ হতো আমাদের।'

লজ্জা পেল রানা। 'আমি তেমন কিছুই করিনি।'

ডেস্কে বসে আছে এক মহিলা, তাকে টিকেট দেখাল অ্যালেসিয়া। ব্যাখ্যা করে জানাল, রানা তার গেস্ট।

আর্চ করা গেট পেরিয়ে কাঁচের করিডোরে পা রাখল ওরা। সামনেই দি অ্যাকাদেমিয়া সিলভেস্ট্রির নতুন উইং। উজ্জ্বল সাদা আলোয় ভরা ঝকঝকে অত্যাধুনিক বিশাল ঘর। নিঃশব্দে চলছে দামি এয়ার কণ্ডিশনার। মেঝে সাদা মার্বেলের। দেয়ালে দেয়ালে ঝুলছে নন-রিফ্লেকটিভ গ্লাসের কেসে চিত্র, ওদিকে সরু করে পেতে রাখা হয়েছে রক্তলাল ইরানি কার্পেট। আর্টিস্ট ও সৃষ্টির সময়কাল অনুযায়ী সাজানো হয়েছে আর্ট। এরই ভেতর সেগুলো ঘুরে দেখছে অতিথিরা। নিচু গলায় আলাপ করছে নিজেদের ভেতর। রানার পেছনে আরও লোক ঢুকছে সূর্যালোকে ভরা ঘরে। চলছে মৃদু গুঞ্জন। কেউ কেউ বলছে পুরনো গ্যালারিই ভাল ছিল, চেহারায় বিরক্তি।

সবুজ পোশাক পরা সুতলির মত সাদা চুলের এক বয়স্কা

মহিলা স্বামীকে বললেন, ‘একেই বলে সত্যিকারের পৈশাচিক গ্যালারি! এটা কিছু হলো!’ তাঁর স্বামীর বয়স অন্তত নব্বুই। হাঁটছেন ওঅকিং স্টিক ব্যবহার করে। ‘যদিও এ-ও ঠিক, লুভর মিউযিয়ামের পিরামিডের মত অত ভয়ঙ্কর নয়।’ মাথা নাড়লেন বয়স্কা মহিলা। ‘তবে এটাও বিকট দর্শন।’

‘বাড়ির ভেতর গাছ দেখে আপনার মনে হচ্ছে না এটা খুব অর্গানিক?’ জোর গলায় বলল এক বোহেমিয়ান লোক। ‘দারুণ! একেই বলে প্রকৃতির কাছে যাওয়া।’ চটি স্যাণ্ডেল পরে চটাস্ চটাস্ আওয়াজে আরেকদিকে চলল সে। মাথা ভরা ঝাঁকড়া চুল। দাড়ি নেমেছে নাভির কাছে। বাড়ির ডিযাইনের ক্রটি ছাপিয়ে উঠেছে তার এলোমেলো চুল-দাড়ি। তাকে আপত্তির চোখে দেখছে অনেকে।

লোকটার দিকে ফিরেও তাকাল না ব্রেডফোর্ডের ক্লোন।

‘আপনার কী ধারণা, মিস্টার রানা?’ জানতে চাইল অ্যালেসিয়া।

‘আমি সত্যিই বুঝি না আর্ট,’ বলল রানা। তবে এটা বুঝেছে, এমনি এমনি দুনিয়ার বহু গ্যালারি থেকে পাঠানো হয়নি ছবি। চারপাশের দেয়ালে দুনিয়া-সেরা আর্টিস্টদের অমর সব শিল্প। এখানে পা রাখতে পেলে ধন্য হবে শিল্পপ্রেমী যে-কেউ। বাদ পড়েননি পিকাসো, শিগাল বা মোনে। ভুরু উঁচু করল রানা। ‘বাহ্, দ্য ভিঞ্চি!’

‘এ গ্যালারিতে পাবেন নামকরা সবাইকে,’ মৃদু হাসল অ্যালেসিয়া, ‘নতুন গ্যালারির জন্যে খুব খেটেছে কর্তৃপক্ষ। আমার স্বামী বলেছে, ওরা ডেলাক্রোয়ও রাখতে চেয়েছিল, তবে জায়গা নেই দেখে শেষে বাদ দিয়েছে ওই পরিকল্পনা।’ রানার হাত ধরল সে। ইশারায় দেখাল গ্যালারির অন্যদিকে এক লোককে। তার পরনে দামি সিল্কের সুট। মানুষটার বয়স হবে পঁয়তাল্লিশ মত। যত্ন করে গুছিয়ে রেখেছে নিজেকে। ‘উনি মালিকপক্ষের একজন। নাম লুইজি জিয়োরদানো।

ওদিকে পিকাসোর পাশে আরেকজন, তাঁকে দেখতে পেয়েছেন?'

'ছোটখাটো ওই মানুষটা?'

'আপনি এ কথা বললে হার্ট অ্যাটাক করে মরবেন উনি। নাম অরোরা ল্যাম্বার্ডি। লুইজি জিয়োরদানোর ব্যবসায়িক পার্টনার। কিন্তু বেশিরভাগ টাকা দিয়েছেন কাউন্ট অক্টাভিও দে কণ্টি। তিনি নিজ প্রভাব না খাটালে চালু হতো না এই গ্যালারি। আরও বড় কথা, এত বিশাল শো-ও হতো না।'

আঙুল তাক করে কাউন্টকে চিনিয়ে দিল অ্যালেসিয়া।

কাউন্ট অক্টাভিও দে কণ্টির বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। লম্বা একটা কঙ্কাল বললেও চলে। তবে কঙ্কালের মাথায় তেল চুপচুপে কালো চুল। যেন জন্ম নিয়েছেন মৃতদেহ সৎকার করতে। গলায় চমৎকার বো টাই। ঘরের আরেকপ্রান্তে একদল মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে চুমুক দিচ্ছেন ওয়াইনের গ্লাসে। 'এদিকের এলাকার অভিজাতদের ভেতর সেরা কাউন্ট অক্টাভিও দে কণ্টির পরিবার,' বলল অ্যালেসিয়া, 'বিচিত্র তাঁদের ইতিহাস।'

'ভাল করেই চেনেন মনে হচ্ছে?'

মাথা দোলাল মহিলা। 'গত ক'বছরে আমার স্বামীর কয়েকটা প্রজেক্ট শেষ করার জন্যে টাকার জোগান দিয়েছেন তিনি।'

কাউন্ট বুঝেছেন, বাদামি যুবক ও অ্যালেসিয়ার ভেতর তাঁকে নিয়েই আলাপ চলছে। কঙ্কালের মুখে ফুটে উঠল মারাত্মক শুকনো হাসি। অন্যদেরকে রেখে এক লাফে রানাদের সামনে এসে হাজির হলেন তিনি। অ্যালেসিয়া খুলে বলল, কীভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছে তার ছেলে। পরিচয় করিয়ে দিল রানার সঙ্গে কাউন্টের। 'ইনি, কাউন্ট অক্টাভিও দে কণ্টি। আর ইনি মিস্টার রানা।'

'আমাকে অক্টাভিও বলে ডাকলে খুশি হব,' রানার সঙ্গে

হাত মেলালেন অস্থিচর্মসার মানুষটা। 'আমি শুধু পেট-মোটা রাজনৈতিক নেতা বা মিউযিয়াম বোর্ডের সদস্যদের মুগ্ধ করতে কাজে লাগাই কাউন্ট টাইটেল। যাই হোক, সিনোর রানা, এটা বুঝেছি, ইতালির ভাষায় দক্ষ হলেও এদিকের লোক নন আপনি।'

'যাওয়ার পথে থেমেছি এখানে,' বলল রানা।

'ছুটি কাটাচ্ছেন? থাকবেন আরও কিছু দিন ইতালিতে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'খারাপ লাগছে চলে যেতে, তবে আগামীকাল আমার ফ্লাইট। ফিরব লণ্ডনে।'

শিউরে উঠল কাউন্ট। 'বিমান? ওরে, বাবা! জানি, ভয়টা অযৌক্তিক, তবে ওই জিনিসের কথা ভাবলেই গলা শুকিয়ে যায় আমার! দরকারে হেঁটে যাব হাজারো মাইল।'

'আপনারা চমৎকার করে সাজিয়ে নিয়েছেন গ্যালারি,' মন্তব্য করল রানা।

ভয়াবহ হাসি দিল কঙ্কাল। সরু, শুকনো ঠোঁট সরতেই দেখা দিয়েছে এবড়োখেবড়ো অসংখ্য ধূসর, দানবীয় দাঁত। 'এটা বললেন বলে ধন্যবাদ, মিস্টার রানা। আমাদের সৌভাগ্য দুনিয়ার সেরা আর্ট এনে এখানে সবাইকে দেখাতে পারছি।'

'আপনার পরিবার বোধহয় শত শত বছর ধরেই এসব শিল্পের স্রষ্টাদের পৃষ্ঠপোষক?' প্রশংসার সুরে বলল রানা। টের পাচ্ছে, ফুরিয়ে এসেছে ওর সাংস্কৃতিক খুচরা আলাপের জোগান।

'তার ঠিক উল্টো,' বললেন কণ্টি, 'আমার দাদু কাউন্ট টাকিটাস দে কণ্টি ছিলেন গণ্ডারের মত গোঁয়ার। সত্যিকারের অত্যাচারী লোক। দু'চোখে দেখতে পারতেন না কোনও শিল্প। অথচ, তাঁর প্রথম স্ত্রী ছিলেন একজন আর্টিস্টিক জিনিয়াস। আমার পরিবারে শিল্প প্রবেশের পেছনে আছেন তিনি। ছবি আঁকতেন বলে ভীষণ খেপে গিয়েছিলেন দাদু।

নিষেধ করেন দাদীকে, ছুঁয়েও দেখবে না তুলি। কিন্তু ওই নির্দেশ মানলেন না দাদী। ফলে উনিশ শ' পঁচিশ সালে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেন দাদু। তবে স্বামীর কালো বলয় থেকে বেরিয়ে পৈত্রিক নাম অর্নেলা সিলভেস্ট্রি ব্যবহার করে তৈলচিত্র আঁকতে থাকলেন দাদী। একসময় চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল সুনাম।' কৌতূহলী চোখে রানাকে দেখলেন তিনি।

রানা বুঝল, কাউন্ট জানতে চান অর্নেলা সিলভেস্ট্রির বিষয়ে কতটা জানে ও। 'অ্যালেসিয়াকে বলছিলাম, আসলে আর্টের ব্যাপারে প্রায় কিছুই জানি না,' বলল রানা। 'দুঃখিত, আগে কখনও শুনিনি আপনার দাদীর নাম।'

হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন কাউন্ট। 'দাদু আর দাদীর সন্তান হয়নি। দাদু আবারও বিয়ে করার পর জন্মান আমার বাবা। দুর্দান্ত সুন্দরী ছিলেন আমার আপন দাদী। তবে তার আর কোনও গুণের কথা শুনিনি।' একটু দূরের একটা ছবির দিকে আঙুল তাক করলেন তিনি। 'ওই যে, ওটা অর্নেলার আঁকা ছবি। আসলে তাঁর নামেই চালু করেছি গ্যালারির এই উইং।'

ক'পা সরে মনোযোগ দিয়ে ছবিটা দেখল রানা। আঁকা হয়েছে চরম হতাশ এক অভিজাত লোকের ছবি। কাঠের ফ্রেমের একটু ওপরে কাগজে লেখাঃ 'রিয়ো', সালটা উনিশ শ' পঁচিশ।

'নামকরা ছবির ভেতর ওটাও আছে,' বললেন কাউন্ট অভ কণ্টি। চেহারা দেখে মনে হলো, এবার জানাবেন খুঁজে পেয়েছেন যিশুর হারিয়ে যাওয়া আঙুল। গলা নিচু করলেন তিনি, 'আবিষ্কার হয়েছে ক'দিন আগে। আমার পূর্বপুরুষদের বাড়ি প্যালায্যো দে কণ্টি বিশাল জমির ওপর তৈরি। অসংখ্য গোপন কক্ষ। তেমনই এক কক্ষে গোপনে স্বামীর আড়ালে ছবি আঁকতেন অর্নেলা। ওখানেই পেয়েছি কিছু ছবি। এই প্রথম প্রকাশ করছি এই গ্যালারিতে।' একটু উত্তেজিত হয়ে

উঠলেন কাউন্ট, 'ওই কক্ষে ছিল অন্যান্য আর্টিস্টদের ছবি। তার ভেতর আছে বিখ্যাত আর্টিস্ট গোএয়ার চারকোলের এক স্কেচ। ধারণা করা হতো বহু আগেই হারিয়ে গেছে ওটা।'

কঙ্কালসার কাউন্টের শীর্ণ আঙুল অনুসরণ করে রুমের আরেকদিকে চাইল রানা। ফ্রেমের ভেতর ছায়াময় জায়গায় চুপ করে হাঁটু গেড়ে বসে আছে এক লোক, হাতদুটো তুলেছে স্রষ্টার কাছে সাহায্য চাওয়ার ভঙ্গিতে।

রানা ঘুরতেই ওর চোখে তাকালেন কাউন্ট। আশা করছেন প্রশংসা বা সমালোচনা। সত্যিকারের বিজ্ঞ বোদ্ধার মত এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল রানা। ভাবছে: ওয়াইন দেবে বলে ডেকে এনে ভুলেই গেল মহিলা? সেই লোভে পড়ে শেষে কঙ্কালের হাতে কতল হচ্ছে ও এখন। দুই চোখকে হাতঘড়ির দিকে যেতে বিরত রাখল রানা।

'গোএয়ার ওই ছবি ডিসপ্লের অন্যান্য পেইন্টিঙের চেয়ে অনেক কম মূল্যবান,' বললেন কাউন্ট। 'তবে উনিশ শ' ছিয়াশি সালে সৎদাদীর মৃত্যু হলে তাঁর সম্মানেই প্রতিষ্ঠা করি দি অ্যাকাদেমিয়া সিলভেস্ট্রি। খুব ভাল লাগছে যে তাঁরই কিছু ছবি তুলে ধরেছি সবার সামনে। তাই অন্যরকম অনুভূতি কাজ করছে আমার মনে।'

'জেনে খুব ভাল লাগল,' বলল রানা, 'কংগ্র্যাচুলেশন্স।'

রানা ও অ্যালেসিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্য অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করতে গেলেন কাউন্ট।

অ্যালেসিয়া বলল, 'চলুন, রানা, এবার ওয়াইন।'

মহিলার সঙ্গে গ্যালারির অন্যপ্রান্তে এল রানা। উইঙের এদিকে দুটো দরজা। প্রথমটা বন্ধ, ওপরে লেখা: 'প্রাইভেট'। অন্য দরজা খোলা। ওদিকের ঘরে দীর্ঘ টেবিলে সারি দিয়ে রাখা মুখরোচক সব খাবার। ক্রিস্টালের গ্লাসের পাশেই দামি হোয়াইট ওয়াইনের বোতল ডুব দিচ্ছে বরফ ভরা বাকেটে। রুমের তাপমাত্রার সমান রাখতে টেবিলে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে

রেড ওয়াইনের বোতল। নিজের জন্যে হোয়াইট ওয়াইন নিল অ্যালেসিয়া। রানা নিল একগ্লাস কিয়্যাণ্টি। ওটা এক ঢোক গেলার পর ভাবল, আরেহ্, জীবনটা আসলে অতটা খারাপ তো নয়!

ইউগোকে আপাতত ছেড়ে দিয়েছে ওর মা। তবে বলে দিয়েছে, চোখের আড়ালে যাওয়া চলবে না। আচরণ হতে হবে ভদ্রলোকের মত। কিছুক্ষণ টুকটাক আলাপ করল অ্যালেসিয়া ও রানা। মহিলা হাসি-খুশি, মিশুক। জানাল স্বামীর নতুন প্রজেক্টের কথা। প্রায় সংরক্ষণ করা শেষ রোমের কাছে ওই প্রাচীন চার্চ।

অ্যালেসিয়া সচেতন নয়, নিজের ব্যাপারে প্রায় কিছুই বলেনি রানা। শুধু বলেছে, টুকটাক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ও। দু'জনের কেউ দেখল না গ্যালারির প্রধান গেটে থেমেছে সাদা পুরনো এক মার্সিডিয ভ্যান। ওটার ভেতর রয়েছে বেশ কয়েকজন স্বাস্থ্যবান যুবক।

আট

সন্ধ্যা পৌনে সাতটা। কমপাউণ্ডের গেটে থেমেছে পুরনো মার্সিডিয ভ্যান। নামানো হলো দু'পাশের জানালার কাঁচ। ধীর পায়ে হেলেদুলে ড্রাইভার ও আরোহীদের দিকে এল দুই গার্ড, চেহারায় গাম্ভীর্য। ভাব করছে, ওরা বড় অফিসার। কুমিরের মত চোখের ধূসর মণির গার্ড খেয়াল করল, ভ্যানের ড্রাইভার দানবের মত বিশাল। চোখে র‍্যাপ অ্যারাউণ্ড সানগ্লাস। তার দিকে চলল সে। বুঝেছে, কম নয় ড্রাইভারের

পাশের লোকটাও। বুকে রেখেছে দু'হাত। বাহুর পেশি দেখে মনে হচ্ছে সে নির্ঘাত বডিবিল্ডার।

আগে কখনও এদেরকে দেখেনি কুমির চোখো গার্ড। তাই মৃদু অস্বস্তি নিয়ে বলল, 'মনে হয় ভুল জায়গায় এসেছ।'

অবাক চোখে তাকে দেখল ড্রাইভার। মাথা নাড়ল আস্তে করে। 'এটাই তো দি অ্যাকাদেমিয়া সিলভেস্ট্রি, তা-ই না? এখানেই মাল ডেলিভারি দেয়ার কথা।'

'যাদের আসার কথা, তারা কোথায়?' জানতে চাইল গার্ড।

বুক পকেট হাতড়ে হলদে কাগজ নিল ড্রাইভার। 'ওদেরকে পাঠানো হয়েছে অন্য কাজে। এই যে চালান।'

সতর্ক চোখে কাগজ দেখল গার্ড। ক'মুহূর্ত পর মেনে নিল, অর্ডার মত মাল এনেছে এরা। তবে বিরক্তি নিয়ে বলল সে, 'ঝামেলা। কাগজ ঠিকই আছে, তবে গ্যালারিতে এখন চলছে একযিবিশন।'

'তাতে কী?'

'দেখছ না ভেতরে অতিথি? বাইরে মাল নামাতে গিয়ে হৈ-চৈ হলে মনোযোগ নষ্ট হবে। তোমরা বরং এসো আগামীকাল, তখন জানিয়ে রাখব ম্যানেজারকে।'

'উপায় নেই,' মাথা নাড়ল ড্রাইভার। 'আগামী একমাসে কোম্পানি আর ডেলিভারি দেবে না। আমরা সবাই ব্যস্ত।'

'অত মুড দেখিয়ো না,' বলল গার্ড। 'আমি কথা বলব তোমার বসের সঙ্গে। দেখি কী বলে সে!'

'আমিই বস,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল দানবীয় ড্রাইভার।

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল গার্ড। কুঁচকে ফেলেছে ভুরু। পড়ে গেছে চিন্তায়। এদের ফিরিয়ে দিলে বকা খেতে হবে। ক'মুহূর্ত পর বলল সে, 'ঠিক আছে, যা করার তাড়াতাড়ি। আওয়াজ করবে না কোনও। পাঁচ মিনিটে মাল নামিয়ে বিদায় নেবে।'

'ঠিক আছে।'

হাতের ইশারায় দি অ্যাকাদেমিয়া সিলভেস্ট্রির প্রাচীন গ্যালারির দিকে দেখাল ধূসর চোখের গার্ড।

ভবন ঘুরে নতুন উইঙের পাশে থামল ভ্যান। চাবির কান মুচড়ে দেয়ায় থরথর করে কেঁপে থামল ডিজেল ইঞ্জিন। ভ্যানের দু'দিকের দরজা খুলে নামল মারিও বেলোমো, রিনাল্ডি ও জিয়ান্নি।

উইঙের লম্বাটে জানালা দিয়ে ভেতরে তাকাল বেলোমো। ঘরে চিত্র দেখছে একদল শিল্পপ্রেমী মানুষ। গুঞ্জন চলছে ঘরে। আঙুল তুলে দেখাচ্ছে দামি চিত্র। দূরে টেবিলের কাছে ওয়াইনে চুমুক দিচ্ছে দু'একজন। কারও খেয়াল নেই বাইরে থেমেছে পুরনো ভ্যান। আর ওটা থেকে নেমেছে একদল রুক্ষ চেহারার লোক। নিষ্ঠুর হাসল বেলোমো। মাত্র পাঁচ মিনিট পর অন্যরকম হবে পরিবেশ।

মেইন গেট থেকে অধৈর্য চোখে চেয়ে আছে দুই গার্ড। মাথার ইশারায় তাদেরকে ডাক দিল বেলোমো।

বিরক্ত হয়ে নুড়িপাথর মাড়িয়ে হনহন করে এল গার্ড দু'জন। প্রতি পদক্ষেপে কমছে ভাবগাম্ভীর্য ও চেহারার কর্তৃত্বের ছাপ। কেন যেন ভয় পেতে শুরু করেছে ওরা। দুই গার্ডের চেয়ে অন্তত একফুট উঁচু বেলোমো। কালো টি-শার্ট ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে শক্তিশালী মাংসপেশি। সে কী করে দেখার জন্যে ভ্যানের পাশে হেলান দিল রিনাল্ডি ও জিয়ান্নি।

কাছে পৌঁছে গেল ধূসর চোখের গার্ড। 'কী হলো?'

'পাল্টে গেছে আমাদের প্ল্যান,' বলল বেলোমো, 'যদি চাও জলদি বিদায় নেব, তো সাহায্য করো মাল নামাতে।'

'এত বড় কথা?' ভুরু কুঁচকে ফেলল প্রথম গার্ড।

'সবাই কাজ করলে সময় লাগবে না,' অর্ধনির্মিত ফোয়ারা দেখাল বেলোমো। 'রাখবে ওখানে, বুঝতে পেরেছ?'

'ফাজলামো করছ?' আপত্তির সুরে বলল দ্বিতীয় গার্ড।

'জীবনেও কারও সঙ্গে ফাজলামো করিনি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল বেলোমো, 'ভ্যানে ভারী মালামাল।' গার্ডদের হাতের ইশারা করে গাড়ির পেছনে গেল সে। গ্যালারি থেকে ওদিকটা দেখবে না অতিথিরা।

ভীষণ খেপেছে এমন ভঙ্গি করল ধূসর চোখের গার্ড। কিন্তু বেলোমো আর অন্য দু'জনকে দেখে গলা শুকিয়ে গেছে তার। মৃদু কাঁপা গলায় বলল, 'ইয়ে, ছেলেরা, তোমাদের কাজ তোমরাই করো। যার যার কাজ আলাদা, বাগানে মাল নামাতে আমাদের বেতন দিচ্ছে না গ্যালারির মালিক।'

'আমাদেরকে তোমাদের মত মজুর বলে মনে হয়?' বলল দ্বিতীয় গার্ড।

নির্বিকার চোখে দুই গার্ডকে দেখল বেলোমো। শুকনো গলায় বলল, 'আমার তো মনে হচ্ছে তোমরা মড়াখেকো দুটো বুড়ো ভাম।' টান দিয়ে ভ্যানের পেছনের দরজা খুলল সে।

দ্বিতীয় গার্ডের চোখ গেল ভ্যানের ভেতর। তখনই বুঝল, মরছে সে। ভ্যানের দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে গোরভ, হাতে অদ্ভুত কী যেন। গার্ড দেখল, ওটা তার বুকের দিকেই তাক করা। লোকটা হাতও নাড়ল না, অথচ ঝটাং শব্দে মিসাইলের মত হাতল থেকে ছিটকে বেরোল কিছু। দ্বিতীয় গার্ডের পাঁজরের হাড় ভেঙে সোজা হৃৎপিণ্ডে গাঁথল ছোরা। মাটিতে পড়ার আগেই লাশ হয়েছে বেচারা।

পিছিয়ে যেতে চাইল কুমির চোখো গার্ড। ভীষণ ভয়ে চেঁচিয়ে উঠবার আগেই পেছন থেকে তার পিঠে ছোরা গাঁথল রিনাল্ডি। দ্বিতীয় গার্ডের লাশের ওপর পড়ল প্রথমজন।

ভ্যান থেকে নামল গোরভ। স্পেৎস্নায ফোর্স থেকে পেয়েছে ওই ছোরা। হাতলের স্টিলের স্প্রিঙের মাধ্যমে দূরে ছিটকে যায় ফলা। লাশ থেকে পাতটা টেনে নিল গোরভ। জোরে চাপ দিতেই ক্লিক শব্দে ধাতব খাপে ঢুকল ফলা। খাপ

সমেত ছোরা ঝুলিয়ে নিল সে বেল্টে।

ভ্যান থেকে নেমেছে ইউরি বোরকভ ও তার তিন রাশান অনুচর। প্রত্যেকের হাতে কালো ক্যানভাস হোল্ডঅল। শক্ত মুঠোয় কলার চেপে ধরে দুই গার্ডের লাশ ভ্যানে তোলা হলো। কয়েক মাইল দূরে খাদে ফেলে এসেছে কারুকাজ করা ইঁটের স্ল্যাব। ধুম্ শব্দে ভ্যানের পেছন দরজা বন্ধ করল ইউরি। জ্যাকেটের বাম আস্তিন গুটিয়ে দেখল ট্যাগ হিউয়ের চকচকে হাতঘড়ি। তারা সঠিক সময়ে শুরু করছে কাজ। খড়-খড় আওয়াজে জেগে উঠতেই রেডিয়ো অন করল সে।

একটু দূরের জঙ্গল থেকে যোগাযোগ করেছে রাইয়ান। রাশান ভাষায় বলল, 'কাজ শুরু করতে পারেন।'

'কেটে দেয়া হয়েছে ল্যাণ্ড ফোনের তার?'

'অবশ্যই।'

'ওকে, তৈরি থেকো। সতর্ক থাকে যেন তোমার সঙ্গের ওই লোক।'

'ব্যাটার নাম মার্সেলো। তবে বংশের লেজ এতই লম্বা, মনে নেই। ঠিক আছে, কাজ শেষ করে আসুন, বস্।'

রেডিয়ো অফ করল ইউরি। কালো জিম ব্যাগের চেইন খুলে ভেতর থেকে নিল সেলফোন ব্লকার। ভ্যানের প্যাসেঞ্জার সিটে রেখে চালু করল ওটা। দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হলো দি অ্যাকাদেমিয়া সিলভেস্ট্রি। ব্যাগ থেকে নিল ইউরি তার বাবার দেয়া নিখুঁত টেইলর করা কেস। ওটাতে ভরে নিতে হবে গোএয়ার স্কেচ। কেসের স্ট্র্যাপ কাঁধে ঝুলিয়ে নিল সে।

নুড়িপাথর মাড়িয়ে গ্যালারির প্রবেশদ্বারের কাছে পৌঁছে গেল আট যুবক। হোল্ডঅল থেকে নিয়েছে স্ট্যাণ্ডার্ড থ্রি হোল মিলিটারি ইশ্যু কালো ব্যালাক্লাভা। বেলেমোর আপত্তি আছে সানগ্লাস খুলতে, তবে নিয়মের বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। পকেটে সানগ্লাস রেখে মুখোশ পরল সে। প্রত্যেকের হাতে এখন চামড়ার টাইট গ্লাভ্স্। ব্যাগ থেকে বেরোল পাঁচটা

স্টিয়ার টিএমপি আল্ট্রা-কমপ্যাক্ট নাইন এমএম মেশিন পিস্তল, সঙ্গে বিশ রাউণ্ডের স্পেয়ার ম্যাগাযিন।

চকোলেটের দোকানে বাচ্চারা যেমন লোভী হয়ে ওঠে, সেভাবে ছোঁ মেরে একটা অস্ত্র নিল ইউরি

নিজে দুই এআর-ফিফটিন অ্যাসল্ট রাইফেলের একটা নিল মারিও বেলোমো। ওটার ব্যারেলের নিচে ফোর্টি এমএম গ্রেনেড লঞ্চার।

অন্য রাইফেলটা নিল গোরভ।

অষ্টম অস্ত্র খাটো ব্যারেলের বারো গেজের অটোলোডার রেমিংটন শটগান। ভাঁজ হয় বাঁট। কাছ থেকে গুলি খেলে বাঁচার উপায় নেই কারও। ওটা পেল জিয়ান্নি।

আটজনের কাছে যে পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাগুলি, কয়েক ঘণ্টা ঠেকিয়ে দিতে পারবে সেনাবাহিনীর আস্ত রেজিমেণ্ট। যুদ্ধের জন্যে তৈরি তারা। সবার চোখ গেল মাফিয়া ডনের পুত্রের দিকে। অপেক্ষা করছে নির্দেশের জন্যে।

খুশিমনে বলল ইউরি, 'চলো, নেমে পড়ি কাজে!'

নয়

রানাকে ভিঞ্চির তৈলচিত্র দেখিয়েছে অ্যালেসিয়া আদ্রিয়ানো। ব্যাখ্যা করে বলেছে ওগুলো কোন্ দিক দিয়ে সেরা। এইমাত্র আবার গেল একগ্লাস ওয়াইন আনতে। এ সুযোগে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। চোখে পড়ল উইঙের বাইরে সাদা এক মার্সিডিয ভ্যান। একটু আগেও ওখানে ছিল না ওটা। বোধহয় মালটানা গাড়ি। গায়ে রাস্তার হলদেটে ধুলোবালি।

আশপাশে কেউ নেই।

ঘুরে চারদিকে তাকাল রানা। রিফ্রেশমেন্ট রুমে বাড়ছে অতিথির ভিড়। সবার নজর খাবার ও ওয়াইনের টেবিলে। ঘরের কোণে মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সোনালি চুলের সেই তরুণী। ওদিক থেকেই অ্যালেসিয়ার কণ্ঠ শুনল রানা। মহিলা বকা দিচ্ছে ছেলেকে।

সময় হয়েছে বিদায় নেয়ার, ভাবল বাংলাদেশ কাউণ্টার ইন্টেলিজেন্স-এর দুর্ধর্ষ এজেন্ট।

মহিলার দিকে পা বাড়াতেই পাশ থেকে হুমড়ি খেল কে যেন। জড়ানো কণ্ঠে বলল, 'ওহ্, সরি!'

ঘুরে রানা দেখল, এ সেই মিস্টার ড্যাশিং— রবার্ট রেডফোর্ডের যমজ ভাই! হাঁ করা মুখে অর্ধেক ক্যানাপে, বাকি অংশ হাতে।

বুক ভীষণ চটচট করছে, টের পেল রানা। ওদিকে চেয়ে দেখল ডেনিম শার্টে তৈরি হয়েছে বৃত্তাকার, লালচে বড় দাগ। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ওর। বেয়াক্কেলে লোকটা আধ গ্লাস ওয়াইন ঢেলেছে ওর গায়ে!

'গোসল করিয়ে দেয়ায় ধন্যবাদ,' শান্ত স্বরে বলল রানা।

'সরি, রিয়েলি সরি,' লজ্জা পেল মিস্টার ড্যাশিং।

'সরি হওয়ার কিছু নেই,' নিজেকে সামলে নিল রানা।

ওদের কাছে পৌঁছে গেছে অ্যালেসিয়া। দেখছে হাতের মোবাইল ফোন। কুঁচকে গেছে ভুরু। 'ফোন করতে চাইছি ট্যাডিয়োর কাছে, কিন্তু কল যাচ্ছে না। বোধহয় নষ্ট হয়েছে যন্ত্রটা।'

'ব্যাটারি ঠিক আছে?' জানতে চাইল রানা।

'পুরো চার্জ্‌ড্,' বলল মহিলা, 'রিসেপশন ঠিক।' মুখ তুলে রানার শার্টে চোখ পড়ল ওর। 'সর্বনাশ, মিস্টার রানা! আপনি তো ভিজে গেছেন!'

'ছোটখাটো অ্যাক্সিডেন্ট, সমস্যা নেই। শুকিয়ে যাবে

শার্ট।'

আপত্তির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল অ্যালেসিয়া। 'না, মিস্টার রানা, দাগ বসে যাওয়ার আগেই ধুতে হবে। ফয়ের কাছে ওপরতলায় বাথরুম।' দাগটা দেখে নাক কুঁচকে ফেলেছে সে। 'নষ্ট করবেন কেন এত ভাল শার্ট?'

দাগ নিয়ে ভাবছি না, বলতে গেল রানা। কিন্তু পরক্ষণে মনে এল অন্য চিন্তা। অ্যালকোহলের গন্ধে ভুরভুর করছে শার্ট। কোনও হোটেলে রুম নিতে গেলে, যে-কেউ ধরে নেবে বেহেড মাতাল এসেছে ঝামেলা করতে। অ্যালেসিয়া ঠিকই বলেছে, শার্ট থেকে অ্যালকোহলের দাগ ও গন্ধ দূর করা জরুরি। মাথা দুলিয়ে কাঁচের করিডোরের দিকে চলল ও।

সবাইকে নিয়ে গ্যালারি ভবনে পা রেখেছে ইউরি বোরকভ। শান্ত রেখেছে মাথা। তার পেছনেই গোরভ। এরপরে মারিও বেলোমো। দু'জনের হাতে পেট-মোটা এআর-ফিফটিন রাইফেল। দলের শেষে বেরেযিন। পেছনে দরজা আটকে লক করে দিল সে।

ফয়ে ফাঁকা।

অতিথিরা আছে একযিবিশন রুম ও রিফ্রেশমেণ্ট রুমে।

এতে ভীষণ হতাশ ইউরি। ভেবেছিল আট মুখোশধারী সশস্ত্র লোক দেখলে আতঙ্কে চিৎকার জুড়বে ডেস্কের মহিলা। তাতে এদিকে ফিরবে অনেকে। চোখে থাকবে দারুণ ভয় বুঝবে, শুধু তার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে সবার জীবন। কিচ্ছু করতে পারবে না তারা। আর তখনই ওসব ফালতু মানুষের বারোটা বাজিয়ে দেবে সে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ঠিকভাবে চলে না এই নষ্ট দুনিয়া!

তাতে কী, একটু পর শুরু হবে দারুণ মজা!

শেষবার অস্ত্র চেক করে অনুচরদের রাশান ভাষায় বলল ইউরি, 'চলো, খেলা শুরু করি!'

দ্বিতীয়তলায় স্বল্পালোকিত সিঁড়িঘরের কাছেই বাথরুম। দরজা আধখোলা। ভেতরে ঢুকে বয়স্ক এক ভদ্রলোককে দেখল রানা। মনে পড়ল, সবুজ পোশাক পরা সুতলির মত সাদা চুলের বয়স্কা মহিলার স্বামী ইনি। ঝুঁকে পড়েছেন মার্বেলের সিঙ্কে। পাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা ওঅকিং স্টিক। মুঠো ভরা বড়ি মুখে ফেলে ঢকঢক করে গিললেন গ্লাস ভরা পানি।

'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত,' নিচু গলায় বলল রানা।

জবাবে মৃদু হেসে খসখসে কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধ, 'বিরক্তি কীসের! আমার কাজ শেষ!' হার্টের বড়ির টিউব দেখালেন। 'ডাক্তার বলেছে, কয়েক ঘণ্টা পর পর এই জিনিস গিলতে হবে, নইলে আমি শেষ! আর সেজন্যেই তো এসব বড়ি না খেয়ে উপায় নেই। দেখা যাক বুড়ি শালী আমার আগে বিদায় হয় কি না!'

তিন সেকেণ্ড পর রানা বুঝল, বলা হয়েছে কার কথা।

'পুরো বায়ান্ন বছর হাড়-মাস সব জ্বালিয়ে খেল,' মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। 'দুনিয়ার সবই তার মনে হয় খারাপ। দু'চোখে দেখতে পারে না আমাকে। অথচ ঘাড় ভেঙে খেল এতগুলো বছর! না, আমি এর শেষ দেখতে চাই। দুনিয়া ছেড়ে যেতে চাই না ওর আগে!' লাঠি তুলে নিয়ে টলমল করে বাথরুমের দরজা পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে চললেন বৃদ্ধ।

পেছন থেকে বলল রানা, 'নিচতলায় দিয়ে আসব?'

'না, লাগবে না। ধন্যবাদ।'

চারপাশে চোখ বোলাল রানা। বিশাল বাথরুম আধুনিক ও বিলাসবহুল। পেছনে ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর ওদিকে ছোট্ট ব্যালকনি। চারপাশে চোখ বোলানো যাবে। সিঙ্কের সামনে গিয়ে থামল রানা। ওয়াইনের দাগ ধোয়ার জন্যে গা থেকে খুলল শার্ট। পরনে রয়ে গেছে টাইরেল জেনেটিক রেপ্লিক্যাণ্ট টি-শার্ট। তেমন একটা ভেজেনি ওটা, ধুতে হবে না। কাচার

ভঙ্গিতে শার্ট মুচড়ে গরম পানির নিচে ধরল রানা। ডলছে। উঠছে লালচে দাগ। তখনই প্রথমবারের মত শুনল, নিচতলায় গর্জে উঠেছে আগ্নেয়াস্ত্র!

পরক্ষণে এল বেশ কয়েকজনের আর্তচিৎকার!

দশ

বরফের মূর্তি হয়েছে রানা। বুঝে গেছে, কীসের আওয়াজ।

গুলি বেরিয়েছে নাইন এমএম সাব-মেশিন গান থেকে! আওয়াজ এসেছে গ্যালারির নতুন উইং থেকে!

প্রথমে দুই পশলা।

তারপর আরেক পশলা।

আর্তনাদ ছাড়ল আরও কয়েকজন!

প্রাণের ভয়ে পালাতে চাইছে অতিথিরা নিচে হুলুস্থুলের আওয়াজ। একলাফে বাথরুম থেকে বেরিয়ে করিডোরে এল রানা। আবারও গুলির আওয়াজ। বাড়ির ভেতর প্রচণ্ড শব্দের প্রতিধ্বনি। একবার ডানে দেখল রানা, তারপর বামে

সিঁড়ির ওপরের ধাপে থমকে গেছেন বয়স্ক ভদ্রলোক ফ্যাকাসে চেহারা দুর্বল হাতে ধরলেন রেলিঙের ব্যানিস্টার এখন একাননন তিনি।

বাথরুমের দরজার কাছ থেকে রানা দেখল, সিঁড়ি বেয়ে উঠছে দুই লোক। মুখে কালো স্কি-মাস্ক। কাঁধে স্লিং-এ ঝুলন্ত বেঁটে স্টিয়ার মেশিন পিস্তল।

একযিবিশনের অতিথি নয় ওই দু'জন!

কাঁধ থেকে মেশিন পিস্তল নামিয়ে বামহাতে বৃদ্ধের ডান

বাহু ধরল বামের লোকটা। পরক্ষণে অস্ত্রের নল ঠেকাল মানুষটার মাথায়। কর্কশ সুরে ইতালিয়ান ভাষায় বলল, 'নিচতলায় অন্যদের কাছে যা, শালা বুইড়া দাদু!'

আপত্তি আছে বৃদ্ধের। ওপরে তুললেন সরু লাঠি।

ধৈর্য হারাল যুবক। মেশিন পিস্তলের বাঁট নামল বৃদ্ধের মুখের পাশে। দ্বিতীয় আঘাত লাগল নাকে। ফেটে গেল হাড়। হাঁটু গেড়ে ধুপ্ করে মেঝেতে বসলেন তিনি। তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন চিত হয়ে। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাঁর হাত ছেড়ে দিল মারকুটে যুবক। খাবি খাচ্ছেন হৃদরোগী বৃদ্ধ।

করিডোরের ছায়া থেকে সব দেখছে রানা। ওর মনে পড়ল বুড়ো মানুষটার হার্টের ওষুধের কথা।

বুকের তীব্র ব্যথায় কার্পেট খামচে ধরেছেন বৃদ্ধ। তাঁর দিকে চেয়ে আছে প্রথম লোকটা।

তার সঙ্গী বলল, 'এই লোকের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।'

'হারামজাদা এমনিতেই মরবে,' বৃদ্ধের ঘাড়ে অস্ত্রের নল ঠেকাল প্রথম যুবক। পরক্ষণে টিপে দিল ট্রিগার। তিন গুলির বিকট শব্দে কাঁপল ল্যাণ্ডিং ও করিডোর। নাইন এমএম বুলেট অর্ধেক ঘাড় ছিঁড়ে নেয়ায় থামল বৃদ্ধের হৃৎপিণ্ড।

নিঃশব্দে বাথরুমে ঢুকল রানা। লক করে দিল দরজা।

দলবল নিয়ে নিচতলায় একযিবিশনে আগত অতিথিদেরকে জড় করছে ইউরি বোরকভ। অতিথিরা ভীত। আর্তচিৎকার ও ঘাতকের রাগী গর্জন ও মুহুর্মুহুঃ গুলির আওয়াজে ভরে গেছে গ্যালারি। বুলেটের আঘাতে ছাত থেকে ঝরঝর করে পড়ছে সিমেন্ট ও প্লাস্টিক পেইন্ট।

সবাইকে আতঙ্কিত করতে চাইছে ইউরির দল।

ভীষণ অসহায় বোধ করছে অতিথিরা। এতজন মানুষ, প্রতিবাদ বা প্রতিহত করার সাধ্য নেই কারও। ভেড়ার পালের মত সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল খুনিরা। মেঝেতে ছাতের

লাইটিঙের ভাঙা কাঁচ। মানুষগুলোকে পাশের রিফ্রেশিং রুমের করিডোরের কোণে জড় করতে একমিনিট লাগল খুনিদের।

মরিয়া হয়ে স্বামীকে খুঁজছেন সবুজ পোশাক পরা বৃদ্ধা। ভীষণ ভয়ে গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন তিনি। তাঁকে চুপ করাতে গিয়ে কড়া ধমক দিল বেলোমো। কিন্তু তাতে থামল না আহাজারি।

খাবার ভরা টেবিল থেকে আধ বোতল কিয়্যাণ্টি নিয়ে ঢক-ঢক করে গিলল ইউরি। বোতল খালি হতেই গায়ের জোরে ওটা ছুঁড়ল বৃদ্ধার দিকে। ঠাস্ করে বোতলের তলি লাগল মহিলার কপালে। ফুঁপিয়ে উঠে কাত হয়ে পড়লেন তিনি। কাছেই ছিল এক মহিলা, সে আর চটি স্যাণ্ডেল পরা বোহেমিয়ান লোকটা ধরে ফেলল বৃদ্ধাকে।

'এত সাহস!' চিৎকার করল দাড়িওয়ালা বোহেমিয়ান, 'তোমরা কি পাগল হলে?'

তার পেটে কষে একটা লাথি দিল গোরভ। একইসময়ে তার হাঁটু লাগল লোকটার নাকে-মুখে। প্রচণ্ড ব্যথায় দু'ভাঁজ হয়ে মেঝেতে পড়ল বাউণ্ডুলে। ভাঙা নাক থেকে ঝরঝর করে দাড়ির ওপর ঝরছে রক্ত।

খিকখিক করে হাসল গোরভ।

কড়া চোখে ওকে দেখল রবার্ট রেডফোর্ডের মত দেখতে ভ্যালেণ্টিনো ব্লেযার পরা লোকটা। তবে সাহস নেই যে প্রতিবাদ করবে।

অন্য বন্দিদের সঙ্গে বসে পড়েছেন কাউণ্ট অভ কণ্টি। চোখে ভয় নিয়ে ব্যবসায়িক পার্টনার লুইজি জিয়োরদানো ও অরোরা ল্যাম্বার্ডির দিকে তাকালেন। বোহেমিয়ানের মাথা কোলে নিয়ে বসে আছেন সেই বয়স্কা মহিলা। ফাটা কপাল থেকে টপটপ করে পড়ছে রক্ত।

'শুয়োরের বাচ্চারা, আর ঝামেলা করবি?' রাশান ভাষায় চিৎকার ছাড়ল ইউরি, 'করবি?' ওর কথা বুঝতে দেরি হয়নি

কারও। মেশিন পিস্তল তাক করে টেবিলের দিকে একনাগাড়ে গুলি পাঠাল ইউরি। চারপাশে ছিটকে উঠল ভাঙা বোতল ও প্লেট। 'কী... করবি?' আবারও হুঙ্কার ছাড়ল সে। মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে ওয়াইন ও খাবার।

খুন হওয়ার ভয়ে পিছিয়ে বসল বেশিরভাগ বন্দি।

আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ইউগো, আঁকড়ে ধরল মা'র হাত। এতই জোরে, ব্যথা পেল অ্যালেসিয়া। সামলে নিতে চাইছে ভয়। ঘরে পায়চারি করছে সশস্ত্র খুনি। তাদের মধ্যে সোনালি পনি চুলের মুখোশ পরা লোকটাকেই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর লাগছে। কী যেন বলছে। রাশান ভাষা বোধহয়!

আসলে কী হচ্ছে এখানে?

এমন ঘটনা হলো কী করে?

বেজে উঠল না কেন অ্যালার্ম?

হঠাৎ ইউগোর চিকন গলা চিরে বেরোল জোরাল তীক্ষ্ণ আওয়াজ। ভীষণ ফোঁপাতে লাগল সে। কাঁপছে থরথর করে। গায়ের জোরে খামচে ধরেছে মায়ের একগোছা চুল। বাচ্চাটার চোখের পানি ভিজিয়ে দিচ্ছে অ্যালেসিয়ার ঘাড়।

'অই, মাগী!' ভয়ঙ্কর রেগে উঠল ইউরি, 'কিঁচকিঁচ বন্ধ কর্, নইলে উড়িয়ে দেব ওটার মাথা!' অ্যালেসিয়ার মুখের এক ইঞ্চি দূরে অস্ত্রের নল নিল সে।

লোকটা কী বলেছে, বুঝেছে মহিলা। চোখ বুজে হাত বোলাতে লাগল ছেলের মাথায়। নিচু গলায় বলল, 'ভয় নেই, একটু পর চলে আসবে আব্বু। কেউ বকবে না!'

ফোঁপানি কমতেই ইউগোর গলা দিয়ে বেরোল গোঙানি।

কাঁধ থেকে প্যাড দেয়া কেস টেবিলে নামিয়ে খেপা দৃষ্টিতে বন্দিদেরকে দেখল ইউরি। 'এবারে আসল কাজ!'

এগারো

বাথরুমে বন্দি রানা ভাবছে: এরা ক'জন? ক'টা আগ্নেয়াস্ত্র? খুন করেছে ক'জন অতিথিকে?

ওর সঙ্গে অস্ত্র নেই। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে। পকেট থেকে স্মার্ট ফোন নিয়ে ওয়ান-ওয়ান-টুতে ডায়াল করল রানা। ওই নম্বর প্যারামিলিটারি জেণ্ডারমেরি পুলিশ বা আর্মড্ কারাবিনিয়েরির। অনেকে ভাবেন ইতালির বিষবৃক্ষ, তবে আজ জরুরি দরকার তাদেরকেই।

কয়েক মুহূর্ত পেরোলেও শোনা গেল না ডায়াল টোন। অ্যালেসিয়ার ফোনের মতই ডেড ওরটা। অথচ, রয়েছে চারভাগের তিনভাগ চার্জ, দেখাচ্ছে ভাল রিসেপশন। কেন ফোন কাজ করবে না তার একমাত্র ব্যাখ্যা: গ্যালারিতে যারা হামলা করেছে, তারা ব্যবহার করছে সেলফোন ব্লকার। সন্দেহভাজন অপরাধী ধরতে ওটা চালু করে পুলিশ ও কাউন্টার-টেরোরিস্ট ইউনিট। ওই জিনিস ব্যবহার করছে বলে বোঝা যাচ্ছে, এ গ্যালারিতে সাধারণ ডাকাতির জন্যে আসেনি এরা। ফোন করে কারও সাহায্য পাবে না রানা।

নিচে গুলির আওয়াজ। অ্যালেসিয়া ও ইউগোর কথা মনে পড়ল রানার। বুঝল, কতটা ভয় পেয়েছে পিচ্চি ছেলেটা। এ-ও টের পেল, ওই মা-ছেলের ক্ষতি হলে নিজেকে অপরাধী মনে হবে ওর। শিরার মধ্যে টগবগ করে ফুটছে রক্ত। সিঁড়ির কাছে মেঝেতে পড়ে আছেন মৃত বৃদ্ধ ভদ্রলোক। নিচে একদল নিরীহ, অসহায় মানুষ। ভীষণ ভয় সবার মনে। খুন

হবে যে-কোনও সময়ে। তাদেরকে খুন করছে একদল পশু। দৃঢ়বদ্ধ হলো রানার চোয়াল।

বাথরুমের দরজার দিকে এল ছুটন্ত পায়ের অস্পষ্ট আওয়াজ। বাইরে কথা বলছে কারা যেন।

বাথরুমে চোখ বোলাল রানা। এমন কিছু নেই যা ব্যবহার করা যাবে অস্ত্র হিসেবে। চোখ পড়ল সিঙ্কের ওপরের কাঁচে। লাথি মেরে ওটা ভাঙবে, তখনই দৌড়ে এসে বাথরুমের দরজায় থামল কেউ। নিচের দিকে নামল হ্যাণ্ডেল। সামান্য কাঁপল দরজা। বেশিক্ষণ টিকবে না পলকা তালা।

তিন সেকেণ্ড পর দরজায় পড়ল জোরালো লাথি।

ততক্ষণে ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো পেরিয়ে ছোট্ট ব্যালকনিতে পৌঁছে গেছে রানা। পঁচিশ ফুট নিচে সিমেন্টের চাতাল। লাফিয়ে নামলে আহত হওয়ার ঝুঁকি। রেলিঙে কোমর ঠেকিয়ে ওপরে তাকাল রানা। ওদিকে আরেকটা ব্যালকনি। পাথরে তৈরি প্রাচীন বাড়ি, কাজে ফাঁকি ছিল না রাজমিস্ত্রির। নিখুঁত প্রতিটি পাথরের স্ল্যাবের মাঝে সরু খাদ। সম্ভব দেয়াল বেয়ে ওঠা।

পরের ক'টা লাথি থরথর করে কাঁপিয়ে দিল বাথরুমের ভারী দরজা। দেরি না করে রেলিঙে উঠল রানা। দু'হাতের আঙুলে খামচে ধরল স্ল্যাবের মাঝের খাদ। ব্যালকনি ছেড়ে ক্লিফ ক্লাইমারের মত ঝুলে গেল দেয়ালে। কয়েক সেকেণ্ড পর জুতোর ভেতর ওর বুড়ো আঙুল খুঁজে নিল সরু ফাটল। সরে গেল ব্যালকনি থেকে। মাকড়সার মত উঠছে খাড়া দেয়াল বেয়ে। প্রতিবার তুলছে একহাত। খুঁজে নিচ্ছে ফাটল। বাম পা উঠছে পরের খাদে। বামহাতে ওপরের খাদ ধরে তুলে নিচ্ছে ডান পা। তবে তৃতীয়তলার ব্যালকনি এখনও বেশ ওপরে! দেয়াল বেয়ে ওঠার গতি বাড়াল রানা।

দশ সেকেণ্ড পর বিস্ফোরণের শব্দে খুলে গেল নিচের বাথরুমের দরজা। দৌড়ে ভেতরে ঢুকেছে দুই সশস্ত্র মুখোশধারী, কোমরের কাছে অস্ত্র। একরাশ গুলির আঘাতে

চুরমার হলো টাইল্স্ ও সিঙ্ক। ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে দেয়াল। কেউ নেই তা বোঝার আগেই চমৎকার বাথরুমের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে তারা। ডানেরজন হাতের ইশারায় দেখাল ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো। দৌড়ে ব্যালকনিতে পৌঁছুল দুই আততায়ী।

ওদিকে ওপরতলার ব্যালকনির রেলিং টপকে মেঝেতে নেমেছে রানা। উঁকি দিল নিচে। রেলিঙে পেট ঠেকিয়ে নিচের বাগানে চোখ বোলাচ্ছে মুখোশ পরা দুই লোক।

রানার রীতিমত লোভ হলো, লাফিয়ে পড়বে এদের ঘাড়ে। তবে একটু এদিক-ওদিক হলে খুন হবে তিনজনই। নিজেকে সামলে নিল ও।

কয়েক মুহূর্ত পর ওপরতলার ব্যালকনির দিকে তাকাল দুই খুনি। ততক্ষণে ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর কাঁচ ভেঙে তৃতীয়তলায় ঢুকে পড়েছে রানা।

ওপরতলায় কাঁচ ভাঙার ঝনঝন শব্দে আততায়ীরা বুঝে গেছে, তেতলায় উঠেছে পলাতক লোকটা।

প্যান্টের পকেট থেকে রেডিয়ো নিল খুনিদের একজন, টক বাটনে চাপ দিয়ে ইতালিয়ান ভাষায় বলল, 'কারাসিয়ো বলছি, সঙ্গে রিনাল্ডি। এইমাত্র পালিয়ে গেছে এক লোক।'

রেডিয়োতে জবাব এল, 'খুঁজে বের করে খতম করো!'

বারো

শিল্পী গোএয়ার চিত্র মাত্র কয়েক মিনিটে খুঁজে নিয়েছে ইউরি বোরকভ। বাবার স্টাডিরুমে যা দেখেছে, ঠিক তেমনই— ম্যাড়মেড়ে। হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসেছে ফালতু এক লোক।

জুতো নেই পায়ে। সরু চেহারায় চরম হতাশা। করুণ চাহনি। ফকিরও নেবে না ওর ওই জোব্বা। ব্যাটা কী থেকে বাঁচতে চায়, বোঝার উপায় নেই।

হয়তো নরকের ভয়ে মরার দশা শালার, ভাবল ইউরি। আবার হতে পারে, স্রষ্টার কাছে ভাল একখানা সুট চাইছে গাধাটা। কিছুক্ষণ চিত্রটা দেখল ইউরি। মনে দুটো প্রশ্ন। প্রথম কথা: মেজাজ খারাপ করা এই ছবি চাইবে কেন কেউ? দ্বিতীয় কথা, কিনবে কোন্ শালা?

গোএয়ার চিত্রের ডিসপ্লে ক্যাবিনেটের পাশের দেয়ালে ছোট কার্ডে লেখা: ফ্রান্সিসকো গোএয়া, ১৭৪৬–১৮২৪। নিচে বর্ণনা: বহু বছর আগে হারিয়ে গেলেও সম্প্রতি খুঁজে পাওয়া গেছে এ চিত্র... ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বিড়বিড় করল ইউরি: দ্যাখ্, আমার বাপ শালার আক্কেল! এত কিছু থাকতে চাই শালার এই ছবি! ভাল ফ্রেমও নেই!

ও নিজে হলে বেছে নিত ভিঞ্চির তৈলচিত্র। তাতে আসত কোটি কোটি ডলার!

বিরক্তি নিয়ে আশপাশের বড়সড়ো, দামি তৈলচিত্র ও কারুকাজ করা ফ্রেমগুলো দেখল সে।

কিছু করার নেই, মাফিয়া ডন বলে দিয়েছে, তার চাই গোএয়ার ছবি। স্টিয়ার মেশিন পিস্তল তুলে প্রটেকটিভ গ্লাসের দিকে নল তাক করল ইউরি। তখনই মনে পড়ল, গ্রেগোরি বলে দিয়েছে, অ্যালার্ম ডিযআর্ম না হলে নামবে শাটার। পুরো গ্যালারি হবে ইঁদুরের বাক্সের মত। কোনও ছবি সরাতে হলে আগে চাই তিনটে কোড। এরপর বন্ধ করতে হবে সেকেণ্ডারি অ্যালার্ম সিস্টেম।

শালার কৃমির চুলকানি আর কাকে বলে!

তবে এ-ও ঠিক, পুরো বাতিল নয় বাপ শালার প্ল্যান। অস্ত্র নাচাতে নাচাতে আবারও সাইডরুমের দিকে চলল ইউরি। টেবিলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় প্লেট থেকে নিল

সেদ্ধ কয়েকটা জলপাই। ব্যালাক্লাভার গর্তের মাঝ দিয়ে মুখে চালান দিল একটা ফল। সড়াৎ-সড়াৎ শব্দ তুলছে জিভ দিয়ে। পৌঁছুল জিম্মিদের কাছে। উদ্যত অস্ত্র হাতে তাদেরকে পাহারা দিচ্ছে গোরভ ও বেরেযিন। জানালার কাছে চারপাশে চোখ রেখেছে অ্যান্থনি। পকেট থেকে নতুন ম্যাগাযিন নিয়ে অস্ত্রে ভরল। বেলোমো ও তার দলের এক মস্তান ক্যানভাস চেয়ারে বসে আছে, হাতে অস্ত্র। এখনও ফেরত আসেনি বেলোমোর পাঠানো দুই ইতালিয়ান ষণ্ডা।

আরেকটা জলপাই জিভে ফেলে আতঙ্কিত অতিথিদের দেখল ইউরি। নিজেকে স্রষ্টার মত শক্তিধর মনে হচ্ছে। সবই ওর নিয়ন্ত্রণের ভেতর।

এক তরুণী দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে ওর মাকে।

মেয়েটার ওপর চোখ পড়ল ইউরির।

কোঁকড়া, এলোমেলো চুল ঢেকেছে ওর মুখ।

তাতে কী?

কেমন যেন শিরশির করল ইউরির তলপেট।

বেটির কচি শরীরটা সত্যিই পয়সার মাল!

কাঁধ থেকে সরে গেছে ড্রেস, দেখা যাচ্ছে নেটের মত পাতলা কাপড়ে তৈরি ব্রা-র স্ট্র্যাপ।

ছেমড়ির বয়স হবে পনেরো।

বাহ্, বোধহয় অনাঘ্রাত কুমারী!

নিষ্পাপ কুঁড়ি হয়ে উঠছে তরতাজা ফুল।

এমন রসাল মেয়েই তো চাই ওর।

মেয়েটার দিকে পা বাড়াল ইউরি।

ভয়ে বিকৃত হলো কয়েকজন অতিথির মুখ।

ইউরি খপ্ করে বাহু ধরতেই ভীষণ আতঙ্কে ফুঁপিয়ে উঠল তরুণী। একটানে ওকে বুকে নিল সাইকোপ্যাথ। কাছ থেকে চেয়ে দেখল সুন্দর মুখটা। কড়া পড়া আঙুলে স্পর্শ করল কোমল গাল। অশ্রুতে চট্‌চট্ করছে গোলাপি ত্বক।

আপত্তির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ইউরি। চোখ রাখল ভেজা নীল চোখে। ওর মুখে ফুটল ভয়ঙ্কর নোংরা হাসি। বিড়বিড় করে রাশান ভাষায় বলল, 'তা হলে পরে, ডার্লিং!'

আগের কাজ আগে!

ঠেলে তরুণীকে মেঝেতে ফেলল ইউরি। চোখ বোলাল অতিথিদের ভেতর। খুঁজে নিল তিনজন লোককে। এদের ছবি দেখেছে বাবার স্টাডিরুমে। মেশিন পিস্তলের ইশারা করে ডাকল ইউরি, 'অ্যাই, তুমি, তুমি আর তুমি! উঠে এসো!'

চেয়ার ছেড়ে মাঝবয়সী তিন লোকের উদ্দেশে ইতালিয়ান ভাষায় ধমকে উঠল বেলোমো: 'উঠে দাঁড়াও!'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মেঝে ছাড়লেন কাউন্ট অভ কণ্টি, লুইজি জিয়োরদানো ও অরোরা ল্যাম্বার্ডি। পানিতে মরা আরবের মত ফ্যাকাসে নীলচে হয়েছেন কাউন্ট। সুট থেকে ধুলো ঝাড়লেন জিয়োরদানো। চেহারায় বজায় রাখতে চাইছেন কর্তৃত্ব। ভীষণ রেগেছেন ল্যাম্বার্ডি। আপেলের মত লাল মুখে কী যেন বলতে হাঁ মেললেন, কিন্তু কথা আর বেরোল না। তাঁর গালে প্রচণ্ড জোরে চড় মেরেছে গোরভ। পরক্ষণে শার্টের কলার মুচড়ে ঠেলল দরজার দিকে। একইসময়ে মোটা মানুষটার থলথলে নিতম্বে কষে লাথি দিল ইউরি। দু'বার হোঁচট খেয়ে হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে মেঝেতে পড়লেন ভদ্রলোক।

'ইয়ে... নৃশংসতা দেখাবার... কোনও... প্রয়োজন নেই,' তুতলে উঠে বললেন কাউন্ট অভ কণ্টি। 'যা দরকার নিন, আমরা কোনও বাধা দেব না।'

'সেটা আমরা জানি,' ঠাট্টাচ্ছলে বলল বেলোমো।

বিকৃত চেহারায় উঠে দাঁড়ালেন ল্যাম্বার্ডি।

অস্ত্রের মুখে ঘরের আরেক পাশে নেয়া হলো কাউন্ট, ল্যাম্বার্ডি ও জিয়োরদানোকে।

করিডোরের শেষমাথার বন্ধ দরজা দেখাল ইউরি। বেলোমোকে বলল, 'শালাদের জিজ্ঞেস করো ওই ঘরে কী।'

অনুবাদ করে জানাল বেলোমো।

খুক-খুক করে গলা পরিষ্কার করলেন কাউন্ট অভ কণ্টি। কাঁপা গলায় বললেন, 'ওটা অফিস। ওখান থেকে নিয়ন্ত্রণ হয় সিকিউরিটি সিস্টেম।'

'দরজা খোলো,' নির্দেশ দিল বেলোমো।

পকেটে হাত ভরলেন কাউন্ট। বের করলেন চাবির রিং। ওটা থেকে নির্দিষ্ট চাবি বেছে খুললেন তালা। তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে কবাট খুলে ভেতরে ঢুকল ইউরি।

ছোট ঘর। আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। একপাশে স্টিলের ক্যাবিনেট ও চওড়া টেবিলে একসারি কমপিউটার। রয়েছে কয়েকটি অফিস চেয়ার। জোর করে তিনটে চেয়ারে বসানো হলো গ্যালারির তিন মালিককে। ফাইলিং ক্যাবিনেটে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ইউরি, ওয়েস্টার্ন সিনেমার খলনায়কের মত ট্রিগার গার্ডে তর্জনী ভরে অস্ত্র ঘোরাচ্ছে সে।

ল্যাম্বার্ডির চেয়ারের পাশে থামল বেলোমো। ঝুঁকে নাক নিল মোটা মানুষটার ঘর্মাক্ত নাকের কাছে। চাপা স্বরে বলল, 'তোমাদের কাছে আছে একটা করে পাসওঅর্ড। সেকেণ্ডারি অ্যালার্ম বন্ধ করতে লাগবে ওগুলো। পাঁচ সেকেণ্ড পাবে পাসওঅর্ড দিতে।' রিভলভিং চেয়ার ধরে কমপিউটারের দিকে ল্যাম্বার্ডিকে ঘোরাল সে।

স্ট্যাণ্ডবাই আছে কমপিউটার। বেলোমো ওয়ায়ারলেস মাউস নাড়তেই জেগে গেল স্ক্রিন। কয়েকটা কি টিপতেই এল খালি বক্স। পাশে টিপটিপ করছে কার্সার। যেন নীরবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে কোড দেয়ার জন্যে।

'কখনও এ কাজ করব না,' বিড়বিড় করলেন ল্যাম্বার্ডি।

'হারামজাদা কী বলে?' এক ভুরু উঁচু করল ইউরি।

'বলছে পাসওঅর্ড দেবে না,' জানাল বেলোমো।

'তা-ই ভেবেছি,' দরজার দিকে চলল ইউরি। 'দেখি কী করে!' করিডোর পেরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল সাইকোপ্যাথ।

ওদিক থেকে এল ঝটকা-ঝটকির আওয়াজ। একমিনিট পর আবারও সিকিউরিটি অফিসে ঢুকল ইউরি। এখন সঙ্গে এক মহিলা। ঘাড়ে ধাক্কা খেয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাঁটছে। গোরভ দাড়িওয়ালা যে লোকের নাক ভেঙেছে, তারই প্রেমিকা সে। লাথি মেরে অফিসের দরজা বন্ধ করল ইউরি। ঘুরেই প্রচণ্ড চড় দিল বেচারির গালে। প্রায় জ্ঞানহীন হয়ে মেঝেতে পড়ল মহিলা। তার পাশে থেমে স্টিয়ারের বোল্ট টানল ইউরি। ঝুঁকে মহিলার মাথায় ঠেকাল নল।

লালচে গাল ফ্যাকাসে হলো ল্যাম্বার্ডির। অসহায় চোখে চেয়ে আছেন কাউণ্ট অভ কণ্টি ও জিয়োরদানো।

'অরোরা,' কাঁপা, কর্কশ, বেসুরো কণ্ঠে বললেন কাউণ্ট, 'ঈশ্বরের দোহাই! যা বলছে, করো!'

সহযোগীদের দেখে নিয়ে মহিলার দিকে চাইলেন ল্যাম্বার্ডি। তিন সেকেণ্ড পর ফিরলেন ইউরির দিকে। তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছে দায়িত্ব ও অসহায়ত্ব। কুঁচকে গেল নাক-মুখ। ডান চোখের পাশে দপদপ করে লাফ দিচ্ছে নীল, সরু শিরা।

'কোড!' ধমকের সুরে বলল মারিও বেলোমো।

তেরো

তৃতীয়তলায় উঠে আশপাশটা বুঝে নিতে চাইছে মাসুদ রানা। যে ঘরে আছে, একসময় ওটা ছিল বিলাসবহুল বেডরুম। কলাম, বিম, ছাত ও ডাবল ডোর কারুকাজ করা। তবে আজকাল ঘরটা কাজে লাগে ক্লাসরুম হিসেবে। ঘরের

একপাশে মাঝারি আকারের ওক কাঠের টেবিল। ওখানে আছে স্লাইড প্রজেক্টর, পোর্টেবল টিভি ও ভিসিআর। একটু দূরে বুকশেল্‌ফ্‌ ভরা বই ও পুরনো ভিডিয়ো ক্যাসেট। বিষয় বস্তু: রেনেসাঁ আমল ও ফ্লোরেন্সের গ্র্যাণ্ড মাস্টারদের ওপর আলোচনা। রুমের উল্টোদিকে টিচারের ডেস্ক। সেখানে কলম, প্যাড, ভারী স্ট্যাপলার, পেপার-পাঞ্চ ও এক রোল স্কচ টেপ।

দরজা পেরিয়ে চট্‌ করে করিডোর দেখল রানা।

কেউ নেই ওদিকে।

তবে হাতে বেশি সময়ও নেই।

ওকে খুন করতে তন্নতন্ন করে তেতলাটা খুঁজবে আততায়ীরা। ডেস্ক থেকে পেপার-পাঞ্চ তুলে ওজন বুঝে নিল ও। দরকারে ব্যবহার করবে অস্ত্র হিসেবে। ভাবছে ঝড়ের বেগে। বাড়তি সুবিধা চাই। অথবা, প্রথম সুযোগে বেরিয়ে পড়বে এ বাড়ি ছেড়ে। গ্রামে গিয়ে ফোন করবে কারাবিনিয়েরির অফিসে। তবে সে সময়ে নিচের মানুষগুলোর কী হবে, সেটা ভাবতে গিয়ে দ্বিধা এল ওর মনে।

করিডোরের একটু দূরেই দেয়ালে বড় এক ধাতব রিল, দেখতে ট্রাক্টরের চাকার মত। ওখানে পেঁচিয়ে রাখা হয়েছে ফায়ার হোস। মনে হয় না দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ব্যবহার করা হয়েছে ওটা। পাশেই স্টিলের ক্লিপ আটকে রেখেছে ধুলো ভরা কাঁচের প্যানেল। ভেতরে পুরনো একটা ফায়ার অ্যাক্স।

পেপার-পাঞ্চের গুঁতো মেরে কাঁচের প্যানেল ভাঙল রানা। হাতে তুলে নিল কুঠার। হিকোরি কাঠের তৈরি হাতল। পুরু, ওজনদার ও শক্তপোক্ত। নিজেকে আর নিরস্ত্র মনে হচ্ছে না ওর। ফাঁকা বাড়িতে দূরে পদশব্দ। এদিকেই আসছে। বেশিক্ষণ লাগবে না পৌঁছে যেতে।

দেয়ালের পাশে কুঠার ঠেস দিয়ে রেখে টি-শার্টের নিচের দিক ফড়াৎ করে ছিঁড়ল রানা। মেঝে থেকে তুলে নিল ভাঙা

কাঁচের প্যানেলের সরু ফালি। ওটাকে মুড়িয়ে নিল শার্টের কাপড় দিয়ে। তৈরি ওর ছোরা। ওটা ব্যবহার করে কেটে নিল পুরু রাবারের হোসের চারটে দীর্ঘ টুকরো। রিল ঘুরিয়ে আবারও হোস পেঁচিয়ে রাখল আগের জায়গায়। কুঠার তুলে নিয়ে ঢুকে পড়ল ক্লাসরুমে।

'ল্যাম্বার্ডি,' জরুরি সুরে বললেন কাউন্ট, 'যা বলছে, করো।'

দ্বিধায় পড়ে উদ্‌ভ্রান্ত ভদ্রলোক বিস্ফারিত চোখে দেখলেন কাউন্ট ও জিয়োরদানোকে। আবার চোখ গেল মেঝেতে। পড়ে আছে মহিলা, ফুঁপিয়ে উঠছে ভয়ে। তার খুলির পেছনে পিস্তলের নল ঠেসে ধরেছে ইউরি। আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'দেরি করে ফেলেছ।' স্টিয়ারের ট্রিগার স্পর্শ করল সে।

আপত্তির সুরে কিছু বলতে গিয়েছিলেন কাউন্ট, কিন্তু তাঁর গলা চাপা পড়ল তিনটে গুলির কর্কশ আওয়াজে।

নিচের চোয়াল ঝুলে গেল ল্যাম্বার্ডির। ভীষণ ভয়ে চেয়ারে নড়ে উঠলেন জিয়োরদানো। আর্তচিৎকার ঠেকাতে ডানহাতে চেপে ধরেছেন মুখ। মহিলার দিকে চেয়ে আছেন ল্যাম্বার্ডি। মৃত্যুর মুহূর্তে সেণ্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম থরথর করে ঝাঁকিয়ে দিল মহিলাকে। ঘর ভরে গেছে তাজা রক্ত ও পোড়া করডাইটের কড়া গন্ধে। অগ্ন্যুদ্‌গীরণের মত ল্যাম্বার্ডির মুখ দিয়ে ছিটকে বেরোল তপ্ত বমি।

শান্ত স্বরে তাঁকে বলল মারিও বেলোমো, 'তোমরা চাইলে দিনের বাকি সময়ে এভাবে খেলতে পারি আমরা।'

মোটা মানুষ ল্যাম্বার্ডি, আটকে আসছে তাঁর শ্বাস। যথেষ্ট দেখেছেন। দেরি হলো না রিমোট মাউস তুলে নিতে। ক্লিক করেই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন কি বোর্ডের ওপর। মস্ত ঢোক গিলতে গিলতে লিখলেন ক'টি নাম্বার। টিপে দিলেন এণ্টার কি।

স্ক্রিনে 'কোড ভ্যালিড' দেখে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা দোলাল

ইউরি বোরকভ। অস্ত্রের নল ঘোরাল জিয়োরদানোর দিকে। ‘এবার তোমার পালা।’

চোদ্দ

ঝড়ের বেগে তৃতীয়তলায় উঠেছে কারাসিয়ো ও রিনাল্ডি। করিডোর ধরে এগোতে এগোতে লাথি মেরে খুলছে দু'দিকের দরজা, হাতে উদ্যত অস্ত্র। তিন ফুট সামনে রিনাল্ডি, হঠাৎ থেমে ঘাড় কাত করে দেখাল করিডোরের শেষে। ‘দাঁড়াও! কী যেন শুনলাম!’

আবছা আঁধার করিডোরের ওদিকে কারুকাজ করা ডাবল ডোর, ভেতরের দিকে ইঞ্চিখানেক খোলা। ওদিকের জানালা দিয়ে সোনালি রোদ পড়েছে করিডোরে। কান পেতে অপেক্ষা করল রিনাল্ডি ও কারাসিয়ো। ঘরে ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলছে কেউ। কণ্ঠ মৃদু। কয়েক সেকেণ্ড পর আততায়ীরা বুঝল, ওই আওয়াজ টিভির স্পিকারের।

‘এইমাত্র চালু হয়েছে,’ ফিসফিস করল কারাসিয়ো।

মাথা দোলাল রিনাল্ডি।

হঠাৎ থামল কথা। যেন চট্ করে বন্ধ করা হয়েছে টিভি।

ছুটে গিয়ে লাথি মেরে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল রিনাল্ডি ও কারাসিয়ো। একইসময়ে এল ভয়ঙ্কর ধাক্কা। ছিটকে গিয়ে করিডোরে পড়ল দুই খুনি, হাত থেকে খসে পড়েছে আগ্নেয়াস্ত্র।

দীর্ঘ ডাণ্ডাওয়ালা দুই ফ্যানে বাঁধা ছিল রাবারের চারটে ফায়ার হোস। ভারী ওক কাঠের টেবিলের চার পায়া ঝুলছিল

ওগুলো থেকে। কাত করে টেবিল রেখে অপেক্ষা করেছে রানা, তারপর আসীন হয়েছে ঠিক সময়ে। উড়তে উড়তে হাজির হয়েছে দরজার কাছে। তুমুল বেগের রেলগাড়ির মত আততায়ীদের ওপর চড়াও হয়েছে টেবিল। ফিরতি পথে রওনা হতেই লাফিয়ে নেমে পড়েছে রানা।

এখন চেতনা হারিয়ে মেঝেতে পড়ে আছে দুই ঘাতকের একজন। গুঙিয়ে উঠে বসতে চাইছে অন্যজন। রক্তে ভিজে গেছে সারা মুখ। রানার মনে পড়ল, এ লোকই ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে মেরেছে অসহায়, অসুস্থ বৃদ্ধ ভদ্রলোককে। দরজার পাশ থেকে কুঠার নিয়ে ওটার ভোঁতা দিক লোকটার গলায় ঠেকাল রানা। চাপ দিল কণ্ঠনালীর ওপর। নরম সুরে জানতে চাইল, 'নাম কী তোমার?'

'মর্, শুয়োরের বাচ্চা!'

কণ্ঠনালীর ওপর চাপ বাড়াল রানা। ব্যথায় লালচে হলো লোকটার মুখ। টেবিলের গুঁতো খেয়ে ফেটে গেছে দুই ঠোঁটের কোনা। গোটাকয়েক দাঁত খসে যাওয়ায় টপটপ করে পড়ছে রক্ত।

'নাম কী?' আবারও জানতে চাইল রানা।

'কারাসিয়ো।'

'ভুল জায়গায় হাজির হয়েছ, কারাসিয়ো। তোমার ডাক নাম কী?'

'লরেনযো।'

'তোমার সঙ্গীর নাম কী?'

কুঠারের ভোঁতা দিক গলায় ডেবে বসতেই গুঙিয়ে উঠল লোকটা, 'রিনাল্ডি।'

'কার হয়ে কাজ করো?'

রক্ত ভরা থুতু রানার গায়ে ফেলতে চাইল লরেনযো। ঘোঁত করে উঠেছে রাগে। তার গলা থেকে কুঠার সরাল রানা। শক্ত হাতে ধরল মসৃণ হিকোরি হাতল। পরক্ষণে

কুঠারের ধারাল দিক নামল কাঠের মেঝেতে। কেটে গেল মেঝে। ছিটকে উঠল রক্ত। এখন গায়েব হয়ে গেছে লরেনযোর বামহাতের চারটে আঙুল।

'ব্যস, কষ্ট করে গিটার শিখতে হবে না,' জানাল রানা।

করুণ টানা আর্তনাদে ভরে গেছে করিডোর। প্রচণ্ড ব্যথায় মেঝেতে দাপাচ্ছে লোকটা। ডানহাতে চেপে ধরেছে বামহাতের চারটে ক্ষত। ঝরঝর করে মেঝেতে ঝরছে রক্ত।

'আমার মনে হয় এবার বলবে কার হয়ে কাজ করছ,' নরম সুরে বলল রানা। কুঁজো হয়ে কাঁধে তুলেছে কুঠার। যেন সত্যিকারের কাঠুরে, এবার কোপ দেবে গাছের গোড়ায়।

'ওই... ওই... রাশান,' ফুঁপিয়ে উঠল লরেনযো। 'নামটা জানি না। যিশুর শপথ!'

যত বড় ঠাণ্ডা মাথার খুনিই হোক, দুই চোখে জন্মের ভয় লরেনযোর। এ মিথ্যা বলছে না, বুঝে গেল রানা। মরণের ভয়ে এ অবস্থায় সত্যি কথাই বলে মানুষ। সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। 'ঠিক আছে, লরেনযো, তোমার কথা বিশ্বাস করলাম। দেহের বাকি অংশ থাকুক পুলিশের জন্যে। তবে এবার একটু ঘুমাতে হবে।' লরেনযোর মাথার পাশে সজোরে লাগল কুঠারের একপাশ। থ্যাচ্ আওয়াজটা মাংস ছেঁচে যাওয়ার। খুন হবে না, বড় ক্ষতিও নেই, তবে আপাতত ঘুরে আসবে লোকটা নিদ্রাদেবীর রাজপ্রাসাদ থেকে।

অন্যজনের পাশে থামল রানা। এইমাত্র ফিরছে তার জ্ঞান। গুঙিয়ে উঠে মাথা কাত করল সে। তখনই মাথার পাশে লাগল কুঠার। নিশ্চিন্তে আবারও ঘুমিয়ে পড়ল রিনাল্ডি।

কুঠার রেখে দুই ডাকাতের পকেট সার্চ করল রানা। পেল একইরকম দুটো রেডিয়ো হ্যাণ্ডসেট। একটা ফেলে অন্যটা দেখল রানা। মটোরোলা ভিএইচএফ ওয়াইড-ব্যাণ্ড প্রো-লেভেল ডিভাইস। অসংখ্য নব ও সুইচ। যে চ্যানেলে সেট করা, তা মনে গেঁথে নিল রানা। ব্যবহার করল স্ক্যানিং

ফ্যাসিলিটি। সার্চ করছে পুলিশ চ্যানেল। ইতালিয়ান মিলিটারির অংশ কারাবিনিয়েরি। সিভিলিয়ান রেডিয়ো সেট দিয়ে পাবে না তাদের এনক্রিপটেড ফ্রিকোয়েন্সি। তবে আরও কিছুক্ষণ স্ট্যাটিক শোনার পর মনে হলো, পেয়েছে পোলিযিয়া মিউনিসিপ্যাল কন্ট্রোল রুমের ব্যাণ্ড। ইতালিয়ান পোলিযিয়া মিউনিসিপ্যাল পুলিশ সিভিলিয়ান ফোর্স। তাদের কাজ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা, স্থানীয় মাতালদের গ্রেফতার করা বা কুকুরের তাড়া খাওয়া বেড়াল গাছ থেকে নামানো। তাতে কী, এখন ওদের সঙ্গে কথা বললেও হয়তো কাজে আসবে তারা।

নিচু, শান্ত গলায় পরিস্থিতি জানাতে লাগল রানা।

হতবাক হয়ে শুনছে অপারেটর।

সশস্ত্র ডাকাতি গ্যালারি দি অ্যাকাদেমিয়া সিলভেস্ট্রিতে। জিম্মি হয়েছে একদল মানুষ। খুন হয়েছে কেউ কেউ।

শেষ কথাটা আবারও বলল রানা ধীর গলায়। সঙ্গে যোগ করল, 'ভাঁওতাবাজি করছি না। খুন হচ্ছে অতিথিরা। দেরি না করে খবর দিন কারাবিনিয়েরি স্টেশনে। খুব জরুরি। দরকার র‍্যাপিড রেসপন্স ইউনিট। তাদেরকে বলবেন...'

হারিয়ে গেল সিগনাল। থাকল ফস্‌ফস্‌-খড়্‌খড়্‌ শব্দ।

রানা আশা করল, বক্তব্য বুঝতে পেরেছে মিউনিসিপ্যাল পুলিশ। সেক্ষেত্রে খবর দেবে কারাবিনিয়েরি স্টেশনে। তবে দেশটা ইতালি, কে-কী করবে বোঝার উপায় নেই। ওর অনুচিত কারও জন্যে অপেক্ষা করা।

ল্যাম্বার্ডির কাছ থেকে কমপিউটার কি বোর্ড নিজের দিকে নিলেন জিয়োরদানো, লিখলেন তাঁর পাসওঅর্ড। কোনও দিকে খেয়াল নেই ল্যাম্বার্ডির, শক ও অপরাধবোধ থেকে ফুঁপিয়ে চলেছেন বাচ্চা ছেলের মত। তিন সেকেণ্ড পর দ্বিতীয় কোড মেনে নিল কমপিউটার। এবার কাউণ্ট অভ কণ্টির দিকে কি বোর্ড বাড়িয়ে দিল ইউরি, ঠোঁটে টিটকারির হাসি।

বড় করে দম নিলেন কাউন্ট, চোখ রাখলেন রাশানের রক্তলাল চোখে। কয়েক সেকেণ্ড পর আঙুল চালালেন কি বোর্ডে। থামলেন এণ্টার টিপে দেয়ার আগে। কমপিউটার তৃতীয় কোড নিলে ডিযআর্ম হবে সেকেণ্ডারি সিকিউরিটি সিস্টেম। এরপর হাসতে হাসতে অমূল্য সব আর্ট নিয়ে উধাও হবে একদল ডাকাত। চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে মানব-সভ্যতা থেকে পাঁচ শতাব্দীর সেরা সব পেইণ্টিং!

এমন কেন হবে?

কারণ, তিনি টিপে দিচ্ছেন এণ্টার কি!

তাঁর মনে হলো, উৎক্ষেপণ করছেন আণবিক বোমাবাহী মিসাইল।

পরক্ষণে ডাবিয়ে দিলেন এণ্টার কি।

ক্লিক আওয়াজটা তাঁর কানে বাজল মহাপ্রলয়ের শিঙার মত। বুকের কাছে মাথা ঝুলে গেল কাউন্টের। বুজে ফেললেন চোখ। কয়েক মুহূর্ত পর চোখ মেলে দেখলেন কমপিউটার স্ক্রিনে লেখা:

সিকিউরিটি ডিঅ্যাকটিভেটেড।

'আপনাদের কথা মেনেছি,' ক্লান্ত সুরে বললেন কাউন্ট। 'এবার নিয়ে যান যা ইচ্ছে।'

'আমাদের কাজ শেষ হয়নি,' জবাবে বলল ইউরি।

পনেরো

অচেতন লরেনযোকে ব্যালকনিতে এনেছে রানা। কাটা চার আঙুলের ক্ষত থেকে ক্লাসরুমের মেঝেতে তৈরি হয়েছে

রক্তের মোটা দাগ। টান দিয়ে লোকটাকে তুলে তার পেট রেলিঙে রাখল রানা। এবার ধাক্কা দিলেই গিয়ে নিচে পড়বে ডাকাত। একই হাল হলো কারাসিয়োর। সময় নষ্ট না করে আবারও করিডোরে ফিরল রানা। ফায়ার হোস কেটে নিয়ে ফিরল ব্যালকনিতে। একেক টুকরো দৈর্ঘ্যে তিন গজ। একপ্রান্ত বাঁধল দু'ডাকাতের গোড়ালিতে। অন্যপ্রান্ত বেঁধে নিল ব্যালকনির কলামে। এবার দুই ধাক্কায় দুই তস্করকে নিচে ফেলল রানা। দুনিয়া-সেরা অদক্ষ বানযি জাম্পারের মত রওনা হয়েছে লোকগুলো। ভারী ওজনে ইলাস্টিকের মত লম্বা হলো হোস। তবে বাড়তি একফুট নেমেই থামল।

উঁকি দিল রানা। অদ্ভুত দুই পেণ্ডুলামের মত এদিক-ওদিক দুলছে দুই বদমাশ। জ্ঞান ফিরলেও উপায় নেই কোথাও পালাবে। একটা স্টিয়ার মেশিন পিস্তলের স্লিং কাঁধে ঝোলাল রানা। অন্য অস্ত্রটা থেকে ম্যাগাযিন নিয়ে রাখল প্যান্টের পকেটে। ব্যালকনি থেকে ফেলল গুলিহীন অস্ত্র ও বাড়তি রেডিয়োটা।

এখন অস্ত্র আছে ওর কাছে।

রেডিয়োতে শুনবে দস্যুদলের কথা।

সংখ্যায় তারা বেশি, তাই হামলা করতে হবে গোপনে, নইলে মুক্ত করতে পারবে না গ্যালারির অতিথিদেরকে। নিঃশব্দ পায়ে চিন্তামগ্ন প্রফেসরের ভঙ্গিতে ক্লাসরুমে ঢুকল গম্ভীর রানা।

স্টিয়ার মেশিন পিস্তলের বাঁটের গুঁতোয় গোএয়ার আঁকা ছবির ডিসপ্লে ক্যাবিনেট ভাঙল ইউরি। নলের বাড়ি পড়তেই ঝরে গেল ছোরার মত তীক্ষ্ণ কয়েক টুকরো কাঁচ। পিস্তলের স্লিং কাঁধে ঝুলিয়ে কাঠের ফ্রেম দু'হাতে ধরল সে। হ্যাঁচকা টান দিতেই দেয়াল থেকে খুলে এল ছবিটা। পিছাল ইউরি। বাজছে না অ্যালার্ম। নামল না স্টিলের শাটার। গোএয়ার ছবি

এখন হাতে তার, খুশির হাসি হাসল ইউরি।

ঠিক করেছে নেবে অন্যান্য আরও কিছু দামি আর্ট। বুড়ো মাফিয়া ডন বোকা হলেও ইউরি তো আর গাধা নয়!

গোএয়ার ছবি বুকের কাছে ধরে আবারও অফিসে ঢুকল ইউরি। মুখোশের ভেতর ভুরু কুঁচকে হাতের রেডিয়ো দেখছে মারিও বেলোমো। 'লরেনযো আর টমাসোর সঙ্গে কথা বলা যাচ্ছে না।'

পাত্তা দিল না ইউরি। গ্যালারির তিন মালিকের উদ্দেশে রাশান ভাষায় বলল, 'সহায়তার জন্যে ধন্যবাদ।' ফাইলিং ক্যাবিনেটের ওপর রাখল চিত্রটা। কাঁধে ঝুলন্ত স্টিয়ার নামিয়ে তাকাল ল্যাম্বার্ডির দিকে।

ভীষণ ভয়ে ঘামছেন মোটা মানুষটা। ধীরে ধীরে মাথার ওপর তুললেন দু'হাত। চোখে ভীষণ ভয়। তাঁর বুকের দিকেই তাক করা হয়েছে পিস্তলের নল।

খিঁক-খিঁক করে হাসল ইউরি। হাসিটা ঠেকল গিয়ে দুই কানের কাছে। পরক্ষণে তার হাতে লাফিয়ে উঠল পিস্তল। হোঁচট খেয়ে পিছিয়ে গেলেন ল্যাম্বার্ডি, তারপর চেয়ার নিয়ে কাত হয়ে পড়লেন মেঝেতে। পরক্ষণে ইউরির পিস্তলের নল ঘুরল জিয়োরদানোর বুক লক্ষ্য করে। ট্রিগার টিপল রাশান সাইকোপ্যাথ। একমুহূর্ত পর অস্ত্রের দিকে তাকাল। 'যাহ্, গুলি শেষ!'

স্পেয়ার ম্যাগাযিন বাড়িয়ে দিল মারিও বেলোমো। ঘোঁত শব্দে খরচ করা ম্যাগাযিন মেঝেতে ফেলল ইউরি। রিসিভারে আটকে নিল নতুনটা। স্লাইড টেনে কক করল অস্ত্র।

'তোমরা পশু,' বললেন জিয়োরদানো। তাঁর পরের কথা আটকে গেল গলায়। বুক ও গলায় একরাশ গুলির আঘাতে চেয়ার থেকে মেঝেতে পড়লেন তিনি। পেছন দেয়ালের কাছে ভেসে উঠেছে রক্তিম মিহি কুয়াশা। মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ছে রক্তের স্রোত।

ভীষণ আতঙ্কে খাঁচায় বন্দি জানোয়ারের মত কুঁকড়ে গেছেন কাউন্ট অভ কণ্টি। কাঁপছেন থরথর করে। তাঁর দিকে ঘুরল ইউরি। স্টিয়ারের নলের মুখ থেকে বেরোচ্ছে নীলচে ধোঁয়া। আবারও খিঁক-খিঁক করে হাসল ইউরি। এক পা এগোল কাউন্টের দিকে।

'লরেনযো বা টমাসোর সাড়া নেই,' বলল বেলোমো। রেডিয়োতে ধমকে উঠল, 'লরেনযো, টমাসো, কোথায় গেলে, গাধার দল!'

করিডোর ধরে হেঁটে চলেছে রানা। হাতের রেডিয়ো অন করে ডায়াল করল সশস্ত্র দস্যুদের ফ্রিকোয়েন্সিতে। তিন সেকেণ্ড পর শুনল স্পিকারে কর্কশ ধমক: 'লরেনযো, টমাসো, কোথায় গেলে, গাধার দল!'

রেডিয়োর পাশের লাল প্লাস্টিকের সুইচ টিপল রানা, নরম সুরে বলল, 'লরেনযো বা টমাসো আপাতত তোমাদের সঙ্গে যোগ দেবে না। অদ্ভুত এক বাঁধনে আটকা পড়েছে।'

অচেনা কণ্ঠ শুনে থমকে গেছে ওদিকের লোকটা।

'আমি ওই রাশানের সঙ্গে কথা বলতে চাই,' বলল রানা। 'দেরি হলে ক্ষতি হবে তোমাদের।'

পেরিয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত, তারপর রেডিয়োর স্পিকারে এল আরেকজনের কণ্ঠ। বলছে ইতালিয়ান ভাষা। তবে তাতে বিজাতীয় সুর। 'তুই, শালা, কোন্ কুত্তীর বাচ্চা?'

'তোমরা তো এসেছ চুরি করতে, তা-ই না?' শান্ত গলায় বলল রানা।

চুপ থাকল ইউরি। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'হ্যাঁ। কী বলবি বল্!'

'স্থির করেছি তোমাকে ভাল একটা প্রস্তাব দেব,' বলল রানা। 'শর্তগুলো শুনে নাও। যেহেতু এরই ভেতর রওনা হয়েছে পুলিশবাহিনী, তাই যার যার অস্ত্র বুঝিয়ে দেবে আমার

কাছে। এরপর জেল থেকে যখন বেরোবে, তোমরা সত্যিকারের মুক্ত মানুষ। সেজন্যে লাগবে বড়জোর বিশ বা ত্রিশ বছর। শুনেছি ইতালির জেলখানার খাবার রীতিমত রাজার ভোগ। ...বুঝতে পেরেছ?'

বিরতি দীর্ঘ। তারপর বলে উঠল ইউরি, 'ভাল কথাই বলেছিস! কিন্তু আমরা যদি তোর কথা না শুনি?'

'আবারও নিরীহ কাউকে গুলি করলে, ধরে নাও আজই তোমার জীবনের শেষ দিন!'

'ও? তো তুই ভাবছিস সিনেমার নায়কের মত একাই সবাইকে মেরে সাফ করবি? তোর মাথা খারাপ হয়েছে! একবার ধরতে পারলে লাথিয়ে তোর পোঁদ ফাটিয়ে দেব!'

'লরেনযো আর টমাসো কিন্তু কোনও প্রতিরোধই করতে পারেনি।'

'তুই জানিস আমি কে! ভাল চাইলে আত্মসমর্পণ কর্। ইচ্ছে হলে বাঁচিয়েও রাখতে পারি তোকে! নিজের চোখে তোকে দেখতে চাই আমি!'

'হয়তো দেখবে আমাকে,' বলল রানা।

'আমারও তা-ই ধারণা,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ইউরি। 'একটা একটা করে হারামির বাচ্চাগুলোকে খুন করলে আমার পায়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বি তুই!'

'সেক্ষেত্রে প্রস্তাব ফিরিয়ে নেব,' বলল রানা। 'দলবল সহ মরবে তুমি।'

'বড় বেশি কথা বলিস তুই!'

'আমি কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভুলি না,' বলল রানা, 'প্রস্তাব মেনে নিতে পারো। নইলে প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারবে না এখান থেকে।'

'শালা! সান্ অভ আ বিচ্! তুই জানিস...'

বিরক্ত হয়ে রেডিয়ো অফ করে দিল রানা।

ষোলো

নাক দিয়ে ঘোঁৎ শব্দ করে মেঝেতে রেডিয়ো ফেলল ইউরি। ভুলে গেছে কাউণ্ট অভ কণ্টির কথা। গুটিসুটি মেরে চেয়ারে বসে আছেন তিনি। ভাবছেন, যে-কোনও সময়ে গুলি বিঁধবে বুকে। থরথর করে কাঁপছে শরীর।

'কে ওই কুত্তার বাচ্চা?' জানতে চাইল বেলোমো।

'আমি কী করে জানব?'

অফিসে ঢুকেছে গোরভ, দু'হাতে রাইফেল। মেঝেতে থকথক করছে রক্ত। মহিলার লাশ বা অন্য দু'জনের মৃতদেহ দেখেও দেখল না সে।

'ওই লোক কারাবিনিয়েরি ডেকেছে,' বলল বেলোমো।

'মরুক পুলিশের বাচ্চারা,' বলল ইউরি।

ওর কথায় সংক্ষিপ্ত হাসি দিল গোরভ।

'এবার বেরিয়ে যেতে হবে,' বলল বেলোমো।

ছোঁ দিয়ে গোএয়ার ছবি নিল ইউরি। ঝড়ের বেগে অফিস থেকে বেরোবার সময় বলল, 'আমার সঙ্গে এসো!'

তার পিছু নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল গোরভ ও বেলোমো। জিম্মিদের পাহারা দিচ্ছে বেরেযিন, অ্যান্থনি ও জিয়ান্নি। থম মেরে মেঝেতে বসে আছে বন্দিরা। কোলে তুলে দু'হাতে বাচ্চাটাকে মৃদু দুলিয়ে চলেছে অ্যালেসিয়া। মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে উঠছে ইউগো।

ইউরি ঘরে ঢুকতেই ভীষণ আতঙ্ক ভরা চোখে দেখছে জিম্মিরা। টেইলর করা কেসে ছবি ভরল সাইকোপ্যাথ। চেইন

টেনে আটকে নিল কেস। ইশারা করল বেরেযিন ও অ্যান্থনির উদ্দেশে। 'ওপরতলায় আছে এক হারামজাদা। ভাবছে নিজেকে জন ওয়েন। যাও, আমার হয়ে খতম করে এসো।'

'এত বড় বাড়ির কোথায়, কে জানে,' বলল বেলোমো, 'যেজন্যে এসেছেন, তা তো পেলামই। চলুন, বেরিয়ে যাই।'

প্রায় একমিনিট কঠোর চোখে তাকে দেখল ইউরি, তারপর নির্দেশ ঝাড়ল, 'তুমিও যাও ওর সঙ্গে খুঁজতে।' জিয়ান্নির দিকে আঙুল তাক করেছে সে।

চট্ করে পরস্পরকে দেখল চার দস্যু, অনিচ্ছাসত্ত্বেও চলল ওপরতলার সিঁড়ির দিকে।

ঘরে রয়ে গেছে সশস্ত্র ইউরি ও গোরভ।

তাতে বাড়ল জিম্মিদের ভয়।

'গোরভ, পাহারা দেবে এই কুকুরগুলোকে।' হাত বাড়িয়ে দিল ইউরি। 'তোমার ছোরাটা দাও।'

বেল্ট থেকে খাপসহ অস্ত্রটা নিয়ে বন্ধুর হাতে দিল গোরভ। 'কোথায় যাচ্ছ, ইউরি?'

'ইতালিতে এসেছি ফুর্তি করতে, তা না করে ফিরব?' গটগট করে হেঁটে গিয়ে জিম্মিদের সামনে থামল ইউরি।

একটু আগে যে তরুণীকে সুন্দরী মনে হয়েছে, সে বসে আছে বাবা-মা'র পাশে। রাশান খুনিকে লোভ নিয়ে তাকাতে দেখে শুকিয়ে গেছে তার মুখ। ভীতা হরিণের মত খেয়াল করছে বিপজ্জনক শ্বাপদের প্রতিটি নড়াচড়া।

হাত বাড়িয়ে খপ্ করে মেয়েটার কবজি ধরল ইউরি।

ভীষণ ভয়ে ফুঁপিয়ে উঠল মেয়েটা।

'নির্জন ঘরে বসে পরস্পরকে চিনব আমরা,' হ্যাঁচকা টানে মেয়েটাকে দাঁড় করিয়ে দিল ইউরি।

হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল তরুণীর মা। শক্ত হাতে ধরল সন্তানের বাহু। সামনে বেড়ে মহিলার বুকে প্রচণ্ড এক লাথি বসাল গোরভ। পরক্ষণে অস্ত্রের নল তাক করল মহিলার

স্বামীর মাথায়। হাসি-হাসি চেহারায় বলল, 'ঝামেলা করবি? খুশি মনে নরকে পাঠাব তোর স্বামীকে!'

মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে নিয়েছে বেশিরভাগ জিম্মি। বিড়বিড় করে নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করল অ্যালেসিয়া।

'সুন্দরীকে ভোগের পর আবার ফিরব এই বেটিকে ঠাণ্ডা করতে,' খিঁক-খিঁক করে হাসল ইউরি।

আবছা হাসিতে বিকৃত হলো গোরভের বাঁকা ঠোঁট।

তরুণীকে টেনে গ্যালারির দিকে চলল ইউরি।

করুণ আর্তচিৎকার জুড়েছে মেয়েটা। চেষ্টা করছে ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে। কিন্তু প্রচণ্ড শক্তির কাছে সে অসহায়।

গ্যালারির পেছনে যে সিঁড়ি বা ফায়ার এস্কেপ, ওটা বেয়ে নিঃশব্দে দোতলায় উঠছে বেলোমো ও জিয়ান্নি।

ওদিকে প্রধান সিঁড়ি বেয়ে উঠছে বেরেযিন ও অ্যান্থনি। দোতলায় সিঁড়ির মুখে বৃদ্ধের লাশ। রক্তে ভিজে গেছে কার্পেট। যেন রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্টে মরা লাশ, টপকে গেল দুই অপরাধী। নানাদিকে গেছে করিডোর। লাথি মেরে একটা একটা করে দরজা খুলে ভেতরের দিক দেখতে লাগল তারা। একটু পর দেখা শেষ হলো গুদাম ঘর, লেকচার রুম ও ক্লাস রুম।

কেউ নেই কোথাও।

সামনে ফায়ার ডোর দেখে ওটা খুলল তারা।

সিঁড়ির ধাপ নেমেছে সিরামিক ডিপার্টমেন্টের মেঝেতে। এ করিডোরে আছে কয়েকটা ওঅর্কশপ। বেঞ্চে কাদামাটির হাঁড়ি, ফুলদানী ও নানা যন্ত্রপাতি। অন্য দু'ঘরে প্রাচীন আমলের লোহার বিশাল ক'টি চুল্লি। একেকটা যেন দানবীয় আভেন। শক্তভাবে আটকে রাখা হয়েছে দরজা। প্রতিটি চুল্লিতে আছে ইনসুলেটর, যাতে ক্ষতি না হয় কাছের দেয়াল

ও মেঝের। রঙচটা দেয়াল ভেদ করেছে গলিত চর্বিতে ভরা মোটা সব পাইপ।

ওঅর্কশপ চট্ করে দেখে নিল রাশানরা। নিশ্চিত হলো এ ঘরের টেবিল ও কাবার্ডের নিচে নেই সেই লোকটা। কিচেন দেখা শেষে সন্তুষ্ট হয়ে দরজার দিকে পা বাড়াবে তারা, এমনসময় পেছনে শুনল মৃদু আওয়াজ। নরম সুরে বলল কেউ, 'এই যে!'

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল দুই রাশান।

রানা আগেও ভেবেছে, সাইলেন্সার হিসেবে কাজ করবে খালি প্লাস্টিকের বোতল। আজ দেখতে চাইল সফল হয় কি না পরীক্ষা। এক লিটারের পেপসির বোতল গার্বেজ ক্যানে পেয়ে সেলোটেপ দিয়ে ওটা আটকে নিয়েছে স্টিয়ার মেশিন পিস্তলের নলের মুখে। অস্ত্র ঘুরিয়ে সরাসরি একরাশ গুলি করল মেঝেতে। চাপা গর্জন তুলেছে স্টিয়ার। অস্ত্র ফেলে মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল দুই রাশান। দু'হাতে পা চেপে ধরে আর্তচিৎকার ছাড়ছে শেয়ালের মত।

স্টিয়ারের নল থেকে টেনে মেঝেতে ছেঁড়া বোতল ফেলল রানা। থেমেছে আহত দুই রাশানের একটু দূরে। দু'লাথিতে দূরে পাঠাল তাদের অস্ত্র। নরম সুরে বলল, 'সাইলেন্সার হিসেবে বোতলটা খারাপ নয়, কী বলো?'

ওর বাপ-মা তুলে গালি দিচ্ছে ডানদিকের রাশান। তার গলার পাশে জোর এক লাথি মেরে ঘণ্টাখানেকের জন্যে ঘুম পাড়িয়ে দিল দুর্ধর্ষ বিসিআই এজেন্ট। পরক্ষণে অন্যজনের মাথার পাশে খটাস্ করে নামল স্টিয়ার মেশিন পিস্তলের বাঁট।

নীরব হয়ে গেল ঘর।

ঝুঁকে বসে দুই রাশানকে সার্চ করল রানা। সরিয়ে ফেলল তাদের রেডিয়ো। উঠে গেল সবচেয়ে কাছের চুল্লির পাশে। ওটার দরজা বা ঢাকনি খুলতেই দেখল, নিচে চর্বি ভরা

কালচে গ্রিল। একটু আগে কালিঝুলি মেখে ওখান থেকেই উঠেছে ও। সরিয়ে নিয়ে মেঝেতে ফেলল দুটো গ্রিল। তাতে আভেনের ভেতর তৈরি হলো যথেষ্ট জায়গা। আরাম না পেলেও ওখানে অনায়াসে এঁটে যাবে দুই লোক। এক এক করে দুই রাশানকে চুল্লির ভেতর গুঁজল রানা। পা চারটে ভাঁজ করে রাখল নিচের দিকে। এবার ধুম শব্দে বন্ধ করল চুল্লির ভারী ডালা। বাইরে রয়েছে বড় এক লাল বাটন। টিপে দিলেই চালু হবে থার্মোস্ট্যাট। বিশাল দুই দুম্বার মত ঝলসে নেয়া যাবে দুই বদমাশকে।

তবে আজ কপাল ভাল রাশানদের।

এখন প্রথম কাজ হওয়া উচিত জিম্মিদেরকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়া। কিচেন থেকে করিডোরে চোখ বোলাল রানা।

কেউ নেই করিডোরে।

হালকা পায়ে বেরিয়ে এল ও।

পুলিশ আসার কোনও লক্ষণ নেই।

সেজন্যে বসে থাকার উপায় নেই রানার। ভাবছে কপাল ভাল হলে, আর দু'জন করে এলে হয়তো বারোটা বাজাতে পারবে ডাকাতদের।

নিশ্চিন্তে এগোল রানা। তবে বিশ সেকেণ্ড পর করিডোরে বাঁক নিতেই প্রায় মুখোমুখি হলো দুই দস্যুর। তাদের মুখে কালো মুখোশ। প্রথমজন দানবের মতই বিশাল আকারের। কোমরের কাছে ধরেছে এআর-পনেরো মিলিটারি রাইফেল। রিসিভারে উল্টোভাবে টেপ দিয়ে আটকানো বত্রিশ গুলির দুই ম্যাগাযিন। এমন দেখা যায় মার্সেনারি টাইপের সিনেমায়। দানবের পাশের লোকটা শুকিয়ে যাওয়া শসার মত চিঁছড়ে চেহারার, হাতে শটগান।

করিডোরে মুখোমুখি হয়ে থমকে গেছে রানা এবং ওই দুই লোক। রানার চোখে চেয়ে আছে দানব। থমকে গেছে সময়। লোকটার একটা মণি কালচে বাদামি, অন্যটা হালকা

বাদামি। বেশিরভাগ মানুষ তফাৎটা বুঝবে না। কিন্তু মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে শেখানো হয়েছে রানাকে এসপিয়োনাজ ট্রেনিঙে।

আর কিছু ভাবতে পারল না রানা। ওর দিকে ঘুরে গেছে দানবের রাইফেল। হাই ভেলোসিটি সীসা এড়াতে একপাশে ঝাঁপ দিল ও। ঝলসে উঠল রাইফেলের মুখে কমলা আগুন। সেইসঙ্গে প্রচণ্ড আওয়াজ। অন্তত পনেরোটা বুলেট লাগল রানার পায়ের এক ইঞ্চি দূরে, মেঝেতে।

ব্যক্তিগত বিষয়ে কঠোর লোক ইউরি বোরকভ। ইচ্ছে হলে অসহায় মেয়েটাকে গ্যালারির মেঝেতে ফেলে ধর্ষণ করতে পারত সে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সব দেখত গোরভ ও অন্যরা। তাই আতঙ্কিত তরুণীর হাত ধরে গ্যালারি থেকে বেরিয়ে এল সে। কাঁচের ওঅকওয়ে পেরিয়ে ঢুকল বাড়ির পুরনো অংশে। মেয়েটাকে আদর করতে হলে চাই ভাল কোনও ঘর।

করিডোর পেরিয়ে ডানে পছন্দমত ঘর দেখল ইউরি। শক্ত হাতে মেয়েটার বাহু চেপে ধরে ঢুকল ওই ঘরে।

এ ঘর লাইব্রেরি। দেয়ালের পাশে পুরনো বইয়ের শেল্ফ্। আসবাবপত্র পুরনো ও অভিজাত। পুরু কার্পেটি ইরানি। একপাশে মার্বেল দিয়ে তৈরি প্রকাণ্ড ফায়ারপ্লেস। ঘরের কোণে ভেলভেটের বড় এক খয়েরি সোফা। জোর এক ধাক্কায় তরুণীকে ওটার ওপর ফেলল ইউরি। বেচারির মুখ থেকে সরে গেছে এক গোছা সোনালি চুল। ভীষণ ভয়ে তাকাল ও রাশান লোকটার দিকে।

ওর দিকে ঝুঁকল ইউরি। মুখ থেকে খুলল ব্যালাক্লাভা। অন্যহাতে গোরভের ছোরা। চাপা স্বরে ইতালিয়ান ভাষায় ভালবাসা মাখা সুরে বলল, 'ডার্লিং, আমি ইউরি বোরকভ! ...লক্ষ্মী, পুতুপুতু সোনা, বলো তো দেখি তোমার নামটা কী?'

সতেরো

গুলি আসার আগেই করিডোরের মেঝেতে ঝাঁপ দিয়েছে রানা। কাঁধে ব্যথা পেয়েছে। আশপাশে বিঁধল বুলেট। ছিটকে উঠছে কাঠের কুচি। সময় নেই পাল্টা গুলি করার। লাথি মেরে পাশের ফায়ার ডোর খুলে ঝাঁপ দিল ওদিকের সিঁড়িতে। টাইল্‌স্‌ করা ধাপে কুমড়োর মত গড়িয়ে নেমে গেল নিচে। তিন সেকেণ্ডে গিয়ে পড়ল ফায়ার এস্কেপের স্টেয়ার-ওয়েলের মাঝের ল্যাণ্ডিঙে।

ওদিকে খুলে গেছে ওপরের দরজা। ধাপ টপকে নামতে লাগল দুই খুনি।

সিঁড়ির পরের ধাপে গড়িয়ে নামল রানা। কানের কাছে গর্জে উঠেছে শটগান। একরাশ পেলেট উড়িয়ে দিল কাঁচের একটা জানালা।

গড়াতে গড়াতে রানা টের পেল, ঝরঝর করে ওর ওপর ঝরছে ভাঙা কাঁচ। চিত হয়ে পড়ল ক'ফুট নিচের ল্যাণ্ডিঙে। হাত তুলেই তাক করল স্টিয়ার মেশিন পিস্তল। মুঠোর মধ্যে লাফিয়ে উঠল অস্ত্রটা।

বুকে পর পর তিন গুলির আঘাতে হাঁটু ভাঁজ করে আছাড় খেল শটগানধারী। সিঁড়ির ধাপ বেয়ে সরসর করে নেমে রানার বুকে চেপে বসল লাশ।

বেকায়দা ধাক্কা খেয়ে ফুসফুস খালি হয়ে গেছে রানার।

ওপরের ধাপে থমকে ওর দিকে এআর-ফিফটিন রাইফেলের নল তাক করল দানব। ওই অস্ত্রের বুলেট

অনায়াসে ভেদ করে গাড়ির দরজা, আর্মার্ড কাঁচ বা সিমেন্টের দেয়াল।

লাশ আড়াল দেবে না। ধড়মড় করে উঠে বসে দানবের বুকে স্টিয়ার তাক করেই ট্রিগার টিপল রানা।

তাতে কিছুই ঘটল না!

ছোট অটোমেটিক অস্ত্রের মূল সমস্যাঃ প্রয়োজনের সময়ে ফুরিয়ে যায় বুলেট। গুলি শেষ হতে লাগে মাত্র দুই-তিন সেকেণ্ড। আরও খারাপ কথা, সিঁড়ি বেয়ে পড়ার সময় জিন্সের প্যান্টের পকেট থেকে খসে গেছে স্পেয়ার ম্যাগাযিন!

ওটা আছে ল্যাণ্ডিং থেকে কয়েক ধাপ ওপরে।

ঠিক সময়ে হাতে পাবে না রানা। অস্ত্র খালি, তবে একই হাল দানবেরও। অতি জঘন্য ক'টা গালি দিল সে। টেপ মোড়া ম্যাগাযিন খুলে উল্টো ম্যাগাযিনটা আটকে নিল রিসিভারে। কিন্তু বোল্ট টেনে নেয়ার আগেই লাশের তল থেকে বেরিয়ে একলাফে নিচের সিঁড়ির ধাপে নামল রানা। ঝড়ের বেগে বাঁক নিয়ে পেরোল পরের ল্যাণ্ডিং। একরাশ গুলি ক্ষত-বিক্ষত করল পেছন-দেয়াল। পরের লাফে নিচের ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছুল রানা। সামনেই দু'কবাটের দরজা। টান দিয়ে ওটা খুলতে খুলতে ভাবল, ঝাড়ু রাখার কাবার্ড না হলেই বাঁচি!

কবাট খুলতেই দেখল, দূরে গেছে অন্ধকার করিডোর।

দানব টের পাওয়ার আগেই করিডোরে ঢুকে কবাট আটকে দিল রানা। চট্ করে লোকটা বুঝবে না ও কোথায় গেছে।

করিডোর ধরে উড়ে চলল রানা। সামনের দরজা খুলে দেখল, দু'দিকে দুটো করিডোর। ডানেরটা বেছে নিল রানা। ছুটতে ছুটতে বুঝতে চাইল, বাড়ির ঠিক কোথায় আছে।

কয়েক মুহূর্ত পর টের পেল, নেমে এসেছে নিচতলায়। এদিকেই কোথাও আছে সিঁড়ি। ওটা দিয়েই ওপরে গিয়েছিল

চুল্লিতে বন্দি দুই বদমাশ। এদের চারজনের মতলব ছিল দু'দিক থেকে ওকে কোণঠাসা করা।

দৌড় থামিয়ে ধীর পায়ে এগোল সতর্ক রানা। আপাতত ওকে হারিয়ে ফেলেছে দস্যুদলের দানব। দশ গজ যাওয়ার পর চেনা চেনা মনে হলো করিডোর।

বামে প্রধান সিঁড়ি।

একটু দূরে গ্যালারিতে ঢোকার কাঁচের ওঅকওয়ে।

থমকে গিয়ে কান পাতল রানা।

গ্যালারির কোথাও কোনও আওয়াজ নেই।

খুন হয়েছে অতিথিদের সবাই?

সরে পড়েছে ডাকাতের দল?

অথবা, হয়তো চোখ রেখেছে সিসিটিভির পর্দায়।

ঠিক জায়গায় ওকে পেলে ঝাঁঝরা করবে গুলি করে!

কী করবে ভাবছে রানা, এমনসময় করিডোরের শেষমাথায় আধখোলা দরজা দিয়ে এল করুণ মেয়েলি আর্তচিৎকার।

চট্ করে অ্যালেসিয়া আদ্রিয়ানোর কথা মনে পড়ল রানার। সময় লাগল না দৌড়ে গিয়ে ওই ঘরে ঢুকতে।

ঘরের কোণে খয়েরি সোফায় চিত হয়ে পড়ে আছে এক তরুণী। বয়স বড়জোর পনেরো। ওর ওপর ঝুঁকে পড়েছে এক লোক। খেয়াল নেই ঘরে ঢুকেছে রানা।

লোকটার চুল পনিটেইল করা। মুখ থেকে খুলেছে মুখোশ। ক'ফুট দূরের মেঝেতে স্টিয়ার মেশিন পিস্তল।

নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গ্যালারির বিমর্ষ তরুণীকে চিনল রানা। বেচারির চুল উস্কোখুস্কো। ভয়ে বিকৃত চেহারা। চোখে পানি।

দু'দিকে ধার দেয়া ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ ফলার কমব্যাট নাইফ ব্যবহার করে ওর পোশাক কাটছে লোকটা। উন্মুক্ত হয়েছে সাদা তলপেট। ধীর ভঙ্গিতে ব্রা-র স্ট্র্যাপ ধরে বলল বদমাশ,

‘এত মজা পাবে, যে বাকি জীবনেও ভুলবে না আমাকে।’

রানাকে দেখে বিস্ফারিত চোখ আরও বড় হলো মেয়েটার।

ওর প্রতিক্রিয়া দেখে লোকটা বুঝে গেছে, ঘরে ঢুকেছে কেউ। ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল সে। ‘কে রে তুই!’

সাধারণত বিস্মিত হলে মাতৃভাষা বলে মানুষ। রানা বুঝে গেল, এই লোক রাশান। এক পা সামনে বেড়ে তার বুকে খালি স্টিয়ার তাক করল ও। ‘ভুলে গেছ আমাদের আলাপ? ভেবেছিলাম কারও ক্ষতি করবে না।’

চোখ পিটপিট করল ইউরি। রাশান ভাষার বদলে ব্যবহার করল ইংরেজি। উচ্চারণ আমেরিকান। হলিউডের সিনেমার প্রভাব। ‘ও, তা হলে তুমিই সেই লোক!’

‘মেয়েটার কাছ থেকে সরো,’ পিস্তলের নল দিয়ে ইশারা করল রানা।

হাসল ইউরি। ‘ওকে ছুঁয়েও দেখিনি। নিজে এসে পরখ করে দেখো কুমারী কি না।’

‘সরে যাও!’

সোফা থেকে সরলেও হাতে ছোরা রেখেছে রাশান। ছেঁড়া পোশাক দিয়ে শরীর ঢাকতে চাইছে তরুণী। যেন বরফঠাণ্ডা জলে চুবিয়ে নেয়া হয়েছে ওকে। থরথর করে কাঁপছে ভয়ে। গলা থেকে বেরোচ্ছে চাপা গোঙানি।

ইউরির কণ্ঠে প্রকাশ পেল কৌতূহল, ‘তোমার নাম কী?’

‘রানা। মাসুদ রানা।’

‘এখানে কী চাও?’

‘টুরিস্ট,’ বলল রানা। ‘দেখতে এসেছি আর্ট।’

‘তা হলে ভুল গ্যালারি বেছে নিয়েছি আমি।’

‘আমারও তাই ধারণা,’ আরেক পা সামনে বাড়ল রানা।

খিক-খিক করে হাসল ইউরি। বুকে পিস্তলের নল তাক করে রাখলেও তোয়াক্কা নেই। ‘কোন্ দেশের মানুষ তুমি,

মাসুদ রানা?'

'বাংলাদেশ। জাতে বাঙালি। আর তুমি রাশান।'

'ঠিক। আমি ইউরি বোরকভ।' নাম এমনভাবে বলেছে, যেন বুঝিয়ে দিয়েছে সব। আত্মবিশ্বাসী। জানে প্রাণ নিয়ে এ ঘর থেকে বেরোতে পারবে না মাসুদ রানা।

কী যেন কায়দা আছে তার আস্তিনের ভাঁজে, বুঝে গেল রানা। 'ছোরাটা ফেলো, ইউরি। সেক্ষেত্রে মরবে না। এরপর আমাকে নেবে জিম্মিদের ঘরে। তোমার খেলা শেষ।'

যেন বরফের টুকরো ইউরির শীতল দুই নীল চোখ। 'আমার তা মনে হয় না। ভাল হয় তুমি হাত থেকে পিস্তল ফেললে। ওটায় গুলি থাকলে এতক্ষণে গুলি করতে। ...ভুল বললাম? আমার ধারণা, এ ঘরে আমিই একমাত্র সশস্ত্র লোক।' অলস হাতে রানার বুকের দিকে ছোরা তাক করল সে।

একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে মেঝেতে পিস্তল ফেলল রানা। সহজ সুরে বলল, 'আজ খুন হবে কেউ। তবে সে লোক আমি নই।'

'এসো, জেনে নিই কে সত্যি বলছে।'

মুহূর্তের জন্যে ছোরা থেকে চোখ সরেছে রানার, পরক্ষণে দেখল ওটার হাতলে বড়, গোল বাটন। পিস্তলের মত করে ছোরা ধরেছে রাশান।

পরমুহূর্তে খটাং শব্দে ছুটে এল কী যেন!

আধসেকেণ্ড পর রানা বুঝল, ওটা কী। ঝট্ করে চাইল গতিপথ থেকে সরতে। তবে দেরি হয়ে গেছে। টি-শার্ট ভেদ করে কাঁধের মাংস ছিঁড়ে পেছনের বুকশেলফে গিয়ে বিঁধল স্পেৎস্নায ব্যালিস্টিক নাইফের তীক্ষ্ণ ফলা।

গোল বাটন রিলিয হওয়ায় হাতলের স্প্রিং প্রচণ্ড বেগে ছুঁড়ে দিয়েছে ভেতরের ব্লেড। গতি ক্রসবোর তীরের চেয়েও বেশি। বামহাতে ডান কাঁধ স্পর্শ করল রানা। হাত নামিয়ে

দেখল রক্তে ভিজে গেছে আঙুল। ব্যথা নেই। তবে জ্বলছে ক্ষতটা। যন্ত্রণা শুরু হবে একটু পর।

'কাজের জিনিস,' শুকনো গলায় বলল রানা। 'তবে তোমার উচিত ছিল আরও প্র্যাকটিস করা।'

হাতলটা ফেলে কয়েক পা পেছাল ইউরি। বাঁক নিয়ে সরে গেছে ফায়ারপ্লেসের দিকে। খপ্ করে তুলে নিল আগুন উস্কে দেয়ার কাস্ট আয়ার্নের পোকার। রানা ছুটে আসছে দেখে তলোয়ারের মত করে একপাশ থেকে পোকার চালাল ইউরি। তবে সরে গিয়ে কুঁজো হয়ে আঘাতটা এড়িয়ে গেল রানা। ওর নাকের এক ইঞ্চি দূর দিয়ে গেল অস্ত্রটা। পরক্ষণে সিধে হয়ে সামনে বাড়ল রানা। ওর ডান পায়ের লাথি পড়ল রাশানের হাঁটুর বাটিতে। তবে মারটা জোরালো নয়। ভাঙল না হাড়।

ব্যথা ও রাগে গর্জন ছাড়ল ইউরি। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চালাল পোকার। আগেই বসে পড়েছে রানা। মাথার ওপরে ম্যান্টলে নামল চোখা লোহার দণ্ড। তাতে ভাঙল মার্বেলের ত্রিকোণ একাংশ। ঠাস্ শব্দে পড়ল ফায়ারপ্লেসে।

হাতের কাছে মার্বেলের চাকা পেয়ে গায়ের জোরে ইউরির মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ল রানা।

ওটা আসতে দেখেছে ইউরি। বেসবল খেলোয়াড়দের মত পোকার দিয়ে মার্বেলের টুকরো সরাতে চাইল সে। কিন্তু পোকার অতি সরু ব্যাট। আর দুনিয়ার সবচেয়ে ভারী বল মার্বেলের ওই টুকরো। পোকার সাঁই করে বাতাস কেটে গেলেও ইউরির চোয়ালে ঠাস্ করে লাগল ভারী মার্বেল। তার হাত থেকে পড়ল পোকার। মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়েছে সে। টলমল করে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। চোখের নিচে গভীর ক্ষত। ঝরঝর করে ঝরছে রক্ত।

'তোমাকে না বলেছি কারও ক্ষতি করতে নেই,' নরম সুরে বলল রানা। মেঝে থেকে তুলল পোকার। 'কথাটা

মাথায় রাখা উচিত ছিল।’

টলতে টলতে বুকশেলফের কাছে চলে গেল ইউরি। বই ও কাঠ থেকে টেনে খুলল স্পেৎস্নায ছোরার ফলা। ঘুরে দেখল রানাকে। চোখে চরম ঘৃণা। খ্যাপা জানোয়ারের মত ছুটে এল সে রানার দিকে। মাথার ওপর তুলেছে ছোরা।

তিন গজের ভেতর সাইকোপ্যাথ পৌঁছুতেই লোহার বর্শার মত করে প্রচণ্ড জোরে পোকার ছুঁড়ল রানা! সরাসরি গতিপথে পড়ল ইউরি। নিজের দৌড়ের বেগ এবং উড়ন্ত পোকারের গতির কারণে ঘ্যাঁচ করে তার মগজে ঢুকল লোহার চোখা দণ্ড। কামানের গোলার আঘাতে থমকে যাওয়া মানুষের মত ধুপ্ করে মেঝেতে পড়ল ইউরি। হাতে এখনও ছোরার ফলা। চোখ রানার চোখে। তবে এখন প্রাণ নেই ওর দৃষ্টিতে।

রানার কাঁধের গভীর ক্ষত থেকে নেমে টি-শার্ট ভিজিয়ে দিচ্ছে উষ্ণ রক্ত। টপটপ করে পড়ছে কনুই ও বাহু বেয়ে মেঝেতে। মেয়েটার দিকে তাকাল রানা। ঝড়ে পড়া বাঁশ পাতার মত কাঁপছে বেচারি। চোখে বোবা দৃষ্টি।

সোফার পাশে থেমে তরুণীর ভুরু স্পর্শ করল রানা।

শীতল ঘামে ভিজে গেছে বেচারির মুখ। ভীষণ আতঙ্কে চলে গেছে শকের ভেতর।

সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কিছু বলবে ভাবছে রানা, এমনসময় শুনল বিধ্বস্ত হলো সিলভেস্ট্রি গ্যালারির সদর দরজা।

আঠারো

নিঃশব্দে ড্রাইভওয়ে পার করে সিলভেস্ট্রি গ্যালারির সামনে

থেমেছে গাঢ় নীল রঙের কয়েকটা ল্যাণ্ড রোভার জিপ। ছাত সাদা, গায়ে লাল ফিতার মত জায়গায় বড় অক্ষরে সাদা রঙে লেখা: কারাবিনিয়েরি। জিপ থেকে লাফিয়ে নেমেছে একদল লোক। পরনে প্যারামিলিটারি পোশাক। মাথায় হেলমেট, চোখে গগল্স্। কয়েকজনের হাতে ব্যাটারিং র‍্যাম। ওটা দিয়ে সদর দরজায় প্রচণ্ড গুঁতো দিল তারা। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ভারী দরজা। ঝড়ের বেগে ভবনের ফয়ে ও করিডোরে ঢুকল লোকগুলো, হাতে আগ্নেয়াস্ত্র।

ওদিকে দরজা ভাঙার আওয়াজে গ্যালারি থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে অ্যালেকযাণ্ডার গোরভ। একইসময়ে ফায়ার এস্কেপ থেকে এল মারিও বেলোমো। পুলিশ টিম করিডোরে পা রাখতেই বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সাব-মেশিন গান ও রায়ট শটগান থেকে তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করল দুই খুনি। বদ্ধ ঘরে ক্রস-ফায়ারের ফলাফল হলো ভয়ঙ্কর। বেলোমো ও গোরভের দিকে পাল্টা গুলি করার আগেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল অন্তত বারোজন অফিসার। অন্যরা বোঝার আগেই ঝাঁপ দিয়ে কাঁচের ওঅকওয়েতে ফিরল দুই দস্যু। দৌড়ে গিয়ে ঢুকল গ্যালারিতে।

'ইউরি কই?' ইতালিয়ানকে ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল গোরভ।

মাথা নাড়ল বেলোমো, 'দেখিনি।'

ওদিকে গ্যালারিতে পা রেখেছে বারোজন কারাবিনিয়েরি। দলের সামনে অ্যাসল্ট গগল্স্ পরা কমাণ্ডার। প্রথমে তৈলচিত্রগুলোর দিকে চোখ গেল তার। তাদের কারও গুলির জন্যে একটা আর্ট নষ্ট হলেও গুনতে হবে বড় ধরনের মাসুল।

কমাণ্ডারের মত দুশ্চিন্তা নেই গোরভ বা বেলোমোর। পুলিশ টিম গ্যালারিতে ঢোকার আগেই তৈরি ছিল তারা। গোরভের এআর-ফিফটিন রাইফেলের একরাশ গুলি ছিটকে ফেলল এক কারাবিনিয়েরি সদস্যকে। বাধ্য হয়ে পিছিয়ে

কাভার নিল দলের অন্যরা। বিস্ফোরিত হয়েছে তিনটে ডিসপ্লে ক্যাবিনেট। আগে ওখানে ছিল পিকাসোর আট মিলিয়ন ইউরো দামের তিনটে চিত্র। এখন ছেঁড়া ক্যানভাস।

পাশের ঘরে প্রাণের ভয়ে আর্তচিৎকার জুড়েছে জিম্মিরা। শক্ত হাতে ছেলেকে ধরে অন্যহাতে পিচ্চির চোখ ঢেকে রেখেছে অ্যালেসিয়া। আবারও এল পশলা পশলা গুলির আওয়াজ। মহিলা দেখল, এ ঘরে ঢুকে পিছিয়ে আসছে মুখোশ পরা দুই দস্যু।

এখন পর্যন্ত কিছুই না করলেও এবার সাবধানে উঠে দাঁড়াল ভ্যালেন্টিনো ব্লেযার পরা রবার্ট রেডফোর্ড। ঠিক করেছে পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে দস্যুদের ওপর।

'এ কাজ করবেন না,' নিচু গলায় বলল অ্যালেসিয়া।

কাউন্ট অভ কণ্টি খপ্ করে ধরলেন লোকটার আস্তিন। 'বসে পড়ুন। গাধা নাকি! আপনার জন্যে খুন হব আমরাও।'

শুনল না রেডফোর্ড। হ্যাঁচকা টানে ছুটিয়ে নিল আস্তিন। প্রায় দৌড়ে গিয়ে হামলে পড়ল গোরভের পিঠে। একহাতে চেপে ধরেছে রাশানের অস্ত্র। ওটা চাই তার।

রেডফোর্ডের দ্বিগুণ শক্তিশালী গোরভ, ইতালিয়ানের হাত থেকে অস্ত্র ছুটিয়ে নিল সে। কপাল দিয়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো দিল লোকটার নাকে-মুখে। রেডফোর্ডের গলা দিয়ে নেমে গেল কয়েকটা ভাঙা দাঁত। ধপ্ করে মেঝেতে পড়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল সে। হামাগুড়ি দিয়ে ফিরতে চাইছে জিম্মিদের কাছে। ভেবেছে লুকিয়ে পড়তে পারবে সবার মাঝে। প্রচণ্ড রেগেছে গোরভ, লোকটার পেছনে তেড়ে গেল সে। কোমরের কাছে ধরেছে এআর-ফিফটিন রাইফেল। ট্রিগার টিপে একপাশ থেকে আরেক পাশে নল ঘোরাল সে। ক্ষত-বিক্ষত হলো ঘরের চারপাশ। আর্তনাদে ভরে গেল ঘর। ম্যাগাযিন খালি না হওয়া পর্যন্ত থামল না গোরভ।

ততক্ষণে ঘরে বেঁচে নেই বেশিরভাগ মানুষ!

নীরবতা নেমেছে ঘরে।

বিরক্ত চোখে চারপাশ দেখল গোরভ। বেরিয়ে যাবে, এমনসময় চোখে পড়ল গোএয়ার চিত্র ভরা সেই প্যাডেড কেস। ওটা কাঁধে ঝুলিয়ে দৌড়ে গ্যালারিতে বেরোল সে।

বেলোমোর ওপর হামলা করেছে কারাবিনিয়েরি সদস্যরা। অবস্থা বুঝে মেঝেতে থুতু ফেলল গোরভ, পরক্ষণে ওপরে তুলল এআর-ফিফটিন রাইফেল। নিচের নল ব্যবহার করে লোকগুলোর মাঝে ফেলল চল্লিশ এমএম গ্রেনেড।

বিস্ফোরণের আওয়াজে থরথর করে কেঁপে উঠল ঘর। ঝরঝর করে ভেঙে পড়েছে প্রতিটি জানালার কাঁচ। ছাত থেকে আবারও নেমে এল কাঁচের টুকরো।

একটু আগে যেখানে ছিল কারাবিনিয়েরি সদস্যরা, ওখানে এখন ছিন্নভিন্ন লাশ ও তাজা রক্ত। টলতে টলতে মেঝেতে পড়ল জ্বলন্ত এক পুলিশ সদস্য। পুড়ছে ডাচ পেইণ্টার রেমব্র্যাণ্ট-এর একটা চিত্র।

ধোঁয়ার সুযোগটা নিয়ে ভাঙা জানালা টপকে উঠানে বেরোল গোরভ ও বেলোমো। না থেমে দৌড়ে পেরিয়ে গেল বাইরের দুই ফুটি দেয়াল। দেখতে না দেখতে জঙ্গলে হারিয়ে গেল তারা।

উনিশ

ঘর থেকে বেরিয়ে রানা দেখল, করিডোরে পৌঁচেছে সশস্ত্র কারাবিনিয়েরি দল। হাত ওপরে তুলে প্রাণপণে চেঁচাল ও, 'না! গ্যালারিতে জিম্মি আছে!'

ভয়ঙ্কর শব্দে চাপা পড়ল ওর কণ্ঠ। গ্যালারির মুখ থেকে গুলি করছে দুই গানম্যান। বাধ্য হয়ে পিছিয়ে গেল কারাবিনিয়েরি টিম। ততক্ষণে দানবের মত দস্যুকে দেখেছে রানা। তার তরফ থেকে আসছে রাশি রাশি গুলি। বাধ্য হয়ে আবারও লাইব্রেরিতে ঢুকল রানা, দেহ দিয়ে আড়াল করল মেয়েটাকে।

একটু পর গোলাগুলি সরে গেল গ্যালারি কক্ষে।

করিডোরে বেরিয়ে হাত থেকে ইউরির পিস্তল ফেলতে বাধ্য হলো রানা। ওকে কাভার করেছে সশস্ত্র ক'জন কারাবিনিয়েরি অফিসার। হামলা হবে না বুঝে তাদের ক'জন এল ওর দিকে। গ্যালারিতে কী হচ্ছে, সেটা সংক্ষেপে জানাতে লাগল রানা। কিন্তু ওর কথা শোনার সময় নেই কারও। দু'হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে নিয়ে যাওয়া হলো ফয়েতে।

তখনই গ্যালারিতে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। কেঁপে উঠেছে গোটা ভবন। যে কারাবিনিয়েরি সার্জেন্ট ধরে রেখেছে রানার বাহু, চমকে গিয়ে বলল সে, 'হায়, যিশু!'

রানাকে ছেড়ে দিল সে। দলের সঙ্গে ছুটে গেল চুরমার হওয়া কাঁচের ওঅকওয়ের দিকে।

করিডোর ভরে গেছে ধূসর ও কালো ধোঁয়ায়।

বাধা দেয়ার কেউ নেই, কারাবিনিয়েরি সদস্যদের পেছনে কটু ধোঁয়ার মাঝে ঢুকল রানা। ডাকাতি শুরু হওয়ার পর প্রথমবারের মত পা রেখেছে একযিবিশন গ্যালারিতে।

এখন ডাকাত দলের কেউ নেই। আগুনে পুড়ছে পুলিশ অফিসারদের পোড়া লাশ। ক্রল করে নিরাপদ জায়গায় যেতে চাইছে দু'একজন। মেঝে ভরে গেছে ভাঙা কাঁচের টুকরোয়। ধ্বংস হয়েছে অমূল্য সব আর্ট।

চিত্র নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই রানার। গলার কাছে উঠে এসেছে হৃৎপিণ্ড। ধোঁয়ার মাঝ দিয়ে দেখছে চারপাশ।

কোথাও নেই জিম্মিরা।

সাবধানে কয়েকটা লাশ এড়িয়ে পাশের ঘরের দরজায় উঁকি দিল রানা। পাঁচ ফুট সামনে ধোঁয়ার মাঝে পড়ে আছে কারও ঊরু ও পা। নড়ছে না লোকটা।

দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকল রানা। থমকে গেল ওখানেই।

পেয়ে গেছে জিম্মিদেরকে।

পড়ে আছে তাদের বিকৃত লাশ।

মেঝেতে ছিটিয়ে আছে অন্তত ত্রিশটা রক্তাক্ত দেহ। চিত কেউ, কেউ উপুড়। দেয়ালে ঠেস দিয়ে পড়ে আছে ক'জন। চারপাশে ভাসছে প্লাস্টারের ধুলো। ক্ষত-বিক্ষত চারদেয়াল। মেঝেতে অটোমেটিক রাইফেলের গুলির একরাশ খোসা।

কাকে যেন গুঙিয়ে উঠতে শুনল রানা।

এখনও বেঁচে আছে কেউ।

গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে দ্রুত এগোল রানা।

স্তূপ হয়ে পড়ে থাকা ক'টা লাশের তলা থেকে বেরিয়ে এল একটা হাত। পরক্ষণে রানা দেখল, লাশ ঠেলে বেরিয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে এক লোক। ফ্যাকাসে মুখ ভরা রক্ত ও ধুলো।

এক সেকেণ্ড পর রানা চিনল, উনি কাউন্ট অক্টাভিও দে কণ্টি। আশপাশে মৃদু নড়ছে দু'একজন।

তাদের ভেতর নেই ইউগো ও তার মা অ্যালেসিয়া।

ওরা আছে দেয়ালের কাছে।

রানা হতবাক হলো করুণ দৃশ্যটা দেখে।

ঝাঁঝরা হয়ে গেছে মা-ছেলে।

হঠাৎ বুক শুকিয়ে গেল রানার। কী করবে ভাবার আগেই ঘরে ঢুকল ক'জন কারাবিনিয়েরি অফিসার। কথা বলছে চড়া গলায়। কারা যেন হাত ধরে ওকে নিয়ে গেল ফয়েতে।

চিৎকার করে রেডিয়োতে কথা বলছে কেউ।

দূর থেকে এল সাইরেনের আওয়াজ।

রানাকে ঘিরে ধরল ক'জন প্যারামেডিক। শুইয়ে দিল স্ট্রেচারে। বুকে টেনে দিল কম্বল। আবছাভাবে রানা দেখল, ওকে তুলে দেয়া হয়েছে অ্যাম্বুলেন্সে।

সাইরেন বাজিয়ে রওনা হয়েছে গাড়িটা।

রক্তশূন্যতায় ঘুরছে মাথা, শ্বাস ফেলে চোখ বুজল রানা।

বিশ

রাতের আঁধার নেমে যাওয়ার পর রোমের স্যান ফিলিপো নেরি হাসপাতালের ইআর বে-তে থামল অ্যাম্বুলেন্সের বহর। দ্রুত আহতদেরকে নেয়া হলো ভেতরে। প্যারামেডিকরা হুইল চেয়ারে বসাতে চাইলেও দাঁড়িয়ে রইল রানা।

কয়েক মিনিট পর ওকে নেয়া হলো উজ্জ্বল আলোয় ভরা এক ঘরে। দেয়া হলো ফর্ম। ওটাতে সই দেয়ার পর ওকে পৌঁছে দেয়া হলো একটা কেবিনে।

বেডে বসে দু'হাতে কপাল টিপতে লাগল রানা। মন থেকে দূর হচ্ছে না ইউগো ও অ্যালেসিয়ার লাশের ওই করুণ দৃশ্য।

একটু পর এল নার্স। রানার শার্ট খুলে পরিষ্কার করছে কাঁধের ক্ষত। নীরবে সার্জিকাল স্পিরিটের জ্বলুনি সহ্য করল রানা। কাজ শেষে অ্যানেসথেটিক নিডল নিল নার্স। সেলাই করবে ছেঁড়া মাংস। 'সেলাইয়ের আগে অ্যানেসথেটিক ওষুধ দেব?' জানতে চাইল নার্স।

মাথা নাড়ল রানা। ক'সেকেণ্ড পর টের পেল, কাঁধের মাংসে গাঁথল বাঁকা সুই। প্রচণ্ড রাগে ফুঁসছে রানা। বুকের

ভেতর কে যেন চিৎকার করছেঃ তুই দায়ী! মানুষগুলোকে বাঁচাতে পারতি! তা করিসনি তুই!

জীবনে প্রথমবারের মত জিম্মি পরিস্থিতিতে পুলিশের ওপর ভরসা রেখেছিল রানা। ডুবিয়ে দিয়েছে তারা। ওকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে কী করতে হবে। কিন্তু নিজের মনকে বুঝ দিয়েছিল ও— এ কাজ যাদের, তারাই ভাল সামলাতে পারবে!

এখন মনে হচ্ছে, ও নিজেই ভয়ঙ্কর খুনি!

ওর দোষে খুন হয়েছে একদল মানুষ!

অথচ, পুলিশে ফোন না দিয়ে নিজে কাজে নামলে হয়তো বাঁচত মানুষগুলো।

চোখ বুজে আছে রানা। মুঠো হয়েছে দুই হাত।

মনের আয়নায় ভেসে উঠছে ইউগো ও অ্যালেসিয়ার নিরীহ মুখ।

মারা গেছে ওরা!

বুলেটের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত লাশ।

চোখে শূন্য চাহনি।

থকথক করছে মেঝেতে রক্ত।

রানার মনে পড়ল, পিচ্চি ছেলেটাকে নিয়ে গেলে দৌড়ে এসেছিল ওর মা। চোখে-মুখে ছিল স্বস্তি।

অন্তর থেকে ওকে ধন্যবাদ দিয়েছিল মহিলা।

ইউগোর সামনে পড়ে ছিল দীর্ঘ, উজ্জ্বল জীবন।

আর এখন?

এই হাসপাতালের কোনও ঘরে পড়ে আছে লাশ হয়ে।

হয়তো ওই করুণ মৃত্যুগুলো ঠেকাতে পারত রানা।

গলার কাছে বলের মত একটা দলা টের পেল ও।

ওর চিন্তার জাল কাটল নিজের নাম শুনে। দরজায় এসে থেমেছে দু'জন লোক। পরনে কালো সুট।

রানা আঁচ করল, ওই দু'জন কারাবিনিয়েরির কর্মকর্তা।

তাঁদের একজন ক'পা সামনে বেড়ে বললেন, 'সেনোর রানা? আমি রোমের আর্মা দেই কারাবিনিয়েরির ক্যাপিতানো পিয়েত্রো দে কাপুতো।' ইংরেজিতে ইতালিয়ান টান থাকলেও বলার ভঙ্গি স্বচ্ছন্দ।

দীর্ঘ সময় তার দিকে চেয়ে রইল রানা। বুকে হাজারটা প্রশ্ন ও অভিযোগ। তবে বুঝে গেছে, ওর চেয়েও বেশি কষ্টে আছেন এঁরা দু'জন। ব্যর্থ হয়েছেন চরমভাবে। চোখের নিচে কালি। শুকিয়ে আছে মুখ। এটা দীর্ঘ শিফটের জন্যে হয়নি। কাজেই উচিত হবে না ওর রাগ অন্যের ওপর ঝেড়ে দেয়া।

'আমার নাম মাসুদ রানা,' শুকনো গলায় বলল রানা।

কী যেন বাড়িয়ে ধরেছেন ক্যাপিতানো পিয়েত্রো দে কাপুতো।

একটা সাদা শার্ট।

চমৎকারভাবে ইস্ত্রি করা।

'আশা করি আপনার গায়ে হবে।'

নার্সের দিকে তাকাল রানা।

সেলাই শেষ।

উঠে দাঁড়াল মহিলা।

ধীরেসুস্থে শার্ট পরল রানা। বুকের কাছে আঁটো ওটা। বিড়বিড় করে বলল, 'ধন্যবাদ।'

'আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন আছে,' বললেন ক্যাপিতানো কাপুতো। 'বাইরে আমাদের জন্যে গাড়ি অপেক্ষা করছে।'

দীর্ঘশ্বাস গোপন করে উঠে দাঁড়াল রানা।

রোমের ব্যস্ত সড়কে ঝড়ের বেগে চলেছে পুলিশের আলফা রোমিও ১৫৯। পেছন সিটে চুপ করে বসে আছে রানা। পনেরো মিনিট পর গাড়িটা ঢুকল আর্মড় গার্ডদের সিকিয়োর কম্পাউণ্ডে। গাড়ি থেকে নেমে রানাকে পথ দেখালেন ক্যাপিতানো পিয়েত্রো দে কাপুতো এবং তাঁর সঙ্গী।

ভবনের ফয়ের স্ট্যাণ্ডে ইতালির জাতীয় ও কারাবিনিয়েরি বাহিনীর দুই পতাকা।

অফিসের পরিবেশ থমথমে। কারও মুখে হাসি নেই।

সিঁড়ি বেয়ে কয়েকতলা উঠল ওরা। লম্বা করিডোর পেরিয়ে নিজের অফিসে রানাকে নিয়ে গেলেন ক্যাপিতানো কাপুতো। রানা চেয়ারে বসার পর অফার করলেন কফি।

মৃদু মাথা নেড়ে মানা করল রানা।

ক্যাপিতানোর ডেস্কে স্তূপ হয়ে জমে আছে কাগজপত্র। একগাদা কাগজ সরিয়ে ওখানে প্যাড ও কলম রাখলেন তিনি। বসে পড়লেন নিজের চেয়ারে।

রানা ধারণা করল, গত কয়েক ঘণ্টায় কী ঘটেছে, সেটা দীর্ঘক্ষণ ব্যয় করে জেনে নেবেন পুলিশ অফিসার। আর এ কথা ভেবেই বলল ও, 'বেঁচে আছে ক'জন?'

গাল ফোলালেন কাপুতো। 'এগারোজন।'

'ত্রিশজনের মধ্যে এগারোজন?'

'একযিবিশনে ছিল একত্রিশজন অতিথি, তিনজন মালিক ও দুই রিসেপশনিস্ট। আর ছিল বাচ্চা ছেলেটা। সব মিলিয়ে সাঁইত্রিশজন।' রানার গম্ভীর চেহারা দেখলেন অফিসার। 'আমার দলের মারা গেছে সতেরোজন। আরও তিনজন হয়তো বাঁচবে না। এ ছাড়া, গুরুতর আহত আটজন।'

'সফল অপারেশন বলা যায় না,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল রানা।

দু'পাশে হাত ছড়িয়ে কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেলেন অফিসার। 'মিথ্যা বলেননি।'

'মেয়েটার কী অবস্থা?' জানতে চাইল রানা। 'ওর বয়স পনেরো মত। সোনালি চুল। লাইব্রেরিতে ছিল।'

'অ্যাডেল গ্যালি। শকের জন্যে চিকিৎসা করা হচ্ছে। প্রাণে বেঁচে গেছে ওর বাবা-মা।'

'শুনে খুশি হলাম,' বিড়বিড় করল রানা। কথাটা বলেছে অন্তর থেকে।

'সেনোর, জানি ক্লান্তিকর সময় পার করেছেন, তবুও বিরক্ত করছি। দয়া করে প্রথম থেকে খুলে বলুন কী ঘটেছে সিলভেস্ট্রি গ্যালারিতে।'

রানা সংক্ষেপে জানাল, কেন সরে যায় অতিথিদের থেকে। এরপর হলো হামলা।

'ডাকাতদের ভেতরে ঢুকতে দেখিনি। পরে বুঝলাম তারা পেশাদার। কেউ কেউ ইতালিয়ান, অন্যরা রাশান। ক'জনকে গ্রেফতার করেছেন আপনারা?'

'দু'জন,' বললেন কারাবিনিয়েরি অফিসার। 'এ কারণেই আমি বেশি কৌতূহলী। ওই দু'জনকে পাই এক ব্যালকনি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায়। গোড়ালিতে বাঁধা ছিল হোস পাইপ।'

'ওদেরকে বন্দি করি,' বলল রানা, 'ভাল ছিল আমার কপাল।'

মৃদু মাথা দোলালেন কাপুতো। একটা ফাইলে টোকা দিলেন। কয়েক সেকেণ্ড পর খুললেন ওটা। প্রথম পাতা দেখে চিনে গেল রানা।

'আপনার মিলিটারি রেকর্ড এবং অন্যান্য কাজের ওপরে বহু কিছুই আছে এখানে,' বললেন অফিসার। 'পুরো পড়তে গিয়ে ঘণ্টাখানেক লেগেছে আমার। তারপর যোগাযোগ করেছি (অব.) জেনারেল বার্নাদো গুগলির সঙ্গে। তিনি এখন আছেন পালক মেয়েকে নিয়ে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায়। যেসব প্রশংসা শুনলাম তাঁর মুখে, সত্যিই আপনার ভক্ত হয়ে গেছি। জানোয়ারগুলো কিশোরী অসহায় এক মেয়েকে ধর্ষণ শেষে খুন করেছিল বলে, একাই আপনি লড়াই করেন মাফিয়ার কয়েকটি দলের বিরুদ্ধে। প্রাণের ভয়ে পাগল হয়ে উঠেছিল ডনরা। তবে শেষে বাঁচতে পারেনি কেউ।'

মনে পড়ে গেছে লুবনার মিষ্টি হাসি, চুপ থাকল রানা।

'অন্য প্রসঙ্গে আসি,' বললেন কাপুতো। 'কেটে নেয়া হয়েছে দুই বন্দির একজনের হাতের চারটে আঙুল। এ

ব্যাপারে কিছু জানেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমার জানা নেই। হয়তো দরজার ফাঁকে আঙুল দিয়েছিল। বা অন্য কিছু।'

আবছা হাসি খেলে গেল অফিসারের ঠোঁটে। কী যেন নোট নিলেন প্যাডে।

'চুল্লির ভেতরে আরও দু'জনকে পাননি?' জানতে চাইল রানা।

ফাঁকা চোখে ওকে দেখলেন অফিসার।

'তৃতীয়তলায় সিরামিকের ক্লাসরুম,' বলল রানা, 'পাশের ঘরে মস্তবড় চুল্লির ভেতর আছে ওরা। জাতে রাশান। আশা করি বদ্ধ জায়গায় দম আটকে মরেনি।'

এক সেকেণ্ড ওকে দেখলেন কাপুতো, তারপর ছোঁ মেরে নিলেন টেলিফোনের রিসিভার। ডায়াল করে ঝড়ের বেগে বললেন কোথায় আছে দুই দস্যু।

তিনি ফোন রাখার পর বলল রানা, 'এটাও নোট করে নিন, আপনার লোক ঠেকাতে পারেনি এক ডাকাতকে। ওই লোকের আছে হেটেরোক্রেমিয়া।' অফিসার অসহায় চেহারায় ভুরু উঁচু করতেই ও বলল, 'ওই লোকের দুই চোখের মণি দু'রঙের। একটা বাদামি, অন্যটা হালকা বাদামি। অবশ্য কাছ থেকে না দেখলে টের পাবেন না। নজর কাড়ে তার শরীর। দানবের মত প্রকাণ্ডদেহী। দৈর্ঘ্যে অন্তত সাড়ে ছয় ফুট। শরীর যুদ্ধের ট্যাঙ্কের মত। আগে বডিবিল্ডার ছিল। নিয়মিত ব্যবহার করত স্টেরয়েড।'

রানার কথা শুনতে শুনতে নোট নিচ্ছেন কাপুতো। 'ওই লোক কি ইতালিয়ান না রাশান?'

'কথা শুনতে পাইনি।'

'তবুও এগুলো জরুরি তথ্য,' বললেন অফিসার। 'থ্যাঙ্ক ইউ।' চুপ করে কী যেন ভাবছেন তিনি। বাঁকা হয়েছে ঠোঁট। একটু পর বললেন, 'আরও দু'জন ক্রিমিনালের লাশ পেয়েছি

আমরা। এ বিষয়ে কিছু জানেন? একজন ছিল ফায়ার এস্কেপের ধাপে। অন্যজন লাইব্রেরিতে। ওখানেই ছিল তরুণী অ্যাডেল গ্যালি।'

'ওই লোকের নাম ইউরি বোরকভ,' বলল রানা।

তথ্যটা প্যাডে লিখলেন কাপুতো। 'মনে হচ্ছে ভাল করেই জেনে নিয়েছেন তার নাম।'

'আড়াল থেকে ওকে কথা বলতে শুনেছি।'

'বোকার কাজ করেছে। ফেরা যাক বোরকভের বিষয়ে। তার মৃত্যু খুব অস্বাভাবিক। খুলি ভেদ করে মগজে ঢুকেছে ফায়ার প্লেসের একটা কুঠার। আপনি বোধহয় এ বিষয়ে কিছু জানেন না?'

কুঠার? তিক্ত হাসি চাপল রানা। চেহারা নিস্পৃহ। এত পুরনো কৌশলে ফাঁদে ফেলতে পারবেন না অফিসার ওকে। সহজ সুরে বলল রানা, 'আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না।'

'ও।'

'মনে হয়েছে ঝগড়া হয়েছিল ডাকাতদের ভেতর,' বলল রানা। 'নইলে কে মারবে এতজনকে! আসলে এজন্যেই ওই দুই ডাকাতকে বন্দি করতে পেরেছি। আটকে রেখেছি চুল্লির ভেতর। গুলি করেছিল পরস্পরের পায়ের পাতায়। বোধহয় বিরোধ থেকেই এসেছে কুঠারের ব্যাপারটা। হয়তো ওটা দিয়েই কেটে নিয়েছে আঙুল।'

রানাকে দেখছে অফিসার কাপুতো। 'এক্সকিউয মি, এইমাত্র পায়ের কথা বললেন না আপনি?'

'হ্যাঁ। চুল্লিতে ওদেরকে পেলে অফিসাররা দেখবেন, ওরা গুলি করেছে যে যার পায়ের পাতায়।'

দীর্ঘক্ষণ রানার চোখে চেয়ে রইলেন কাপুতো। পড়তে চাইছেন বাঙালি যুবকের মগজ। ঠাট্টার হাসিতে মৃদু বাঁকা হলো দুই ঠোঁট। নিচু গলায় বললেন, 'বুঝেছি, কী ঘটেছিল, কখনও জানব না।'

‘অদ্ভুত ব্যাপার,’ বলল রানা। ‘সব ঘটেছিল যেন ঝড়ের বেগে।’

‘হয়তো বলবেন, আজকাল এ ধরনের বিপদে অভ্যস্ত নন আপনি?’

‘ক’বছর আগেই আর্মি থেকে অবসর নিয়েছি। নানা দেশে গোয়েন্দাগিরি করি। আমার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে আয়করের হিসেব ঠিক রাখা।’

‘তা হলে আর আপনাকে বিরক্ত করব না। আপাতত আমার আর কোনও প্রশ্ন নেই, সেনোর রানা।’ উঠে দাঁড়ালেন কারাবিনিয়েরি ক্যাপিতানো পিয়েত্রো দে কাপুতো। সামনে ঠেলে দিলেন চিবুক। দর্পের সঙ্গে বললেন, ‘যা করেছেন, সেজন্যে আমাদের ইতালিয়ান সরকারের তরফ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ।’

উঠে হ্যাণ্ডশেক করল রানা। ‘কিছুই করতে পারিনি। আর সেজন্যে আমি লজ্জিত।’

‘আপনি এ কথা বললে আমরা যাই কোথায়?’ মাথা নাড়লেন অফিসার। হাতের ইশারায় দেখালেন জানালা দিয়ে নিচের বিশাল উঠান। ‘ওখানে পাবেন আপনার গাড়ি। ওটার ভেতর আপনার পাসপোর্ট ও অন্যান্য জিনিসপত্র ছিল। আপনার সুবিধা হবে ভেবে লোক দিয়ে জিপটা এনে রেখেছি। গাড়ির চাবিটা পাবেন নিচে ডিউটি সার্জেন্টের কাছে।’

‘তা হলে চলে যেতে পারি?’

‘অবশ্যই,’ বললেন অফিসার। ‘তবে একটা কথা, পরে তদন্ত ও বিচারের স্বার্থে আপনাকে ডাকতে পারি। আশা করি লণ্ডনের রানা এজেন্সিতে যোগাযোগ করলেই চলবে?’

‘চলবে।’ দরজার দিকে পা বাড়াল রানা।

‘সেনোর রানা?’

ঘুরে দাঁড়াল রানা।

ডেস্কে কোমর ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অফিসার।

'আপনাকে শ্রদ্ধা করি। তবে আপনার কথার ভেতর গরমিল আছে। আর কেউ হলে অত সহজে যেতে দিতাম না।'

'কী ধরনের গরমিল?' জানতে চাইল রানা।

বাতাসে হাত নাড়লেন অফিসার। 'না, তেমন কিছু না। হতেই পারে, নিজেদের পায়ে গুলি করেছে তারা। নিজেরাই কেটেছে দলের একজনের আঙুল। আর অন্য কেউ হয়তো পোকার ব্যবহার করে খুন করেছে লাইব্রেরিতে লোকটাকে। এসবই অত্যন্ত জটিল রহস্য।'

'আপনি বলছেন পোকার দিয়ে খুন করেছে?' বিস্মিত স্বরে বলল রানা।

'ভুল করে বলেছিলাম যে কুঠার ব্যবহার করেছে।'

'চোরের দলের কাণ্ড...' বিড়বিড় করল রানা। 'এদেরকে নিয়েই তো আপনাদের কারবার। আপনারাই ভাল বুঝবেন।'

'হয়তো তা-ই,' অমায়িক গলায় বললেন অফিসার। 'যাই হোক, এসব ভেবে আর লাভ হবে না। আশা করি ইতালিতে অবশিষ্ট সময়ে আপনাকে সমস্যায় পড়তে হবে না।'

'আমিও চাই না কোনও ঝামেলায় পড়তে,' ক্লান্ত হাসল রানা।

'কবে ফিরছেন ইংল্যাণ্ডে?'

'আগামীকাল।' হাতঘড়ি দেখল রানা। বেজে গেছে রাত একটা। 'বলা উচিত আজই বিকেল চারটের ফ্লাইটে।'

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন কাপুতো। ডেস্কে বেজে উঠেছে ফোন। 'এক্সকিউয মি।' রিসিভার নিলেন তিনি। চুপচাপ শুনলেন ওদিকের কথা। কুঁচকে গেল ভুরু। ডেস্কে বসে বামহাত চালালেন মাথার চুলের ভেতর।

রানা বুঝে গেল, খারাপ সংবাদ।

'সুস্থ আদ্রিয়ানো?' ইতালিয়ান ভাষায় জানতে চাইলেন অফিসার।

নামটা শুনে চিনে গেছে রানা।

আরও কুঁচকে গেল অফিসারের ভুরু। 'দুঃখজনক। বেচারা। প্রথমে হারালেন পরিবারের সবাইকে, তারপর... ওকে... ঠিক আছে। জানানোর জন্যে ধন্যবাদ।' ফোন রেখে রানার দিকে চেয়ে টিপতে লাগলেন কপালের একপাশ।

'আদ্রিয়ানো?' বলল রানা। 'ট্যাডিয়ো আদ্রিয়ানো?'

বিস্ময় নিয়ে ওকে দেখলেন অফিসার। 'তাঁকে চেনেন?'

'পথে বাচ্চাটাকে পেয়ে গ্যালারিতে পৌঁছে দিতে গিয়ে পরিচয় হয়েছিল তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে,' বলল রানা, 'কী হয়েছে তাঁর?'

'গাড়ি দুর্ঘটনা। গভীর রাতে ফিরছেন, এমনসময় ফোনে বোন জানায়, খুন হয়েছে তাঁর ছেলে ও স্ত্রী।' ভীষণ গম্ভীর হলেন অফিসার। 'নির্বোধ মহিলা! উচিত ছিল না কল করা। ওই দুঃসংবাদ শুনে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারান আদ্রিয়ানো। কপাল ভাল, গুরুতর আহত নন। আপনি যে হাসপাতালে ছিলেন, একটু আগে ওখানে নিয়েছে তাঁকে।'

একুশ

শোগান জিপে উঠেই রানা বুঝল, দক্ষ হাতে তল্লাসী করা হয়েছে গাড়ি। তবে বেখেয়াল লোক।

সামান্য খোলা ওর ব্যাগের চেইন। ফিংগার প্রিন্ট নেয়ার কারণে ড্যাশবোর্ডে পাউডারের গুঁড়োর মৃদু আভাস। প্যাসেঞ্জার সিটের মেঝেতে রঙচঙে ক্যাণ্ডির মোড়ক। জ্যাকেটের ভুল পকেটে রেখেছে মানিব্যাগ। ড্রাইভিং সিট অন্যরকম করেছে কোনও বেঁটে সাইযের পুলিশ। লিভার

টেনে সিট ঠিক করল রানা। ইঞ্জিন চালু করে বেরোল কারাবিনিয়েরি অফিসের উঠানে। অলসভঙ্গি করে সদর গেটের দিকে ইশারা করল দু'জন গার্ড।

রাতটা উষ্ণ। জানালা নামিয়ে কারাবিনিয়েরি অফিস কম্পাউণ্ড থেকে বেরোল রানা। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর। এবার উঠতে হবে হোটেলে। তাতে সমস্যা নেই। গভীর রাতেও রোমে খোলা থাকে শত শত হোটেল। রুম নিয়ে সরাসরি বিছানায় যাবে। পড়ে থাকবে চোখ বুজে। আশা করবে, দুঃস্বপ্নের মত আর্ট গ্যালারির করুণ দৃশ্য মন থেকে মুছে দেবে ঘুম এসে।

সামনেই রাস্তার বাতির নিচে রুপালি রেঁনো এস্কেপ গাড়ি থেকে নেমেছে উস্কোখুস্কো চুলের দুই লোক। পরনে ঢিলা শার্ট ও ডেনিম জ্যাকেট। কৃষ্ণকেশী সুন্দরী এক মহিলার সঙ্গে আলাপ করছে তারা। সিগারেটের ধোঁয়া গিলতে গিলতে কৌতুক শোনাচ্ছে ডানেরজন।

খিলখিল করে হেসে উঠল যুবতী।

পেছনে বন্ধ হয়েছে কারাবিনিয়েরি হেডকোয়ার্টারের মেইন গেট। রানা দেখল, ওর গাড়ির ভেতর চোখ বোলাল মোটা লোকটা। সরু হয়ে গেল দু'চোখ। চিনে ফেলেছে ওকে। মহিলার বাহুতে টোকা দিল লোকটা। বিড়বিড় করে কী যেন বলল ইতালিয়ান ভাষায়। তার ভাব দেখে রানার মনে হলো সে বলছেঃ ওই যে, বেরিয়ে এসেছে!

মহিলা এবং অন্য লোকটা ঘুরে তাকাল রানার দিকে। সিগারেট ফেলে গাড়ি থেকে হালকা এক টিভি ক্যামেরা নিল দ্বিতীয় লোকটা। ক্যামেরা কাঁধে তুলতেই রানার মনে পড়ল সারফেস টু এয়ার মিসাইলের কথা। দ্রুত ওর শোগানের দিকে এগোল মহিলা। মোটা লোকটার হাতে ইয়ারফোন ও বুম মাইক। মহিলার পেছনে প্রায় দৌড়ে এল দুই লোক।

রানা রওনা হওয়ার আগেই পাশের জানালায় থামল

সুন্দরী মহিলা। ইংরেজিতে বলল, 'সেনোর রানা? আমি মিমি আর্জেণ্টো, টেলি ১১ নিউযের জার্নালিস্ট।'

বিরক্ত রানা তাদেরকে সরে যেতে ইশারা করল।

গাড়ির উল্টোদিকে ঝাড়ুর কাঠি চুলের ক্যামেরাম্যান, লেন্স তাক করেছে ওর মুখে।

ড্রাইভিং সাইডে রয়ে গেছে মহিলা ও মোটকু।

মিষ্টি হাসছে জার্নালিস্ট। ভাল করেই বুঝে গেছে, দুর্দান্ত গরমাগরম খবর দিতে পারবে দর্শকদেরকে। মোটকুর হাত থেকে মাইক নিল সে। 'সেনোর রানা? আপনিই তো দুর্ধর্ষ আর্ট গ্যালারি ডাকাতির সময় সবাইকে উদ্ধার করেন? দয়া করে ইন্টারভিউ দেবেন।' মহিলা বামহাত রেখেছে জানালার ওপর। পায়ের সামনের দিক গাড়ির নিচে। এগোতে দেবে না কোনওভাবেই। 'আপনি গ্যালারি হিরো। সবাই চাইছে আপনার কথা শুনতে।'

গাড়ি সামনে বাড়ালে ভাঙবে মহিলার পা, তখন আর ভাল লোক বলবে না কেউ, মনে মনে বলল রানা। মুখে বলল, 'ভুল লোককে থামিয়েছেন। আমার নাম উইলিয়াম স্টেফানাইড। ইউএস এম্বাসি অ্যাটাশে।'

'মৃত্যুর মুখে কেমন লেগেছিল, সেনোর রানা?' চোখ বড় বড় করে ওকে দেখল মিমি আর্জেণ্টো।

রানার মুখে তাক করা হয়েছে ক্যামেরার অটো-ফোকাস লেন্স। উইণ্ডো কন্ট্রোলে টোকা দিল ও। কাঁচ উঠছে দেখে চমকে হাত টেনে নিল মিমি আর্জেণ্টো। অ্যাক্সেলারেটরে পা দাবিয়ে দিল রানা। গর্জে উঠল ইঞ্জিন। চমকে গিয়ে পিছিয়ে গেছে মহিলা। এ সুযোগে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। আয়নায় দেখল, আর্জেন্ট কাজে বাধা পেয়ে রেগেছে মিমি আর্জেণ্টো। চরম হতাশা দিয়ে দু'হাত নেড়ে কী যেন বলছে কলিগদের।

রোম শহরের সড়ক কখনও নির্জন হয় না। কলোসিয়াম বা ভিয়া ফোরি এমপেরিয়ালির মত দর্শনীয় জায়গার দিকে না

চেয়ে এগিয়ে চলেছে রানা। রাস্তার ধারে এখনও বেশ কিছু ক্যাফে খোলা। মাঝরাতে টেবিলে বসে কফি পান করছে কেউ কেউ। হাতে হাত রেখে হাঁটছে কপোত-কপোতিরা। ঝড়ের বেগে স্পোর্টকার ও মোটরসাইকেল চালিয়ে মেয়েদেরকে মুগ্ধ করতে চাইছে তরুণরা। জানে না, সংসারী মেয়েরা ওদেরকে একেবারেই পাত্তা দেবে না।

কয়েকটা হোটেলে ঢুঁ মেরে পিয়াযযা ভেনেযিয়ায় এক হোটেলে থামল রানা। পেল সিঙ্গল রুম। প্রথমে ওকে দেখে পাত্তা দেবে না ভেবেছিল রিসেপশন ক্লার্ক মহিলা, কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখার পর চাঁদির ওপর উঠল তার ভুরু।

সেরেছে, ভাবল রানা। মহিলার চোখের ভাষা সরব হলে চিৎকার ছাড়ত: 'আরে, ইনিই তো আর্ট গ্যালারি হিরো!'

পরক্ষণেই বিকট হাঁক ছাড়ল মহিলা: 'ওরে! আমাদের হোটেলে আর্ট গ্যালারি হিরো! জলদি এসে দ্যাখ্!'

একমিনিট পেরোবার আগেই রানাকে ঘিরে ফেলল অন্তত দশ মহিলা ও পুরুষ স্টাফ। আজ যেন পেয়েছে বৃহস্পতি গ্রহের অদ্ভুত এক জন্তু!

হ্যাঁ, টিভিতে দেখা সেই লোকই তো!

লড়াই করেছে মুখোশ পরা ডাকাতদলের সঙ্গে!

পুলিশকে সাহায্য করেছে জিম্মি ছুটিয়ে নেয়ার জন্যে!

সিনেমার নয়, সত্যিকারের হিরো!

হোটেল কর্মচারীদের ভেতর বয়স্কা এক মহিলা মধু ভরা চোখে রানাকে দেখল। 'তুমি, বাবা, এ যুগের যিশু!'

সুন্দরী কেউ বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার আগেই সটকে পড়ল রানা। লিফটে চেপে উঠল চতুর্থতলায়। ওর রুম ছোট হলেও গুছিয়ে রাখা। আর্মচেয়ারে ব্যাগ রেখে আঁটো শার্ট খুলল রানা। ব্যাগ থেকে নিল হালকা নীল শার্ট। ঘরের বাতি মৃদু করে শুয়ে পড়ল বিছানায়। তখনই খোঁচা লাগল উরুতে। প্যান্টের পকেটে রয়েছে বড়সড়ো একটা পিণ্ড। উঠে বসে

মোবাইল ফোন বের করল রানা। সুইচ টিপে চালু করতে চাইলেও অন হলো না ওটা। স্ক্রিনে ফাটল, দুমড়ে গেছে কি-প্যাড ও কেসিং। ফায়ার এস্কেপে গড়িয়ে পড়ার সময় বারোটা বেজেছে ফোনের।

ওটার কারণে আবারও মনের আয়নায় ফিরল খুঁটিনাটি প্রতিটি ঘটনা। বিছানার পাশে রাখল ফোন। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর। তবে রানা জানে, কিছুতেই আসবে না ঘুম।

মিনি বারে পেল ব্লেণ্ডেড উইস্কির খুদে দুটো বোতল। না থাকার চেয়ে ভাল। গ্লাসে দুই বোতলের তরল ঢালল রানা। জানালার সামনে গিয়ে চেয়ারে বসল। কখনও কখনও রাস্তা দিয়ে সাঁই করে যাচ্ছে গাড়ি। দূরে সোনালি আলোয় ভাসছে অদ্ভুত সুন্দর আর্কিটেকচারাল স্থাপনা। গলায় সোনালি গরল ঢেলে ওর মনে হলো, ভাল হতো আরও উইস্কি থাকলে। তবে ঘর ভাড়া দেয়ার সময় মাঝারি হোটেলের কর্তৃপক্ষ ব্যয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সবসময় সতর্ক থাকে।

ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে দূরে চেয়ে রইল রানা। শেষপর্যন্ত নিদ্রাদেবী দেখা দিলেন রাত চারটের পর। ততক্ষণে রোমের সপ্ত টিলার মাথায় উঁকি দিয়েছে ভোরের আবছা ধূসর আলো।

বাইশ

সরু উপত্যকার দিকে চলেছে কালো টিণ্টেড হামভি। পাশের আরোহীর দিকে খেয়াল নেই ড্রাইভারের। কে বোরকভ এস্টেটে যায়-আসে, বা ফিরতে পারে না কখনও, এসব নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই তার। রাশান মাফিয়া ডনের কাছে

যাত্রীদের পৌঁছে দেয়া তার কাজ।

ড্রাইভার জানেও না দুশ্চিন্তায় পাগল হওয়ার দশা তার আরোহী গ্রেগোরি বোরকভের। গাড়ি থেমে যেতেই নেমে পড়ল গ্রেগোরি। সামনেই দীর্ঘ এয়ারস্ট্রিপ। পরিষ্কার নীল আকাশ ও দূরে নীল জলের হ্রদ। তবে এখানে নিসর্গ দেখতে হাজির হয়নি সে।

বহু বছর হলো চাচার হয়ে মাফিয়া দলে কাজ করছে গ্রেগোরি। ভাল করেই জানে কী ধরনের কাজ করে তারা। রক্তে ভেজা প্রত্যেকের হাত। নিজে গ্রেগোরি ধার্মিক হলে এত দিনে পৃথিবীর বুকে থেকেও বাস করত নরকে।

কিন্তু আজ থেকে চোদ্দ মাস আগে হঠাৎ বদলে গেল সব। অন্যরকম হলো জীবন। মস্কো শহরে এক হোটেলের বারে পরিচয় হলো মিষ্টি এক মেয়ের সঙ্গে। কিয়েভের সেল্স্ রিপ্রেযেণ্টেটিভ। শহরে ছিল কনফারেন্স। একটা করে ড্রিঙ্ক নেয়ার পর কখন যেন সেটা গিয়ে থামল তৃতীয় ড্রিঙ্কে। পুরো সপ্তাহ উড়ে বেড়াল ওরা। আর তারপর দু'মাস পর বিয়ে করল। চাকরি ছেড়ে চলে এল ক্লডিয়া। ওকে বলল গ্রেগোরি, সরকারী কাজে ব্যস্ত ওর চাচা। তার সঙ্গেই কাজ করে ও।

এ বছর জন্ম নিল আনাতোলি। ওকে কোলে তুলে নেয়ার পর গ্রেগোরি বুঝল, দিনটা ওর জীবনের সেরা মুহূর্ত। তবে বাবা হিসেবে দায়িত্ব পালন কঠিন হয়ে উঠল ওর জন্যে। জীবনে প্রথমবারের মত ভয় পেল সে। ক্রমেই যেন আরও রগচটা হয়ে উঠছে চাচা। ভয় লাগল, যে-কোনও সময়ে ওর ছেলের ক্ষতি করবে মাফিয়া ডন ক্যালযি বোরকভ। আসলে একদম বদলে গেছে গ্রেগোরি। বুকে কুরে কুরে খেতে লাগল ভয়ঙ্কর আতঙ্ক। এবং আজ আরও বেড়ে গেছে ওর দুশ্চিন্তা।

সকাল মাত্র সাতটা ছয় মিনিট।

গ্রেগোরি দেখছে আকাশ চিরে আসছে রুপালি হালকা এক বিমান। গর্জন বাড়ছে ওটার। জঙ্গলের ওপর দিয়ে এসে

একটু পর কাত হলো বিমান। তারপর সিধে করে নিল রুপালি দেহ। নেমে পড়ল এবড়োখেবড়ো রানওয়েতে। ভুস্ করে ভেসে উঠল রাবারের চাকার ধোঁয়া। মাত্র একমিনিট পর হামভির কাছে থামল বিমান। খুলে গেল পাশের দরজা। সিঁড়ি বেয়ে নামছে মাত্র একজন লোক।

হামভি থেকে নেমে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল গ্রেগোরি।

এগিয়ে এল অ্যালেকযাণ্ডার গোরভ, হাতে চৌকো প্যাডেড কেস।

মুখোমুখি হয়ে হ্যাণ্ডশেক করল না গ্রেগোরি বা গোরভ। কারও মুখে নেই শুভেচ্ছার কথা।

'ডন কোথায়?' সরাসরি জানতে চাইল গোরভ।

'স্টাডিরুমে। ইউরির মৃত্যুর খবর শোনার পর থেকে কোথাও যাননি। কথাও বলেননি কারও সঙ্গে।'

বিমান ঘুরিয়ে নিল পাইলট, একটু পর উড়ে যাবে আকাশে।

চুপ করে থাকল গোরভ।

হামভিতে চেপে বসল তারা দু'জন।

চলেছে মাফিয়া ডনের বাড়ির দিকে।

বিশ মিনিট পর বিশাল বাড়ির উঠানে থামল হামভি। নেমে পড়ল গ্রেগোরি ও গোরভ।

উষ্ণ হয়ে উঠছে প্রকৃতি। ঝলমলে নীল হ্রদের ওদিকের আকাশে ভাসছে ছেঁড়া সব সাদা মেঘ।

'তুমি একদম চুপ, গ্রেগোরি,' বলল গোরভ।

লোকটার কঠোর চোখের দিকে তাকাল গ্রেগোরি। রাগ হচ্ছে ওর। নিজেকে সামলে বলল, 'সময়টা খারাপ যাচ্ছে।'

জবাব দিল না গোরভ।

বাড়িতে ঢোকার আগে সতর্ক চোখে ওদেরকে দেখল দুই গার্ড। হাতে এএকেএস অ্যাসল্ট রাইফেল। অ্যাণ্টি হলের পর সামনে পড়ল মার্বেল করা প্যাসেজ। ম-ম করছে গ্রীষ্মকালীন

গাছ ও ফুলের সুবাস। ওরা থামল ওক কাঠের ভারী দরজার সামনে। একপাশে দাঁড়িয়ে আছে গার্ড। সে সরে যেতেই গোরভকে নিয়ে স্টাডিরুমে ঢুকল গ্রেগোরি।

ডেস্কের পেছনে বসে আছে রাশান মাফিয়া ডন ক্যালযি বোরকভ। চেহারা ছাইয়ের মত ধূসর। পরনে কোঁচকানো সুট। সারারাত ঘুমাতে যায়নি বৃদ্ধ। গালে গজিয়ে গেছে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। মাথার চুল এলোমেলো। হাতের পাশে ওষুধের বড়ির টিউব। ডেস্কের আরেকদিকে নোটবুক কমপিউটার। ওটা খোলা। ওখানে দেখা যাচ্ছে, ইতালিয়ান খবরের কাগজ লা রিপাবলিকা দৈনিক পত্রিকার পাতায় এক লোকের ছবি। সে হয়ে উঠেছে ইতালিয়ানদের হিরো। গতকাল টিভিতে দেখানো রাইউনো নিউযের ডিভিডির ডিস্কও আছে ডেস্কে। সারারাত ধরে বারবার ছায়াচিত্র দেখেছে ডন।

গোরভকে পেছনে থাকতে ইশারা করল গ্রেগোরি। নিজে থামল ডেস্কের সামনে। নার্ভাস বোধ করছে সে। প্রথমে মনেই হলো না ওদের উপস্থিতি খেয়াল করেছে ডন। তবে কয়েক সেকেণ্ড পর মুখ তুলে তাকাল সে। ঘড়-ঘড় আওয়াজ শুনে বোঝা গেল শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তার।

'ঠিক আছেন তো, আঙ্কেল?' দ্বিধা নিয়ে বলল গ্রেগোরি। একবার দেখল খালি ওষুধের টিউব। বুঝে গেল, যা ভাবছে, সেটাই ঠিক। আগের চেয়েও অসুস্থ ওর চাচা।

'ওটা পেয়েছ?' গোরভের কাছে জানতে চাইল বোরকভ। কণ্ঠ প্রায় ফিসফিসে।

ডেস্কের সামনে থামল গোরভ। কাঁধ থেকে নামাল চিত্রের প্যাডেড কেস। সাবধানে খুলল চেইন। এক পা পিছিয়ে গেল সে। ল্যাপটপ একদিকে ঠেলে কেস খুলল মাফিয়া ডন। বের করল ফ্রেমসহ গোএয়ার পেইণ্টিংটা। কাঁচের ওপর হাত বোলাল সে। যেন হারিয়ে গেছে অতীত স্মৃতির ভিড়ে। কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে গোরভের দিকে তাকাল মাফিয়া ডন।

খসখসে কণ্ঠে বলল, 'জানতে চাই। সবকিছু জানতে চাই তোমার মুখে।'

অনুভূতিহীন কণ্ঠে বলতে লাগল গোরভ। মূল প্ল্যান পাল্টে নিয়েছিল ইউরি। ভেবেছিল বাবাকে আরও সম্মানিত করে তুলবে। দক্ষতার অভাব ছিল না, কোনও ভুল ছিল না নেতৃত্বে। কিন্তু বাংলাদেশি এক লোক, যার নাম মাসুদ রানা, কী করে যেন ফাঁদে ফেলে ওকে। আর সেসময় দুর্ভাগ্যক্রমে ওই লোকের হাতে খুন হয়েছে ইউরি।

প্রতিটি কথা গিলছে। গোরভের কথা শুনতে শুনতে ভীষণ গম্ভীর হলো ক্যালযি বোরকভ। মুখ হয়ে উঠেছে আণবিক বোমা বিস্ফারিত হওয়ার ঠিক পরের পরিবেশের মতই থমথমে। চোখের আলো হয়ে গেছে ঘোলা। নিচু করে নিল মুখ। প্রায় ডেস্কে নামল কপাল। আগে কখনও চাচাকে এত বিমর্ষ দেখেনি গ্রেগোরি।

গোরভকে চুপ করাতে হাতের ইশারা দিল রাশান ডন।

গোরভ থেমে যেতেই জিজ্ঞেস করল গ্রেগোরি, 'আঙ্কেল, আপনি সুস্থ আছেন তো?'

জবাব দিল না ক্যালযি বোরকভ।

গ্রেগোরিরি মনে হলো, আবারও হার্ট অ্যাটাক হয়েছে মাফিয়া ডনের। এবার বড় অ্যাটাক হলে বাঁচবে না মানুষটা। কল্পনায় দেখল গ্রেগোরি: কফিনে শুয়ে আছে চাচা। খোলা, বড় গাড়ির পেছনে অসংখ্য ক্যাডিলাক গাড়ি। কবরখানায় থামল গাড়ির বহর।

সাইডবোর্ডে রয়েছে পানির বোতল ও ক্রিস্টাল গ্লাস। ওখানে গিয়ে গ্লাসে পানি ঢালল গ্রেগোরি। ড্রয়ার টেনে ওষুধের কৌটা কোথায় দেখবে, এমনসময় সরাসরি গোরভের দিকে তাকাল ডন বোরকভ। ভয়ঙ্কর ঝড়ের আগে এমনই হয় পরিবেশ।

ভয়ে শিরশির করে উঠল গ্রেগোরির মেরুদণ্ড।

বড় করে দম নিল ক্যালযি বোরকভ। দশ সেকেণ্ড পর শ্বাস ফেলল সে। দাঁতের ওপর থেকে সরে গেল ঠোঁট। তাকে দেখাল খেপা কুকুরের মত। হ্যাঁচকা টানে খুলল ডেস্কের ওপরের ড্রয়ার। ওখান থেকে বের করে আনল বড়সড়ো একটা পিস্তল।

ডনের প্রিয় উনিশ শতাব্দীর কালেক্টার পিস!

এখনও নতুনের মত চকচক করছে মাউযার!

সব জায়গায় নিয়মিত দেয়া হয় তেল।

মুহূর্তের জন্যে গ্রেগোরি ভাবল, গোরভ আর ওকে খুন করবে এখন ডন। ছেলেকে বাঁচাতে পারেনি বলে মরবে গোরভ। আর ও মরবে অন্য কারণে। ওর উচিত ছিল ডনকে সতর্ক করা, যাতে ছেলেকে না পাঠায় ওই বিপজ্জনক কাজে।

এভাবে খুন হওয়া দুঃখজনক, ভাবল গ্রেগোরি। কিন্তু কিছু করার নেই! ছোট কারণেও যে কাউকে খুন করার রেকর্ড আছে ওর চাচার।

মাউযারের নল ওর দিকে ঘুরবে, সেজন্যে অপেক্ষা করছে গ্রেগোরি। এই বুঝি বুকে বিঁধবে ৭.৬৩ এমএম বুলেট!

এল না গুলি। তার বদলে পিস্তলের নল নামাল ডন গোএয়ার চিত্রের ফ্রেমের পাশে। চুরচুর হলো কাঁচ। নিচের বোর্ড ধরে বাঁকা করতেই ফড়াৎ করে ছিঁড়ল দামি কাগজ। কাঁচ ও বোর্ড সরিয়ে ফ্রেমের একপাশে কী যেন ধরল মাফিয়া ডন। বের করল ওটা। গলা থেকে বেরোল সন্তুষ্ট ঘোঁৎ আওয়াজ। এখন তার হাতে ছোট্ট, ভাঁজ করা কাগজ। থরথর করে কাঁপছে হাত। সাবধানে খুলল কাগজ। মনোযোগ দিয়ে দেখল ওটা।

হতবাক হয়ে বদ্ধ উন্মাদ ডনের কীর্তি দেখছে গ্রেগোরি ও গোরভ। অবশ্য ক্যালযি বোরকভ ও গ্রেগোরি জানে, আশি বছরেরও বেশি সময় ওই স্কেচের ভেতর লুকিয়ে আছে ভীষণ গোপন একটি তথ্য।

একটু পর কাগজ থেকে চোখ তুলল ডন বোরকভ। গম্ভীর কণ্ঠে গ্রেগোরিকে বলল, 'রেডি করতে বলো গাল্‌ফ্‌স্ট্রিম।'

'আমরা কোথায় যাব, চাচা?' জানতে চাইল ভাতিজা।

'রাশার সেন্ট পিটার্সবার্গের কাছে ধসে পড়া এক চার্চে,' বলল ডন, 'ফিরিয়ে আনতে হবে ডার্ক মেডিউসাকে।'

তেইশ

গভীর রাতে ঘুমালেও সকাল আটটার আগেই উঠে পড়েছে রানা। দীর্ঘ শাওয়ার শেষে পোশাক পাল্টে বেরিয়ে এসেছে হোটেল ছেড়ে। এরই ভেতর বুঝেছে, প্রতিটি নিউয চ্যানেল ও খবরের কাগজের কল্যাণে ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়ে উঠেছে ওর চেহারা। এতে বোধ করছে চরম অস্বস্তি। চিরকাল গোপনে ঘুরে বেড়িয়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে। অথচ আজ মাথার ওপর যেন তাক করা হয়েছে শক্তিশালী স্পট লাইট। যেখানেই যাবে, সঙ্গে জুটে যাবে বিশাল এক ব্যানার। ওটায় লেখা: এই যে, এখানেই আছেন মাসুদ রানা দ্য হিরো!

এরইমধ্যে আগুন ঢালছে সোনালি সূর্য।

অন্যের আগে গন্তব্যে পৌঁছুতে ব্যস্ত সবাই।

রাস্তায় অসংখ্য গাড়ির ভিড়।

ওখানে সামিল হয়েছে রানার বিশাল শোগান জিপগাড়ি। চলেছে রোমের স্যান ফিলিপো নেরি হাসপাতালে।

দশ মিনিটের পথ আধঘণ্টায় পেরোল রানা। রোমের অন্য জায়গার মতই হাসপাতালের রিসেপশন চিৎকার ও হৈ-হুলুস্থূলে ভরা। লোকে গিজগিজ করছে লিফট। ভিড়ের মাঝ

দিয়ে পথ করে ষষ্ঠতলায় উঠল রানা। ওখানেই প্রাইভেট ওয়ার্ডে নয় নম্বর রুম ট্যাডিয়ো আদ্রিয়ানোর।

ওই ঘরের দরজায় পৌঁছে টোকা দিল রানা। থমকে গেল ওখানেই। ভেবেছিল মানুষটার কাছে দুঃখপ্রকাশ করবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ঝোঁকের বশে চলে আসা অনুচিত হয়েছে।

কী বলবে মানুষটাকে?

হ্যালো, সরি, আমি ওই লোক, যে কি না বাঁচাতে পারিনি আপনার ছেলে ও স্ত্রীকে! এখন কেমন বোধ করছেন?

করিডোরের শেষমাথার জানালা গলে রোদ পড়েছে মেঝেতে। ওখানে সিটিং এরিয়ায় কয়েকটা আর্মচেয়ার। পাশের স্ট্যাণ্ডে ম্যাগাযিন। আরেক দিকে ডিসপেনসিং মেশিন।

কেউ নেই করিডোরে।

রানা ঠিক করল, ওখানে বসে স্থির করবে কর্তব্য। স্লটে কয়েন ফেলে মেশিন থেকে নিল প্লাস্টিকের কাপে উত্তপ্ত কফি। আনমনে ভাবল, ইতালির ডিসপেনসিং মেশিন থেকেও পাওয়া যায় দুর্দান্ত কফি। গিয়ে বসল একপাশের আর্মচেয়ারে। টেবিলে চোখ পড়তেই দেখল, কেউ রেখে গেছে দৈনিক পত্রিকা লা রিপাবলিকা।

ওটা তুলে চোখ বোলাল রানা। প্রথম পাতায় ওরই বড়সড়ো ছবি। শোগান জিপে বসে আছে। পাশে রঙিন দুটো ছোট ছবি। তোলা হয়েছে বিধ্বস্ত অ্যাকাডেমি সিলভেস্ট্রি থেকে। লম্বা কলাম দ্রুত পড়তে লাগল রানা।

দশ লাইনের ভেতর ওর নাম এসেছে অন্তত ছয়বার। সাংবাদিকরা নাম দিয়েছে আর্ট গ্যালারি হিরো। লেখা হয়েছে, জিম্মিদের ভেতর ছিলেন বাংলাদেশ আর্মির অবসরপ্রাপ্ত এক মেজর। কারাবিনিয়েরি টিম ওখানে যাওয়ার আগে তিনি বন্দি করেন কয়েকজন ডাকাতকে। কোট করা হয়েছে কাউন্ট অভ কণ্টির কথা। তাঁর বক্তব্য থেকে রানার মনে হলো, মানুষ খুন

বাজে কাজ, কিন্তু তার চেয়েও খারাপ কাজ অমূল্য চিত্র নষ্ট করা। কখনও পুষিয়ে নেয়া যাবে না এ ক্ষতি।

বিরক্ত হয়ে কয়েক লাইন পেরোল রানা। পরের লাইনে দৃষ্টি আকর্ষণ করল একটা বিষয়। কারাবিনিয়েরি থেকে জানানো হয়েছে, হামলার সময় পালিয়ে গেছে অন্তত দু'জন ডাকাত। তারা কারা বা কোথায় গেছে, কেউ জানে না। তাদের একজনের কাছে ছিল বড় একটা কেস। ভেতরে ছিল একটি চিত্র। ধারণা করা হচ্ছে, যেটার জন্যে এসেছিল, তা নিয়ে গেছে তারা। তবে অবাক কাণ্ড, এতসব মূল্যবান তৈলচিত্র ফেলে তারা নিয়ে গেছে গোএয়ার তুলনামূলক কম দামের একটি স্কেচ।

ভুরু কুঁচকে গেল রানার।

আরও লেখা হয়েছে: বিনষ্ট অমূল্য আর্টগুলোর দাম হতে পারে প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন ইউরো।

কলাম রচনাকারী উল্লেখ করেছে, গোএয়ার চিত্রের দাম বড়জোর পাঁচ লাখ মার্ক বা তার চেয়েও কম।

সবার মনেই প্রশ্ন জাগবে: এত কিছু বাদ দিয়ে ওটা নিল কেন তারা? এমন নয়, গোলমাল বেধে গেলে যা পেয়েছে, তা নিয়ে পালিয়ে গেছে লোকগুলো।

তা হলে কি জানত না, কোন্ চিত্রের দাম কেমন?

এমন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

নিখুঁত পরিকল্পনা নিয়ে গ্যালারিতে এসেছিল তারা।

প্রত্যেকে পেশাদার।

সবসময় চট্ করে প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে উধাও হয় আর্ট লুঠেরারা। অথচ, গ্যালারিতে রয়ে গেল এরা। মানুষ তো খুন করেইছে, চেয়েছে অসহায় এক মেয়েকে রেপ করতে। হাতে যেন ছিল অঢেল সময়। আটঘাট বাঁধা আছে, বিপদের আশঙ্কা নেই কিছুমাত্র।

রানার ধারণা, সাইকোপ্যাথ ইউরি আসলে ডাকাতির

পরিকল্পনাকারী নয়। পেছনে ছিল অন্য কেউ। নিখুঁত ছিল প্ল্যান। কিন্তু মাঝ থেকে ঝামেলা করেছে রাশান যুবক।

খবরের কাগজ রেখে কফিতে চুমুক দিল রানা। ভাবছে, আদ্রিয়ানোর কাছে দুঃখপ্রকাশ করবে ভিউ কার্ডের মাধ্যমে। ওগুলো থাকার কথা হাসপাতালের দোকানে। বা বক্তব্য লিখে দরজার নিচে কাগজ ঠেলে দিয়ে চলে যাবে নিচে। অথবা রিসেপশনে দেবে ওর লেখা। পরে তারা পৌঁছে দেবে রোগীর কাছে।

সিদ্ধান্ত নেয়া শেষ গ্যালারি হিরোর। চেয়ার ছাড়তেই শুনল ক'জনের কণ্ঠস্বর। এগিয়ে আসছে মহিলারা। ফুঁপিয়ে উঠছে কেউ কেউ। বয়স্কা মহিলার হাতে রুমাল। ওটা ডলে নাক লাল করে ফেলেছেন তিনি। তাঁর কাঁধ জড়িয়ে ধরেছে এক লোক। মোটা আরেক মহিলা দেখতে অ্যালেসিয়ার মত হলেও বয়সে অন্তত দশ বছরের বড়।

বয়স্কা মহিলাকে আর্মচেয়ারে বসিয়ে রানাকে দেখল লোকটা। তার মতই চেয়ে আছেন বয়স্কা মহিলা। আস্তে করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। চোখে দ্বিধা। ধীর পায়ে এসে থামলেন রানার সামনে। ইতালিয়ান ভাষায় বললেন, 'টিভির খবরে আপনাকে দেখেছি। জানি আপনি কে, সেনোর রানা।' বাঙালি যুবকের বাহুতে হাত ছোঁয়ালেন তিনি। 'অ্যালেসিয়া আমার মেয়ে।'

'সমবেদনা জানাবার ভাষা আমার নেই,' নরম সুরে বলল রানা।

'ট্যাডিয়োর সঙ্গে দেখা করবেন?' জানতে চাইলেন বৃদ্ধা।

মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'বুঝতে পারছি না এখন দেখা করা উচিত কি না। তাই ফিরে যাচ্ছিলাম।'

'যে ওর ছেলে-স্ত্রীকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, তাকে ধন্যবাদ দেবার সুযোগ পেলে বর্তে যাবে ট্যাডিয়ো,' জোর দিয়ে বললেন মহিলা। আপত্তি তুলতে পারল না রানা।

ওর বাহু ধরে গিয়ে নয় নম্বর কেবিনের দরজায় টোকা দিলেন বৃদ্ধা। 'ট্যাডিয়ো? আমি গ্রেটা।'

কেবিন থেকে এল দুর্বল কণ্ঠ, 'প্লিয, আসুন।'

ভেতরে ঢুকল ওরা।

বেডে শুয়ে আছে ট্যাডিয়ো আদ্রিয়ানো। ট্র্যাকশনে আটকে রাখা হয়েছে ডানহাত ও বাম পা। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। ঘাড়ে ব্রেস। মুখ ভরা তাজা ক্ষতচিহ্ন।

রানা ও গ্রেটার পর ঘরে ঢুকেছে অন্যান্য আত্মীয়স্বজন। বলার মত কিছু নেই কারও। মেয়ে জামাইয়ের হাত শক্ত করে ধরেছেন গ্রেটা। কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'ইনি মাসুদ রানা।'

খুব ধীরে রানার দিকে ঘাড় ফেরাল ট্যাডিয়ো আদ্রিয়ানো। তার কানে কী যেন বললেন বয়স্কা মহিলা। মৃদু মাথা দোলাল ট্যাডিয়ো। চোখে এতই গভীর বেদনা, চোখে চোখ রাখতে গিয়ে রীতিমত কষ্ট হলো রানার। চুপ করে আছে সবাই। নীরবে যেন কথা হলো ট্যাডিয়ো ও রানার।

'দুঃখিত, কিছুই করতে পারিনি।'

'চেষ্টা করেছেন। আর কী-ই বা করতেন? সাহায্য করতে চেয়েছেন বলে আপনাকে ধন্যবাদ।'

চোখ বুজল ট্যাডিয়ো। ক্লান্তির ছাপ পড়ল চেহারায়।

তার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে রানার দিকে চাইলেন বৃদ্ধা। নীরবে কাঁদছে অ্যালেসিয়ার বোন। তার কোমর জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে পিচ্চি এক মেয়ে।

কী করবে ভাবছে রানা, এমনসময় টোকার আওয়াজ হলো ঘরের দরজায়। খুলে গেল কবাট। ভেতরে ঢুকল পঞ্চান্ন বা ষাট বছর বয়সী হালকা শরীরের এক ভদ্রলোক। মাথার চুল রুপালি। পরনে নামকরা দরজির তৈরি করা হলদেটে সুট। মেঝেতে ক্লিক-ক্লিক আওয়াজ তুলল দামি শ্যু।

আধখোলা দরজার ওদিকে করিডোরে কয়েকজনকে

দেখল রানা। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে তারা। বোধহয় এই লোকের অফিসের কর্মচারী।

'এক্সকিউয মি,' ইতালিয়ান ভাষায় বলল রুপালি চুলের ভদ্রলোক। 'এসেছি সেনর আদ্রিয়ানোকে সমবেদনা জানাতে।' ঘরের চারপাশে তাকালেন তিনি। রানাকে দেখে সেকেণ্ডের জন্যে কুঁচকে গেল তাঁর ভুরু।

সেটা খেয়াল করেছে রানা।

ঘুরে করিডোরের লোকগুলোকে বললেন ভদ্রলোক, 'তোমরা নিচে আমার জন্যে অপেক্ষা করো। ...না, তুমি নও। তুমি ভেতরে এসো।' অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে ঘরে ঢুকল এক যুবক। হাতে দীর্ঘ লেন্সওয়ালা নাইকন এসএলআর ক্যামেরা। দরজা বন্ধ করে দিলেন ভদ্রলোক।

না চিনলেও কেন যেন রানার মনে হলো আগে দেখেছে তাঁকে। ট্যাডিয়োর পরিবার তাঁকে ভাল করেই চেনে। সামনে বেড়ে বেডের পাশে থেমে রোগীর দিকে ঝুঁকলেন ভদ্রলোক। কথা শুরু করতেই পটাপট ছবি তুলতে লাগল ক্যামেরাম্যান।

'সেনোর আদ্রিয়ানো, আমি রবার্তো ল্যারিয়ো।'

চট্ করে নামটা মনে পড়ল রানার।

ল্যারিয়ো ইতালিয়ান রাজনীতিক। দাঁড়াচ্ছেন সামনের প্রেসিডেনশিয়াল ইলেকশনে। যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে সবাই জানে, প্লেবয়ের মত জীবন যাপন করেন এই ভদ্রলোক। সুপার মডেল ও অভিনেত্রীদের সঙ্গে দেখা যায় নানান ক্লাবে। মিডিয়ার লোক যেমন তাঁকে বিক্রি করে পয়সা রোজগার করে, তেমনি তাদেরকেও ভাঙিয়ে চলেন তিনি।

রোগী দেখতে এসেছেন। ছেলে-স্ত্রী হারা আহত মানুষটার সঙ্গে তাঁর ছবি ছাপা হলে বেশি চলবে দৈনিক পত্রিকা। এদিকে লোকেও বলবে, কত বড় মনের মানুষ ল্যারিয়ো।

প্লেবয় হঠাৎ আসায় অখুশি নয় ট্যাডিয়োর পরিবারের

কেউ। নিজে এ অবস্থায় পড়লে বেড থেকে লাফিয়ে নেমে ঘাড় ধরে লোকটাকে কেবিন থেকে বের করে দিত রানা। বাদ পড়ত না ধেড়ে শিম্পাঞ্জির মত লম্ফ দেয়া ক্যামেরাম্যান।

'আপনার যে ক্ষতি হয়েছে, ট্যাডিয়ো, তা কোনভাবেই পূরণ করতে পারবে না কেউ, আর সেজন্যে ভারী হয়ে গেছে আমার হৃদয়,' গম্ভীর গলায় বললেন রবার্তো ল্যারিয়ো। 'আমি নিজে ডিভোর্সড্ লোক। নেই সংসার বা ছেলেমেয়ে। আর সেজন্যেই যখন শুনলাম আপনার মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা, নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলাম না। না এসে পারলাম না। তবে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা আমার নেই। জানবেন, আমরা কখনও ভুলব না অ্যালেসিয়া বা ইউগোকে। ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, ওই নরপশুগুলো গ্রেফতার না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেব না আমি। তাদেরকে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে বিচারের কাঠগড়ায়।'

বকবক করে কান পচিয়ে দিচ্ছে লোকটা, ভাবল রানা। খেয়াল করল, ভদ্রলোক পরিপাটি হলেও ডান গালে লাল লম্বাটে এক ফোলা দাগ। যেন প্রচণ্ড ঘুষি মেরেছে কেউ। ঘটনা যাই হোক, ওদিকের গাল আড়াল করে বামদিক থেকে ছবি তুলতে ক্যামেরাম্যানকে বলে দিয়েছে ল্যারিয়ো।

যে ক্ষতি ট্যাডিয়োর, তা আর পূরণ হওয়ার নয়। সেটা আবারও বলে দুঃখপ্রকাশ শেষে সম্রাটের ভঙ্গিতে ক্যামেরাম্যান পেছনে নিয়ে কেবিন থেকে বেরোলেন ল্যারিয়ো। রানা টের পেল, এ-ই ওর সুযোগ। রোগীর কাছে আরেকবার ক্ষমাপ্রার্থনা করে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল ও।

করিডোরে ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে কথা বলছেন ল্যারিয়ো। রানাকে উপহার দিলেন প্র্যাকটিস করা বিনয়ী হাসি। এগিয়ে এলেন কয়েক পা। 'সেনোর রানা।'

মনে মনে প্রমাদ গুনল রানা। লোকটার ভ্যাজর-ভ্যাজর ভাল লাগবে না ওর।

‘আপনার নায়কোচিত প্রচেষ্টার জন্যে জানাই সাধুবাদ,’ ইংরেজিতে বললেন ল্যারিয়ো, ‘গোটা ইতালি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।’ মাথা নাড়লেন তিনি। রানার হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিলেন ভালভাবে। কাঁধের সেলাইয়ে টান পড়তেই গাল কুঁচকে গেল রানার।

‘সরি, মনে ছিল না আপনি গুরুতর আহত,’ মাথা নাড়লেন রাজনীতিক।

‘না, ঠিক আছে,’ বলল রানা, ‘আপনি নিজে আছেন কঠিন এক সংগ্রামে।’

গালের ফোলা, লাল দাগটা স্পর্শ করলেন ল্যারিয়ো। ‘এটা বড় কিছু নয়। সামান্য ঝামেলা করেছিল এক পাষণ্ড।’

হাতঘড়ি দেখল রানা। ‘ঠিক আছে, ভাল থাকুন। এবার যেতে হবে। বিকেলে আমার ফ্লাইট।’

‘আজই চলে যাচ্ছেন ইতালি ছেড়ে?’

‘তাতে কোনও সমস্যা আছে?’

‘খারাপ লাগছে যে আরও ক’টা দিন এ দেশে থাকছেন না,’ বললেন ল্যারিয়ো। ‘আজ বহু দিন পর জরুরি মিটিং নেই আমার। বিকেলে টুকটাক দাপ্তরিক কাজ সেরে নিলেই থাকব ফ্রি। তাই ভাবছিলাম, ডিনারে আপনাকে পাশে পাব কি না। অতি সাধারণ ব্যাচেলার আমি। তবে জীবনের ভাল দিকগুলো উপভোগ করতে ভুল করি না।’

‘আমিও তা-ই শুনেছি,’ বলল রানা।

‘আপনি কি ওয়াইনের সমঝদার?’

‘জীবনে বোতল থেকে একটা-দুটো কর্ক খুলিনি, তা বলব না।’

‘আপনার জন্যে আমার সেলার থেকে বের করব সেরা ওয়াইন। এ ছাড়া, থাকবে বাড়িতে তৈরি পোলো রিপিয়েনি। আমার মা’র রেসিপি। একবার আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে নিজ হাতে রান্না করে খাইয়েছিলাম।’

‘নিমন্ত্রণের জন্যে ধন্যবাদ, সেনোর ল্যারিয়ো। তবে...’

‘আমরা থাকব ডিনারে মাত্র দু’জন। আলাপ করব পৃথিবীর বড় ধরনের প্রতিটি সমস্যার বিষয়ে।’

‘হ্যাঁ, আপনি খবর দিয়ে ডেকে আনবেন ইতালির অর্ধেক সাংবাদিক,’ মনে মনে বলল রানা। মুখে জানাল, ‘লোভনীয় প্রস্তাব। অনেক ধন্যবাদ। তবে আজই ফিরতে হবে লণ্ডনে। জরুরি কাজ।’

‘তা হলে লাঞ্চ হয়ে যাক? এখান থেকে সামান্য দূরেই আমার চেনা দুর্দান্ত ভাল খাবারের একটি রেস্তোরাঁ।’

‘অন্য কোনও সময়ে,’ বলল রানা।

‘বেশ, অন্য সময়ে।’ পকেট থেকে বিজনেস কার্ড নিয়ে রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন ল্যারিয়ো। ‘পরে কখনও রোমে এলে আমাকে একবার ফোন দেবেন। হাজির হয়ে যাব।’

একবারও চোখ না বুলিয়ে কার্ড প্যাণ্টের পকেটে গুঁজল রানা। একবার মৃদু মাথা দুলিয়ে যে যার পথে চলল ওরা।

ল্যারিয়ো চলেছেন লিফটের দিকে।

সিঁড়ির দিকে রানা।

চব্বিশ

গ্রাম্য নির্জন পথে থামল চকচকে কালো এক মার্সিডিয এস-ক্লাস লিমো। ইঞ্জিন বন্ধ হতেই শোনা গেল মৃদুমন্দ হাওয়ার ফিসফিস আওয়াজ। দূরে তারস্বরে ডাকছে দাঁড়কাক। এমনই এক বিরান, নির্জন এলাকা, থামে না কেউ।

জায়গাটা রাশার সেণ্ট পিটার্সবার্গ থেকে এক শ’ নব্বই

মাইল দূরে। বছরের পর বছর ভয়ঙ্কর শীতের অত্যাচারে জীর্ণ, ফাটল ধরা রাস্তা। ধূসর আকাশের দিকে চেয়ে আছে শুকিয়ে যাওয়া গাছগুলো। যেদিকে চোখ যায়, নেই কোনও লোকালয়। তবে কয়েক শ' গজ দূরে ঢালু ঘাসজমিতে থম মেরে পড়ে আছে প্রাচীন এক চার্চের ধ্বংসাবশেষ।

দশাসই শরীরে লিমোর পেছন সিট থেকে নামল মাফিয়া ডন ক্যালযি বোরকভ। প্রায় দু'শ' মাইল যাত্রায় ক্লান্ত। গলায় বিশ্রী আওয়াজ তুলে ভাঙল আড়মোড়া। ওদিকের দরজা খুলে নেমে পড়ল অ্যালেকযাণ্ডার গোরভ। সবশেষে ড্রাইভিং সিট ছাড়ল গ্রেগোরি বোরকভ।

সেইন্ট পিটার্সবার্গ ছেড়ে রওনা হওয়ার পর থেকে প্রায় কোনও কথাই বলেনি কেউ। বিশেষ করে গোরভের মুখ থেকে বেরোয়নি একটা শব্দও। গাড়ির ব্যাক ডালা খুলে ওটার ভেতর থেকে সবুজ মিলিটারি ডাফল ব্যাগ নিল সে। আরেক হাতে কালো কমব্যাট শটগান। ওটার ম্যাগাযিনে রয়েছে শ্যাম্পেনের বোতলের কর্কের আকারের সলিড বুলেট। ত্রিশ গজ দূর থেকে দু'টুকরো করতে পারবে যে কাউকে।

তবে এখানে বিরক্ত করবে কেউ, সে সম্ভাবনা খুব কম। গ্রেগোরি ভাল করেই জানে, গোরভ মনে মনে চাইছে ঝামেলা হোক। সেক্ষেত্রে মানুষ খুন করে মজা পাবে সে।

জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা কাগজ নিল মাফিয়া ডন। গোএয়ার স্কেচের ফ্রেম থেকে পাওয়া গেছে ওটা। কাগজের ভাঁজ খুলল ডন বোরকভ। জর্জিয়া ত্যাগের পর অন্তত এক শ'বার দেখেছে সে এই কাগজ। ওটা থেকে চোখ তুলে দূরের ধ্বংসাবশেষ দেখল সে। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলল, 'ওটাই সেই জায়গা।'

রাস্তা ছেড়ে উঁচু ঘাসজমির দিকে চলল সে। পেছনে গ্রেগোরি ও গোরভ। এবড়োখেবড়ো জমিতে খানিক হেঁটেই

হাঁফাতে লাগল ডন। তবে থামল না। বহু বছর এই দিনের জন্যে অপেক্ষা করেছে সে। ওই কাগজ হাতে পাওয়ার জন্যে দিতে হয়েছে অনেক বড় মূল্য।

যেটার জন্যে এসেছে, ওটা পেলে কেমন লাগবে, ভাবতে গিয়ে শিরশির করছে ডনের বুক। আজ সত্যিই ওটা হবে তার! উত্তেজনা ও শঙ্কা কাজ করছে মনে। ওটা হাতে পাওয়ার জন্যে হারাতে হয়েছে তার একমাত্র সন্তানকে। ব্যথায় টনটন করে উঠল ডনের বুক। নিজেকে বুঝ দিল, এসব নিয়ে ভাবব পরে।

ডন ক্যালযি বোরকভের পেছনে চলেছে গ্রেগোরি। ওর পর গোরভ। কাঁধে ডাফল ব্যাগ ঝুলিয়ে নিয়েছে খুনি। হাতে শটগান। ঘাসজমির আরও ওপরে উঠে পরিষ্কার দেখল ধসে পড়া প্রাচীন চার্চ। বুরুজের কাছে বাসা করেছে কয়েকটা কাক। বহুকাল আগেই ধসে পড়েছে গির্জার চার দেয়াল। শেওলা ভরা ধূসর পাথরের খণ্ড ছাপিয়ে উঠেছে বুনো ফুল ও ঘাস। প্রার্থনা-গৃহের মাঝে মাঝারি একটা গাছ।

থরথর করে কাঁপছে ডন বোরকভের হাত। আরেকবার দেখল কাগজ।

এই এলাকার সঠিক বর্ণনা দিয়েছিল স্পারটাক মেইস্কি।

'ওদিকে,' দু'ফুটি ভাঙা দেয়াল টপকে কবরস্তানে নামল ডন। একসময় দারুণ কারুকাজ ছিল কিছু কবরে। কিন্তু শত বছরের প্রাকৃতিক অত্যাচারে ভেঙে গেছে পাথুরে সমাধি। সবুজ শেওলায় ভরা সব। কবরের পতিত ফলক যেন কারও ভাঙা, এবড়োখেবড়ো দাঁত।

কবরস্তানের শেষমাথায় দেয়ালের কাছে প্রাচীন এক ওক গাছ। ওটাই নিশানা।

গাছের কাছে আগাছা ভরা সাদাসিধে তিনটে কবর। অতি সাধারণ ও গরীব তিনজনের ঠাঁই হয়েছে ওখানে। কেউ মনে রাখেনি তাদেরকে। ডানদিকের কবরের ফলকের পাশে বসে

পড়ল ডন। মন দিয়ে দেখল পাথরে লেখা অক্ষর। মাথা নেড়ে কয়েক পা সরে দেখল পরের ফলক। আরও গম্ভীর হলো চেহারা। থামল তৃতীয় কবরের ফলকের সামনে। বিড়বিড় করল, 'অ্যালেস্যাণ্ড্রো লিয়োনিড। জন্ম সতেরো শ' পঁচানব্বুই। মৃত্যু আঠারো শ' বায়ান্ন।' বড় করে দম ফেলে ভাতিজার দিকে তাকাল ডন। 'এটাই।'

'কখনও জানা যাবে না কে ছিল সে,' বলল গ্রেগোরি।

হাঁটুতে ব্যথা বাড়তেই গুঙিয়ে উঠে দাঁড়াল ডন। ফাঁকা চোখে দেখল ভাতিজাকে। 'কে ছিল তাতে কী যায় আসে? জিনিসটা এই কবরে।' গোরভের দিকে ইশারা করল সে।

বন্দুকটা গাছে ঠেস দিয়ে রেখে ডাফল ব্যাগ থেকে লোহার ভারী শাবল নিল গোরভ। গুটিয়ে নিল আস্তিন। ফলকের চারপাশের ঘাস উপড়ে ফেলতে লাগল কোপ মেরে। তার ত্বকের নিচে ফুলে উঠছে বাহুর নীল শিরা। মিনিটখানেক পর কাত হয়ে মাটিতে ধুপ্ করে পড়ল কবরের ফলক। ওটার নিচে ভেজা মাটিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে গুবরে পোকা ও কেন্নোর দল।

ঘাসজমিতে শাবল ফেলে ডাফল ব্যাগে হাত ভরল গোরভ। বেরোল ফোল্ডিং মিলিটারি এনট্রেনচিং কোদাল। সময় লাগল না ওটা নিয়ে কাজে নেমে পড়তে। পাশ থেকে নার্ভাস চোখে দেখছে গ্রেগোরি। গর্তে ক্যালযি বোরকভের দৃষ্টি স্থির।

দেড় মিনিট পর ধাতব কিছুতে লাগল গোরভের কোদাল।

'ওটা তোলো,' অধৈর্য সুরে বলল রাশান ডন।

কোদাল দিয়ে মাটি সরাতে লাগল গোরভ। বেরিয়ে এল ধাতব বাক্সের ওপরের অংশ। জিনিসটা ছোট বাচ্চার কফিনের মত। তবে কবর দেয়া হয়েছে অগভীর গর্তে। হাত থেকে কোদাল ফেলে হাঁটু সমান গর্ত থেকে ছোট্ট কফিন তুলল গোরভ। কবরের পাশে রেখে তাকাল ডনের চোখে।

চাচার দিকে চাইল গ্রেগোরিও। আগে কখনও ডনকে এতটা উত্তেজিত হতে দেখেনি।

খুশিতে দু'হাত ঘষছে বোরকভ। কর্কশ স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, তো এখানেই রেখেছিল স্পারটাক মেইস্কি।' কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে গোরভকে নির্দেশ দিল সে, 'খোলো ওটা!'

গম্বুজের মত ঢাকনি ধরে গায়ের জোরে টান দিল গোরভ। কিন্তু দগদগে জং-এর জন্যে খুলল না ডালা। ঝুঁকে বুটের গোপন খাপ থেকে ছোরা নিল প্রাক্তন সৈনিক। ডগা ব্যবহার করে চাড় দিল ঢাকনির পাশে। কড়াৎ আওয়াজে খুলল ডালা। প্যান্টের হাঁটুর কাপড়ে ফলা সাফ করে খাপে ছোরা রাখল লোকটা। টেনে খুলল ডালা। অনুভূতির ছাপ নেই চেহারায়। ক'সেকেণ্ড পর মুখ তুলে তাকাল ডন বোরকভের চোখে। আবারও তাকাল কফিনের ভেতর।

'জিনিসটা বের করো,' হাঁপানি রোগীর মত ফোঁসফোঁস শ্বাস ফেলছে ডন।

সতর্ক হাতে কফিন কাত করে মাটিতে রাখল গোরভ।

ভেতরে কিছুই নেই!

ধীর পায়ে কবরস্তান থেকে বেরোল ডন বোরকভ। নিজের বাবা মারা গেলেও এত মুষড়ে পড়ত না সে। দু'কাঁধ ঝুঁকে গেছে গরিলার মত। চেহারা হয়েছে দেখার মত। মেনে নিয়েছে চরম পরাজয়। সোজা উঠল লিমোর পেছনের সিটে।

ড্রাইভিং সিটে বসল গ্রেগোরি। আয়নায় চোখ যেতেই ওর মনে হলো, চাচা যেন কয়েক দিন আগে পচে যাওয়া ধূসর কোনও লাশ। 'দুঃখজনক, আঙ্কেল,' কয়েক মুহূর্ত পর বলল সে। 'হয়তো আবারও ফিরেছিল স্পারটাক মেইস্কি।'

মাথা নাড়ল ডন বোরকভ। 'না, তা হতে পারে না।'

'হয়তো ডাহা মিথ্যে বলেছে।'

আবারও মাথা নাড়ল ডন। 'অসম্ভব!'

'তা হলে নিয়ে গেছে অন্য কেউ,' বলল গ্রেগোরি।

দীর্ঘক্ষণের জন্যে চুপ হলো ডন। তারপর চোখ বুজে নিচু গলায় বলল, 'আমার ছেলেটা মরল খামোকা।'

চুপ করে আছে গোরভ।

বেদম কাশির দমকে দুলতে লাগল ডন বোরকভ। পকেট থেকে টিউব নিল। একটা বড়ি নিয়ে ফেলল মুখে। একটু পর কাশি থামতেই বলল, 'গোরভ?'

বসের দিকে তাকাল প্রাক্তন সৈনিক। চোখ নিস্পৃহ।

'রয়ে গেল একটা কাজ,' বলল ডন। 'ওটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরাসরি আমার নির্দেশ পালন করবে। বুঝতে পেরেছ?'

গত কয়েক ঘণ্টায় প্রথমবারের মত একটা শব্দ বেরোল গোরভের মুখ থেকে। 'জী।'

'আবার ফিরবে ইতালিতে। দরকারে যাবে দুনিয়ার যে কোনও প্রান্তে। উপযুক্ত লোক, টাকা, ট্র্যান্সপোর্ট, অস্ত্র– যা লাগে সব পাবে। প্রয়োজনে পথ থেকে সরাবে যে কাউকে।'

মাথা দোলাল গোরভ। ঠোঁটের কোণে চিকন হাসি।

'খুঁজে বের করবে সেই লোককে, যে খুন করেছে আমার ছেলেকে। কাজটা করতে গিয়ে যা লাগবে, চেয়ে নেবে। আমি চাই... মাসুদ রানাকে আমার সামনে।' হঠাৎ অশ্রু দেখা দিল ডনের দু'চোখে। হাতের তালু দিয়ে মুছল চোখ। একবার ফুঁপিয়ে উঠে সামলে নিল নিজেকে। 'চাইলে তাকে দিতে পারো ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা। পঙ্গুও করতে পারো। কিন্তু বাঁচিয়ে রাখবে। আনবে আমার কাছে। ওকে খুন করার সময় নিজে সামনে থাকতে চাই। নিজ হাতে খুন করব আমি। আমার কথা কি বুঝতে পেরেছ, গোরভ?'

আবারও মাথা দোলাল গোরভ, হাসিটা এখন আকর্ণ।

তুড়ি বাজাল বোরকভ। চোখে আর অশ্রু নেই। 'গাড়ি ছাড়ো, গ্রেগোরি!'

পঁচিশ

হোটেলে ফিরে রিসেপশন ক্লার্কের কাছে সংক্ষিপ্ত মেসেজ পেল রানা। ওটা দিয়েছে কারাবিনিয়েরি ক্যাপ্টেন কাপুতো। পকেটে হাত ভরে ওর মনে পড়ল, ভেঙে গেছে ফোন সেট। হোটেলের ফোন ব্যবহার করতে পারে কি না জানতে চাওয়ায়, ওর নতুন ফ্যান ক্লাবের সবাই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল পেছনের অফিসে। কয়েক সেকেণ্ড পর হাজির হলো কফি ও কেক। পাঁচ মিনিট পর সবাইকে বিদায় করে ক্যাপ্টেন কাপুতোর কাছে কল দিল রানা।

টুকটাক আলাপের পর মূল কথায় এল অফিসার। 'আজ সকালে অদ্ভুত এক টেলিফোন পেয়েছি। হয়তো আগ্রহী হবেন। ব্যগ্র এক মহিলা। টেলিভিশনের খবরে আপনাকে দেখার পর চাইছেন গ্যালারি হিরোর সঙ্গে কথা বলতে।'

বিরক্তি চাপল রানা। 'আমি নিজেকে হিরো ভাবতে পারছি না, ক্যাপ্টেন কাপুতো। ভদ্রমহিলা কী চান?'

'বলেননি কিছু। তবে মনে হলো বিষয়টি জরুরি। ভদ্রমহিলা ইতালিয়ান। বাস করেন মনাকোতে। নাম লিলি মৌরো।'

'আপনি তাঁকে নিশ্চয়ই বলেননি কোন্ হোটেলে উঠেছি?'

'বলেছি, মেসেজটা পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করব। এর বেশি আর কিছুই নয়।'

'গুড। উনি বোধহয় মহিলা সাংবাদিক।'

'গলার আওয়াজে মনে হয়েছে অনেক বয়স,' বললেন

অফিসার কাপুতো।

'ভাল কথা। তবে আজই ফিরছি লণ্ডনে। আলাপ করতে পারব না মনাকোর বয়স্কা মহিলার সঙ্গে।'

ফোন রেখে ঘরে ফিরে টুকটাক জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল রানা। তিরিক্ষি হয়ে আছে মেজাজটা। ফায়ার এস্কেপ থেকে পড়ে এখনও সর্বাঙ্গে টনটনে ব্যথা। টিসটিস করছে কাঁধের ক্ষত। বেডে শুয়ে চেষ্টা করল ঘুমিয়ে পড়তে।

কিন্তু তাতে মুক্তি পেল না ও।

ঘুমের মধ্যে এল একের পর এক দুঃস্বপ্ন। বারবার জেগে উঠল কাদের যেন আর্তনাদে। তার ওপর ঘরে দম আটকানো গরম। শেষে ঘুম ভেঙে যেতে আরেকবার শাওয়ার নিল ও। নতুন পোশাক পরে ব্যাগ হাতে নেমে এল রিসেপশনে বিল দেয়ার জন্যে। টাকা নিতে রাজি হলো না মালিকপক্ষ। প্রায় জেদাজেদি করে বিল দিল রানা। সবার আন্তরিক ভালবাসা ছিন্ন করে বিদায় নিল হোটেল ছেড়ে।

ত্রিশ মাইল পেরিয়ে পৌঁছুল দক্ষিণ-পশ্চিমে ফিউমিসিনো এয়ারপোর্টে। ওখানে রেন্টাল অফিসে বুঝিয়ে দিল শোগান জিপগাড়ি। ইমিগ্রেশনে জানল, যান্ত্রিক সমস্যার কারণে একঘণ্টা দেরি করবে বিমান।

কাছে পে-ফোন পেয়ে প্রাণের বন্ধু বিসিআই-এর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদকে ফোন দিল রানা। ওদিক থেকে পরিচিত কণ্ঠ পেয়েই বলল, 'কী রে, খবর কী?'

'তোর কী খবর?' বলল সোহেল।

'ভাল।'

'তা হলে আমাকে খুন করতে চায় কেন বুড়ো?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহেল। 'তুই নাকি আছিস ভয়ঙ্কর বিপদে। আর তাই সবার উচিত ইতালিতে গিয়ে সব সমস্যা দূর করা। এমনিতেই নাকি আমরা কোনও কাজ করি না। যা করার করিস তুই। বল্, সহ্য হয় এসব? যা খুশি বলছে বুড়ো। খালি

ভালবাসি বুড়্‌ঢাকে, নইলে কবেই চাকরি ছেড়ে ভেগে যেতাম!'

'কথা ঠিক,' বলল রানা, 'আবার সোহানা বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেণ্টে গেলেই খেপে যান আমাদের ওপর।'

'তুই আর সোহানার ভেতর কাকে যে বেশি ভালবাসেন, ওটা যেদিন বুঝব, দেখবি চাকরি ছেড়ে বুড়োকে বলব: আপনি যখন সবাইকে ভালবাসতে পারেন না, তা হলে আমাদের আর দরকার কী?'

'নারে, ব্যাপারটা বোধহয় আরও জটিল,' বলল রানা। 'তুই যখন আফগানিস্তানে আটকা পড়ে খুন হতে বসেছিলি, মহা খেপে গেলেন তিনি আমাদের সবার ওপর। আমরা কেন তোকে এনে দিচ্ছি না তাঁর কোলে, তাই পারলে মারে আর কী।'

'কথাটা ঠিক,' স্বীকার করল সোহেল।

'আর তারপর তো নিজেই গিয়ে হাজির হলেন পাকিস্তানের বিরোধময় সীমান্তে আমাদের দু'জনকে উদ্ধার করতে।' মৃদু হাসল রানা। 'বুড়োকে কখনোই পুরোপুরি বুঝতে পারিনি আমরা। কোনদিন পারবও না।'

'তাই বলে গাধা আর গরু বললে কারই বা ভাল লাগে, বল্?' মস্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহেল। 'গতকাল তুই খুন হতে যাচ্ছিলি, সেই রিপোর্ট এসেছে বুড়োর কাছে। আর তারপর থেকেই খেপে গেছে বুড়ো সবার ওপর। চোখের দিকে তাকালে মনে হচ্ছে মণি থেকে ঝরছে লাল আগুন!'

'হ্যাঁ রে, সত্যিই গাধা বলেছে তোকে?' সহানুভূতির সুরে জানতে চাইল রানা।

'তা নয় তো কী?'

'কিন্তু... ভাবছি, ভুলটা কী বলল বুড়ো? সত্যিকথা আজকাল সহ্য হচ্ছে না বুঝি তোর?'

'দেখ, শালা! ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!'

'ঢাকায় বসে কী করবি তুই আমার?' ভিলেনী হাসি হাসল রানা। 'শোন্, ঝামেলা সব শেষ, এবার শুরু হবে আমার সত্যিকারের ছুটি। তোরা অফিস সামলে বেড়াবি, আর আমি ঘুরে বেড়াব সুন্দরী মেয়েদের সামনে।'

'সামনে মানে?'

'এ-ও বুঝলি না? সাধে আর বুড়ো তোকে... যাকগে। *সামনে* মানে হচ্ছে ওরা ছুটবে আমার পেছন পেছন।'

'দূর, শালা!' বিড়বিড় করল সোহেল।

'আপাতত বুড়োর বকা শুনতে থাক্,' পরামর্শ দিল রানা।

'তবে রে, শালা...'

'চোপ!' ধমক দিল রানা, 'দুলাভাইয়ের সঙ্গে এই সুরে কথা বলবি না, বেয়াদপ!'

'সোহানাকে বলে দেব, তুই ঘুরে বেড়াচ্ছিস পরীর মত দেখতে এক মেয়ের সঙ্গে,' হুমকি দিল সোহেল।

'প্রমাণ করতে পারবি না, কারণ তোর বোন তো শাঁকচুন্নী!'

'আমি বলব তুই রূপাকে নিয়ে...'

'ভুলে গেলি, রূপা এখন সৌদি আরবে? নেকাব আর হেজাব পরে ভিড়ে গেছে এক লম্পট শেখের হারেমে!'

'তুই সেখানে গিয়েই ঝামেলা করছিস,' জেদের সুরে বলল সোহেল, 'তুই একটা অতি জঘন্য, বাজে লোক!'

'এটা ঠিক, তোর মত বন্ধুর কারণে আমার স্ট্যাটাস কমে গেছে,' বলল রানা, 'এবার ফেইসবুক চালিয়ে নিজের স্ট্যাটাস দেখিয়ে বেড়াব সবাইকে।'

'ধুশ্‌শালা!'

'বুড়োর খেয়াল রাখবি,' বলল রানা, 'কখন কী লাগে দেখবি। ওই বুড়ো না থাকলে আমরা আসলেই পথশিশু।'

'তা জানি।'

'তা হলে করিডোর থেকে সরে যা। ওই যে টিং করে

উঠল ইলোরার ডেস্কের ইন্টারকম। ওই ঘরের পেছনে সিসিটিভির চোখ। তোকে দেখে ফেলবে বুড়ো।'

'ঠিক!' বিড়বিড় করল সোহেল।

আবছাভাবে ইলোরার গলা শুনল রানা, 'সোহেল ভাই, আপনাকে ডাকছেন বস!'

'ওরেব্বাপরে!' মৃদু আহাজারি করল সোহেল। পরক্ষণে কেটে গেল লাইন।

মৃদু হাসল রানা। নেই জরুরি অ্যাসাইনমেন্ট। একবার প্যারিসের রানা এজেন্সিতে কল দিল। ওদিক থেকে ধরল না কেউ। ডিপারচার লাউঞ্জের কোণে নীরব এক জায়গায় গিয়ে বসল ও। পেরোতে চাইছে না সময়। মনোযোগ দিল চলমান মানুষের দিকে। বাচ্চাদের সামলাতে গিয়ে পেরেশান হচ্ছে কয়েকটি দম্পতি। প্রকাণ্ড ঘরের আরেক দিকে কয়েকটি তরুণ ও তরুণী আলাপে মগ্ন। তিক্ত চেহারা বানিয়ে বসে আছে এক দম্পতি। ভুলেও দেখছে না পরস্পরকে। ব্যবসার কাগজপত্র দেখছে এক ব্যবসায়ী। চেহারায় দুশ্চিন্তা। চারপাশের দোকান থেকে বেরোচ্ছে অনেকে। আবার ঢুকছে কেউ কেউ। এক দোকান ইলেকট্রনিক্সের। ওখানে শো-কেসে নানান আকারের টিভি। চলছে সবগুলো। একেকটায় একেক চ্যানেল। একটা নিউয চ্যানেলে মনোযোগ দিল রানা। ভাবছে, যে-কোনও সময়ে দেখবে ওখানে নিজের চেহারা। আর সেক্ষেত্রে মানুষের সময় লাগবে না ওকে খুঁজে নিতে। কোথাও লুকাতে পারবে না ও।

তবে কিছুক্ষণ পর বুঝল, পুরনো হয়েছে আর্ট গ্যালারির খবর। নতুন খবর হচ্ছে, ল্যারিয়ো চেয়েছেন ইতালিতে আরও কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী স্টেশন তৈরি করতে। তাই বুরাত্তি কারাসিয়ো নামে পরিবেশবাদী এক লোক মুঠোসমান কয়লা ছুঁড়েছে প্রেসিডেনশিয়াল ক্যাণ্ডিডেট রবার্তো ল্যারিয়োর দিকে। তাতে ফেটে গেছে ক্যাণ্ডিডেটের গাল।

মৃদু হেসে ফেলল রানা।

এবার টিভিতে দেখল, এক অ্যাপার্টমেন্ট থেকে হিড়হিড় করে টেনে বের করা হচ্ছে ভীষণ মোটা এক লোককে। ঠুঁসে দেয়া হলো পুলিশের গাড়ির পেছনে। প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে সে: 'হ্যাঁ, আমিই কয়লা মেরেছি! মরুক হারামজাদা, শালার পো শালা! সুযোগ পেলে আবারও একই কাজ করব! ল্যারিয়োর পেছন দিয়ে ভরে দেব তিন কেজি ওজনের কয়লার পিণ্ড!'

টিভি দেখছে কেউ কেউ। তাদের একজন হাসতে হাসতে বলল, 'সত্যি, বাপের ব্যাটা! তবে কয়লার টুকরো না মেরে কুত্তাটার অণ্ডকোষে গুলি করে ডিম দুটো ফাটিয়ে দিলে বেশি খুশি হতাম!'

আরেকজন আফসোস করল, 'আমাদের বুরাত্তি বুড়ো নয়, সত্যিকারের তরতাজা যোদ্ধা। তবুও চোয়াল ফাটাতে পারল না কেন? আহা রে!'

স্ক্রিনে এল বুরাত্তির স্থির চিত্র। সে পরিবেশবাদী সন্ত্রাসী কোনও দলের সঙ্গে জড়িত কি না, তা তদন্ত করছে পুলিশ। এ ধরনের কয়েকটি সংগঠন গোপনে ধ্বংস করছে মোবাইল ফোনের টাওয়ার। পর্দায় এল রবার্তো ল্যারিয়োর মুখ। খুব গম্ভীর। অপেক্ষা করছে লিমোর জন্যে। তাকে ঘিরে রেখেছে সানগ্লাস পরা একদল লোক। তাদের একজন রীতিমত দানব। ল্যারিয়োকে আড়াল করে রেখেছে। ভিড়তে দিচ্ছে না সাংবাদিকদেরকে। তোলা হচ্ছে অসংখ্য ছবি। নানা প্রশ্ন তুলছে সাংবাদিকরা। ভিড় সামলাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে পুলিশ।

লিমোতে উঠবে রবার্তো ল্যারিয়ো, এমনসময় মত্ত হাতির মত দৌড়ে এসে পুলিশ লাইন ভেদ করল বুরাত্তি কারাসিয়ো। তিন গজ দূর থেকে ছুঁড়ল মুঠোর সমান কালো কয়লার পিণ্ড।

ওই আঘাতে টলমল করে মাটিতে পড়তে গিয়েও সামলে নিল ল্যারিয়ো। খপ্ করে হামলাকারীকে ধরতে গেল পুলিশের

ক'জন। কিন্তু ঘুরেই ভিড়ের ভেতর দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল লোকটা।

আবারও রাজনীতিকের ওপর স্থির হলো ক্যামেরা। ফেটে যাওয়ায় রক্ত বেরোচ্ছে লোকটার গাল থেকে। প্রায় ধাক্কা দিয়ে তাকে তুলে দেয়া হলো লিমোর ভেতর। টিভি ক্যামেরা সরাতে চাইল ল্যারিয়োর দানব গার্ড। পেছন থেকে তাকে ঠেলা দিল এক পরিবেশবাদী। দানবের চোখ থেকে পড়ে গেছে সানগ্লাস। ভীষণ খেপেছে। ক্লোয-আপ ছবি তুলল টিভি ক্যামেরাম্যান।

ওই সিন মাত্র এক সেকেণ্ডের। পরের দৃশ্য দেখল রানা। তবে এতই চমকে গেছে, কাপ থেকে ছলকে পড়েছে কফি। ল্যারিয়োকে নিয়ে চিন্তা নেই ওর, ইলেকশনে যা খুশি করুক, কিন্তু ওর মনের চোখে ভাসছে দানবীয় গার্ড। যার একটা চোখ খয়েরি, অন্যটা হালকা খয়েরি!

আনমনে টিভি দেখছে রানা। শুনল ঘোষণা করা হচ্ছে ওর ফ্লাইট নম্বর।

চট্ করে হাতঘড়ি দেখল রানা।

বিকেল চারটা একান্ন মিনিট।

ব্যাগ হাতে অনেকের সঙ্গে ডিপারচার লাউঞ্জ ত্যাগ করল রানা। কেমন ঘোর লেগেছে মনে। চারপাশের এত আওয়াজ যেন ঢুকছে না কানে।

হাঁটার গতি কমল ওর। চেয়ে রইল মেঝের দিকে। ভারী সুটকেট নিয়ে পেছনে গুঁতো দিল কেউ। বিড়বিড় করে কী যেন বলছে সে।

রানার খেয়াল নেই আটকে দিয়েছে পথ।

আবারও হাঁটতে লাগল ও।

হাসপাতালে ট্যাডিয়ো আড্রিয়ানোর কেবিনের সামনে ছিল ওই লোক। রানাকে কেবিনে দেখে তাকে নিচতলায় যেতে বলে ল্যারিয়ো। এর কারণ, আর্ট গ্যালারিতে ডাকাতির সঙ্গে

জড়িত ওই লোক। পলিটিশিয়ান চায়নি একমাত্র সাক্ষী রানা চিনে ফেলুক তাকে।

অর্থাৎ, ডাকাতি ও খুনের সঙ্গে জড়িত রবার্তো ল্যারিয়ো!

বিমানের এক শ' গজের ভেতর পৌঁছে থমকে দাঁড়াল রানা। যেন বড় কোনও পাথর, দু'পাশ দিয়ে স্রোতের মত বয়ে যাচ্ছে যাত্রীরা।

'তার মানে...' বিড়বিড় করল রানা।

দ্রুতপায়ে আবার ফিরে এল টার্মিনালে। প্রতিটি পদক্ষেপ এখন দৃঢ়। চলেছে অ্যারাইভাল লাউঞ্জের দিকে। থামল এক শ' আট নম্বর লকারের সামনে। তালা খুলে ভেতরে রাখল মানিব্যাগের বেশিরভাগ ইউরো। ওর কাছে রয়ে গেল যথেষ্ট টাকা। এবার যে কাজ, উপায় নেই ভারী ওজন বহনের। ব্যাগ গেল লকারে। কবাটে তালা মেরে টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে এল রানা সোনালি রোদে। চোখ খুঁজছে ট্যাক্সি র‍্যাঙ্ক।

ছাব্বিশ

রানা যে হলদে ট্যাক্সিতে চেপেছে, ওটার বয়স অন্তত পঞ্চাশ বছর। ওটাই বোধহয় ড্রাইভারের বাড়িঘর, সবকিছু। কোঁকড়া চুলের লোকটা মোটা ও হাসিখুশি। ল্যারিয়োর কার্ড বের করে কোথায় যাবে জানিয়ে দেয়ায় খুশি হয়ে হাসল। যেতে হবে রোম শহরের আরেক প্রান্তে, তাতে পাবে যথেষ্ট লিরা।

এখন বাজে বিকেল পাঁচটা বিশ মিনিট।

রাস্তায় চরম ভিড়।

আয়ার্ন মেইডেন ব্যাণ্ডের গান শুনছে ড্রাইভার। ফাটা

স্পিকারের ফ্যাড়-ফ্যাড় শব্দ ছাপিয়ে নিজেও গাইছে লোকটা। রানার ধারণা, ব্যাণ্ড দলের ইংরেজির চেয়ে ভাল উচ্চারণ ইতালিয়ান ড্রাইভারের।

'সিগারেট ধরালে আপত্তি আছে?' গানের হৈ-হুলুস্থূলের ওপর দিয়ে জানতে চাইল রানা।

ওকে একবার দেখে নিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল ড্রাইভার। যা খুশি করো। রানা বুঝল, ঝামেলার লোক নয় এ। চামড়া ফাটা সিটে আয়েস করে বসে সিগারেটের প্যাকেট ও যিপো লাইটার বের করল ও। ড্রাইভারের দিকে বাড়িয়ে দিল একটা শলা।

খুশি হয়ে ওটা নিল লোকটা।

দু'জন সিগারেট জ্বেলে নেয়ায় ধোঁয়ার মাঝ দিয়ে রোম শহর দেখল রানা। ভাবছে, রবার্তো ল্যারিয়োর কথা। প্রথমে ভেবেছিল, পাবলিসিটির জন্যে গ্যালারি হিরোকে নিমন্ত্রণ দিয়েছে সে। পাপারাজ্জিদের মাধ্যমে ছবি যাবে প্রতিটি দৈনিক পত্রিকার অফিসে।

তবে এখন মনে হচ্ছে, তার ছিল অন্য উদ্দেশ্য।

আর্ট গ্যালারি ডাকাতির পরিকল্পনাকারী জেনেছে, ওখানে ছিল স্যাণ্ডহার্স্ট-এ আর্মি-ট্রেইনিং পাওয়া এক লোক, মাসুদ রানা। সে ঝামেলা করতে পারে। তাই তার খোঁজ নিতে চেয়েছে ল্যারিয়ো।

দামি খাবার ও ওয়াইনের লোভ দেখিয়ে রানার পেটের খবর বের করতে চেয়েছে পলিটিশিয়ান।

রাজনীতিকের বাড়িতে গেলে হয়তো বেফাঁস কথা বলবে সে। সেক্ষেত্রে চাপ দিয়ে তার কাছ থেকে বের করতে পারবে নতুন তথ্য। এই উদ্দেশ্যেই চলেছে এখন রানা।

সন্ধ্যা সোয়া ছয়টায় নীরব নির্জন এক রাস্তায় পৌঁছুল ট্যাক্সি। এ সড়কেই রাজনীতিকের বাড়ি।

রোমের বড়লোকদের এলাকা এটা।

রাস্তার দু'ধারে প্রচুর জমিসহ বিশাল সব বাড়ি। নুড়িপাথরের পথ গেছে গাড়ি-বারান্দায়। একেকটা গাড়ি লাখ লাখ ডলার মূল্যের। চারপাশে ঘাস ছেঁটে রাখা রঙিন ফুলের বাগান। লাখ লাখ লিরা বেতন পায় মালিরা।

উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ল্যারিয়োর বাড়ি। বাগানের মাঝে সাদা বিশাল ভিলা। উইলো গাছের ফাঁকে দেখল রানা অভিজাত ফেসাড। বাড়ির সামনে সাদা পোর্শে কেইম্যান। পাশেই বার্গাণ্ডি ক্যাডিলাক এসইউভি। লোকটা যদি দেশপ্রেমিকও হয়, পছন্দ করে বিদেশি গাড়ি।

গেটের কাছে ট্যাক্সি থামিয়ে নেমে পড়ল রানা। মিটিয়ে দিল বিল। মোটা টিপ্স্ পেয়ে খুশি হয়ে ফিরতি পথ ধরল ড্রাইভার।

খোলা গেটের পাশে উঁচু কলাম থেকে চোখ রাখছে সিসি ক্যামেরা। ওটাকে পাত্তা দিল না রানা। বুঝে গেছে, যথেষ্ট সতর্ক নয় রবার্তো ল্যারিয়ো। গেটে লোক নেই। গোঁজ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে গেটের অটোমেটিক দুই কবাট। সিসি ক্যামেরা ফাঁকি দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে পারবে যে-কেউ।

বাড়ির দরজার দিকে চলল রানা।

সাধারণ নুড়িপাথরের বদলে ড্রাইভওয়েতে রঙচঙে দামি চিপ্স্। তবে এক জায়গার পাথরের কুচি সরে যাওয়ায় বেরিয়ে এসেছে নিচের কালো সিনথেটিক মেমব্রেন। রানার ধারণা, হঠাৎ তাড়াহুড়ো করে গাড়ি নিয়ে রওনা হয়েছে কেউ।

খাঁ-খাঁ করছে চারপাশ।

খচ-খচ করছে ওর মন। বাড়ির সামনে ইউ আকৃতির ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দরজার কাছে উঠল রানা। চোখ খুঁজছে কলিং বেল। তবে এক মুহূর্ত পর দেখল, কবাট সামান্য খোলা। পা দিয়ে সামান্য ঠেলতেই নিঃশব্দে ভেতরে সরল দরজা।

হলওয়ের চারপাশ অভিজাত, দামি আসবাবে সাজানো।

পলিশ করা পাথরের মেঝের প্রত্যেকটি টাইলের দাম প্রায় ছোট একটা গাড়ির সমান। গ্যালারি সিলভেস্ট্রির বিলাসবহুল টয়লেটের কথা মনে পড়ল রানার। দোতলায় ওঠা দুই চওড়া সিঁড়ির ধাপে পুরু, লাল কার্পেট বিছানো। চকচক করছে মোম মাখা কালচে রেলিং।

ফোটো সেশনের জন্যে দারুণ জায়গা। তবে আজ ফোটো সেশন করতে গেলে ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে চারপাশ।

সদর দরজা থেকে দশ গজ ভেতরে চকচকে মেঝেতে পড়ে আছে কালো সুট পরা দুই লোক। খুন হয়েছে রবার্তো ল্যারিয়োর দুই গার্ড। এখনও জমাট বাঁধতে শুরু করেনি রক্ত। রানা ধারণা করল, এরা খুন হয়েছে বড়জোর বিশ মিনিট আগে। মৃত্যুর কারণ বুলেট।

দুই লাশের পাশে থামল রানা। সোনালি চুলের হালকা লোকটার দিকে না চেয়ে চোখ বোলাল দানবের ওপর। সে দৈর্ঘ্যে ছ'ফুট সাত ইঞ্চি। কাঁধ যেন ষাঁড়ের। পেশিবহুল বুক ব্যারেলের মত। কিন্তু তার পেশি ঠেকাতে পারেনি বুলেট। গুলি ঢুকেছে হৃৎপিণ্ডে। তবে ওটার জন্যে খুন হয়নি সে। কালো সানগ্লাস দু'টুকরো করে মগজে ঢুকেছে আরেকটা গুলি। চুরমার করেছে মাথার পেছনদিক। ভুরুর নিচে ঠিক আছে পুরো মুখ। পাশেই ভাঙা সানগ্লাস। খোলা দুই চোখ এখন নিষ্পলক।

একটা মণি খয়েরি। অন্য মণিটা হালকা খয়েরি।

অস্ত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে খুন হয়েছে দানব। মুঠোর কাছে পড়ে আছে .৪৫ ক্যালিবারের রুগার অটোমেটিক।

ওটা তুলে নিল রানা। পুরো লোডেড।

ট্রেনিঙের শুরুতেই বেন হ্যানন কী বলেছিল, মনে পড়ল ওর: প্রয়োজনের সময়ে অস্ত্র সঙ্গে না থাকার চেয়ে অস্ত্র হাতে থাকা কিন্তু সেটা প্রয়োজন না পড়া অনেক ভালো!

সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে দেখল রানা। চোখে পড়ল, রেলিঙের ফাঁক দিয়ে ঝুলছে চকচকে ইতালিয়ান দামি চামড়ার শ্যু পরা একটা পা।

সিঁড়ির কাছে যেতেই রানা বুঝল, যার বলে মনে করেছে, ওই পা তারই। উড়ে গেছে ল্যারিয়োর চেহারা। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিল, এমনসময় নাক-মুখ ছিন্নভিন্ন করে বুলেট গিয়ে লেগেছে স্টেয়ারকেসে। ওখানে গোল একটা গর্ত।

বিকৃত চেহারার বীভৎস লাশ।

রানা ভাবল, কয়লার পিণ্ড লেগে মরল না পলিটিশিয়ান।

মাথা ভেদ করে প্রথম গুলি লেগেছে দেয়ালে। সাবধানে লাশ টপকে প্লাস্টারের গর্ত দেখল রানা।

ওটা .৩৮ ক্যালিবার বা .৩৫৭ ম্যাগনাম বুলেটের তৈরি। দেয়াল ড্রিল করে ঢুকেছে পাশের ঘরে।

আশপাশে বুলেটের খোসা নেই।

হয়তো কুড়িয়ে নিয়েছে খুনি।

তিনটে টার্গেট, প্রত্যেকের জন্যে দুটো করে গুলি।

সবমিলে ছয়টা।

আগ্নেয়াস্ত্রটা বোধহয় ছিল রিভলভার।

যত ধরনের অটোমেটিক পিস্তল ব্যবহার করেছে রানা, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তি ছিল .৩৫৭ সিগ কারট্রিজের। নাইন এমএম অটো রাউণ্ডের চেয়েও শক্তিশালী। মাথার পেছনে দেয়াল থাকলে অনায়াসেই সব ভেদ করে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ে .৩৫৭ বুলেট।

রিভলভারের .৩৫৭ ম্যাগনাম বুলেট অবশ্য অন্য জিনিস।

সৈনিকদের জন্যে নয়। উনিশ শ' চৌত্রিশ সালে তিন শ' মিটার দূর থেকে পূর্ণবয়স্ক এল্‌ক্ শিকার করতে তৈরি করেন এলমার কেইথ। ওই বুলেট প্রতি ইঞ্চিতে চাপ তৈরি করে চুয়াল্লিশ হাজার পাউণ্ড!

আস্ত একটা ইঞ্জিন ফুটো করে বেরিয়ে যেতে পারে গুলি।

দেয়ালের ওপাশে হয়তো নিরীহ লোক, দলের কেউ, জিম্মি বা কোনও বাচ্চা রয়ে গেছে, এটা মাথায় রেখেই ওই বুলেট ব্যবহার হয় না সেনাবাহিনীতে। একই কারণে রেসিডেনশিয়াল এরিয়ায় বা মুখোমুখি গোলাগুলির সময়ে ওটা ব্যবহার করে না পেশাদার খুনিরা। আরও বড় কারণ: লুকাবার উপায় নেই .৩৫৭ ম্যাগনাম রিভলভারের গর্জন। ভয়ঙ্কর ওই সুপারসনিক বিকট শব্দে অনায়াসেই চাপা পড়ে টেক-অফ করা জাম্বো জেট বিমানের আওয়াজ। দেড় মাইল দূর থেকেও পরিষ্কার শোনা যায় ম্যাগনামের বজ্রপাতের মত প্রচণ্ড নিনাদ।

এসব ভাবতে তিন সেকেণ্ড নিয়েছে রানা। বুঝে গেছে কোথায় অসঙ্গতি। অপেশাদারীভাবে তিনজনকে খুন করেছে পেশাদার খুনি। আরও কিছু বিষয় ঘুরছে ওর মগজে। তবে এখন সময় নেই ভাবার।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে দেখল হলওয়ের দু'দিকের ঘরগুলো। প্রথম ঘর ডাইনিং রুম। বিশাল টেবিল। একপাশে গ্র্যাণ্ড পিয়ানো। পরের ঘর কিচেন। তৃতীয় ঘর ছোট, ভেতরে সিকিউরিটি মনিটর, ইলেকট্রনিক ইকুইপমেণ্ট ও চারটে ডিভিডি রেকর্ডার। মেশিনগুলোর পেছন থেকে একগাদা তার গেছে সিসিটিভি সিস্টেম বক্সের মধ্যে। উধাও হয়েছে চার রেকর্ডার মেশিনের ডিস্ক। অন্ধ হয়েছে সিকিউরিটি সিস্টেম।

রবার্তো ল্যারিয়োর বাড়িতে আরও কিছুক্ষণ থাকত রানা, কিন্তু উপায় নেই। দূর থেকে আসছে পুলিশের সাইরেন।

দৌড়ে হলওয়েতে ফিরল রানা। ডানের দরজা দিয়ে ঢুকল লিভিংরুমে। পরবর্তী ঘর ক্লাসিকাল বাদ্যযন্ত্র রাখার। ওদিকের স্লাইডিং ডোর সরিয়ে পেছনের বাগানে নামল রানা। এল আকৃতির সুইমিংপুল পাশ কাটিয়ে চলে গেল ছাঁটা ঘাসে ভরা উঠানে। পৌঁছুল বাড়ির একপাশের উঁচু দেয়ালের সামনে। সময় নিল না প্রতিবেশীর বাগানে নামতে। বাচ্চাদের

সি-স', দোলনা ও টেনিস কোর্ট পেরিয়ে ঢুকল জংলা এলাকায়।

রাজনীতিকের বাড়ির গেটে পুলিশের গাড়ি পৌঁছুবার আগেই তিন বাড়ি দূরের আরেক রাস্তায় পা রাখল রানা।

সাতাশ

লণ্ডন, গ্রেট ব্রিটেন।

বিশাল পাথুরে অফিস দালানের টপ ফ্লোরে অপারেশন্স রুমে জড় হয়েছেন নয়জন মানুষ। বজায় রাখা হচ্ছে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা। ঘরে জানালা থাকলে দেখা যেত টেম্‌স্ নদী, ওয়েস্টমিন্‌স্টার সেতু, বিগ বেন ও হাউস অভ পার্লামেন্টের দেখার মত অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। অবশ্য জানালা না থাকলেও বিশাল টেবিলের একমাথায় রয়েছে প্রকাণ্ড এলএসডি স্ক্রিন, দেখাচ্ছে চারপাশ।

ওদিকে নজর নেই কারও। তাঁরা মিটিঙে বসেছেন অত্যন্ত জরুরি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে। দুনিয়ার কেউ জানবে না তাঁরা কী করছেন। পৃথিবীর যে-কোনও জায়গা দেখতে পাবেন যে-কোনও সময়ে। ইচ্ছে হলে গুনে নিতে পারবেন রাস্তা দিয়ে যাওয়া যে কারও চুল। এটা সম্ভব হয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী স্যাটেলাইটের কল্যাণে।

এই কনফারেন্স রুমের পাশে ছোট্ট ঘর থেকে সব নিয়ন্ত্রণ করছে ইউনিফর্ম্‌ড্ একদল টেকনিশিয়ান, মাথায় হেডসেট।

গত পনেরো দিন আগেও এখানে মিটিং করেছেন ব্রিটিশ ইণ্টেলিজেন্সের চিফ মার্ভিন লংফেলো। তবে আজ উপস্থিত

নেই তিনি। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হওয়ায় তিন মাসের ছুটিতে গেছেন। তাঁর জায়গায় টপ বস হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন জেমস গ্যারেট। হালকা-পাতলা শরীর। মাথার চুল ধূসর। তাঁর ডানের চেয়ারে পোড় খাওয়া ইন্টেলিজেন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জ্যাক পিয়ার্স। তাঁর ডানে রুথ পার্কার। চোখদুটো শীতল ইস্পাতের মতই কঠোর। তবে তিনিও মাথা নিচু করে নেন গ্যারেটের খর দৃষ্টির সামনে। প্রায় কেউ জানে না, দেশের সেরা মিলিটারি ক্যারিয়ার রেকর্ডের মালিক তিনি। মার্ভিন লংফেলো ছুটি নেয়ায় জরুরি কিছু পরিবর্তন এনেছেন এ সংগঠনে। সরিয়ে দিয়েছেন লংফেলোর বিশ্বস্ত ক'জন অপারেটরকে। বদলে দায়িত্ব নিয়েছে গ্যারেটের পছন্দের অফিসাররা। এসব নিয়ে কথা বলার কেউ নেই। কঠোরভাবে সব নিয়ন্ত্রণ করছেন তিনি।

অন্যান্যদের মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ কর্মকর্তা মাইক ফেরি। বয়স ঊনত্রিশ। অন্যদের তুলনায় কাঁচা ও অদক্ষ। হৃদয়ে আজও কাজ করে আবেগ ও বিবেচনাবোধ। আনমনে ভাবছে, বয়স হলে এঁদের মত রোবট হব?

একবার দেখল গ্যারেটকে। লোকটা শুকিয়ে যাওয়া কিসমিস বা মামির মত। পাশেই বিশাল বপু জ্যাক পিয়ার্স, কয়েক দশকে একটিবারও রোদ লাগেনি ত্বকে। এদের কাউকে স্বাভাবিক মানুষ মনে হচ্ছে না ফেরির। পারতপক্ষে কারও চোখে চোখ রাখছে না সে।

প্রথমবারের মত অপারেশন্স রুমে ডাকা হয়েছে তাকে। আর আসার একটু পর থেকেই দেখছে রুথ পার্কারের কঠোর চোখ। আড়াল থেকে শুনেছে, গ্যারেটের প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন মহিলা, টুকটাক কথাও পৌঁছে দেন বসের কানে।

স্ক্রিনে এরিয়াল ছবিটা রোমের প্রান্তে সাদা এক ভিলার। চারপাশে সুন্দর বাগান। ইমেজের সঙ্গে রয়েছে গ্রিড লাইন,

টেকনিকাল রিডআউট ও কো-অর্ডিনেট্‌স্‌। স্যাটেলাইট প্যান করছে বলে বদলে যাচ্ছে দৃশ্য।

দেখা দিল বাড়ির পেছন দিক। দেয়াল টপকে গেল একলোক। পাশের বাগান পার হয়ে ঢুকল ঝোপঝাড়ে। তাকে অনুসরণ করল স্যাটেলাইট। তিন বাড়ি পার হয়ে রাস্তায় উঠল লোকটা। আবার দেখা গেল প্রথম বাড়িটা। ওখানে ঢুকল কয়েকটা পুলিশের গাড়ি।

কনফারেন্স রুমে প্রত্যেকের সামনে ক্লাসিফায়েড ফাইলের কপি। এরই ভেতর অন্তত দু'বার পড়েছে সবাই। গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে চোখ রাখা হয়েছে রোমের ওই লোকের ওপর। এ ছাড়া, রয়েছে আর্ট গ্যালারি থেকে হাসপাতালে তার যাওয়ার ভিডিয়ো। বাদ পড়েনি কারাবিনিয়েরি হেড-কোয়ার্টার ও এয়ারপোর্টে তার ছবি। কেন যেন বিমানে না উঠে ইতালিতে রয়ে গেছে মাসুদ রানা।

'কী চায়?' তাকে হাঁটতে দেখছেন রুথ পার্কার, মুখে মৃদু হাসি। বড় করা হয়েছে স্যাটেলাইটের ছবি। এইমাত্র ঠোঁটে সিগারেট তুলল রানা।

'সর্বনাশ হবে অপারেশনের,' বললেন জ্যাক পিয়ার্স।

অধৈর্য ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন গ্যারেট। 'প্রশ্ন হচ্ছে, ওকে নিয়ে কী করব আমরা?'

ফেরির উল্টোদিকে বসে আছেন টমাস কেইন। চারকোনা কাঁধ। প্রথমবারের মত বলে উঠলেন, 'এসবে মাসুদ রানা জড়িয়ে যাওয়া মানেই বড় ঝুঁকির ভেতর পড়ছি। কপাল ভাল, পুলিশ ওখানে যাওয়ার আগেই বেরিয়ে গেছে, নইলে ঝামেলার শেষ থাকত না। পর পর দু'বার তাকে দেখা গেছে ঘটনাস্থলে। লোকটা যেন ছুঁড়ে দেয়া কামানের গোলা। এ ক্ষেত্রে চরম ক্ষতি এড়াতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।'

'আমি একমত,' বললেন ফেরির বামের মহিলা। ববকাট চুল। ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক। চকচক করছে উজ্জ্বল

আলোয়। জ্যাকেটে নেইম ট্যাগ-এ লেখা: জেমিনা লিস্টার।

টেবিলের চারপাশ থেকে এল সম্মতিসূচক মৃদু সমর্থন।

নিজের ফাইলে চোখ বোলাল মাইক ফেরি। শুকিয়ে গেছে জিভ। নয় সদস্যের সামনে মিনারেল ওঅটারের বোতল ও গ্লাস। কিন্তু শুনেছে সে, মিটিঙে জেমস গ্যারেট পানি না নেয়া পর্যন্ত বোতল বা গ্লাসের দিকে হাত বাড়ান না কেউ। ওটার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়া হয়, কে আসলে বস।

'সেক্ষেত্রে দৃশ্যপট থেকে তাকে সরিয়ে দেয়াই ভাল,' মন্তব্য করলেন কেইন। চোখ বুলিয়ে নিলেন সবার ওপর। 'এমনিতেই বড় ধরনের ঝামেলায় আছি আমরা।'

স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে টেবিল ঘেঁষে বসলেন রুথ পার্কার। সামনের ফাইলে ঠুকলেন টকটকে লাল নেইল পলিশ মাখা আঙুলের ডগা। 'আমরা কি একমত, সরিয়ে দেব তাকে? মাথায় রাখতে হবে, সহজ টার্গেট নয়। তাকে বিদায় করতে গিয়ে আরও বাজে ঝামেলায় জড়িয়ে যেতে পারি।'

'যা করার গোপনে এবং দ্রুত সারতে হবে,' বললেন কেইন। 'কাজটা কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। আমরা বারবার প্রমাণ করেছি, অসম্ভব বলে কিছুই নেই এই ডিপার্টমেণ্টের কাছে।'

'চাই সেরা এজেন্ট,' বললেন জেমিনা লিস্টার, 'সেজন্যে তৈরি উপযুক্তদের লিস্ট। টেক্সট্ মেসেজ দিলেই ডিলিট করা হবে সমস্যা।'

মিটিঙে এসে গলা ভীষণ শুকিয়ে গেছে মাইক ফেরির। যখন এ ডিপার্টমেণ্টে যোগ দিতে চাইল, ভেবেছিল আলাপের মাধ্যমে সমাধান করা হয় সব। সমস্যা ডিলিট করা সহজ কাজ। কিন্তু এখন তেমন মনে হচ্ছে না তার। এখানে আলাপ হচ্ছে, একজন মানুষকে প্রাণে বাঁচতে দেয়া হবে কি না!

নিজের বাবার কথা মনে পড়ল ফেরির। ঢোক গিলল আবারও। ওকে মেরে ফেললে কেমন লাগত মানুষটার?

‘আপনারা পড়েছেন মাসুদ রানার ফাইল?’ সন্দেহ নিয়ে কেইন ও জেমিনা লিস্টারের দিকে চাইলেন রুথ পার্কার।

ফ্যাকাসে হলো কেইনের গাল। ‘জানি সে দক্ষ। তবে একই ট্রেনিং নিয়েছে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের এজেন্টরা। আমাদের সেরাকে পাঠালে সময় লাগবে না তাকে সরিয়ে দিতে। মনে করি না এ কাজে দেরি করা উচিত। এ ছাড়া কোনও উপায়ও নেই।’

থুতনি বুকের কাছে নিয়ে সব শুনেছেন জেমস গ্যারেট। বিরক্তিসূচক আওয়াজ তুললেন জিভ দিয়ে। সবার মাথা ঘুরে গেল তাঁর দিকে। পেয়ে গেছেন সম্পূর্ণ মনোযোগ। ‘একদম মনের কথা বলেছেন কেইন।’ হাড়সর্বস্ব আঙুলে ধরলেন পানির বোতল। সময় নিয়ে গ্লাসে ঢাললেন পানি। ধীরে ধীরে চুমুক দিলেন গ্লাসে।

এ সুযোগে নিজের গ্লাসে পানি ঢালল মাইক ফেরি। এক ঢোকে শেষ করল পানি।

বিরক্ত হয়ে তাকে দেখলেন জ্যাক পিয়ার্স।

নতুন করে মুখ খুললেন গ্যারেট। প্রতিটা কথা মাপা। ‘আমরা এ অপারেশনে এখন পর্যন্ত মাসুদ রানাকে ধরে নিতে পারি বড় ধরনের দায় হিসেবে। আপনাদের সঙ্গে আমিও একমত। তবে অন্য সম্ভাবনার কথা ভাবেননি আপনারা।’

গ্যারেটের দিকে চেয়ে আছেন প্রায় সবাই। মাইক ফেরি চেয়ে রইল হাতঘড়ির চামড়ার ফিতার দিকে।

‘হঠাৎ ল্যারিয়োর বাড়িতে বিসিআই এজেন্ট মাসুদ রানা প্রবেশ করেছে বলে বাড়তি সুবিধা পাব,’ বললেন গ্যারেট। ‘এ ক্ষেত্রে তাকে ডিলিট করা ঠিক বলে মনে করি না। গোপনে শেষ করতে হবে কাজ, এমনও নয়। জীবিত অবস্থায় তাকে তুলে দেব ইতালিয়ান কর্তৃপক্ষের হাতে। কোটি কোটি মানুষ জানবে কত বড় নরপশু বাংলাদেশি ওই ত্যাঁদড় গুপ্তচর।’

'স্যর, বুঝতে পারিনি আপনার কথা,' ভুরু কুঁচকে বসকে দেখলেন জেমিনা লিস্টার। 'একে তো আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্টের একজন অকৃত্রিম বন্ধু বলেই জানতাম। আমাদের চিফ মিস্টার মারভিন লংফেলো...'

'হ্যাঁ, মিস্টার লংফেলোর সঙ্গে খাতির ছিল লোকটার। তিনি ওকে এমনই মাথায় তুলেছিলেন যে, আমাদেরকে আর মানুষ বলে গণ্য করত না লোকটা। এই সুযোগে আমরা আমাদের পুষে রাখা ক্ষোভ মিটিয়ে নেব। সেই সঙ্গে ওর পাওনা শোধ করে দেব কড়ায়-গণ্ডায়। বোঝা গেছে?'

'ইয়েস, স্যর। কিন্তু কীভাবে...'

জেমিনা লিস্টারের কণ্ঠে দ্বিধা দেখে শুকনো হাসলেন গ্যারেট। চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলেন, 'তা হলে শুনুন আমার দাদার একটা গল্প। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ আর্মির কর্নেল। ঊনিশ শ' পনেরো সালে ছিলেন ইণ্ডিয়ায় পেশাদার ট্র্যাকার ও রাইফেলম্যান। কয়েকটা এলাকার দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। স্থানীয়দের ওপর নরখাদক বাঘের হামলা হলে তাঁকে যেতে হতো সে এলাকায়। তখন বাঘ মারার চমৎকার একটা কৌশল আবিষ্কার করেন তিনি।'

আগ্রহ নিয়ে তাঁকে দেখছেন অন্যরা।

'সহজ কৌশল,' বললেন গ্যারেট, 'ওটা জানলে সহজেই বুঝবেন কীভাবে কাজ করব।'

পরের কয়েক মুহূর্তে অন্যরা বুঝল চরম নিষ্ঠুর লোকটার বক্তব্য।

আরও শুকিয়ে গেছে ফেরির গলা। অপারেশন্স রুমের তাপমাত্রা উষ্ণ হলেও শীত লাগছে তার। টেবিলের দিকে চেয়ে রইল যুবক। টের পাচ্ছে, ওর চেহারায় কী অনুভূতির ছাপ পড়ছে, তা বোঝার জন্যে চেয়ে আছে জ্যাক পিয়ার্স।

'...আর এভাবেই বেঁধে রাখা মানুষটাকে মনের আনন্দে খেতে খেতেই পরপারে চলে যেত নরখাদক বাঘ,' কথা শেষে

সবার ওপর চোখ বোলাল গ্যারেট। 'বুঝতে পেরেছেন? খুব যৌক্তিক আচরণ।'

তর্কে গেল না কেউ।

'কারও আপত্তি নেই তো?' হাসল গ্যারেট। 'আশা করি পরবর্তী বারো ঘণ্টায় ইতালিয়ান পুলিশের হাতে গ্রেফতার হবে মাসুদ রানা।'

'ভাবছেন তাকে ধরতে পারবে?' জানতে চাইল টমাস কেইন।

'সম্ভাবনা কম। তাই কাজটা শেষ করতে উপযুক্ত কাউকে পাঠাব আমরা।'

'এ ডিপার্টমেন্ট থেকে?' জানতে চাইল জ্যাক পিয়ার্স।

মাথা নাড়ল গ্যারেট। 'না, ধার নেব। তাকে হতে হবে অন্তত মাসুদ রানার সমকক্ষ।'

'রানাকে মুঠোয় পুরতে হলে...' বসের দিকে তাকাল রুথ পার্কার।

'কার কথা ভাবছেন?' জিজ্ঞেস করল পিয়ার্স।

ম্যানচেস্টার, গ্রেট ব্রিটেন।

রাত এগারোটা বেজে পঁচিশ মিনিট।

বৃষ্টি ভেজা পরিবেশে বিশ গজ দূরেও দেখা কঠিন, অথচ এম সিক্স ম্যানচেস্টার রিং রোড ধরে ঘণ্টায় এক শ' মাইলেরও বেশি বেগে ছুটে চলেছে এক ভক্সল ভি সিক্স ভেক্ট্রা গাড়ি। যে যার চিন্তায় ডুবে আছে তিন যাত্রী। প্রত্যেকে হাইলি ট্রেইণ্ড ও সতর্ক। যে যার দায়িত্ব পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

তারা অপেক্ষা করেছে গত দেড় মাস। আর আজ বাগে পাবে ওদের কাঙ্ক্ষিত শিকারকে।

বরাবরের মতই ফ্যাকাসে জিন্স প্যান্ট ও শার্ট পরে গাড়ির পেছনের সিটে বসে আছে ক্যাপ্টেন জন হাওয়ার্ড। হাঁটুর ওপরে পুলিশ-ইশ্যু হেকলার অ্যাণ্ড কক এমপি-ফাইভকে।

পঞ্চমবারের মত পরীক্ষা করল অস্ত্রটা।

সামনে প্যাসেঞ্জার সিটে রেডিয়োর ফ্রিকোয়েন্সি দেখছে সার্জেন্ট ভিন্স পোলক। দরকারে যোগাযোগ করবে হেডকোয়ার্টার ও পাইলটের সঙ্গে। দূর আকাশে দেখা যাচ্ছে জোরালো বৃষ্টির ভেতর দপদপ করে জ্বলছে এসওসিএ হেলিকপ্টারের বাতি।

গাড়ির তৃতীয় আরোহী ও ড্রাইভার প্রায়-সুন্দরী এক যুবতী, নাম নোরা গোল্ডফিল্ড। বয়স ছাব্বিশ। তরুণী চিতার মত হালকা শরীর। অলসভঙ্গিতে ধরেছে স্টিয়ারিং হুইল। প্রায় ট্রাফিকহীন সড়কে সাঁই-সাঁই করে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে একটা-দুটো গাড়ি। মাথার দীর্ঘ কালো চুল গুঁজেছে বেসবল ক্যাপের ভেতর। ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড ও সার্জেন্ট পোলক ভাল করেই জানে, অপারেশনের সময় কেমন কঠোর হয়ে ওঠে মেজরের কুচকুচে কালো চোখের মণি। চোয়াল থাকে দৃঢ়বদ্ধ। আকাশ থেকে ঝাঁপ দেয়া শিকারী বাজের মত দেখায় যুবতীকে। সাবলীল, স্বচ্ছন্দ।

অ্যাক্সেলারেটর আরও দাবিয়ে দেয়ায় স্পিডোমিটারের কাঁটা উঠল এক শ' দশ মাইল দাগে। গাড়ির নিচে গর্জন ছাড়ছে শক্তিশালী ইঞ্জিন। মাত্র দু'শ' গজ দূরে মেজরের শিকার। পাঁচ মাইল আগে থেকে টিডিভি এইট রেঞ্জার রোভার গাড়ির পিছু নিয়েছে সে। টের পেয়েই সর্বোচ্চ গতি তুলে পালিয়ে যেতে চাইছে সামনের লোকটা।

দূরে কয়েকটা ধীরগতি গাড়ি দেখে আত্মা কেঁপে গেছে তার। গতি কমাবার উপায় নেই দেখে টিপে ধরেছে হর্ন।

ঘাবড়ে গেছে ওই লোক, টের পেল নোরা গোল্ডফিল্ড। মৃদু হাসি ফুটল ঠোঁটে। হাতে সময়ের অভাব নেই। আজ আর পালাতে পারবে না ওই লোক। সামনে রয়েছে কোন্ ড্রাগস্ গ্যাঙের চিফ? আনমনে ভাবল নোরা।

উল্ফ্ হিগিন্স?

রন রলিন্স?
নাকি টিম ম্যাকার্থি?
তিনজনের যে-ই হোক, নার্ভাস চোখে দেখছে পেছনের গাড়ি ও আকাশের হেলিকপ্টার। মেঝেতে চেপে ধরেছে অ্যাক্সেলারেটর। বুকে ভয়, কারণ ব্রিটিশ ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিগুলোর মধ্যে সেরা সংগঠন অর্গানাইযড় ক্রাইম এজেন্সির অপারেটরদের হাত থেকে রক্ষা নেই তার।
বিপজ্জনক জুয়া খেলছে, জানে নোরা। যদি দেখা যায়, ওই গাড়িতে ড্রাগসের চালান নেই, সেক্ষেত্রে অপদস্থ হবে নিজেই। কিন্তু এমন ঝুঁকি নেয়ার মানসিকতা আছে বলেই সামরিক বাহিনী থেকে ওকে পাঠানো হয়েছে অর্গানাইযড় ক্রাইম এজেন্সিতে কাজ করার জন্যে।
'শেষ হোক খেলা,' বলেই সাইরেন চালু করল নোরা। সামনের গাড়ির লোকটা এবার ভালভাবেই বুঝবে, পেছনে লেগেছে কারা।
অ্যাক্সেলারেটর দাবিয়ে দিয়েই ঘণ্টায় এক শ' বিশ মাইল বেগে রেঞ্জ রোভারের দিকে ছুটল এসইউভি। এতে হতে পারে বড় ধরনের বিপদ। সামনে তিন লেন জুড়ে থেমেছে অন্তত বিশটা গাড়ি। টানা হর্ন বাজাচ্ছে রেঞ্জ রোভারের ড্রাইভার। পাশ থেকে এক ফোর্ড ফোকাসের পেছনে গুঁতো মেরে ওটাকে রাস্তা থেকে নিচে ফেলল জিপ। লোকটা টিপে ধরেছে হর্ন। পঞ্চাশ মাইল বেগের এক স্টেশন ওয়াগনকে ঠেলল ক্র্যাশ ব্যারিয়ারের ওপর। কয়েক পল্টি খেয়ে নিচের মাঠে গিয়ে থামল নিসান মাইক্রো।
মাইন বিস্ফোরিত হওয়ায় যেন নানাদিকে ছিটকে গেল কয়েকটা গাড়ি। আবেগহীন চেহারায় সেগুলোর মাঝ দিয়ে প্রচণ্ড গতি তুলে দুর্ঘটনাস্থল পেরোল নোরা।
কাছে চলে এসেছে হেলিকপ্টার।
গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে এল রোটরের ধর্-ধর্

আওয়াজ। দলের আকাশচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে সার্জেন্ট ভিন্স পোলক।

একের পর এক গাড়িকে গুঁতো মেরে পথ করে নিচ্ছে রেঞ্জ রোভার। ভারী বৃষ্টির ফোঁটার মাঝে আবছা দেখা গেল ওটার পেছনের লালবাতি। এক শ' বিশ মাইল বেগে পিছু নিয়েছে নোরা। সামনেই খিলান করা স্টকপোর্ট ভিয়াডাক্ট। পরক্ষণে সিগনাল পড়তেই টার্ন অফ হলো এ-৫৬০ স্টকপোর্ট। একেবারে শেষসময়ে ব্রেক কষে পিছলে স্লিপরোড থেকে নেমে নিয়ন্ত্রণ হারাতে গিয়েও সামলে নিল রেঞ্জ রোভারের ড্রাইভার।

গতি না কমিয়েই রেঞ্জ রোভারকে ধাওয়া করল নোরা। তা ছাড়া, মস্ত বড় ভুল করেছে ওর টার্গেট।

'লোকটা বদ্ধ উন্মাদ,' পেছনের সিট থেকে মন্তব্য করল ক্যাপ্টেন জন হাওয়ার্ড।

রেডিয়োতে নতুন কোঅর্ডিনেট্‌স্ জানাল সার্জেন্ট ভিন্স পোলক। একে একে পেছনে পড়ছে জ্বলজ্বলে সাইন: রিডিউস স্পিড নাউ।

এখনও ঘণ্টায় এক শ' মাইল বেগে চলেছে রেঞ্জ রোভার। গতি না কমিয়ে পেরোতে গেল সিগনাল পড়া এক ইণ্টারসেকশন। সামনেই ঘাসজমি ভরা রাউণ্ডঅ্যাবাউট। লালবাতি পাল্টে যাবে, সেজন্যে ওখানে অপেক্ষা করছে অন্তত এক ডজন গাড়ি। শেষেরটা নীল বিএমডাব্লিউ রোডস্টার। সরাসরি ওটা সামনে দেখে ব্রেক প্যাডেলে দাঁড়িয়ে গেল রেঞ্জ রোভারের ড্রাইভার। লাভ হলো না তাতে, ভারী জিপের ধাক্কায় মুড়ির টিনের মত তুবড়ে গেল দামি বিএমডাব্লিউ।

মাথার ওপরে হেলিকপ্টারের গর্জন শুনছে মেজর নোরা গোল্ডফিল্ড। সামনেই বিস্ফোরিত হয়ে চারদিকে ছিটিয়ে পড়েছে ভাঙা কাঁচ। ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রেঞ্জ রোভার। তবুও লালবাতি অগ্রাহ্য করে কয়েকটা গাড়ি সরিয়ে

এগোল ওটা। ঢুকে পড়েছে ইণ্টারসেকশনে। ওদিক থেকে এল কিছু গাড়ি। ভয় পেয়ে গেছে ড্রাইভাররা। চলন্ত চাকা থেমে যাওয়ায় কর্কশ আওয়াজ চারপাশে। ভুস্ করে ভেসে উঠছে রাবার পোড়া ধোঁয়া। সেইসঙ্গে নানান ধরনের হর্ন।

'হালকা গাড়ি উড়িয়ে এগোবে,' জানাল ক্যাপ্টেন জন হাওয়ার্ড।

কয়েকটা গাড়িকে ঢুস মেরে ইণ্টারসেকশন প্রায় পেরিয়ে গেল রেঞ্জ রোভার। কিন্তু তখনই সামনে থেকে এল মস্তবড় এক টেস্কো লরি। হয় ভীষণ ভয় পেয়েছে ড্রাইভার, নইলে মানুষ হিসেবে সে আস্ত গণ্ডার। তার ভারী ট্রাক চল্লিশ মাইল বেগে টিনের কৌটার মত উড়িয়ে দিল রেঞ্জ রোভারকে। ডিগবাজি দিয়ে ডিভাইডার ডিঙিয়ে গাড়িটা গিয়ে পড়ল রাস্তার পাশের ধুলোর ভেতর।

মাথার ওপর থেমেছে হেলিকপ্টার। রোটরের তুমুল হাওয়ায় শুয়ে পড়েছে আশপাশের ঝোপঝাড়। সার্জেণ্ট ভিন্স পোলকের রেডিয়োতে আবছাভাবে শোনা গেল চিৎকার। দূর থেকে এল সাইরেনের আর্তনাদ।

ভাঙা কাঁচ ও বিধ্বস্ত গাড়ি এড়িয়ে রেঞ্জ রোভারের সামনে থামল অর্গানাইয্ড্ ক্রাইম এজেন্সির অপারেটরদের গাড়ি। দরজা খুলে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল মেজর নোরা গোল্ডফিল্ড। হাতে উঠে এসেছে পিস্তল।

ওদিকে লরি থেকে নেমেছে ড্রাইভার। গাল ও কপাল কেটে দরদর করে রক্ত পড়ছে। একবার রেঞ্জ রোভার আবার নেমে আসা হেলিকপ্টার দেখছে সে। দিনের মত চারপাশ আলোকিত করেছে স্পটলাইট। ট্যাঁ-ট্যাঁ আওয়াজে এক নাগাড়ে বাজছে একটা গাড়ির হর্ন। বেশিরভাগ গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে সবাই। চোখে-মুখে যুগপৎ ভয় ও কৌতূহল।

চিত হয়ে পড়ে থাকা রেঞ্জ রোভারের ভেতর নড়ছে না কেউ। পিস্তল হাতে সাবধানে এগোল নোরা গোল্ডফিল্ড।

গাড়ি থেকে নেমে একপাশ থেকে এমপি-ফাইভকে দিয়ে ওকে কাভার দিল ক্যাপ্টেন জন হাওয়ার্ড।

ঝমঝম বৃষ্টির ভেতর দূর থেকে ছুটে আসছে পুলিশের গাড়ির একরাশ ঝলমলে আলো। রেঞ্জ রোভারের দিকে কয়েক পা সামনে বাড়ল নোরা ও হাওয়ার্ড। সামান্য খুলে গেছে বিধ্বস্ত গাড়ির ড্রাইভিং দরজা। দু'সেকেণ্ড পর খুলে গেল আরও। দেখা গেল একটা হাত। লোকটা মাথা সোজা করতেই তাকে চিনল নোরা।

উল্ফ্ হিগিন্স।

তার সাদা-কালো ছবি দেখেছে নোরা। দুর্ধর্ষ ড্রাগ ব্যারন। তিন মাস হলো আবারও আস্তানা গেড়েছে গ্রেট ব্রিটেনে। আপাতত অসহায়। সিটবেল্ট খুলে হামাগুড়ি দিয়ে পড়ল কাদাভরা ঘাসের ভেতর।

একপাশ থেকে তার মাথায় পিস্তলের নল তাক করল নোরা। প্রচণ্ড এক সবুট লাথি দিল ড্রাগ লর্ডের পাঁজরে। চিত করে লোকটার শোল্ডার হোলস্টার থেকে নিল নিকেল প্লেটেড .৪৫ ক্যালিবারের অটোমেটিক পিস্তল।

ওদিকে ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ডের হাতের ফ্ল্যাশলাইটের আলো পড়ল গাড়ির পেছন সিটে। ওখানে স্বচ্ছ প্লাস্টিকে মোড়া কয়েক বাণ্ডিল সাদা পাউডার ও প্যাকেট করা অসংখ্য লালচে ইয়াবা বড়ি।

মুখ তুলে মেজর গোল্ডফিল্ডের চোখে তাকাল উল্ফ্ হিগিন্স। মেয়েটার দৃষ্টিতে নেই সামান্যতম দয়া। লাথিতে ভাঙা পাঁজরের ব্যথায় মুখ কুঁচকে ফেলেছে ড্রাগ লর্ড। বুঝে গেছে, আগামী কয়েক দশকেও বেরোতে পারবে না জেলখানা থেকে। বৃষ্টির ভেতর চুপ করে পড়ে থাকল সে।

দুর্ঘটনাস্থলে থেমেছে অন্তত দশটা পুলিশের গাড়ি। নেমে পড়েছে একদল পুলিশ অফিসার।

'হিগিন্স, তোমাকে গ্রেফতার করা হলো,' বলবে নোরা,

এমনসময় খড়-খড় করে উঠল রেডিয়ো। কল রিসিভ করে বর্তমান পরিস্থিতি জানাল ও।

সব শুনে ওদিক থেকে বলা হলো, 'বেস টু চিতা ওয়ান, উলফ হিগিন্সকে গ্রেফতারের পর তাকে অন্যদের হাতে তুলে দিয়ে হেলিকপ্টারে করে চলে আসুন বেস-এ।'

চাকরি দেশের জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়ে, তাই বিরক্তি নেই নোরার মনে। মৃদু হেসে বলল, 'পৌঁছুব আধঘণ্টা পর।' বেল্টে রেডিয়ো ঝুলিয়ে হিগিন্সের দু'হাতে আটকে দিল হ্যাণ্ডকাফ। 'হাওয়ার্ড, একে তুলে দেবেন কর্তৃপক্ষের হাতে।'

গত ক'মাস নোরা গোল্ডফিল্ডের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করেছে ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড ও সার্জেন্ট পোলক। মন খারাপ করে বসের দিকে চেয়ে রইল ওরা।

ওদের উদ্দেশে হাত নেড়ে হেলিকপ্টারের দিকে চলল মেজর গোল্ডফিল্ড। ভাল করেই জানে, ওকে দেয়া হবে আরও কঠিন ও জটিল কেস।

আটাশ

কেউ খুন হলে সাধারণ মানুষ দুটো কাজের যে কোনও একটা করে। এক, দেরি না করে পুলিশে খবর দেয়। দুই, কাউকে কিচ্ছু না বলে উধাও হয়ে যায় ওই জায়গা ছেড়ে। যেচে পড়ে বিপদে পড়বে কে? ঘটনাস্থলে রানা রয়ে গেলে ওকেও যেতে হতো কারাবিনিয়েরি হেড-কোয়ার্টারে। সারারাত ধরে চলত জেরা। পুলিশ অফিসাররা ধরেই নিত খুনটা ও করেছে, তারপর .৩৫৭ ম্যাগনাম রিভলভার ফেলে দিয়েছে কোথাও।

কাজেই দ্বিধা না করে দ্বিতীয় কাজটি করেছে রানা। ওই এলাকা ছেড়ে প্রথম সুযোগে ট্যাক্সি ক্যাবে চেপে গিয়ে উঠেছে নতুন এক হোটেলে।

রাত দশটা বাজলেও মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যা নেমেছে রোম শহরে।

প্রায় নির্জন হোটেলের নিচতলায় বার-এ চুপ করে বসে আছে রানা। চারপাশে ছাত থেকে ঝুলন্ত প্ল্যাকার্ডে লেখা: নো স্মোকিং। তবে সবাই অবজ্ঞা করছে ওই নোটিশ।

রানা নিজেও অন্যদের মত জ্বেলে নিল সিগারেট। মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছে ঠিক কী হয়েছে ল্যারিয়োর বাড়িতে।

আর্ট গ্যালারি লুঠের সঙ্গে জড়িত পলিটিশিয়ানের ওই গরিলা গার্ড। ল্যারিয়ো নিজেও জানত এ বিষয়ে। হয়তো দ্বিতীয় গার্ডও ছিল ডাকাতিতে। ঘটনা যা-ই হোক, খুন হয়েছে তারা তিনজন। সব দেশেই রাজনীতিকরা থাকে ফুড চেইনের সবচেয়ে ওপরের ধাপে। বহু মানুষের সর্বনাশ করে নিজেরা থাকে আইনের আওতার বাইরে। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী কারও সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ল্যারিয়োর। ওই লোক প্লেবয়ের চেয়েও বিপজ্জনক ও দাপুটে।

গত চব্বিশ ঘণ্টা বারবার রানার মনে ঘুরে ঘুরে এসেছে একটা কথা। আর্ট গ্যালারির ডাকাতি ছিল দুই দেশের ডাকাতের যৌথ অপারেশন। হয়তো আগেও এ ধরনের কুকীর্তি করেছে তারা। একদলের নেতা রাশান, অন্যদলের নেতা ইতালিয়ান। দু'জন মিলে অর্গানাইয করেছে রিক্রুটমেণ্ট, ট্র্যান্সপোর্ট ও লজিস্টিক্স্।

হয়তো ইতালিয়ান দলের নেতা রবার্তো ল্যারিয়ো।

মতামতের বিরোধ হওয়ায় তাকে খুন করেছে রাশান দলনেতা।

কিন্তু তা হলে কে সেই লোক?

লুটের মাল নিয়ে বিরোধে খুন হয়েছে ল্যারিয়ো?

অথবা, পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ায় চরম শাস্তি পেয়েছে সে?

কেন খুন হলো, তা এখন মূল বিষয় নয়। বড় কথা, কে বসে আছে সবার ওপরে!

ইউরি বোরকভের কথা ভাবল রানা। অত্যন্ত হিংস্র ও বর্বর লোক ছিল। সাইকোপ্যাথ। আর তাই অপরাধী দলের নেতা হওয়ার সাধ্য ছিল না তার। তবুও তাকে দেয়া হয় দায়িত্ব।

কে দিল ওই দায়িত্ব?

এমন কেউ, যে নির্বাচিত করেছে ইউরিকে।

সে অবশ্যই উঁচু পর্যায়ের কেউ।

ইউরির কোনও আত্মীয়?

বড় ভাই?

রাশান দলের নেতার ছেলে ইউরি?

তৃতীয় আউন্স শেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছুল রানা, ডাকাতির পেছনে আছে রাশান অপরাধী দলনেতা। আর্ট গ্যালারি ডাকাতি করতে গিয়ে ইউরিকে আগলে রেখেছিল সশস্ত্র একদল লোক। এ ধরনের অপকর্মে অভ্যস্ত রাশান মাফিয়া ডনরা। প্রয়োজনে বিনা দ্বিধায় খুন করে নিরীহ মানুষ।

ইউরি বোরকভের নামটা ভাল করেই মনে আছে রানার। স্থির করল, প্রথম সুযোগে ইণ্টারনেট ক্যাফেতে গিয়ে সার্চ করবে বোরকভ নামটা। মনে পড়ল অ্যালেসিয়া ও ইউগোর কথা। চোখের সামনে ভেসে উঠল হাসপাতালে ট্যাডিয়ো আদ্রিয়ানোর করুণ, অসুস্থ চেহারা। আনমনে ভাবল রানা, এতজন মানুষ খুন হলো, কে করবে এর বিচার?

রাত বারোটায় বন্ধ হলো বার।

দোতলায় নিজের ছোট্ট রুমে ফিরল রানা। পেছনে বন্ধ করল দরজা। জ্বালল না বাতি। বাইরে হোটেলের নিয়ন রঙিন বাতি থেকে আসছে মৃদু আলো। আর্মচেয়ারের পাশে থেমে

তুলে নিল লেদারের জ্যাকেট। ল্যারিয়োর বাড়িতে পাওয়া .৪৫ রুগার অটোমেটিকের জন্যে ভারী লাগছে ওটা। অন্য পকেটে রুমের কার্ড কি রাখল রানা। গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। জানালা দিয়ে এল গাড়িঘোড়ার চাপা গর্জন।

চোখ বুজে ভাবছে রানা, খুনিদের বিচার হওয়া দরকার।

ঊনত্রিশ

জর্জিয়ার টিলাময় এলাকা।

গভীর রাত।

হঠাৎ নৈঃশব্দ্য চিরে হাহাকার শোনা গেল নিঃসঙ্গ এক নেকড়ের। ওই হুতাশ ভরা আর্তনাদ শুনলে গলা শুকিয়ে যায়। বেডরুমের ব্যালকনিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মাফিয়া ডন ক্যালযি বোরকভ। নেকড়ের ডাক থেমে যেতে ধীর পায়ে ঢুকল নীরব ঘরে। নতুন করে গ্লাসে ভরে নিল বরফ-ঠাণ্ডা ভোদকা।

পুরনো বন্ধু খুন হয়েছে শোনার পর থেকে কারও সঙ্গে একটা কথাও বলেনি বোরকভ।

প্রথমে গেল স্ত্রী। এরপর ইউরি। এখন ল্যারিয়ো। চারপাশে যেন শুরু হয়েছে মৃতদের মিছিল। ভবিষ্যতে মরবে আরও অনেকে। এভাবেই বিদায় নেবে সবাই। ও-ও।

স্টাডিরুমে ঢুকে প্রিয় ডিসপ্লে ক্যাবিনেটের ডালা খুলল বোরকভ। সাবধানে নিল পুরনো চেরি-উডের মসৃণ এক বাক্স। রাখল ডেস্কের ওপর। ঢাকনি খুলতেই দেখল, লাল ভেলভেট লাইনিঙে বসে আছে দুটো অ্যান্টিক ডুয়েলিং

পিস্তল। তৈরি করেছে ইতালির সেরা কারিগর। তবে আজ নেই সে আমল। নিজের সম্মান রক্ষা করতে জীবনের ঝুঁকি নেয় না কেউ। আনমনে পিস্তলদুটোর নল স্পর্শ করল ডন। মন হারিয়ে গেছে আজ থেকে আড়াই যুগ আগে।

সময়টা উনিশ শ' ছিয়াশি সাল।

বোরকভ ভাবছিল রাজনৈতিক ক্যারিয়ার গড়বে কি না, তখনই পরিচয় হলো আটাশ বছর বয়সী রবার্তো ল্যারিয়োর সঙ্গে। সে বছরই দুর্দান্ত উপহার দিল ওকে ইতালিয়ান রাজনীতিক বন্ধু।

খুব খুশি হয়েছিল শখের ইতিহাসবিদ ক্যালযি।

এ ধরনের পিস্তল পেলে খুশি হবে না কে?

তার ওপর ল্যারিয়ো জানাল, কেন এই দুই পিস্তল বেছে নিয়েছে সে। ক্যালযি যেহেতু ইমপেরিয়াল রাশার অ্যান্টিক সংগ্রহ করে, তাই ইতালিয়ান বন্ধুর মনে হয়েছে, রাশান ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন উপহার দেয়াই ভাল।

এই পিস্তলদুটোর মালিক ছিলেন ইতালিয়ান কাউন্ট টাকিটাস দে কণ্টি। ঐতিহাসিক কোনও ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন তিনি। তবে গুজব আছে, ডুয়েল নিষিদ্ধ হলেও ওই দুই পিস্তলের একটা নিয়ে লড়েছিলেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে।

ওটা ছিল ইউরোপের ইতিহাসে শেষ ডুয়েল।

অন্য কারণে পিস্তলদুটোর মূল্য অনেক বেশি ক্যালযির কাছে। দেশত্যাগী এক রাশান প্রিন্সের বিরুদ্ধে লড়াই করেন কাউন্ট। ওই লড়াইয়ে জখম হয়ে মারা যান প্রিন্স। আইনী ঝামেলা হওয়ার আগেই সব গোপন করে কাউন্টের এজেন্ট। কোনও অভিযোগ তোলা হয়নি কারও বিপক্ষে। উপায়ও ছিল না কিছু প্রমাণ করার। হাতে গোনা ক'জন ইতিহাসবিদ ও অ্যান্টিকিউরিয়ান জানতেন, কোন্ অভিজাত মহিলার জন্যে মরণপণ লড়াই করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে জেনেই রাশান বন্ধুর জন্যে অ্যান্টিক পিস্তলদুটো সংগ্রহ করে ল্যারিয়ো।

ভিনদেশি বন্ধু ওগুলো দেয়ায় কৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে ক্যালযি বোরকভ। কিন্তু ল্যারিয়ো যখন জানাল, রাশার কোন্ প্রিন্সের সঙ্গে ডুয়েল করেন কাউন্ট, একদম হতবাক হয়েছিল মাফিয়া ডন। ওটা ছিল তার কাছে কাকতালীয়। জীবনে প্রথমবারের মত বোরকভ মেনে নিয়েছিল, ভাগ্যের খেলা বলে সত্যিই কিছু আছে।

ওই রাশান প্রিন্স ছিলেন পিতর অ্যালেকসিভ লরোস্কি। জন্মেছিলেন ইমপেরিয়াল রাশার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী অভিজাত পরিবারে। রোমানভ আমলে সম্রাটের পরিবারকে বাদ দিলে তাঁরাই ছিলেন সেরা ধনী পরিবার। উনিশ শ' সতেরো সালে যার নিকোলাস দ্বিতীয়কে বন্দি করা হলে ভিনদেশে পালিয়ে যান পিতর অ্যালেকসিভ লরোস্কি। এরপর ইতিহাসবিদরা বহু খুঁজেও জানতে পারেননি, কোথায় গেল প্রিন্সের অমূল্য অ্যান্টিক বা ধনদৌলত, বা কোথায় মারা গেছেন তিনি।

ধনী ক'জন নিবেদিত অ্যান্টিকুইটি সংগ্রাহকদের একজন ক্যালযি বোরকভ। ভাল করেই জানে প্রিন্সের সম্পদের ভেতর ছিল ডার্ক মেডিউসা। প্রাপ্ত বয়সে হুড়মুড় করে টাকা হাতে আসার পর থেকেই ওটাকে খুঁজছে সে। নামকরা অন্যান্য সংগ্রাহকদের মতই জানে, কতটা ঐতিহাসিক মূল্য ওটার। যে পাবে, ভাববে পেয়েছে স্বর্গের অমৃত। সেজন্যে একহাজার মানুষ খুন করতেও দ্বিধা করবে না কেউ।

বেশিরভাগ ইতিহাসবিদ জানে না কেমন ছিল ডার্ক মেডিউসা। হারিয়ে যাওয়ার পর কেউ দাবী করেনি যে ওটা আছে তার কাছে। ঐতিহাসিক আর্কাইভে রয়েছে কয়েকটি স্কেচ ও লিখিত বর্ণনা।

রাশান বিপ্লবের পর ইউরোপে যান প্রিন্স। কাউন্টের হাতে মারা পড়েন উনিশ শ' পঁচিশ সালে। মাঝের সময়ে কাউকে দেখাননি নিজের সম্পদ। তারপর পেরিয়ে গেছে যুগের পর

যুগ, কেউ দেখেনি ডার্ক মেডিউসা।

বোরকভ গবেষণা করে জানল, কোথায় থাকতে পারে ওটা। সেজন্যে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন শেষে খুন করল স্পারটাক মেইস্কিকে। তবে লাভ হলো না তাতে, কারণ কথা বলে না লাশ।

ক'বছর পর ক্যালযি বোরকভ জেনে গেল, যে অভিজাত বিবাহিত রমণীর প্রেমে পড়ে খুন হন প্রিন্স লরোস্কি, হয়তো তাঁকেই দেন ডার্ক মেডিউসা। আবার এ-ও হতে পারে, প্রিন্সকে খুন করে নিজেই ওটা দখল করেছিলেন কাউন্ট।

কিন্তু সে তো বহু বছর আগের কথা!

কোথায় রেখেছেন তিনি ওটাকে?

তদন্ত করে বোরকভ জানল, উনিশ শ' চল্লিশ সালে যক্ষ্মায় ভুগে মারা গেছেন কাউন্ট। ক্যালযি ভেবেছিল, কাউন্টের ছেলের পেট থেকে বের করবে সব। কিন্তু নতুন কাউন্টের সৌভাগ্য, উনিশ শ' বিরাশি সালে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে নিজের খুলি উড়িয়ে দেন তিনি। বংশধর হিসেবে রইল টাকিটাস দে কণ্টির নাতি কাউণ্ট অক্টাভিও দে কণ্টি। বয়স কম, তবে সত্যিকারের আর্ট কালেক্টার। তবে তাঁকে ধরে লাভ হবে মনে হলো না বোরকভের। আবারও থেমে যেতে হলো তাকে।

বন্ধ সামনে প্রতিটা পথ।

তাতে দমল না সে। ইউরোপের বিংশ শতাব্দীর প্রতিটি গ্রন্থাগারে হানা দিল তার লোক। বিস্তারিত রিসার্চের মাধ্যমে জানল, প্রথম বিয়ে টেকেনি কাউন্ট টাকিটাস দে কণ্টির। তাঁর সেসময়ের স্ত্রী পরে হন ইতালির সেরা মহিলা পেইন্টার। তাঁর একটা বইয়ে বোরকভ পেল সংক্ষিপ্ত একটি প্যারাগ্রাফ। স্বামী থাকা সত্ত্বেও মহিলা প্রেমে পড়েন উনিশ শ' পঁচিশ সালে।

ওই একই বছরে ঘটে সেই ডুয়েল।

এর ভিত্তিতে বোরকভ আন্দাজ করল, সেই আমলের

কন্টেসা, পরে শিল্পী অর্নেলা সিলভেস্ট্রিকে নিয়েই লড়াই করেন প্রিন্স ও কাউন্ট।

বোরকভ ভাবল, হয়তো আগেই মহিলার হাতে ডার্ক মেডিউসা দিয়েছেন প্রিন্স। আরও তথ্য সংগ্রহ করল সে। কিন্তু অতীত বিষয়ে কোনও লেখায় প্রায় কিছুই উল্লেখ করেননি মহিলা। তাতে আরও সন্দেহ বাড়ল মাফিয়া ডনের। তদন্তে জানল, মহিলার বয়স এখন আশি বছরেরও বেশি। থাকেন সেসনিয়া শহরে, নির্জন এক ভিলায়। হামলা করা খুব সহজ ওখানে।

তাই দলবল নিয়ে এক রাতে গেল ইতালিয়ান বৃদ্ধার বাড়িতে। রক্তের বন্যা বইয়ে দিতে আপত্তি ছিল না তার। কিন্তু হার্ট অ্যাটাক করে চোখের সামনে মরে ওকে ঠকিয়ে দিয়ে গেল বুড়ি আর্টিস্ট।

সারাবাড়ি ঘেঁটেও পাওয়া গেল না ডার্ক মেডিউসা

তার বদলে মিলল অনেক পুরনো একটা ডায়েরি।

পরের প্রায় দুই যুগ ধরে প্রায় প্রতি দিন ওটা ঘেঁটেছে ক্যালযি বোরকভ। বারবার ভেবেছে, এসব লেখার ভেতরেই রয়েছে গোপন সূত্র।

ক'বার এসেছে ডায়েরির পাতায় একটি ছবির কথা। কিন্তু পরে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না ওটাকে।

হাল ছেড়ে দিচ্ছে সে, তখন একদিন জানল, পঁচিশ সালে আঁকা মহিলা আর্টিস্টের একটি ছবি তোলা হচ্ছে আর্ট গ্যালারিতে।

এর পরের ঘটনাগুলো ঘটে গেল ঝড়ের বেগে।

ডাকাতি হলো আর্ট গ্যালারি।

মারা গেল বোরকভের একমাত্র ছেলে।

হাতে এল গোএয়ার নকল স্কেচ।

ওটা থেকে পাওয়া গেল রাশান কবরস্তানের ম্যাপ

কিন্তু ওখানে গিয়েও পাওয়া গেল না কিছু।

আগেই পৌঁছে গিয়েছিল আর কেউ।

তা হলে চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে হাজার কোটি ডলারের অ্যান্টিক ডার্ক মেডিউসা?

আজ গভীর রাতেও ভাবছে মাফিয়া ডন বোরকভ, সত্যিই হয়তো কবরে যাওয়ার আগে দেখবে না স্বপ্নের ওই স্মৃতিচিহ্ন।

তবে তাতে আফসোস নেই, কারণ সে কবরে যাওয়ার আগেই কবরে যাবে অন্য কেউ। সে মাসুদ রানা!

অ্যান্টিক দুই পিস্তলের একটা নিল ক্যালযি বোরকভ।

ক্লিক-ক্লাঙ্ক আওয়াজে কক হলো হ্যামারের লকওঅর্ক।

সরাসরি সামনে পিস্তল তাক করল মাফিয়া ডন।

টাস্ আওয়াজে নামল হ্যামার।

'মাসুদ রানা, তুমি লাশ,' বিড়বিড় করল ডন। তারই হাতে খুন হবে বাঙালি যুবক, এ ছাড়া জীবনে আনন্দের আর কিছুই নেই ক্যালযি বোরকভের।

ত্রিশ

ম্যানচেস্টার, গ্রেট ব্রিটেন।

এইমাত্র এসওসিএ রিজিওনাল হেড-কোয়ার্টারের ছাতে, হেলিপ্যাডে মেজর নোরা গোল্ডফিল্ডের সঙ্গে দেখা করেছে সাদা পোশাকে চারজন এজেন্ট। প্রথমেই রেজিস্টারে তুলে নিয়েছে মেজরের নাম, র‍্যাঙ্ক ও নম্বর, তারপর সংগ্রহ করেছে ওর অস্ত্র। পরের তিন মিনিটে নোরাকে নেয়া হলো ভবনের ওপরতলায় বিলাসবহুল একটি অফিসে।

ওর জন্যে অপেক্ষা করছেন বয়স্ক এক লোক। তাঁর নাম শুনেছে নোরা, তবে আগে পরিচয় হয়নি কখনও।

স্যর জন বোলান এসওসিএ-র সিনিয়র ডিরেক্টর অভ ইন্টেলিজেন্স। তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে নিয়োগ দিয়েছেন হোম সেক্রেটারি। স্যর বোলানের বয়স বাষট্টি বছর। চকের মত সাদাটে ত্বক। দেখলে মনে হবে পাঁশুটে লাশ। কাজের চাপেই হয়তো এ হাল তাঁর। আধ খাওয়া চাঁদের মত চশমার ওদিকে চোখের চারপাশে আঙটির মত কালো গভীর দাগ। অনেকে বলে, চব্বিশ ঘণ্টায় বড়জোর তিনঘণ্টা ঘুমান তিনি। ওই কথা আসলে নির্জলা মিথ্যা, কারণ চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর কমপক্ষে তেইশ ঘণ্টাই কাটে তাঁর এই অফিসে।

অফিসে নোরা পা রাখতেই অনুভূতিহীন চোখে ওকে দেখলেন স্যর বোলান। হাতের ইশারায় দেখালেন চকচকে, বিশাল ডেস্কের ওদিকের চেয়ার। 'বসো।'

নীরবে চেয়ারে বসে নোরা দেখল, স্যর বোলানের সামনে ওরই ফাইল। তীক্ষ্ণ চোখে পড়ছেন তিনি। কয়েক সেকেণ্ড পর মৃদু ওপরে উঠল ভুরু। বোধহয় প্রশংসা করতে গিয়েই। আরও কয়েক মিনিট পর ফাইল বন্ধ করে সুইভেল চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি। অলস চোখে দেখলেন নোরাকে।

'নোরা গোল্ডফিল্ড, বয়স চব্বিশ। ব্রিটিশ আর্মির এসএএস ফোর্সে যোগ দাও দু'হাজার বারো সালে। এরপর একের পর এক পদোন্নতি। বর্তমানে মেজর। সিদ্ধান্ত নেয়া এবং নেতৃত্ব দেয়ায় বিশেষ দক্ষ। সবধরনের লড়াইয়ে রয়েছে নৈপুণ্য। কথা বলতে পারো পাঁচটি ভাষায়। আপাতত এসএএস থেকে সরিয়ে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এসওসিএতে। গত একবছরে এ সংগঠনের কয়েকটি অপারেশনে যোগ দিয়ে গ্রেফতার করেছ আঠারোজন ধর্ষক, দু'জন ড্রাগ লর্ড ও তেরোজন নৃশংস খুনিকে।' মাথা দোলালেন স্যর বোলান। 'এবার বলো, এই একবছরে আমাদের সঙ্গে কেমন কাটল

তোমার সময়?'

'চমৎকার, স্যর,' মৃদু হাসল মেজর নোরা গোল্ডফিল্ড।

শীতল চোখে ওকে দেখছেন স্যর বোলান। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'তুমি জানো, প্রত্যেক এজেন্টের সাফল্য ও ব্যর্থতা খুঁটিয়ে দেখি আমরা। বড় মাপের উপযুক্ত কয়েকজন ভাবছেন, এখন যে ধরনের কাজ করছ, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু দেয়ার আছে তোমার দেশকে।'

'তাঁরা কারা, স্যর?' জানতে চাইল নোরা।

তর্জনী ছাতের দিকে তাক করলেন স্যর বোলান। ভাব দেখে মনে হলো এটা টপ ফ্লোর হলেও ছাতের ওপরে রয়েছে আরেকটা তলা। মুখে বললেন, 'তাঁরা হয়তো ঈশ্বরের চেয়েও ক্ষমতাশালী।' শুকনো হাসলেন। কয়েক সেকেণ্ড পর হলেন গম্ভীর। 'আজ রাতে আমার ডেস্কে এসেছে একটা ফাইল। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স থেকে চাওয়া হয়েছে সত্যিকারের দক্ষ এক এজেন্টকে। আর তখনই ভাবলাম, এবার বোধহয় সময় হয়েছে আরও বড় কোন কাজ তোমাকে দেয়ার।' আবারও শীতল চোখে নোরাকে দেখলেন তিনি। 'তুমি কী বলো?'

'দেশের জন্যে যে-কোনও কাজে আপত্তি নেই, স্যর,' স্বাভাবিক সুরে বলল নোরা।

'তাই ভেবেছি,' সুইভেল চেয়ার ঠেলে ডেস্ক থেকে পিছিয়ে গেলেন স্যর বোলান। একটা ড্রয়ার থেকে নিলেন আরেকটা ফাইল। চকচকে ডেস্কের ওপর দিয়ে ওটা ঠেলে দিলেন নোরার দিকে।

ফাইলের প্রচ্ছদে লাল, বড় অক্ষরে লেখা:

হাই-লেভেল ক্লিয়ারেন্স ডকুমেন্ট

নিচে কয়েকটি অক্ষর ও সংখ্যা।

'এমআর নাইন?' জানতে চাইল নোরা। 'এটা কোনও অপারেশন, স্যর?'

'প্রথম থেকে পড়ো,' জবাবে বললেন স্যর বোলান।

ফাইল খুলে প্রথম পৃষ্ঠায় নোরা দেখল, বাদামি ত্বকের এক যুবকের ছবি। দারুণ সুপুরুষ সে। খাটো করে ছাঁটা কালো চুল। গভীর কুচকুচে কালো মণি দুটোয় প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার ঝিলিক। যেন জেনে নেবে বুকের সব কথা। খাড়া নাক। নিষ্ঠুর ঠোঁটে বেপরোয়া একচিলতে হাসি। শরীর সুঠাম।

যুবকের ব্যাপারে আরও জানতে পরের পৃষ্ঠা উল্টে দ্রুত পড়তে লাগল নোরা।

সার্টিফিকেটে ওর সম্পর্কে লিখেছে এসওসিএ-র বিশেষজ্ঞ: মেজর নোরা গোল্ডফিল্ড আশি পৃষ্ঠার ডকুমেণ্ট থেকে মূল বিষয় বুঝতে সময় নেন তিন মিনিটেরও কম। বাদ পড়ে না কোনও বিষয়। পুলিশ সাইকোলজিস্টরা একে বলে আইডেটিক মেমোরি। বারবার নোরার ধারণাকে ভুল প্রমাণ করতে গিয়ে শেষে হার মেনেছে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ।

আজকে আগের চেয়েও দ্রুত পড়ছে নোরা।

মাত্র ক'সেকেণ্ড লেগেছে বুঝতে, সাধারণ কেউ নয় মাসুদ রানা। যেসব মিলিটারি রেকর্ড উল্লেখ করেছে, তা অবিশ্বাস্য।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল নোরার। আরও বাড়ল পড়ার গতি। প্রতি পৃষ্ঠায় মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্স কনফিডেনশিয়ালিটি ওঅর্নিং। এ ছাড়া, লেখা হয়েছে এমন সফল অ্যাসাইনমেণ্টের কথা, যেগুলো কল্পনাও করবে না কেউ।

নোরা বুঝে গেল, গত ছয় বছরে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সের মই বেয়ে যতটা উঠেছে, আজ পেরিয়ে গেছে তার হাজার গুণ ধাপ। হ্যাঁ, সত্যিই কাজ করবে ঈশ্বরদের হয়ে। তাঁরা বেছে নিয়েছেন ওকে। খুলে গেছে ভবিষ্যতের সোনার সিঁড়ি। উত্তেজনায় ধড়ফড় করছে নোরার হৃৎপিণ্ড।

'মাসুদ রানা,' স্যর বোলানের উদ্দেশে বলল ও, 'বয়স সাতাশ। অসময়ে নিয়েছে অবসর। বাংলাদেশ আর্মির মেজর ছিল। পরে গড়েছে রানা ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি। আছে

সাগরগামী জাহাজের বিশাল বহর। মেক্সিকো, উরুগুয়ে, পেরু ও আরও বহু দেশে গেছে নানান প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানে। খ্যাতি আছে শখের আর্কিওলজিস্ট হিসেবে। দু'হাতে লাখ লাখ ডলার সাহায্য দেয় দুস্থদের সংস্থায়। কয়েকবার হারিয়ে যাওয়া মানুষকে খুঁজে বের করেছে জঙ্গল-পাহাড়-মরুভূমি ও সাগর থেকে। কেউ কেউ বলেঃ দুঃসাহসী বাঙালি অভিযাত্রী। তবে সবচেয়ে বড় পরিচয়, সে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া একজন এজেন্ট। ঘুরে বেড়ায় দেশ থেকে দেশান্তরে। দেশের বিরুদ্ধে কোথাও ষড়যন্ত্র হলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবনের মায়া না করে। বহু দেশের প্রতিপক্ষ চেয়েছে মেরে ফেলতে। কিন্তু আজও সবার নাকের ডগায় বসে দিব্যি পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।'

তিক্ত হাসলেন স্যর বোলান। 'বহুবার আমাদের দেশের উপকার করেছে সে। তবে এবার বোধহয় এমন কিছু করেছে, যে কারণে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স চাইছে তাকে চিরকালের জন্যে সরিয়ে দিতে। এই মাসুদ রানাই তোমার প্রতিপক্ষ। যাঁরা বসে আছেন এ দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায়, তাঁরা চাইছেন যৌক্তিক ফলাফল। তুমি কি বুঝলে আমার কথা, মেজর?'

সরু হলো নোরার চোখ। জরুরি তথ্য জানতে চাইল, 'আমরা কী কারণে তাকে কবর দেব, স্যর?'

'যা জানার, সব জানবে আকাশ-পথে যাওয়ার সময়,' বললেন এসওসিএ সিনিয়র ডিরেক্টর অভ ইন্টেলিজেন্স।

এতই গুরুত্ব মাসুদ রানার? ভাবল নোরা। বাঙালি যুবক বোধহয় জড়িয়ে গেছে টেরোরিযম, আর্মস্ ডিলিং বা ড্রাগসের ব্যবসায়। একসময় ছিল সবার চোখে হিরো। কিন্তু পরে পচে গেছে বাসি আপেলের মত। কী জন্যে কী হয়েছে, তা জানা জরুরি নয়। ওকে বলে দেয়া হয়েছে কে পরের টার্গেট। সেই নির্দেশ অনুযায়ী ওর কাজ ওই যুবককে গ্রেফতার করা।

'কোথায় যেতে হবে, স্যর?' জানতে চাইল নোরা।

'রোম। গোটা অপারেশনের দায়িত্বে থাকবে তুমি। দরকারে এমআর নাইন মিশনে জবাবদিহি দেবে শুধু আমার কাছে। এবার বলো, কত সময় লাগবে তোমার তৈরি হতে?'

'আমি তৈরি, স্যর,' বলল মেজর নোরা গোল্ডফিল্ড।

'ক্লান্ত নও তুমি?'

'না, স্যর।'

'মেজর, গ্রেফতার করে রানাকে তুলে দেবে ইতালিয়ান পুলিশের হাতে,' বললেন স্যর বোলান, 'আর গ্রেফতার এড়াতে চাইলে গুলি করে শেষ করে দেবে। এই অফিসের নিচের গ্যারাজে পাবে গাড়ি। পঁচিশ মিনিট পর রওনা হবে তোমার বিমান।'

একত্রিশ

দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে ওর পদশব্দের প্রতিধ্বনি, দীর্ঘ এক সুড়ঙ্গে হাজারো বছর হেঁটে চলেছে একাকী রানা। মেঝে, দেয়াল ও ছাত সাদা। কোথা থেকে যেন আসছে তীব্র নীল আলো। বোঝা যাচ্ছে না ওটার উৎপত্তি কোথায়। হাঁটতে হাঁটতে সামনে দু'দিকের দেয়ালে দেখল অদ্ভুত সব তৈলচিত্র। ওগুলো থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে অবাক করা রঙ। ঘিরে ফেলেছে ওকে। সেসবের ভেতর থেকে বেরোচ্ছে কীসের যেন দৃশ্য। কী যেন বোঝাতে চাইছে ওকে।

অচেনা কিছুতে বাড়ি খেয়ে থামল রানা। হাত বাড়িয়ে টের পেল, জিনিসটা ঘিরে ফেলেছে ওকে। একমুহূর্ত পর বুঝল, ওটা অভেদ্য কাঁচের দেয়াল। এগোবার পথ বন্ধ।

চোখ সরু করে দূরে দেখতে চাইল রানা। ওই যে, ওদিকে ছায়ামূর্তি। মুখে বিদঘুটে মুখোশ। তার পাশে থামল আরেক লোক। তার মুখে মুখোশ নেই। হাসছে। সামনেই মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে দু'জন মানুষ।

না, শত শত মানুষ!

কীভাবে যেন রানা বুঝে গেল, তাদের ক্ষতি করবে ওই হাস্যরত লোকটা। হাত তুলে তাকে বাধা দিতে চাইল ও। কিন্তু পিস্তল তুলল লোকটা। হাঁটু গেড়ে বসে থাকা দু'জনের মাথার দিকে তাক করল অস্ত্রের নল। ওদিক থেকে এল না আওয়াজ। কাঁচের দেয়াল চেপে আসছে রানার দিকে। খল-খল করে হাসছে মুখোশ পরা লোকটা। পিস্তল তুলে টিপে দিল ট্রিগার। করুণ আর্তনাদ করছে অসহায় মানুষ।

একমুহূর্ত পর রানা শুনল প্রচণ্ড 'বুম!' আওয়াজ।

থরথর করে কেঁপে উঠল চারদেয়াল।

ওদিক থেকে এল মৃত্যু আর্তনাদ!

অকাতরে মরছে মুমূর্ষু মানুষ!

পিস্তলের গুলির আওয়াজ: 'বুম!' 'বুম!'

বারবার কাঁপছে কাঁচের দেয়াল।

ভয়াবহ আর্তচিৎকার ভেসে আসছে চারদিক থেকে।

হঠাৎ ঘুম ভাঙল রানার। ঝট্ করে উঠে বসল অন্ধকারে। চোখ থেকে উধাও হয়েছে ঘুমের কুয়াশা। কয়েক সেকেণ্ড লাগল দুঃস্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরতে। আর তখনই দেখল, ওর রুমের দিকে আসছে ধুপ-ধাপ পায়ের আওয়াজ। দরজার তলায় সাদা আলো।

সতর্ক হয়ে উঠল রানা। হাতঘড়িতে দেখল বাজে রাত একটা পনেরো মিনিট। ওর গায়ে এখনও পোশাক। পায়ে জুতো। কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

'পোলাযিয়া!' বাইরের করিডোর থেকে এল চিৎকার। পরমুহূর্তে দরজায় পড়ল জোরালো থাবা। থরথর করে কেঁপে

উঠেছে কবাট। এবার এল লাথি। এখনও প্রতিরোধ করছে তালা। তবে এভাবে লাথি পড়লে কয়েক মুহূর্তে ভেঙে পড়বে কবাট।

ঝামেলা এড়াবার তিনটে উপায় মনে এল রানার।

প্রথমত, ঘরে রয়ে যেতে পারে। পুলিশের কাছে জানতে চাইতে পারে, কী কারণে ওকে বিরক্ত করা হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, রুগার .৪৫ পিস্তল তাক করে গুলি করতে পারে দরজার দিকে।

কবাটের ওপর পড়ছে ভারী সব লাথি।

তৃতীয়ত, বেরিয়ে যেতে পারে এই রুম ছেড়ে। খোলা জানালার দিকে তাকাল রানা। তৃতীয় পন্থা ভাল মনে হলো ওর। বিছানা থেকে নেমে পরে নিল জ্যাকেট।

পাঁচ সেকেণ্ড পর ভেঙে পড়ল দরজার কবাট। চিৎকার করতে করতে ভেতরে ঢুকল উদ্যত পিস্তল হাতে কয়েকজন কারাবিনিয়েরি অফিসার।

ততক্ষণে জানালা পেরিয়ে নিচের কার্নিশ ধরে ঝুলে পড়েছে রানা। অন্যহাতে ধরতে চাইল একগজ দূরে নিয়ন বাতির সাইনের ব্র্যাকেট। শূন্যে দু'পা। শুনল হোটেলের ঘরে ঝড়ের বেগে ঢুকেছে পুলিস অফিসাররা, চিৎকার করছে। ধুপ্ আওয়াজ হলো। খুলে গেছে বাথরুমের দরজা। বোধহয় ভেবেছে ও শাওয়ারে ব্যস্ত।

রাস্তার দিকে তাকাল রানা। অন্তত সাত বা আট মিটার নিচে পিচ ঢালা পথ। মনে হলো ওটা সুতোর মত চিকন। পার হচ্ছে একের পর গাড়ি ও মোটরসাইকেল। রাস্তার ধারে হোটেলের সামনে পুলিশের দুটো আলফা রোমিও গাড়ি।

কেউ দেখার আগেই নেমে যেতে হবে, নইলে ধরা পড়বে পরের পনেরো সেকেণ্ডে। দেয়ালে জুতোর ডগা ঠেকিয়ে স্থির হতে চাইল রানা। কিন্তু মসৃণ পাথুরে দেয়ালে ভাঁজ, ফাটল বা গর্ত নেই। ছয় ফুট দূরে দেয়ালের বুকে লোহার ড্রেন পাইপ।

ওখানে পৌঁছুতে পারলে...

না, আওতার বাইরে ওটা।

নিয়ন বাতির স্ট্যাণ্ড ধরে ঝুলছে রানা। যে-কোনও সময়ে জানালা দিয়ে উঁকি দেবে কারাবিনিয়েরি অফিসাররা।

রাস্তার কোণ ঘুরে হোটেলের সামনে থামল পুলিশের আরও দুটো আলফা রোমিও গাড়ি। খুলে গেল চার দরজা, পিস্তল হাতে বেরোল কয়েকজন কারাবিনিয়েরি অফিসার। সরাসরি চলেছে হোটেলে প্রবেশদ্বারের দিকে। একবার ওপরে দেখলেই ধরা পড়বে রানা।

'বলেছি না, উচিত ছিল একটু আগের রাস্তায় যাওয়া!' বউয়ের ওপর খেপে গেল ল্যারি ওয়েস্টেন। ভিড়ের ভেতর ছয় চাকার মোবাইল হোম চালাতে গিয়ে মহাবিরক্ত সে। 'ক্রাইস্ট! তোমার না দায়িত্ব ছিল ম্যাপ দেখার?'

'গুবলেট করেছ তুমি,' খেঁকিয়ে উঠল জিনা ওয়েস্টেন। ড্যাশবোর্ডে রাখল অগোছাল ম্যাপ। 'ঠিক দিকেই যাচ্ছিলাম আমরা। কিন্তু...'

'এতবড় ভুল করলে কী করে? শালার ম্যাপের কাঁথাপুড়ি! তুমি না বললে কোন্‌দিকে যেতে হবে! দোষ এখন আমার?'

'খবরদার! গাধার মত চেঁচাবে না বলে দিচ্ছি! ঘুম ভাঙবে বাচ্চাদের!' খেপা ষাঁড়ের মত গর্জে উঠল জিনা।

'একঘণ্টা আগেই পৌঁছে যাওয়ার কথা ক্যাম্পসাইটে!' তিক্ত চোখে স্ত্রীকে দেখল ল্যারি। 'অথচ, রোম শহরে হারিয়ে গেছি! আমি কারণ ছাড়া ধমক দিচ্ছি না!'

আলোয় ভরা ঝলমলে এক হোটেলের দিকে আঙুল তাক করল জিনা ওয়েস্টেন। সদর দরজায় গিজগিজ করছে পুলিশ। 'হঠাৎ কী হলো? কী করে ওরা?'

'তা আমি কী জানি?' নাক বাঁকা করল ল্যারি।

তখনই এল আবছা ধুপ্‌ আওয়াজ।

'আওয়াজটা কীসের?' বলল জিনা।

'জানি না। মনে হয় ছাতে কিছু পড়েছে।'

'পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কারও সাইনবোর্ডে গুঁতো দিয়েছ!' অভিযোগ হানল জিনা।

দু'দিকের আয়না দেখল ল্যারি। কোথাও গুঁতো মেরেছে বলে মনে হলো না। তবে হয়তো তর্কের সময় ধাক্কা দিয়েছে কিছুতে। ওটার মালিক বোঝার আগেই জায়গাটা পেরোতে পারলেই বাঁচা যায়!

'থেমে দেখো কী ভেঙেছে,' বলল ওর স্ত্রী।

'মরতে?' দাঁতে দাঁত খিঁচাল ল্যারি। 'থামার উপায় নেই! তাড়া দিচ্ছে পেছনের গাড়ি! ওদিকে পুলিশের গাড়ি! তুমি গাধী নাকি? পালিয়ে না গেলে গ্রেফতার করবে ওরা!'

'আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি, এভাবে চেঁচাবে না!' গলার জোর কমে গেছে জিনা ওয়েস্টেনের। 'সোজা এগিয়ে যাও!'

'দোষ সব তোমার!'

তর্ক করতে করতে হোটেল পেরোল স্বামী-স্ত্রী।

দুলতে দুলতে চলেছে মোবাইল হোম।

বত্রিশ

মোবাইল হোমের চওড়া ছাতে শুয়ে ডিজেল ইঞ্জিনের মৃদু কম্পনে তিরতির করে কাঁপছে রানা। এইমাত্র পেছনে পড়ল হোটেল।

পালিয়ে যাওয়ার জন্যে অনুপযুক্ত এ গাড়ি। গতি প্রতি ঘণ্টায় বড়জোর ত্রিশ মাইল। ওপর থেকে পরিষ্কার চোখে

পড়বে ছাতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে এক লোক। সন্দেহের চোখে দেখবে যে-কেউ।

ঘাড় কাত করে পেছনে দেখল রানা। ছাতের র‍্যাকে বড় এক কার্গো বাক্স ও বাচ্চাদের দুটো বাইসাইকেল। একপাশে সরে হোটেলের দিকে তাকাল ও। উজ্জ্বল সাদা আলোয় আলোকিত জানালায় এখন দুই পুলিশ অফিসারের অন্ধকার মুখ। চিৎকার করছে না, 'ওই যে, পালিয়ে যাচ্ছে!'

হোটেল কক্ষে আরও কিছুক্ষণ থাকবে কারাবিনিয়েরি অফিসাররা। ততক্ষণে একমাইল সরে যেতে পারবে রানা।

দুলতে দুলতে চলেছে মোবাইল হোম। একটু পর বহু দূরে ছোট হয়ে উঠল হোটেল জানালা।

পিছু নেয়নি কেউ।

মোবাইল হোম বামে বাঁক নিতেই গড়িয়ে পড়তে গিয়েও র‍্যাক ধরে টিকে রইল রানা। পেছনে হারিয়ে গেছে হোটেল। ওখানে ওলটপালট করছে পুলিশের অফিসাররা। লাথি মেরে খুলছে সব দরজা। ধমক দিচ্ছে রিসেপশনিস্টকে। তুমি যে বললে হোটেল থেকে বের হয়নি? তো গেল কোথায় লোকটা?

পরিস্থিতি অন্যরকম হলে হয়তো হাসত রানা, কিন্তু দুশ্চিন্তা পেয়ে বসেছে ওকে। পরে সুযোগ পেলে আর্ট গ্যালারি ও ল্যারিয়োর বিষয়ে হয়তো আলাপ করবে কারাবিনিয়েরি ক্যাপ্টেন পিয়েত্রো দে কাপুতোর সঙ্গে। তবে আপাতত নয়।

জনপ্রিয়তা সবসময় খুশির বিষয় নয়। পলিটিশিয়ানের বাড়িতে যাওয়ার সময় ওকে দেখেছে নিউয পেপার বা টিভির কেউ। বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে ওর।

আরও দু'শ' গজ যাওয়ার পর উঁচু ক্যাবের ছাতের কিনারার দিকে হড়কে গেল রানা। সামনের রাস্তায় লাল ট্রাফিক বাতি দেখে ব্রেক কষেছে ড্রাইভার।

'ধন্যবাদ, এবার বিদায় নেব,' বিড়বিড় করল রানা। ক্রল করে গেল গাড়ির পেছনে। ছাতে উঠেছে লোহার মই, ওটা

বেয়ে নেমে এল মাকড়সার মত। পেছনেই ছোট এক ফিয়াট গাড়ি। ওটার ভেতর দুই তরুণ-তরুণী। হাঁ করে ওর কীর্তি দেখছে তারা।

সবুজ বাতি পড়তেই ঘড়ঘড় আওয়াজে রওনা হলো মোবাইল হোম। পেছনে জিবি স্টিকার।

রানা পথ ছেড়ে দিতেই ওকে পাশ কাটাল ফিয়াটের দুই তরুণ-তরুণী। মাথা চুলকে নিয়ে সঙ্গিনীকে বলল তরুণ, 'শালার ব্রিটিশরা আসলে আস্ত পাগল!'

এরা চিনে ফেলুক তা চায় না রানা। রাস্তা পার হয়ে উঠল ফুটপাথে। বন্ধ দোকানের দরজা-জানালা পাশ কাটিয়ে হেঁটে চলল ও। প্রায় ফাঁকা রাস্তা। নিজেকে নিঃসঙ্গ ও অসহায় লাগছে রানার। চট্ করে হারিয়ে যেতে পারবে না মানুষের ভিড়ে। সামনে থেকে ঝড়ের বেগে এল পুলিশের আরেকটা আলফা রোমিও। মাথার ওপর জ্বলজ্বলে বাতি।

ওটাকে দেখেই আলোকিত এক বুটিক ডিসপ্লের দিকে ঘুরে চাইল রানা। যে-কেউ ভাববে, পছন্দের জিনিস কিনতে বেরিয়েছে নিশাচর খদ্দের। কিন্তু ওই দোকানের জানালায় আছে স্বচ্ছ কাপড়ের ব্রা ও প্যান্টি পরনে অর্ধনগ্ন ম্যানিকিন!

যাহ্, শালা! পুলিশ এড়াতে গিয়ে বেশি নজর কাড়ছে ও!

ওকে পাশ কাটাল আলফা রোমিও। হনহন করে হাঁটছে রানা। তবে গজ পঞ্চাশেক দূরে ব্রেক কষে আবারও ঘুরে এল পুলিশের গাড়ি।

না রে, ভুলে যা আমার কথা! ভাবল রানা। পরের সেকেণ্ডে ঝেড়ে দৌড় দিল ও। ফাঁকা রাস্তায় ধুপধুপ শব্দ তুলছে ওর জুতো। তেড়ে এল আলফা রোমিও। পেছনে ক্রিঁচক্রিঁচ আওয়াজে থামল ওটা। খটাং আওয়াজে খুলল চার দরজা। মোটা কণ্ঠে গর্জে উঠল কেউ, 'অল্ট! পোলিযিয়া!'

দৌড়ের গতি বাড়ল রানার। সামনে ডানের গলি থেকে আসছে বিকট গান ও ভয়ানক বাজনার ধুপ-ধাপ-ধুম-চ্যাং

আওয়াজ। প্রাণপণে ছুটে ওই গলিতে ঢুকল রানা। সামনেই কোথাও শব্দের উৎস।

গলি ফুরিয়ে গেল কোবল পাথরে বাঁধানো প্রশস্ত এক উঠানে। ওদিকের দালান আগে ছিল ওয়্যারহাউস বা ফ্যাক্টরি। এখন লেট-নাইট ড্যান্স ক্লাব। ডোরওয়েতে স্টিলের দুই শাটার এখন খোলা। ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে লালচে আলো। রানার মনে হলো, ওদিকেই কোথাও আছে নরকের প্রবেশদ্বার।

উঠানে জড় হয়েছে বিশ-বাইশ বছরের অন্তত সাত-আটজন যুবক। বিয়ারের বোতল হাতে জড়ানো কণ্ঠে প্রাণপণে গালি দিচ্ছে ডাচ ভাষায়। তাদের একজনের লক্ষ্য হাই-হিল পরা এক ইতালিয়ান মেয়ে। নাক উঁচু করে ক্লাবে ঢুকল যুবতী। তাতে আরও রেগে গেল ডাচরা। গালি দিতে লাগল দুই বাউন্সারকে। এই দু'জনই বাধা দিচ্ছে ওদেরকে ভেতরে ঢুকতে।

দুই বাউন্সার মোষের মত। বুকে ভাঁজ করেছে দু'হাত। ডানেরজনের মুখে ছাগলা দাড়ি। অন্যজনের মাথা ন্যাড়া করা, দুই কানে উলকি। দুই বাউন্সারের ভাবভঙ্গি থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে হুমকি: তেড়িবেড়ি করলে খবর আছে তোদের!

কিন্তু হয় ডাচ যুবকরা অতিরিক্ত মাতাল, অথবা মাথায় রক্ত উঠেছে ওদের। ছুটতে ছুটতে বুঝে গেল রানা, যে-কোনও সময়ে শুরু হবে দুই দলের ভেতর লড়াই। ও দরজার কাছে পৌঁছে যেতেই হঠাৎ এক বাউন্সারের মুখ লক্ষ্য করে হাতের বিয়ারের বোতল ছুঁড়ল এক ডাচ যুবক। সাঁই করে লোকটার কানের পাশ দিয়ে গেল কাঁচের মিসাইল। দেয়ালে আছড়ে পড়ে ভাঙল ঝনঝন আওয়াজে।

ভারী শরীরের লোক দুই বাউন্সার। সে তুলনায় দেখাল খুব দ্রুত প্রতিক্রিয়া। একলাফে সামনে বেড়ে তিন ঘুষিতে তিন ডাচ যুবককে চিত করে উঠানে ফেলল তারা। শুরু হলো

দু'দলের মারামারি। সে সুযোগে চুপচাপ ক্লাবে ঢুকল রানা। শুনছে পেছনের গলিতে পুলিশের বুটের ধুপ-ধাপ আওয়াজ। সেসব ছাপিয়ে উঠল অফিসারদের কড়া ধমক। তাদের পথ জুড়ে উঠানে চলছে হুটোপুটি ও ঘুষোঘুষি। গলির মুখে থামল একটা গাড়ি। বাজছে সাইরেন। বোধহয় নেমেছে আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসার।

সিমেণ্টহীন ন্যাড়া করিডোরে বাঁক নিয়ে ক্লাবে ঢুকল রানা। প্রচণ্ড জোরে বাজছে গান। সামনেই বিশাল হলরুম। পরিবেশে বিয়ার, মদ, পারফিউম ও অসংখ্য মানুষের ঘামের মিশ্রিত বাজে গন্ধ। জায়গায় জায়গায় জ্বলছে লাল, সবুজ ও সাদা বাতি। নেচে চলেছে অন্তত এক শ' পুরুষ ও নারী। সব রানার কাছে স্লো মোশনের সিনেমার মত লাগল।

ব্যস্ত বার পেরিয়ে ওর চোখে পড়ল আসল জিনিস। মৃদু আলোয় দেখিয়ে দেয়া হয়েছে পেছনদিকের একযিট। ভিড়ের মাঝ দিয়ে ওদিকে চলল রানা। পেছনে শুনল রাগী চিৎকার ও কড়া ধমক। কাঁধের ওপর দিয়ে দেখল, হলরুমে ঢুকেছে অন্তত দশজন কারাবিনিয়েরি অফিসার। দু'হাতে দু'দিকে চালাচ্ছে মোটা প্লাস্টিকের পুরু ডাণ্ডা। নাচ বাদ দিয়ে ছিটকে যাচ্ছে সামনের সবাই। ধাক্কা দিয়ে সরানো হচ্ছে লোকজনকে। দু'পাশে চোখ বোলাতে বোলাতে এগোচ্ছে সশস্ত্র অফিসাররা। সবার ডানহাত কোমরের কাছে। দরকারে একটানে বের করবে হোলস্টারে রাখা পিস্তল।

একযিটের দিকে চলল রানা। কিন্তু হঠাৎ ওর বাহুতে পড়ল কারও হাত। খপ করে ধরে ওকে ঘুরিয়ে নিল কেউ। ঘুষি মারতে তৈরি রানা দেখল, সামনে এক যুবতী। বয়স হবে বিশ। চকচকে কালো চুল। চোখে ভারী আইশ্যাডো। পরনে ঢিলা টপ। কাঁধের কাছে ঝুলছে ওটা। ঘামে চিকচিক করছে মুখ। জ্বলজ্বলে দু'চোখ। মেয়েটা হাসতেই রানা বুঝল, নাচতে ওকে ডাকছে যুবতী। এরই ভেতর মাতাল। দাঁড়িয়ে

থাকতে গিয়ে টলমল করছে দু'পা।

একসেকেণ্ড দ্বিধা করল রানা। কাছে পৌঁছে গেছে দুই কারাবিনিয়েরি অফিসার। তাদের চোখ খুঁজছে একাকী কোনও যুবককে। পালিয়ে যাওয়ার কথা তার। তাড়াহুড়ো করবে। এত কিছুর ভেতরেও যে-লোক নাচছে এক মেয়ের সঙ্গে, তাকে সন্দেহ করার কোনই কারণ নেই।

দারুণ মিষ্টি হাসি দিয়ে মাথা দোলাল রানা। 'নাচতে আপত্তি নেই!'

ওর বুকে সেঁটে গেল মেয়েটা। দোলাতে শুরু করেছে কোমর। প্রতিটি মুভ ফলো করছে রানা। চোখ বুজে মুখটা ওপরে তুলল যুবতী। চাইছে চুমু দেবে সঙ্গী।

রানার পিঠ ঘেঁষে এগোল দুই কারাবিনিয়েরি অফিসার। মেয়েটাকে ঘুরিয়ে নেয়ায় হেসে উঠল সে। পুলিশদের দিকে নিজের পিঠ রেখেছে রানা। কাছের টেবিল থেকে নিল বিয়ারের খালি বোতল। মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে ওটায়। যে-কেউ ভাববে, ও মাতাল। হাসির তোড় বাড়ল মেয়েটার। লালচে আলোয় চকচক করছে ওর দাঁত ও লাল লিপস্টিক।

কয়েক গজ দূরে লম্বা এক লোক চলেছে বারের দিকে। খপ্ করে তার বাহু ধরল দুই অফিসার। মুখে টর্চ মেরে ভাল করে দেখল। পরস্পরের দিকে তাকাল তারা। মাথা নেড়ে ছেড়ে দিল লোকটাকে।

সময় হয়েছে ভেগে যাওয়ার, ভাবছে রানা। এরই ভেতর বুঝে গেছে, কীভাবে নাচতে হবে এই মেয়ের সঙ্গে। বোকার মত হাসছে যুবতী। ভিড়ে মিশে আছে ওরা। মেয়েটাকে অনুকরণ করে কোমর দোলাতে দোলাতে বিয়ারের খালি বোতলে চুমুক দিচ্ছে রানা। ধীরে ধীরে ড্যান্স ফ্লোর থেকে সরছে একযিটের দিকে।

কিন্তু ওটা সত্যিকারের একযিট নয়।

বড় এক লাউঞ্জ।

কেউ খেলছে পোকার, কেউ পুল। একদিকের টেবিলে কয়েকটা দম্পতি। মদ গিলছে বৃত্তাকার বার-এ ক'জন। তাদের মধ্যে সেরা এক ধূসর সুট পরা ছোটখাটো লোক। পাশের মেঝেতে রেখেছে অ্যাটাশে কেস। তার চেহারা দেখে যে-কেউ ভাববে, যমদূতের ডাক পেয়েছে সে। পাশেই লো-কাট পরা বিরক্তি ও ক্লান্তি ভরা মাঝবয়সী এক মহিলা। সামনে অন্তত ছয়টা খালি গ্লাস। প্রায় নীরব সবাই। কেউ কেউ দেখছে বার-এ রাখা টিভি। শব্দ মিউট করা, নিঃশব্দে চলছে যন্ত্রটা। বার-এর আরেক পাশে শোঁ-শোঁ আওয়াজে চলছে এয়ার কুলার।

ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে রানা বুঝল, একদিকে টয়লেটের আলোকিত করিডোর। ওই প্যাসেজে বিয়ারের বেশ কিছু ক্রেট। ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল রানা। আগ্রহ ভরা চোখে ওকে দেখছে মেয়েটা। আশা করছে, ও বলবে, এসো, ড্রিঙ্ক করি। বা চলো, গোপনে কোথাও। দারুণ মজা করব আমরা। টলছে মেয়েটা। শক্ত হাতে ধরল রানার বাহু।

যুবতীর নাম জিজ্ঞেস করল রানা।

জবাবে জড়ানো কণ্ঠে বলল সে, 'আমি নেনিয়া।' হাসছে খিলখিল করে।

আস্তে করে ওকে পেছনে ঠেলল রানা। নরম সুরে বলল, 'ড্যান্সের জন্যে ধন্যবাদ, নেনিয়া। ঠিকঠাক বাড়ি পৌঁছে যেয়ো।'

ভুরু কুঁচকে ওকে দেখল যুবতী।

'আরেহ্!' জোর গলায় বলল কেউ। আঙুল তাক করেছে টিভির দিকে। কয়েকজনের মনোযোগ গেল ওদিকে।

স্ক্রিনে রবার্তো ল্যারিয়োর হাসি মুখ। তারপর দেখা গেল অন্ধকার এক রাস্তা। ওখানে জ্বলজ্বল করছে কয়েকটা অ্যাম্বুলেন্সের বাতি। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে এদিক-ওদিক যাচ্ছে

কারাবিনিয়েরি অফিসার। কালো চুলের এক মহিলাকে চিনল রানা। সাংবাদিকা মিমি আর্জেন্টো। ঠোঁটে মাইক। হেডিং-এ পুরু অক্ষরে লেখা উঠছে ব্রেকিং নিউয: খুন হয়েছেন রবার্তো ল্যারিয়ো!

ওদিকে চেয়ে রিমোট টিপে শব্দ চালু করল বারটেণ্ডার। এবার দেখা গেল রানার মুখ।

'এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর খুনের জন্যে দায়ী করা হচ্ছে মাসুদ রানাকে। সে সশস্ত্র এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক।' বলে চলেছে মিমি আর্জেন্টো, 'জনগণকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে, ভুলেও যেন ওই লোকের ধারেকাছে না যান। নইলে...'

বার-এর কয়েকজনের চোখ স্থির হলো রানার ওপর। পুল খেলা বাদ দিয়ে ওকে দেখছে খেলোয়াড়রা। কখন যেন ঘরে বইতে শুরু করেছে আতঙ্কের হিম বাতাস। বিরক্তি দূর হয়ে গেছে নেনিয়ার। ভয় নিয়ে রানার দিকে চেয়ে আছে মেয়েটা।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। নিচু গলায় বলল, 'টিভিতে যা খুশি দেখালেই বিশ্বাস করবেন না।' সোজা একযিটের দিকে রওনা হলেও দেরি করে ফেলেছে।

ডোরওয়ের কাছে পৌঁছুতেই পেছনে শুনল চিৎকার। ঘুরে তাকাল রানা। লাউঞ্জ বার-এ ঢুকেছে পাঁচ পুলিশ অফিসার। আঙুল তুলে ওকে দেখাল বারম্যান।

কিন্তু আগেই রানাকে দেখেছে তারা। হাতে উঠে এল পিস্তল। একজনের হাতে টেইযার গান।

যা দেখার দেখেছে রানা, ঘুরেই ঢুকে পড়ল একযিট প্যাসেজে। লাথি মেরে ফেলল কয়েকটা বিয়ারের ক্রেট। এক দৌড়ে সরু প্যাসেজ পেরিয়ে বেরোল পেছনদিকের সরু রাস্তায়। ঘর্মাক্ত শরীরে রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া লাগতেই শীত লেগে উঠল ওর। পেছনে পায়ের ধুপ-ধাপ শব্দ। চিৎকার করছে কারা যেন। তীর বেগে ছুটল রানা। পুরো এক শ' মিটার পেরোবার পর ঢুকল চওড়া এক সড়কে। তাতে খুশি

হওয়ার কিছু নেই। বিশ গজ পেছনে তেড়ে আসছে কয়েকজন পুলিশ অফিসার। সাহায্য চাইছে রেডিয়োতে।

দৌড়ে রাস্তা পেরোতে গিয়ে আরেকটু হলে এক গাড়ির নিচে চাপা পড়ত রানা। রাস্তার ওদিকে লোহার রেলিং। সাইনবোর্ডে লেখা সাবওয়ে স্টেশনের নাম।

লাফ দিয়ে রেলিং পেরিয়ে স্টেশনে ঢুকল রানা। সিঁড়ি বেয়ে ঝড়ের বেগে নেমে গেল নিচে। কোনও দিকে নজর না দিয়ে পাশ কাটাল টিকেট অফিস। তাতে ঘেউ করে উঠল ইউনিফর্ম পরা দাড়িওয়ালা এক অফিসার। ওসব দেখার সময় নেই, লাফিয়ে রানা পেরোল টার্নস্টিল। আলোকিত সাইনে দেখল কয়েক দিকে গেছে সুড়ঙ্গ। সবচেয়ে কাছের সুড়ঙ্গের দিকে ছুটল ও। সামনে ধীরগতি এক এলিভেটর দেখে চেপে বসল ওটাতে। নেমে এল জংশনের নিচের আরেক স্তরে। সময় লাগল না সিদ্ধান্ত নিতে।

রোম শহরের নিচে দমবদ্ধ ভাপসা পরিবেশ। প্ল্যাটফর্মে তপ্ত জোরালো হাওয়া দুলিয়ে দিল রানাকে। কর্কশ যান্ত্রিক শব্দ করছে অগ্রসরমান একটি ট্রেন। যে-কোনও সময়ে থামবে এ স্টেশনে।

তেত্রিশ

ম্যানচেস্টারের বৃষ্টিভরা শীতল রাত ও এয়ার কণ্ডিশণ্ড সেসনা সাইটেশন বিমানে ছিল নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ, তবে ফিউমিসিনো এয়ারপোর্টে নেমে মেজর নোরা গোল্ডফিল্ডের মনে হলো, সে পড়েছে রোমের জ্বলন্ত চুল্লির ভেতর।

এইমাত্র প্রাইভেট এক রানওয়ের টারমাকে পা রেখেছে নোরা। বুঝে গেল, সুতির কালো পোলো-নেক হালকা সোয়েটার না খুললে খুন হবে।

জীবনে প্রথমবারের মত ইতালিতে এসেছে মেজর। বোঝেনি, ওকে দেখাবে বোকা কোনও টুরিস্টের মত।

বিমানের কাছে থেমেছে তিনটে গাড়ি। দুটো নম্বরহীন ইন্টারপোলের বিএমডাব্লিউ, অন্যটা কারাবিনিয়েরির আলফা রোমিও। পাশেই সাদা পোশাকে ক'জন এজেন্ট। মেজর নোরা গোল্ডফিল্ডের দিকে আগ্রহ নিয়ে চেয়ে আছে সবাই।

হ্যাণ্ডশেকের পর প্রত্যেকের সঙ্গে নোরাকে পরিচয় করিয়ে দিল এজেন্টদের একজন। সে বেশ লম্বা, মাথায় টাক, পরনে ভাল দর্জি দিয়ে তৈরি কোট। ভেতরে বুক খোলা শার্ট। চমৎকার ইংরেজি। নিচু গলায় বলল, 'আমার নাম ভিটো উর্বানো। রোমে আপনার লিয়াসোঁ অফিসার। কিছু লাগলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন।' সিগারেটে টান দিয়ে নাকের দুই ফুটো দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল সে।

'নাম তা হলে ভিটো উর্বানো?'

'নামটা পাস্তার মতই সহজ, ম্যাম, স্প্যাগেটি কৌতুকের মত জটিল নয়।' হাসতেই লোকটার চোখের কোণে ভাঁজ পড়ল।

'আমি স্প্যাগেটি পছন্দ করি না,' বলল নোরা।

'শুনে খুব কষ্ট পেলাম।'

'দ্বিতীয় কথা, ফালতু কৌতুক শোনাবেন না আমাকে,' বলল মেজর গোল্ডফিল্ড।

'বুঝতে পেরেছি।'

'এবার নিভিয়ে ফেলুন সিগারেট, ভিটো।'

নোরাকে দেখে নিয়ে টারমাকে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল ভিটো উর্বানো। হাতের ইশারায় দেখাল একটা বিএমডাব্লিউ গাড়ি। ওদিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'গত কয়েক মিনিটে ঘটেছে

একটা ঘটনা। গ্রেফতার এড়িয়ে পালিয়ে গেছে সন্দেহভাজন মাসুদ রানা।'

চোখ সরু করে ভিটোকে দেখল নোরা। 'ও! আর আসল কথা না বলে এতক্ষণ সময় নষ্ট করেছেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল উর্বানো। 'আমরা জেনেছি এইমাত্র।'

'তা হলে ঘটনাস্থলে না যাওয়া পর্যন্ত কেউ যেন বাড়াবাড়ি না করে।'

'ইতালিতে আমরা জানি কার কাজ কী।'

'সেটা আপনাদের ভুল ধারণা। আমাদের টার্গেট ঠিক কোথায় ছিল?'

'মাসুদ রানাকে তাড়িয়ে নিয়ে এক সাবওয়ে স্টেশনে নামে আমাদের অফিসাররা। ওখানে পৌঁছুতে লাগবে দশ মিনিট।'

'গুড।' ভিটোর দেখানো গাড়ির কাছে থামল মেজর গোল্ডফিল্ড। চলছে ইঞ্জিন। অপেক্ষা করছে ড্রাইভার। 'যে-কোনও শহরের সাবওয়ে সিস্টেম হারিয়ে যাওয়ার জন্যে সেরা জায়গা। আর এই অপরাধী এরই ভেতর প্রমাণ করেছে, আপনাদের পুলিশের চেয়ে বুদ্ধিমান সে।'

'এত সহজ নয় পালিয়ে যাওয়া,' বলল ভিটো। 'এখনও কাজ চলছে রোম শহরের নিচে। আপাতত চালু আছে মাত্র দুটো লাইন। লণ্ডনের চার শ' কিলোমিটারের বদলে সবমিলে রোমে ট্র্যাক গেছে আটত্রিশ কিলোমিটার। আমার ধারণা, লুকিয়ে পড়ার মত জায়গা খুব কমই পাবে মাসুদ রানা।'

'আপনাদের প্রথম কাজ হবে গোটা সিস্টেম সিল করে দেয়া। কর্ডন করার মত ফোর্স দেবেন আপনারা আমাকে। আমার অনুমতি ছাড়া ট্র্যাকে ঢুকবে না কেউ। বেরোতে পারবে না কেউ। বুঝতে পেরেছেন?'

'ধরে নিন কাজটা করা হয়েছে। ধরা পড়বে সে। এতে কোনও ভুল নেই।'

বিএমডাব্লিউ গাড়ির পেছন সিটে চাপল নোরা। ওর পাশে উঠল আরেকজন এজেন্ট। ধুপ করে বন্ধ হলো দুই দরজা। সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে বসল ভিটো উর্বানো।

'জলদি রওনা হন,' নির্দেশ দিল মেজর নোরা গোল্ডফিণ্ড।

রওনা হলো বিএমডাব্লিউ গাড়ি। পেছনে পুলিশের আলফা রোমিও। তবে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে সামনে গেল ওটা। জ্বেলে নিল ছাতের বাতি। সেইসঙ্গে সাইরেন। দপদপে আলো ও সাইরেনের জন্যে দু'দিকে সরে যাচ্ছে রাস্তার অন্যান্য গাড়ি।

নিজের সিটে ঘুরে বসল ভিটো উর্বানো। হাতে আইডি কার্ড, ব্যাজ আর কালো ফ্যাব্রিকের তৈরি হোলস্টার। শেষের জিনিসটার ভেতর পিস্তল। ওটা বের করে পরীক্ষা করল নোরা। অস্ত্রটা বেরেটা নাইনটি টু এফ এস। আজকাল সাধারণ ইতালিয়ান পুলিশকে ওটাই দেয়া হয়। গ্লকের চেয়ে ভারী, ইস্পাতের জিনিসটার ওজন প্রায় এক কিলোগ্রাম। পুরু গ্রিপে আছে সতেরোটা নাইন এমএম প্যারাবেলাম রাউণ্ড।

দ্রুত পিছিয়ে যাওয়া রাস্তায় চোখ রেখে বলল নোরা, 'যেখান থেকে পালিয়ে গেছে মাসুদ রানা, জায়গাটা কতটা দূরে?'

'লাগবে বড়জোর পনেরো মিনিট,' জানাল ভিটো উর্বানো।

'আরও কিছু জানার আছে?'

'আপনি বস্, মেজর গোল্ডফিল্ড।'

'তা হলে দশ মিনিটে পৌঁছে যান সঠিক জায়গায়।'

কনভয় থেকে ছিটকে এগোল গাড়ি। গতি বাড়িয়ে ড্রাইভার পৌঁছুল এগারো মিনিটে নির্দিষ্ট মেট্রো স্টেশনের সামনে। কড়া ব্রেক কষে থামল সে। ওখানে জড় হয়েছে বেশ কয়েকটি পুলিশ কার, ভ্যান ও মোটরসাইকেল। দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলিশ অফিসাররা। কেউ ইউনিফর্ম্ড্, কেউ সাদা

পোশাকে। জীবনে প্রথমবারের মত ইউনিফর্মড় কারাবিনিয়েরি অফিসার দেখল নোরা। তাদের ট্রাউযারে লাল স্ট্রাইপ। কোমরে বেরেটা সাব-মেশিন গান। পরনে হাঁটু পর্যন্ত বুট। লোকগুলোকে নিরেট গাধা বলে মনে হলো নোরার। ওর চেহারায় ফুটে ওঠা হতাশা খেয়াল করেছে ভিটো। হালকা সুরে বলল সে, 'প্রথমবারের মত ইতালিতে এসেছেন?'

'পরেরবার যেন আসতে না হয়,' বলল নোরা।

গাড়ি থেকে নামল ওরা। ভিটোর হাতে ধরিয়ে দেয়া হলো রেডিয়ো। ওটার দিকে চেয়ে বলল সে, 'আসতে দেরি করবে না কেউ।' নোরার কনুই ধরে সাবওয়ে স্টেশনের দিকে এগোতে চাইল অফিসার।

তাতে বিরক্ত হয়ে কনুই ছুটিয়ে নিল মেজর গোল্ডফিল্ড। কড়া গলায় বলল, 'যা বলার মুখে বললেই হবে।'

সাবওয়ের সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে বলল ভিটো, 'সিসিটিভি ফুটেজ থেকে জেনেছি, মাসুদ রানা আছে মাত্র তিন স্টেশন পেছনে। কাজেই কয়েক মিনিট লাগবে গ্রেফতার করতে।'

সুইং ডোরে ধাক্কা দিয়ে বলল নোরা, 'সিল করা হয়েছে প্রতিটি স্টেশন?'

'সে কাজেই আমরা ব্যস্ত। ট্রেন থেকে নামেনি সে। যে-কোনও সময়ে ট্রেন থামবে এই স্টেশনে।'

হেঁটে চলেছে ওরা। চারপাশে কারাবিনিয়েরি অফিসার। হাঁটতে হাঁটতে ইলাস্টিকের ব্যাণ্ড দিয়ে চুল বাঁধল নোরা। ব্যাক পকেট থেকে নিয়ে মাথায় চাপিয়ে দিল বেসবল ক্যাপ। কয়েক মুহূর্ত পর পৌঁছুল প্ল্যাটফর্মে। সুড়ঙ্গের দিকে তাক করা হয়েছে অন্তত এক শ' পিস্তল ও সাব-মেশিন গান।

নিজের বেরেটা চেক করল নোরা। যে কেউ ভাববে ও খুব শান্ত। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। উত্তেজনায় মনে হচ্ছে রাবারের মত নরম হয়েছে দু'হাঁটু। যে-

কোনও সময়ে স্টেশনে ঢুকবে ট্রেন। দূরে অন্ধকার টানেলে উজ্জ্বল আলো দেখা দিতেই নিজেকে আরও গুটিয়ে নিল নোরা। হিসহিস আওয়াজে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে ট্রেন।

নোরার মনে হলো চাপের কারণে ছিঁড়বে ওর ঘাড়ের রগ। হুইশ্ আওয়াজে খুলে গেল ট্রেনের প্রতিটি দরজা। এত রাতে সর্পিল যন্ত্রদানবের পেট থেকে বেরোল মাত্র ক'জন যাত্রী। কপালে উঠল সবার চোখ। ওদের দিকে তাক করা হয়েছে এক শ'র বেশি আগ্নেয়াস্ত্র! ছুটে গিয়ে প্রতিটি কম্পার্টমেণ্টে ঢুকল সশস্ত্র অফিসার। সার্চ করা হলো গোটা ট্রেন। রেডিয়োতে পরস্পরের মাঝে আলাপ করছে অফিসাররা। কয়েক সেকেণ্ড পর নোরা জেনে গেল, মাসুদ রানা নেই ওই ট্রেনে।

'না, নেই,' ফ্যাকাসে হলো ভিটো উর্বানোর মুখ।

চুপ করে থাকল মেজর নোরা গোল্ডফিল্ড।

'হতাশ হওয়ার কিছু নেই,' বলল ভিটো, 'কোথায় গেছে বুঝতে সময় লাগবে না।' খালি ট্রেন দেখাল সে। 'তাই গ্রেফতারও হবে চট্ করে। এটা জানি, ওই ট্রেনে ছিল সে।'

'তার মানে, যেভাবেই হোক, নেমেছে সে, তা-ই না? সেজন্যে লাগেনি কোনও স্টেশন।'

চুপ করে থাকল ভিটো উর্বানো।

'আপনারা জানেন না কার বিরুদ্ধে নেমেছেন,' ধমকের সুরে বলল নোরা গোল্ডফিল্ড। 'সাধারণ অপরাধী নয় মাসুদ রানা। চট্ করে তাকে ধরবেন ভাবলে আছেন বোকার স্বর্গে! এসএএস ট্রেইণ্ড যে-কোনও ব্রিটিশ সৈনিক বা অফিসারের চেয়ে কোনদিক দিয়ে অদক্ষ নয় সে। তাই আপনারা জানেনও না কী ধরনের ট্রেনিং দেয়া হয় এ ধরনের মানুষকে!'

'আপনি জানলেন কী করে?' জিজ্ঞেস করল ভিটো।

'কারণ আমিও এসএএস বাহিনী থেকে ট্রেইণ্ড,' তিক্ত হাসল নোরা, 'এসএএস ইন্সট্রাক্টর দেখেন দৈহিকভাবে কতটা

ফিট ক্যাণ্ডিডেট। শিখতে হয় আর্মড্ বা আনআর্মড্ কমব্যাট। বাদ থাকে না ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং, হস্টেজ রেসকিউ, এস্কেপ ও ইভেশন ট্রেনিং। এসব তো মাত্র শুরু!'

ভুরু ওপরে তুলল ভিটো উর্বানো। 'কঠিন প্রশিক্ষণ।'

'এতই, ভাবতেও পারবেন না। ইতালির পুলিশ ফোর্স জানে না, কার বিরুদ্ধে নেমেছে তারা।'

আপত্তি তুলতে গিয়েও থেমে গেল ভিটা। মনে পড়েছে, কয়েক বছর আগে ওই একই লোক ধসিয়ে দিয়েছিল বড় কয়েকটা মাফিয়া দলকে। মাসুদ রানার হাত থেকে রক্ষা পায়নি মাঝারি পদের ডন থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ নেতা।

'এটা মাথায় গেঁথে নিন, চোখের সামনে গায়েব হবে সে, লুকিয়ে থাকবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ,' বলল নোরা, 'বেরিয়ে যাবে যে-কোনও জাল ছিঁড়ে। অথচ, তাকে ধরতে পারবে না সাধারণ পুলিশ। পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন টার্গেট হবে সে। দিনের পর দিন খুঁজেও পাওয়া যাবে না তাকে। ...আমার কথা বুঝতে পেরেছেন? বুঝে থাকলে দয়া করে তর্কে যাবেন না, ভিটো। কারণ আমি জানি, ঠিক কী বলেছি।' ফাঁকা টানেলের দিকে তাকাল নোরা। ট্রেনের কাছ থেকে সন্ত্রস্ত যাত্রীদেরকে সরিয়ে নিচ্ছে পুলিশ অফিসাররা। 'ভুল না হলে ইতালিতেও আণ্ডারগ্রাউণ্ড সিস্টেমে মাঝে মাঝে মেরামতি হয়, তাই না?'

'আপনাদের মত অতি পরিষ্কার রাখতে পারি না আমরা,' বলল উর্বানো।

টিটকারিটা হজম করল নোরা। 'সেক্ষেত্রে রেইলের নির্দিষ্ট জায়গার ইলেকট্রিক সংযোগ বন্ধ করতে পারবেন। এদিকে জ্বলবে বাতি। এটা সম্ভব?'

'বোধহয়।'

'তা হলে কাজটা করুন।'

রেডিয়োতে কথা বলল ভিটো উর্বানো। কয়েক মিনিট পর

ওদিক থেকে জানানো হলো, বন্ধ করে দেয়া হয়েছে রেইলের ইলেকট্রিক সংযোগ। মেজরের দিকে চেয়ে মাথা দোলাল কারাবিনিয়েরি অফিসার।

'গুড।' খুশি হলো নোরা। 'তা হলে টানেলে ঢুকছি।'

'কে ঢুকছে?' বিস্ময় নিয়ে ওকে দেখল উর্বানো।

অফিসারের বুকের দিকে আঙুল তাক করল নোরা। এবার দেখাল আশপাশের অফিসারদেরকে। 'বাদ পড়বে না কেউ। ওদিকে মাসুদ রানা যেখানে ট্রেনে উঠেছে, ওখান থেকে সার্চ করতে করতে আসবে পঞ্চাশজনের আরেকটা দল। এই দুই স্টেশনের মাঝে কোথাও থাকবে লোকটা।'

তিন মিনিট পর ভূগর্ভস্থ টানেল ধরে এগোল মেজর নোরার দল। স্টেশন পেছনে পড়তেই বদ্ধ হয়ে উঠল টানেলের পরিবেশ। গরম লাগছে নোরার। ঘেমে পিঠে সেঁটে গেল হালকা সোয়েটার। ঝুল ভরা দেয়ালে একটু পর পর জ্বলছে নিভু নিভু একটা করে দুর্বল লণ্ঠনের মত বাতি। ওই আলোয় দেখা যাচ্ছে না বেশি দূর। অফিসারদের হাতের ম্যাগলাইটের আলো ছাড়া টানেলের বেশিরভাগ অংশ অন্ধকার। সামনে নড়ছে না কিছু। অবশ্য, মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ধেড়ে ইঁদুর।

অন্যদের কয়েক গজ আগে নোরার পাশে হেঁটে চলেছে ভিটো উর্বানো। বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'দারুণ মজা।'

'আপনার ইংরেজি এত ভাল হলো কীভাবে?' জানতে চাইল নোরা।

'আমার মা গ্লোউসেস্টোরের মেয়ে। নয় বছর বয়স পর্যন্ত ব্রিটেনেই ছিলাম আমরা। এরপর থেকে আছি রোমে।'

'তা হলে তো শহরটা ভাল করেই চেনেন।'

'অনেকের চেয়ে ভাল,' বলল উর্বানো। 'আপনি নিজে কোথা থেকে ইতালিয়ান শিখেছেন? যথেষ্ট ভাল।'

'নাইট স্কুল,' বলল নোরা।

নীরবে হাঁটছে ওরা। গভীর চিন্তায় মগ্ন ভিটো উর্বানো। বেশ কিছুক্ষণ পর বলল, 'একটা ব্যাপার বুঝছি না। অনেকেই সন্দেহ করত রবার্তো ল্যারিয়োকে। বেশ কয়েক বছর থেকেই তার নামে নানা অভিযোগ তুলেছে অনেকে। প্রমাণ করা যায়নি কিছুই। তাই বলে তার বাড়িতে গিয়ে গুলি করে খুন... তা করবে কে? কীভাবে এসবে জড়াল মাসুদ রানা? গতকালও ছিল সবার চোখে হিরো। আজকে ভিলেন। বলতে পারেন যিরো।'

'ল্যারিয়ো পরে মুসোলিনি হলেও কিছু যেত আসত না আমার,' বলল নোরা, 'মাসুদ রানা দুনিয়া থেকে তাকে বিদায় করেছে কি না, তা আমার মাথা-ব্যথা নয়। কেন খুন করেছে, তা-ও কোনও বিষয় নয়। আমার দায়িত্ব তাকে গ্রেফতার করা। সেটাই করব আমি।'

একপাশ থেকে নোরার মুখে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল ভিটো উর্বানো। মেয়েটার চোখের ভাষা খুব কঠিন। যেন বলে দিচ্ছে, রক্ষা নেই রানার। 'বুঝতে পেরেছি কেন আপনাকে পাঠিয়েছে,' বলতে গিয়েও চুপ থাকল অফিসার।

তিলতিল করে পেরোল বিশ মিনিট। অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে বলল উর্বানো, 'লাভ হবে না। বুঝে গেছি, এদিকে আসেনি ওই লোক।'

'এসেছে। গন্ধটা পাননি?'

ঘাড় কাত করে নোরাকে দেখল ভিটো। 'তা হলে কি ধরে নেব এসএএস ইন্সট্রাক্টর আপনাদেরকে শিকারের গায়ের গন্ধ চিনতে শিখিয়ে দিয়েছে?' মেয়েটা "হ্যাঁ" বললে আপত্তি তুলবে না ঠিক করেছে সে। টের পেয়েছে, কী ধরনের জেদি মানুষ কমাণ্ডার নোরা গোল্ডফিল্ড।

কোনও জবাব দিল না নোরা।

বদ্ধ, সেঁতসেঁতে পরিবেশে নাক টানল উর্বানো। 'ইঁদুরের মলমূত্র, আবর্জনা আর পঞ্চাশজন কারাবিনিয়েরি অফিসারের

ঘামের দুর্গন্ধের বাইরে আর কোনও গন্ধ পাচ্ছি না।'

'আরও কিছু আছে,' বলল নোরা, 'লাইটার জ্বেলে ফ্লুইড খরচ করেছে কেউ।'

চৌত্রিশ

ফ্ল্যাশলাইটের মত নয় যিপো লাইটার। ওটার মৃদু হলদে শিখা দেখে আঁধার টানেলে প্রায় অন্ধের মত হাঁটছে রানা। যিপোর আরেক সমস্যা, একটু জ্বললেই উত্তপ্ত হচ্ছে স্টিলের শরীর। তা ছাড়া, ফিউয়েলে ভেজা জ্বলন্ত তুলোর আগুন ভেতরের ট্যাঙ্কে পৌঁছুলে হবে বিস্ফোরণ। আঙুল পোড়ালেও জ্বেলে রাখতে হচ্ছে তপ্ত লাইটার, নইলে অন্ধকারে ইলেকট্রিফায়েড রেইলে পা পড়লে মুহূর্তে রানা হবে ভাজা রোস্ট!

এরই ভেতর প্রতিটি সাবওয়ে স্টেশন সিল করে দেয়ার কথা। এ কথা ভেবেই প্রায় যাত্রীহীন ট্রেন থেকে নেমেছে রানা। তাতে লাভ হবে, তেমন নয়। আটকা পড়েছে খরগোশের গর্তে, দু'দিক থেকে আসবে পুলিশ অফিসার।

দুই রেইলের মাঝের নোংরা পাথরের টুকরো মাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে রানা। একটু পর জুতোয় লাগল ভারী কিছু। লাইটারের মৃদু শিখা নিচু করে দেখল, পায়ের কাছে জং ধরা পুরনো এক রেঞ্চ। বহুকাল আগে হারিয়ে ফেলেছে এক রেলকর্মী। রাবার দিয়ে মোড়া হ্যাণ্ডেল ধরে ওটা তুলল রানা। আস্তে করে ছোঁয়াল ইলেকট্রিফায়েড রেইলে।

তাতে আগুনের ফুলকি বা বিস্ফোরণ হলো না।

বিদ্যুৎ নেই রেইলে।

এমনই হবে, ভেবেছে রানা। বিদ্যুৎ বন্ধ করে ওকে খুঁজতে বেরিয়েছে একদল পুলিশ। পরের স্টেশনে গিজগিজ করছে তারা। পেছনেও। ও আছে মাঝের অন্ধকার সুড়ঙ্গে। বেরোতে চাইলে এড়াতে হবে তাদেরকে। তবে কাজটা প্রায় অসম্ভব।

পকেটে রুগারের পাশে যিপো লাইটার রেখে নিশ্চিন্তে অন্ধকারে এগোল রানা। একটু পর পাশ কাটিয়ে গেল নিভু নিভু হলদেটে এক সার্ভিস লণ্ঠন। সামনে আবার অন্ধকার। কয়েক গজ করে এগিয়ে বাঁ হাতে স্পর্শ করছে সুড়ঙ্গের এবড়োখেবড়ো রুক্ষ দেয়াল। এভাবে কয়েক শ' গজ যাওয়ার পর আঙুলে ঠেকল মসৃণ, নরম কিছু। ওখানে চাপ দিতেই শুনল খড়-খড় আওয়াজ। জিনিসটা প্লাস্টিকের পুরু পর্দা। ওটা দিয়ে ঢাকা হয়েছে দেয়ালের গর্ত। কয়েক গজ ভেতরে গেছে খোঁড়ল, টানেলের মতই চওড়া। প্লাস্টিকের পর্দার কিনারা সরিয়ে পাথরের তৈরি দু'দিকের দেয়াল, মেঝে ও ছাত দেখল রানা। মুখে লাগল শীতল হাওয়া।

মূল টানেল ত্যাগ করাই ভাল, ভাবল রানা। প্লাস্টিকের পর্দা সামান্য সরিয়ে ঢুকে পড়ল আরও অন্ধকার সুড়ঙ্গে। এগিয়ে চলল পা টিপে টিপে। একপাশে সরে স্পর্শ করল দেয়াল। মিনিটখানেক হাতড়ে পেল দেয়ালে প্লাস্টিকের সুইচ বক্স। লিভার টানতেই ফ্লাডলাইটের অত্যুজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওর। ক'সেকেণ্ড পর চোখ সয়ে যেতেই তাকাল চারপাশে। পড়ে আছে মাটি কাটার ভারী সব মেশিন। মেঝেতে ছোট গাড়ির সমান ট্র্যান্সফর্মারের ভেতর ঢুকেছে অ্যানাকোণ্ডা সাপের মত পুরু ইলেকট্রিকাল কেবল। চারদিকে সতর্কতাসূচক লাল-সাদা ওঅর্নিং সাইন। এদিকে খোঁড়া হচ্ছে নতুন টানেল। আগের টানেল দিয়ে যাওয়া ট্রেনের যাত্রীরা যেন এদিকটা না দেখে, সেজন্যে এই সুড়ঙ্গের মুখে আটকে রাখা হয়েছে প্লাস্টিকের পর্দা।

কাজ বন্ধ বেশ কিছু দিন। প্লাস্টিকের পর্দা ও চারদিকের মেশিনের লিভারে মিহি, কালচে ধুলো। কফির এক থার্মোস ফ্লাস্কে ধরেছে হলদেটে জং।

বামে বাঁক নিয়েছে নতুন সুড়ঙ্গ। ওদিকে পা বাড়াবার আগেই রানা শুনল, মূল সুড়ঙ্গে মানুষের কণ্ঠস্বর। প্রতিধ্বনি তুলছে পদশব্দ। অন্তত দশজন। খড়-খড় করছে ওঅকি-টকি। লোকগুলো আছে ওদিকের সুড়ঙ্গে, আসছে দ্রুত।

দ্রুত ফিরে গিয়ে ইলেকট্রিকাল সুইচ অফ করল রানা। থেমেছে ট্র্যান্সফর্মারের চাপা গুঞ্জন। চারপাশ এখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। প্লাস্টিকের পর্দা সরিয়ে বাঁকা সুড়ঙ্গে উঁকি দিল রানা। দূরে কয়েকটা ফ্ল্যাশলাইটের আলো।

মিনিটখানেকের মধ্যে পৌঁছুবে তারা। অন্ধকারে নতুন সুড়ঙ্গে এগোল রানা। কিন্তু ষাট গজ যেতেই দমে গেল মন। সামনে প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঢাকা ওদিকের দেয়াল।

কিন্তু নিরেট পাথুরে দেয়ালে প্লাস্টিকের পর্দা কেন?

একটু হাতড়ে দেখতেই রানা বুঝল, ওপাশে টানেল বা গুহামুখ। ধরা পড়ার ঝুঁকি নিয়েও জ্বালল যিপো লাইটার। ছোট ফুটো তৈরি করল প্লাস্টিকের পর্দার গায়ে।

ওপাশের সুড়ঙ্গ সাবওয়ে নেটওঅর্কের অংশ নয়। আছে হাজারো বছর ধরে। প্রকাণ্ড পাথরের বোল্ডারে তৈরি। কোনও কক্ষ বা প্যাসেজ। তারই দেয়াল ভেঙে দিয়েছে আধুনিক এক্সকেভেটর মেশিন। বাধ্য হয়ে কাজ বন্ধ রেখেছে ইঞ্জিনিয়াররা।

সরু ও দীর্ঘ প্যাসেজ। দু'দিকে দেয়াল, মাঝের অংশ চওড়ায় বড়জোর দুই ফুট। অন্ধকারে হারিয়ে গেছে দূরে। বহু ওপরে খিলানের মত ছাত। মেঝেতে শতাব্দী জুড়ে জমা পুরু ধুলো। দেয়ালের গভীরে জায়গায় জায়গায় ছাত পর্যন্ত কাঠের তৈরি প্ল্যাটফর্ম বা বুকশেলফের মত।

এ এলাকা প্রাচীন। চারপাশ বদ্ধ, ভেজা পরিবেশ।

রানার মনে হলো, ঢুকে পড়েছে কবরে।

প্যাসেজে ঢুকে প্লাস্টিকের পর্দা আগের মত করে রাখল রানা। লাইটারের হলদেটে আগুনে বুঝে গেল, এটা সত্যিই গোরস্তান। অন্ধকার থেকে চেয়ে আছে হাজারো করোটি। পাহাড়ের মত কাঠের উঁচু প্ল্যাটফর্মে মৃতদের দেহাবশিষ্ট। শুকনো হাত, পা, পাঁজর ও করোটি যেন জ্বালানী কাঠ। কিছু করোটি আস্ত, অন্যগুলোর খসে পড়েছে চোয়াল ও দাঁত। ভয়ঙ্কর আঘাতে ফেটেছে কোনও কোনও খুলি।

কত বছর ধরে পড়ে আছে এখানে?

দু'হাজার বছর?

নাকি তিন হাজার বছর?

সরু প্যাসেজে হাঁটছে রানা। একটু পর সামনে পড়ল মোড়। দু'দিকে গেছে গলি। ডানের প্যাসেজ দিয়ে এগোতেই পড়ল আরেকটা মোড়। রানা বুঝে গেল, কবরস্তান জুড়ে পাওয়া যাবে এমন অনেক মোড়। প্রতিটি পথের দু'পাশের দেয়ালে হাজার হাজার কঙ্কাল।

চুপচাপ হাঁটছে রানা। খুঁজে নেবে বেরিয়ে যাওয়ার পথ।

ফুট-ফুট শব্দ তুলল যিপো লাইটার। কয়েক সেকেণ্ড পর নিভে গেল আগুন। থমকে দাঁড়াল রানা। কয়েকবার ঝাঁকি দিল লাইটারে। ঘোরাল তপ্ত স্ট্রাইকার হুইল। কাজ হলো না তাতে। শুধু চারপাশে ছড়িয়ে গেল ফ্লুইডের গন্ধ।

অন্ধকারে পা বাড়াতেই পাতাল গোরস্তানে শোনা গেল ওর নিজের মৃদু পদশব্দ। রানার হাতে ঠেকল খড়খড়ে ধারাল কী যেন। ত্বকে লেগেছে প্রাচীন করোটির দাঁত। এক পা সরে আবারও এগোল রানা। শুকনো কঙ্কালের ভয়ে অস্থির হওয়ার কারণ নেই, তবুও শিরশির করছে বুক। ভাবতে ভাল লাগছে না, শহরের নিচে বিশাল এক ভূগর্ভস্থ কবরস্তানে হারিয়ে গেছে ও।

পালিয়ে যাচ্ছে মাসুদ রানা। এখন নেই ফ্লুইডের গন্ধ। লুকিয়ে পড়েছে সে। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল মেজর নোরা গোল্ডফিল্ড।

কোন্ দিকে গেছে এমআর নাইন?

মুখে কিছু বললে মনের খবর জানবে ভিটো বা দলের অন্যরা, তাই চুপ করে আছে নোরা। হাঁটছে চুপচাপ। ঘাড় ও কাঁধের কাছে আড়ষ্ট মাংসপেশি। চারপাশে কারাবিনিয়েরি অফিসারদের মৃদু পদশব্দ। নোরার পাঁজরে ধুপধাপ করে লাগছে হৃৎপিণ্ড। সামনের টানেলে বাতি দেখে মুঠোয় শক্ত করে ধরল বেরেটা। কিন্তু ক'সেকেণ্ড পর দমে গেল মন। ওদিক থেকে আসছে পুলিশ টিম, হাতে ফ্ল্যাশলাইট। সংখ্যায় তারা অন্তত চল্লিশজন। মুখোমুখি হয়ে জড় হলো দুই দলের সবমিলিয়ে নব্বুইজন অফিসার। এ ছাড়া আছে নোরা ও ভিটো। আগে কখনও এ টানেলে একত্রিত হয়নি এতজন মানুষ।

'যাহ্, গেল কোথায়!' ক্ষোভ ঝরল ভিটোর কণ্ঠে। অন্যদলের নেতার সঙ্গে দ্রুত কথা বলল সে। শুরু হলো হাত-পা নেড়ে উত্তেজিত কণ্ঠে আলাপ।

সরে এল বিরক্ত নোরা। পালিয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না মাসুদ রানার। আবার এক শ' গজ পিছিয়ে গেল নোরা। এবার ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখল চকচকে প্লাস্টিকের শিট। নিজেকে গালি দিল নোরা।

আগে দেখলাম না কেন?

প্লাস্টিকের শিট সরিয়ে ওদিকে উঁকি দিল ও।

বুঝে গেছে যা বোঝার।

গলা উঁচু করে ডাক দিল ভিটো উর্বানোকে।

দৌড়ে এল লোকটা।

প্লাস্টিক পর্দা দেখাল নোরা। 'ওদিকে গেছে লোকটা।'

'শিয়োর হবেন কী করে?'

'কারণ আমি নিজে হলেও ওদিকেই যেতাম।'

হাঁক ছেড়ে দলের অন্যদের ডাকল উর্বানো।

কয়েক সেকেণ্ড পর ওখানে জড় হলো সবাই।

তিন মিনিট পর কনস্ট্রাকশন সাইটে পা রাখল সবমিলে বিরানব্বুইজন অফিসার। ফ্ল্যাশলাইট দু'দিকে দুলিয়ে সামনে চলেছে নোরা। আলো যেখানে গিয়ে পড়ছে, সেদিকে তাক করছে বেরেটা পিস্তল। সুড়ঙ্গ ফুরিয়ে যেতে আবার দেখা গেল প্লাস্টিকের পর্দা।

'এবার পেয়েছি,' বলেই টান দিয়ে পর্দা সরাল নোরা। 'আসুন সবাই!'

সরু প্যাসেজে পা রেখে চমকে গেল নোরা।

থমথমে পরিবেশে হাজার হাজার বছর ধরে দাঁত বের করে অপেক্ষা করছে নীরব বাসিন্দারা।

শ্বাস আটকে ফেলল নোরা। 'যিশু! এ জায়গা কীসের?'

'মাটির নিচে গণ-কবর।' বিস্মিত চোখে চারপাশ দেখছে ভিটো উর্বানো। 'নিজেই তো বুঝতে পারছেন, কেন এত পিছিয়ে আছে রোম মেট্রো রেল। মাটি খুঁড়তে গেলেই বেরোয় নতুন সব আর্কিওলজিকাল সাইট। শহরের নিচে রয়েছে এমন হাজার হাজার। লাখ লাখ সংরক্ষণবাদী ও ইতিহাসবিদ সর্বক্ষণ লবিং করছেন, যেন রক্ষা করা হয় প্রাচীন ঐতিহ্য। তাদের কাছে এগুলো সম্পদ-ভাণ্ডার। আর শহর পরিকল্পনাকারীদের কাছে এসব ভয়ানক দুঃস্বপ্ন।'

ভিটোর কথা শুনছে না নোরা। টান দিয়ে গা থেকে খুলল হালকা সোয়েটার। ওর পরনে এখন টাইট স্লিভলেস ভেস্ট। পিস্তল উঁচু করে প্যাসেজ ধরে দৌড় দেয়ার আগে বলল, 'ভেতরে বেশ গরম! জলদি করে পিছু নিন!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনুসরণ করল ভিটো উর্বানো।

পঁয়ত্রিশ

বাধ্য হয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারে হেঁটে চলেছে রানা। নিজের ওপর বিরক্ত। শিরায় শিরায় টগবগ করে ফুটছে অ্যাড্রেনালিনের স্রোত। পেছনে আওয়াজ শুনে ধক্ করে উঠল হৃৎপিণ্ড। দেরি হলো না ঘুরে দাঁড়াতে। পঞ্চাশ গজ পেছনে বাঁক ঘুরে আসছে ফ্ল্যাশলাইটের আলো। আবারও ঘুরে হাঁটার গতি বাড়াল রানা। চলতে হচ্ছে অন্ধের মত। ওদিকে দ্রুত ছুটে আসছে আলো হাতে ধাওয়াকারীরা। কয়েক মুহূর্ত পর আলোয় ভরে গেল প্যাসেজ। বদ্ধ পরিবেশে তীক্ষ্ণ শোনাল এক মেয়ের নিয়ন্ত্রিত কঠোর কণ্ঠ, 'আর্ম্‌ড্ পোলিস! এক পা-ও এগোবে না! হাত তোলো মাথার ওপর! খবরদার! নড়বে না!'

থেমে ঘুরে দাঁড়াল রানা। চোখ সরু করে দেখল সাদা আলোর ওদিকে। মেয়েটা একা নয়। ফ্ল্যাশলাইটের পেছনে কয়েকজন লোক। আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে মেয়েটার বাহুর পেশি। পাথুরে মুঠোয় চকচক করছে পিস্তল। বহু দূর থেকে ছুটে আসা প্যানথারের মত ফোঁস-ফোঁস শ্বাস ফেলছে যুবতী। চেহারা না দেখলেও রানা বুঝল, হালকা চরিত্রের কোনও মেয়েকে পাঠানো হয়নি ওকে ধরতে।

'আমি এসওসিএ-র মেজর নোরা গোল্ডফিল্ড,' চাপা স্বরে বলল নোরা, 'তোমাকে গ্রেফতার করছি, মাসুদ রানা!'

পেরিয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত, চুপ করে আছে ওরা দু'জন। তারপর কাঁধের কাছে দু'হাত তুলল রানা।

'পিস্তলটা ফেলো,' নির্দেশ দিল নোরা গোল্ডফিল্ড।

দুই আঙুলে ট্রিগার গার্ড ধরে সাবধানে জ্যাকেটের পকেট থেকে রুগার বের করল রানা। ভাবছে, কী কারণে ইতালি পুলিশের কেসে নাক গলাল এসওসিএ-র এজেন্ট? আস্তে করে ডান পায়ের পাশে ফেলল পিস্তলটা।

'লাথি মেরে সরিয়ে দাও। হাত ওপরে।'

গোড়ালি দিয়ে ঠেলে পিস্তলটা কয়েক ইঞ্চি সরাল রানা। শান্ত স্বরে বলল, 'আমি ল্যারিয়োকে খুন করিনি। ওখানে যখন যাই, তার আগেই মারা গেছে সে।'

'নিরপরাধ কখনও খুনের জায়গা থেকে পালিয়ে যায় না, রানা,' সহজ সুরে বলল নোরা। কাজে কোনও খুঁত নেই ওর। এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে রানার দিকে।

'তুমি ভুল লোককে ধরছ, নোরা,' বলল রানা।

'তা হলে তো ভয়ের কোনও কারণই নেই তোমার, তাই না?'

'এসবের ভেতর আরও ব্যাপার আছে।'

'তা শুনতে চাইছি না। যা বলার বিচারককে বোলো।'

দু'গজ দূরে পৌঁছে গেছে মেয়েটা।

ফ্ল্যাশলাইটের আলো ঠিকরে পড়ছে পাথুরে দেয়ালে। মেয়েটাকে আরও পরিষ্কার দেখল রানা। দেখতে সুন্দরী হলে হবে কী, চোয়াল এখন দৃঢ়বদ্ধ। চোখে জ্বলন্ত চাহনি। মাথার ক্যাপের তলা থেকে নেমেছে এক গোছা কালো চুল। একদম নড়ছে না পিস্তলের নল। ডান বগলে চেপে ধরল ফ্ল্যাশলাইট। বামহাত গেল প্যান্টের পকেটে। ওখান থেকে নিল হ্যাণ্ডকাফ। মেয়েটার মাত্র একফুট পেছনে এক লোক। তাকে আত্মবিশ্বাসী মনে হলো না রানার। পেছনে ছুটে আসছে আরও ক'জন। আলোয় ভরে গেল প্যাসেজ। চেনা গেল কারাবিনিয়েরি ইউনিফর্ম। সবার হাতে অস্ত্র। সামনের পরিস্থিতি দেখে কুঁজো হয়ে সাব-মেশিন গান তাক করল তারা। সংখ্যায় হবে অন্তত বিশজন। গোলাগুলি হলে

সামনের দু'জনের গায়ে লাগবে বলে গুলি করতে পারবে না তারা।

পরিবেশটা আড়ষ্ট ও থমথমে।

অন্যদের চেয়ে নোরা গোল্ডফিল্ডকে বেশি বিপজ্জনক মনে হচ্ছে। এক পা সামনে বাড়ল রানা। বামে শূন্য কোটর নিয়ে ওদেরকে দেখছে শত শত করোটি। হ্যাণ্ডকাফ পরার জন্যে নীরবে হাত বাড়াল রানা। 'তো ধরেই ফেললে?'

মৃদু হাসল নোরা। 'খুব কঠিন হয়নি কাজটা।'

'হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়নি, তা ঠিক।' রানার বাম পা খটাস্ করে লাগল পাশে কাঠের শেলফের খুঁটিতে। তাতে হোঁচট খেল উঁচু করে রাখা হাড় ভরা শেল্ফ্। কয়েক শতাব্দী আগেও মজবুত ছিল ফ্রেমওঅর্কের কাঠ, এখন খেয়ে নিয়েছে ঘুণে। রানার জোর লাথি খেয়ে দু'টুকরো হয়েছে খুঁটি। ফলে ছিটকে উঠেছে সাদাটে ধুলো। পরক্ষণে শেলফে রাখা হাজার হাজার হাড়ের স্তূপ নামল অ্যাভালাঞ্চের মত। চারপাশ ভরে গেল ভাঙা সাদা হাড় ও করোটিতে। কিন্তু ততক্ষণে লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেছে রানা।

কিছু বোঝার আগেই কোমর গভীর হাড়ের নদীতে তলিয়ে গেছে নোরা গোল্ডফিল্ড। বগল থেকে পড়ে গেছে টর্চ। গড়িয়ে সরে গেল ওটা। ওই আলোয় ভাসছে ধোঁয়ার মত ধুলো। হাড়ের গুঁড়োয় মুখ ও চুল সাদা, নোরাকে দেখাল আস্ত এক পেত্নীর মত। কাশছে খক-খক করে। চাইল সোজা হয়ে দাঁড়াতে। ওদিকে হাঁটু ও একহাতে ভর করে হতভম্বের মত বসে আছে পেছনের লোকটা। কাঠের শেলফের ফাটা এক অংশ কেটে দিয়েছে চোখের নিচে। ক্ষত থেকে টপ-টপ পড়ছে রক্ত। ধুলো, হাড় ও আবর্জনায় ভরা পেছনের প্যাসেজ।

এক ঝটকায় মেঝে থেকে ম্যাগলাইট তুলে নিয়েছে রানা, পরক্ষণে লাঠির মত ওটা চালাল নোরার পিস্তল ধরা কবজির

ওপর। ভীষণ ব্যথায় 'উহ্!' বলে উঠে হাত পিছিয়ে নিল মেয়েটা। দূরে গিয়ে খটাং শব্দে পড়েছে পিস্তলটা।

'দুঃখিত, নোরা, পরে হয়তো দেখা হবে,' নরম সুরে বলল রানা। হাড়ের তলে হারিয়ে গেছে ওর রুগার। তার বদলে নোরার বেরেটা কুড়িয়ে নিয়ে বাজপাখির গতি তুলে প্যাসেজ ধরে উড়ে চলল রানা।

হাড়ের জঞ্জাল থেকে বেরোতে চাইছে নোরা। দাঁতে দাঁত পিষে প্রাণপণে চেঁচাল, 'বাগে পেলে পিটিয়ে হাড় ভাঙব তোর, শয়তান, ইবলিশ কোথাকার!'

তীরবেগে ছুটতে ছুটতে জানাল রানা, 'আগে নিজে তো বাঁচো বুড়ো হাড়ের হাত থেকে!'

ছত্রিশ

ম্যাগলাইটের উজ্জ্বল আলোয় চারপাশ দেখতে দেখতে কবরস্তান থেকে বেরোবার পথ খুঁজছে রানা। আরও কিছু দূর যাওয়ার পর চকচক করে উঠল সামনে ধাতব কিছু।

ওটা মই, সোজা উঠেছে ছাত ভেদ করে। ওপর থেকে নেমেছে উইঞ্চ কেবল। ঝুলিয়ে রেখেছে রেলিং দিয়ে ঘেরা প্ল্যাটফর্ম। মইয়ের কাছে অজস্র কেস ও বাক্স, ভেতরে বোধহয় আর্কিওলজিকাল ইকুইপমেণ্ট। গোরস্তান পেয়ে এক্সকেভেশনের বদলে চলছে পুরাকীর্তি খনন-কাজ।

বেল্টে ম্যাগলাইট ঝুলিয়ে মই বেয়ে তরতর করে উঠতে লাগল রানা। সমাধি পেরোলেও রয়ে গেল মাটির নিচে। এখন আছে বৃত্তাকার, অব্যবহৃত সুয়ের টানেলে। আগেও

ক্যাটাকম্বে নেমেছে বলে রানা জানে, মনে বিস্ময় এলেও এ শহরের নিচে আছে নিরেট মাটি। তবে একদিন হয়তো গভীর এক বিশাল গর্তে ধসে পড়বে পুরো রোম।

চারপাশে আলো ফেলে দেখে নিল রানা। শাফটের কাছে নানান ইকুইপমেন্ট। পাশেই আরেকটা মই। ওটা উঠেছে ট্র্যাপডোরের কাছে। ও বুঝে গেল, ওখানে উঠলে পৌঁছে যাবে রাস্তা সমতলে।

দ্বিতীয় মই বেয়ে মাঝামাঝি উঠেছে, এমনসময় শুনল গুলির বিকট আওয়াজ। কানের পাশে পাথুরে দেয়ালে লেগে ছিটকে গেছে বুলেট। ঝট্ করে ঘুরে তাকাল রানা। নিচের মই বেয়ে উঠছে নোরা গোল্ডফিল্ড। ডানহাতে আরেকটা বেরেটা পিস্তল!

নিজে পাল্টা গুলির আগেই খুন হবে রানা। দেরি হলো না লাফিয়ে মই থেকে নামতে। ঘুরেই এঁকেবেঁকে দৌড় দিল ও। গুলি এড়াতে গিয়ে হয়েছে জন্মের কুঁজো।

আবারও গুলি ছুঁড়ল নোরা। টানেলের পাথুরে দেয়ালে লেগে পিছলে দূরে হারিয়ে গেল বুলেট। আলো লক্ষ্য করে গুলি করছে মেয়েটা। ফ্ল্যাশলাইট ফেলে দিল রানা। পেছনে শুনল খড়মড় আওয়াজ। টর্চ ফেলে দিয়েছে নোরাও। বোকা নয় মেয়েটা।

অন্ধকারে রানার গতিপথ থেকে সরছে ধেড়ে সব ইঁদুর। প্রচণ্ড বেগে ছুটতে পারে রানা, তবে টের পেল, প্রচুর ট্র্যাক প্র্যাকটিস আছে ওই মেয়ের, ওর চেয়েও ভাল করছে সে। পেছনে এগিয়ে আসছে পদশব্দ। তীরবেগে পাইপের বাঁক ঘুরে আরেকটু হলে তাল হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ত রানা।

পাথরের মেঝে ভীষণ পিছলা। ডানের দেয়ালে গুঁতো খেল রানার কাঁধ। তখনই বুঝল, ইঁটের দেয়ালে গেঁথে রাখা হয়েছে লোহার রাং মই। নিজেকে সামলে হাতড়ে দেখল দেয়ালে নির্দিষ্ট জায়গায় পর পর ওপরে গেছে লোহার ধাপ।

মাথার ওপরে সুয়েরের ছাতে কাস্ট আয়ার্নের গোল ম্যানহোলের ঢাকনি। কয়েক ধাপ উঠে হাতের তালুর আঘাতে ওটা খুলতে চাইল রানা। প্রার্থনা করছে, জিনিসটা যেন জং ধরা না হয় বা বন্ধ না থাকে বোল্ট মেরে।

কর্কশ "ঘ্যাসক্রচ!" শব্দে খুলল ঢাকনি।

ওটা ওপরে ঠেলে ঠাস্ করে ওদিকে ফেলল রানা। গোল গর্তে হুড়মুড় করে ঢুকল মিষ্টি হাওয়া। রাং বেয়ে রাতের বাতাসে মাথা, কাঁধ ও বুক বের করল রানা। আর তখনই বিকট আওয়াজে ঝনঝন করে উঠল দুই কান। ঘাড় কাত করে দেখল, প্রচণ্ড আলো নিয়ে ওর দিকে ছুটে আসছে বিশাল এক ট্রাকের দাঁত খিঁচানো গ্রিল!

কর্কশ আওয়াজে ব্রেক কষল যন্ত্রদানব। চাকা থেকে ছিটকে উঠল রাবার পোড়া ধোঁয়া। দ্রুত কচ্ছপের মত গর্তে মাথা টেনে নিল রানা। এক সেকেণ্ড দেরি হলে মাথাটা থেকে যেত ওপরেই। কান ভরে গেল কর্কশ গর্জনে। মুখে লাগল ধারালো পাথর কুচি। নাকে এল ডিজেলের কটু গন্ধ। ওর মাথার ওপর দিয়ে গেল ট্রাক।

পুরো দশ গজ দূরে গিয়ে থরথর করে থামল যন্ত্রদানব। খরগোশের গতি তুলে ম্যানহোল থেকে উঠে এল রানা। লাথি মেরে ঠিক জায়গায় আটকে দিল কাস্ট আয়ার্নের ঢাকনি। চারপাশে চোখ যেতেই দেখল, আছে আলোকিত দীর্ঘ এক রাস্তার ঠিক মাঝে। দু'পাশে পুরনো আমলের বাড়িঘর। ফুটপাথের পাশে গাড়ি, স্কুটার ও মোটরসাইকেল।

চারপাশে আবারও তাকাল রানা।

রাস্তার মাঝে ম্যানহোলের ঢাকনি বন্ধ করার মত কিছু নেই। একটু পর উঠে আসবে এসওসিএ এজেন্ট। ঢাকনি আটকে দেয়ার জন্যে নিজেই ওটার ওপর চেপে দাঁড়াল ও। এটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা নয়। রাস্তার মাঝে ওকে দেখে বাঁক নিয়ে পাশ কাটিয়ে গেল এক গাড়ি। ড্রাইভারের জানালা দিয়ে

যে গালি এল রানার প্রতি, রীতিমত চমকে গেল বিসিআই এজেন্ট। আগে এসব গালি জানত না। ওদিকে রাস্তার পাশে ট্রাক রেখেছে ড্রাইভার। লাফিয়ে নামল ক্যাব থেকে। পাকিয়ে ফেলেছে দুই মুঠো। তার তরফ থেকে যেসব গালি এল, তাতে রানা বুঝে গেল সভ্য জগৎ ভোঁতা করে দিয়েছে ওর গালি শেখার ক্ষমতা। উদাস চেহারা করে ট্রাকের ড্রাইভারকে উপেক্ষা করল রানা। মাথায় গিজগিজ করছে দুশ্চিন্তা।

পায়ের নিচে দুলে উঠল ম্যানহোলের ঢাকনি। জোর ধাক্কা দেয়া হচ্ছে তলা থেকে। অবুঝ মেয়ে আমার দিকটা দেখছে না, ভাবল রানা। থেমে গেছে ঢাকনি ঠেলা। কিন্তু ক'সেকেণ্ড পর তলা থেকে কাস্ট আয়ার্নে লাগল ভয়ানক কিছু। বিকট আওয়াজ। থরথর করে কেঁপে উঠেছে ঢাকনি। বাধ্য হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা।

রীতিমত অমানুষ এই নোরা গোল্ডফিল্ড! এখন গুলি করে ঢাকনি উড়িয়ে বেরোতে চাইছে! বদ্ধ জায়গায় গুলির আওয়াজে কানে তালা লেগে যাওয়ার কথা!

মুখ তুলে রানা দেখল, হিসহিস আওয়াজে আসছে লম্বাটে এক ট্রেইল মোটরসাইকেল। আরোহীর মাথায় হেলমেট নেই। বয়স বড়জোর বিশ। অনিশ্চয়তায় ভুগে মোটরসাইকেলের গতি কমিয়ে এনেছে সে। বোধহয় ভাবছে, রাস্তায় মাতলামি করছে লোকটা। না থামলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে তাকে।

দশ ফুটের ভেতর মোটরসাইকেল আসতেই বেল্ট থেকে নিয়ে তরুণের বুকে বেরেটা তাক করল রানা। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে নির্দেশ দিল, 'অল্ট! পোলিযিয়া!'

পিস্তল দেখে জঘন্য গালি থামিয়ে পাঁই করে ঘুরে ট্রাকের দিকে ফিরল ড্রাইভার। এদিকে রানার পাশে মোটরসাইকেল থামিয়ে বড় বড় চোখে ওকে দেখছে তরুণ। কাছ থেকে হোণ্ডা লিজেণ্ড মোটরসাইকেলটা দেখে খুব খুশি হলো রানা।

ওটার পেছনের সিটের কাছে প্যানেলে লেখা: ২৫০ সিসি।

'আপাতত মোটরসাইকেলটা নিতে হচ্ছে।' ম্যানহোলের ঢাকনি থেকে নেমে খপ্ করে আরোহীর কবজি ধরল রানা, পরক্ষণে একটানে তাকে নামিয়ে ফেলল মোটরসাইকেল থেকে। যন্ত্রটা পড়ে যাওয়ার আগেই ডান পা ঘুরিয়ে নিজেই চেপে বসল ওটার সিটে। মুচড়ে ধরল থ্রটল।

এদিকে চাপ সরে যেতেই খটাং আওয়াজে রাস্তায় নামল ম্যানহোলের ঢাকনি। গর্ত থেকে পিস্তল হাতে লাফিয়ে উঠে এল নোরা গোল্ডফিল্ড। বিস্ফারিত চোখে দেখল চারপাশ। মুখ ভরা ঘাম ও ধুলো।

ওকে মিষ্টি হাসি দিয়ে প্রথম গিয়ার ফেলে ক্লাচ ছাড়ল রানা, নতুন করে মুচড়ে ধরেছে থ্রটল। নোরা কিছু বোঝার আগেই শূন্যে উঠল হোণ্ডার সামনের চাকা। পরক্ষণে চমকে যাওয়া ঘোড়ার মত ছুট লাগাল ওটা। রানার কানের দু'পাশে বাতাস কাটার শোঁ-শোঁ শব্দ। হ্যাণ্ডেলবারের আয়নায় দেখল, এরই ভেতর একটা গাড়ির দিকে পিস্তল তাক করেছে নোরা। হাতের ইশারা করছে থামতে।

কিন্তু সাধারণ নয় ওই গাড়ি!

লাল চকচকে ওই জিনিস স্পোর্টস্ কনভার্টিবল। আরও খারাপ কথা, রাস্তার আলোয় ওটাকে ফেরারি বলেই মনে হলো রানার।

আপত্তি তুলছে ড্রাইভার। কিন্তু কলার পেঁচিয়ে ধরে তাকে ড্রাইভিং সিট থেকে নামাল নোরা গোল্ডফিল্ড। লাফিয়ে উঠল ড্রাইভিং সিটে। রানার হোণ্ডার ইঞ্জিনের মৃদু আওয়াজ চাপা পড়ল স্পোর্টস্ কারের কর্কশ গর্জনে। বনবন করে ঘুরল চার চাকা, তুমুল বেগে পিছু নিয়েছে এসওসিএ-র এজেন্ট।

রানা পুরো থ্রটল খুলে দিতেই আর্তনাদ করে উঠল ২৫০ সিসি ইঞ্জিন। দু'পাশে সাঁই-সাঁই করে পিছিয়ে যাচ্ছে বাড়িঘর ও পার্ক করা গাড়ি। চট্ করে একবার আয়না দেখল রানা।

এরই ভেতর ওর দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে স্পোর্টস্ কার। ওটা সত্যিই ফেরারি। গলাটা একটু টকটক লাগল ওর। আর যাই হোক, দর্জির সেলাই মেশিনের মত আওয়াজ তোলা এই ইঞ্জিন ওকে বেশি দূরে নেবে না!

একসেকেণ্ড বেশি আয়না দেখেছে রানা। রাস্তার দিকে চোখ যেতেই দেখল, ঠিক সামনে ইয়া মোটা এক লোক। হাতের চেইনে ছোট এক চিহুয়াহুয়া কুকুর। প্রাণপণে পিছাতে চাইছে ওটা। কুকুর ও ওটার মালিককে এড়াতে গিয়ে কাত হয়ে বাঁক নিল রানা। আরেকটু হলে গুঁতো দিত ফুটপাথের পাশে পার্ক করা এক ফিয়াট সিনকুয়েন্টো গাড়ির পেটে। ধুপ আওয়াজে উঠল মোড়ের ফুটপাতে। মাত্র বন্ধ হচ্ছে কোনার ক্যাফে। বাইরে রয়ে গেছে প্লাস্টিকের চেয়ার ও টেবিল। গ্লাস গুছিয়ে নিচ্ছে এক ওয়েটার। মোটরসাইকেলের হ্যাণ্ডেলবারের পেছনে মুখ লুকিয়ে ফেলল রানা। দাঁতে দাঁত চেপে ঢুকে পড়ল নানান টেবিলের ভিড়ে। ছিটকে গেল হালকা টেবিল ও চেয়ার। এদিক-ওদিক কাত হয়েও কীভাবে যেন ভারসাম্য বজায় রেখেছে মোটরসাইকেল। তিন সেকেণ্ড পর ফুটপাত থেকে দুই গাড়ির মাঝে নেমে পড়ল রানা। বাঁক ঘুরে হিসহিস আওয়াজে আবারও গতি তুলছে এখন।

কিন্তু মন খারাপ রানার। ফুটপাত থেকে ঝাঁকি খেয়ে নামার সময় কোমরে গোঁজা বেরেটা পড়ে গেছে রাস্তায়। উপায় নেই যে খুঁজতে যাবে। এইমাত্র বাঁক ঘুরে গর্জন ছাড়তে ছাড়তে কয়েক গজ পেছনে পৌঁছে গেছে ফেরারি!

একটু দূরে রাস্তার সাইনবোর্ড দেখল রানা।

ভিয়া দেই কোরোনারি।

পেছনে পড়ছে আলোকিত শহরের বেশিরভাগ বাড়িঘর। বামে চিকচিক করছে টাইবার নদীর জল। সামনেই এক সেতুর ওপর জ্বলছে সারি সারি লণ্ঠন। সেই আলোয় রানা দেখল, একপাশে দেব-দেবীর শ্বেত সব মূর্তি। কিন্তু ওসব

দেখে মুগ্ধ হওয়ার সময় নেই ওর। বাঁক নিয়ে বামে চলল রানা। চেয়ে আছে সেতুর দিকে। ওটার মুখে একসারিতে মোটা কংক্রিটের বোলার্ড। প্রতিটির মাঝে সামান্য ফাঁক। ওদিক দিয়ে ঢুকতে পারবে চিকন ট্রেইল বাইক। গতি না কমিয়ে দুই বোলার্ডের মাঝ দিয়ে সেতুর মসৃণ পাথুরে গায়ে উঠল রানা। পেছনে শুনল কড়া ব্রেকের আওয়াজ। চাকা পিছলে আড়াআড়িভাবে রাস্তায় থেমেছে ফেরারি।

সেতুর মাঝে গিয়ে মোটর বাইক থামিয়ে ঘুরে তাকাল রানা। গাড়ি থেকে নেমেছে নোরা গোল্ডফিল্ড। ওপরের লণ্ঠনের আলোয় এতটা দূর থেকেও রানা পরিষ্কার দেখল, তার হাতে পিস্তল। চরম হতাশ, প্রায় নর্তন-কুর্দন করছে মেয়েটা। নদীর ওদিক থেকে এল চাপা হুঙ্কার।

মুচকি হেসে মোটরসাইকেল ছেড়ে দিল রানা। দেখতে না দেখতে হারিয়ে গেল রাতের আঁধারে। ওর মন বলছে, হাল ছাড়বে না মেয়েটা, আবারও দেখা হবে দু'জনের।

ওই সাক্ষাৎ মোটেও রোমান্টিক হবে না।

সাঁইত্রিশ

দে কণ্টি রেসিডেন্স, রোম।

রাত দুটো বাজলেও ঘুমাতে যাননি কাউণ্ট অক্টাভিও দে কণ্টি। অথচ ভীষণ ক্লান্ত তিনি। বিশাল লিভিংরুমে ঘুমে কাদা তাঁর স্ত্রী লিডা। প্রিয় আর্মচেয়ারে বসে বিরক্তিকর মহিলার দিকে চেয়ে আছেন কাউণ্ট। সোফার হাতলে ছড়িয়ে আছে লিডার চকচকে মাথার সোনালি চুল। স্বচ্ছ পোশাক প্রায় উঠে

গেছে কোমরের কাছে। লাথি খেয়ে সোফা থেকে নিচে পড়েছে দুটো কুশন। কার্পেটে পড়ে আছে একটা সাদা হাই-হিল জুতো। অন্যটা ঝুলছে গোড়ালি থেকে। যে-কোনও সময়ে খসে পড়বে শেষ হেমন্তের শুকনো পাতার মত।

কয়েক বছর আগে হলে লিডার মাথার চুল গুছিয়ে দিতেন কাউন্ট। পোশাক ভদ্রস্থ করে কোলে তুলে স্ত্রীকে শুইয়ে দিতেন বিছানায়। গায়ে টেনে দিতেন নরম কম্বল। কিন্তু আজকাল আর এসব করেন না। মৃদু নাক ডাকছে লিডা। শ্বাস নেয়ায় সামান্য উঠছে কোমরের ভাঁজ, আবার নামছে নিচে। আপত্তির চোখে স্ত্রীকে দেখছেন কাউন্ট।

আসলে লিডার এই ঘুমকে ঠিক নিদ্রা বলা যাবে না, তিক্ত মনে ভাবলেন তিনি। গত তিন ঘণ্টা ধরে অচেতন হয়ে পড়ে আছে মহিলা। গত সন্ধ্যা থেকে আউন্সের পর আউন্স ভোদকা গিলেছে সে। চরম স্বার্থপর এক মহিলা। গতকাল থেকে যা ঘটেছে কাউন্টের জীবনে, তাতে তাঁরই মাতাল হয়ে বেহুঁশ হওয়া উচিত। গতকাল থেকে আছেন অদ্ভুত এক নরকে। এখনও হাত-পা কাঁপছে তাঁর। বাকি জীবনেও এই আতঙ্ক মন থেকে দূর হবে বলে মনে হয় না।

একবার হাতঘড়ি দেখলেন কাউন্ট। বুক চিরে বেরোল মস্ত এক দীর্ঘশ্বাস। সাহস নেই বিছানায় যাবেন। রাত খুব খারাপ সময়। রাতেই হাজির হয় দুঃস্বপ্ন। আর তাতে ভর করে হাজির হয় লুইজি জিয়োরদানো, অরোরা ল্যাম্বার্ডি বা সেই ছোট অফিসে খুন হওয়া মহিলা। বাদ পড়ে না খুন হওয়া অন্যরা। নিষ্প্রাণ চোখে তাঁকে দেখে তারা। গলা টিপে ধরতে এগিয়ে আসে আঙুল বাঁকা করে। আর তখন ভয়ানক ভয়ে জেগে উঠে কাউন্ট দেখেন, দরদর করে ঘামছেন তিনি। এরপর আর ঘুমাতে পারেন না। আজ থেকে শুরু হয়েছে নতুন অত্যাচার। লুইজি বা অরোরার আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে আসছে একের পর এক ফোন। অংশ নিতে হবে

শেষকৃত্যে। ওদিকে ফোন করছে ইনশ্যুরেন্স কোম্পানির ডিরেক্টর ও আতঙ্কিত গ্যালারি মালিকরা। বাজে ভাষায় ধমক দিচ্ছে তারা। আইনী ব্যবস্থা নেবে তাঁর বিরুদ্ধে। হঠাৎ যেন নরক ভেঙে পড়েছে মাথার ওপর।

এদিকে তদন্তে এগোতে পারেনি পুলিশ। কেন কী হয়েছে, কিছুই জানতে পারেনি তারা। কখনও কোনও গোয়েন্দার ওপর বিশ্বাস ছিল না অক্টাভিওর। অথচ, সেই তিনি নিয়োগ দিয়েছেন ক'জন নামকরা গোয়েন্দাকে। কারাবিনিয়েরির ক্যাপ্টেন পিয়েত্রো দে কাপুতো আসলে নিরেট গর্দভ। তাকে সরিয়ে দিলে তার জায়গায় আসবে আরেকটা গাধা। যদিও কাপুতো বলেছে, সে নাকি অগ্রসর হতে পেরেছে এই কেসে। মিথ্যা বলেছে বোধহয়!

এত কিছু থাকতে আর্টিস্ট গোএয়া কেন?

কী কারণে?

এর কোনও কারণ আছে?

ওই চিত্রের ব্যক্তিগত মূল্য ছিল তাঁর কাছে। যে মহিলা তাঁর আপন দাদী হলে তিনি খুশি হতেন, তাঁরই সংগ্রহে ছিল ছবিটা। তাতে কী, অন্যান্য অমূল্য চিত্রের তুলনায় গোএয়ার ওই স্কেচ ছিল নগণ্য!

তা হলে এত নামকরা তৈলচিত্র বাদ দিয়ে ওটা নিয়ে গেল কেন ডাকাতরা?

অথচ, কয়েকটা দুর্লভ চিত্র সরিয়ে নিয়ে কোটি কোটি লিরা দাবি করতে পারত তারা।

কী নিল?

গত শতাব্দীতে হারিয়ে যাওয়া গোএয়ার একটা স্কেচ!

ব্যাপারটা কোনভাবেই মাথায় ঢুকছে না অক্টাভিরও।

আরও একটা জটিল ব্যাপার, আগেও অর্নেলার ব্যক্তিগত জিনিস ডাকাতি করেছে বিপজ্জনক দস্যুরা।

এবারে আর্ট গ্যালারি লুঠের সঙ্গে অতীতের ডাকাতির

কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে?

ক্লান্তিতে চোখ জ্বলছে কাউন্টের। টনটন করছে ঘাড় ও কাঁধ। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। লিভিংরুমের বাতি নিভিয়ে বেরিয়ে এলেন করিডোরে।

বিশাল ভিলার আরেক প্রান্তে তাঁর অফিস। কয়েক বছর ধরেই লিডার সঙ্গে মনোমালিন্য হলে অফিসের কাউচেই ঘুমান তিনি। আজ তর্ক হয়নি দু'জনের, তবে মন এত তিক্ত, কাউন্ট ঠিক করেছেন ঘুমাবেন নিজের অফিসেই।

পরিচিত পরিবেশে পা রেখে কাউন্ট টের পেলেন, টেবিলে দপদপ করছে লাল বাতি। জানিয়ে দিচ্ছে অ্যান্সার মেশিনে এসেছে নতুন মেসেজ।

ঘড়িতে এখন রাত বারোটা পঁচিশ।

স্পিকার চালু করে বাটন টিপলেন কাউন্ট অক্টাভিও। যে লোক কল করেছে, তার ইতালিয়ান ভাষায় রয়েছে স্প্যানিশ টান। গম্ভীর কণ্ঠ। পুরনো ওয়াইনের মত ভারী।

'সেনোর অক্টাভিও দে কন্টি, আমার নাম হুয়ান কর্টেজ। আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে আমার। রাত হোক বা দিন, দয়া করে যোগাযোগ করুন।' চুপ হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন, 'কথা বলব আপনার চুরি হওয়া গোএয়ার চিত্রের বিষয়ে।'

কাঁপা আঙুলে মেসেজটা রিপ্লে করলেন কাউন্ট। বুঝতে পারছেন, স্বপ্নে এসব শোনেননি তিনি।

কর্টেজ। নামটা কেমন পরিচিত। সালামানকার এক বড় আর্ট কালেক্টার ও ডিলারের নাম মনে পড়ল তাঁর। তবে আগে কখনও পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয়নি তাঁদের।

কাউন্ট নিজে বোঝার আগেই ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়েছেন ফোনের রিসিভার। কল করলেন স্পেনের সালামানকার ওই ফোনের মালিককে।

তৃতীয় রিঙের পর রিসিভ করা হলো কাউন্টের কল। মনে

হলো না লোকটা ঘুমাচ্ছিল।

'কাউন্ট অক্টাভিও দে কণ্টি বলছি।'

'জানতাম আপনি যোগাযোগ করবেন।'

'আমার ওই গোএয়ার স্কেচ পেয়েছেন আপনি?' শ্বাস আটকে বললেন কাউন্ট।

'লেইড পেপারে কয়লা দিয়ে আঁকা। নাম: "অনুতপ্ত পাপী"।'

'ওটাই!' ফুঁপিয়ে উঠলেন কাউন্ট। 'হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসেছে। লোকটার পায়ে জুতো নেই। চেহারায় হতাশা। ...এবার বলুন কোথায় পেয়েছেন ওটা?'

'আমাদের দেখা হওয়া দরকার,' বললেন কর্টেজ, 'আপনাকে জরুরি কিছু দেখাতে চাই।'

'আপনার কিছু জানা থাকলে, দয়া করে...' গলা কেঁপে গেল কাউন্টের। চুপ হয়ে গেলেন তিনি।

নিজেও নীরব কর্টেজ।

কাউন্ট বুঝলেন ফোনে আলাপ করবেন না স্প্যানিয়ার্ড।

কয়েক মুহূর্ত পর বললেন কর্টেজ, 'শুধু এটা বলব, আপনার কাছ থেকে কীভাবে ডাকাতি হবে অনুতপ্ত পাপী?'

হতভম্ব হলেন অক্টাভিও। 'আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না! ওটা তো চুরি হয়েছে!'

'আপনিই বরং বুঝিয়ে দিন,' বললেন কর্টেজ, 'তা হলে বহু বছর ধরে আমার ব্যক্তিগত কালেকশনে ওটা থাকে কী করে?'

আটত্রিশ

রাত দুটো।

পোর্টা সেটিমিয়ানার কোবল পাথরের এক রাস্তায় চলেছে রানার হোণ্ডা লিজেণ্ড। রেনেসাঁ আমলের পাথরের গেটওয়ে পেরিয়ে ঢুকে পড়ল টাইবারের পশ্চিমতীরে ট্রাস্টাভিয়ের কোয়ার্টারে। সরু এঁকেবেঁকে যাওয়া এক গলিতে থামল রানা। মোটরসাইকেল ফেলে যাওয়ার আগে ভালভাবে সার্চ করল ওটা। পেল একটা সানগ্লাস ও নেতিয়ে পড়া নরম হ্যাট। কাজে লাগবে ভেবে পকেটে রেখে দিল সানগ্লাস। যেখানে আছে, সেখান থেকে সামান্য দূরেই রোমের বোটানিকাল গার্ডেন। একটু পর পৌঁছে গেল ওখানে। তালা মারা গেট টপকে ঢুকে পড়ল ভেতরে। পার্কের গভীরে যাওয়ার জন্যে হাঁটতে লাগল চাঁদের আলোয়। রাতের মিষ্টি হাওয়া বেশ শীতল। তাতে ভাসছে হাজারো ফুলের সুবাস। ছায়াময় জায়গা বেছে নীরবে এগিয়ে চলেছে রানা, প্রায় অদৃশ্য।

মিনিট দশেক হেঁটে পৌঁছুল শহরের ওপরদিকে টিলাময় এলাকায়। এদিকে ঘন হয়ে জন্মেছে গাছপালা। ঝোপঝাড়ে ঢুকে ভাল জায়গা বেছে নিল রানা। শুয়ে বিশ্রাম নেয়া যাবে, আবার চোখও রাখতে পারবে চারদিকে। রাতের তারা ও শহরের বাতি দেখতে দেখতে আনমনে ভাবল, এখন কী ভাবছে অ্যালেসিয়ার স্বামী ট্যাডিয়ো? বা কী করছে নোরা গোল্ডফিল্ড? ওর নিজের ইতালিয়ান বন্ধুরাই বা কী ভাবছে?

নিশ্চয়ই টিভিতে দেখেছে সব। অপেক্ষা করবে ওরা, রানা যোগাযোগ করলেই সাহায্যের হাত বাড়াবে। নিশ্চয়ই এরই ভেতর সোহেলের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছে রেমারিক। রানা কোথায় আছে জানলেই হাজির হতে চাইবে ওর বন্ধুরা। কিন্তু এই জটিল বিপদে কাউকে জড়িয়ে নেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই রানার। ঠিক করেছে, যা করার করবে একা।

ভোরে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলো। চোখে হোণ্ডার মালিকের কাছ থেকে পাওয়া মস্ত সেই সানগ্লাস।

ইতালিয়ান কোনও কাউন্টকে খুঁজতে হলে সেরা জায়গা তার পরিবারের প্যালায্যো। যদিও কাউন্ট অক্টাভিও দে কণ্টি বলেছিল, বাস করে না তার পুরনো প্রাসাদে। রোমের ফোন ডিরেক্টরি ঘেঁটে রানা জেনে গেল, ওই নামে এই এলাকায় আছে মোট চারজন। যাকে চায়, খুঁজে বের করে নিতে হবে। হয়তো প্রত্যেকেরই আছে বিশাল ভিলা বা প্রাসাদ।

রানা ঠিক করল, প্রথমে যাবে পশ্চিমে। এরপর উত্তর দিকে। আর শেষে উত্তর-পুবে।

ইংল্যাণ্ডে কারও চোখে সানগ্লাস দেখলে সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ করে পুলিশ। নিশ্চয়ই টেরোরিস্ট, খুনি, বা ভয়ানক কোনও অপরাধী। তবে রোমে অসংখ্য মানুষ চোখ ঢেকেছে সানগ্লাস দিয়ে। বাসে বা ট্রামেও খুলছে না ওই জিনিস। চোখে সানগ্লাস পরে বাসে উঠল রানা। কপাল ভাল, সিটে পেয়ে গেল আজকের দৈনিক পত্রিকা। ফেলে গেছে আগের প্যাসেঞ্জার। দেখল খবরের কাগজের হেডিং। ওর আগ্রহ কেড়ে নিল ল্যারিয়ো হত্যাকাণ্ড। নতুন তথ্য পেয়েছে কারাবিনিয়েরি অফিসাররা। ব্রিটিশ সরকার চুপ থাকলেও এ কথা ফাঁস হয়েছে, সে দেশের স্যাণ্ডহার্স্ট্ অ্যাকাডেমি থেকে আর্মি ট্রেনিং নিয়েছিল মাসুদ রানা।

পরের পাতায় তথ্য ভরা প্রবন্ধ লিখেছেন নামকরা এক ক্রিমিনাল সাইকোলজিস্ট জনি মিলফোর্ড। তাঁর কথা

অনুযায়ী, কঠোর ট্রেনিং নিতে গিয়ে বিবেক বলে কিছুই নেই রানার। হয়ে গেছে রোবট। কিলিং মেশিন। বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছাড়াই খুন করবে যে কাউকে। সেজন্যে কোনও দুঃখ হবে না মনে। বছরের পর বছর চাপে থেকে এমনই অবস্থা ওর, ও আসলে গুলি ভরা বন্দুকের মত। ট্রিগারে মৃদু স্পর্শ করলেই ছুটবে বুলেট। এসব লেখার পর এমনই বিদঘুটে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় গেছেন মিলফোর্ড, রানার মনে হলো বোমার মত সব শব্দ ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে খুন করতে চাইছেন লোকটা।

একটু পর রানা জানল, আসলে আর্ট গ্যালারিতে ডাকাতি হলে মাথা গুবলেট হয়ে যায় ওর। উত্তেজিত হয়ে ওঠে ভীষণ। বলা যায় না, হয়তো ডাকাতরা যতজনকে খুন করেছে, তার তিনগুণ মানুষকে ও নিজেই খুন করে থাকতে পারে!

আসলে রক্তারক্তি দেখে পাগল হয়ে ওঠে ও, আর তাই নিজেই প্রথম সুযোগে নির্মমভাবে খুন করেছে রাজনীতিক রবার্তো ল্যারিয়োকে। শেষে লিখেছেন সাইকোলজিস্ট, কেউ বলতে পারে না এবার কাকে খুন করবে ভয়ানক ওই খুনি। প্রত্যেকের উচিত সর্বক্ষণ চারপাশে চোখ রাখা। সবাই যেন সতর্ক থাকে।

চোখ মাত্র দুটো, সর্বক্ষণ চারদিকে কীভাবে রাখে? খুব বিরক্ত হলো রানা। ভাবতে লাগল, পুরনো আমলের ইংরেজ লেখকরা যেমন বড় বই লিখতে চাইত, আর প্রতি অক্ষর লেখার জন্যে পাই-পাই করে বুঝে নিত পয়সা, এই ব্যাটা বোধহয় তাদেরও এককাঠি সরেস!

সকাল আটটায় প্রথম দে কণ্টির ঠিকানায় পৌঁছুল রানা।

ছোট বাড়ি। সামনে পুরনো ফোক্সভাগেন বিটল গাড়ি। দরজার পাশে খাঁচায় পোরা দুটো জার্মান শেফার্ড। দশ ফুটের ভেতর যেতেই দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে রানাকে দেখল ওরা।

সেইসঙ্গে চাপা গর্জন। সালাম দিয়ে সরে এল রানা। আর যাই হোক, এই ভাঙাচোরা বাড়িতে থাকবেন না কাউণ্ট।

পরের ঠিকানা অনুযায়ী হাজির হলো রানা। প্রতিবেশীর কাছে খোঁজ নিতেই জানল, বছরখানেক আগে মরে স্বর্গে গেছে বুড়ো অক্টাভিও দে কণ্টি।

বাতিল হয়েছে দুটো সম্ভাবনা।

আরও দুটো ঠিকানা আছে হাতে।

সকাল নয়টার কয়েক মিনিট পর লিস্টের তৃতীয় ঠিকানায় পৌঁছুল রানা। দমে গেল মন। আঠারো শ' সালের জীর্ণ এক অ্যাপার্টমেণ্ট ভবন। এখানে ভুলেও পা রাখবেন না কাউণ্ট অক্টাভিও দে কণ্টি। কিন্তু নির্দিষ্ট অ্যাপার্টমেণ্টের দরজায় টোকা দেয়ায় কবাট খুলল দেখার মত এক সুন্দরী। বয়স বড়জোর বাইশ। সহজেই হতে পারবে সুপারমডেল। রানাকে বলল, ওর বয়ফ্রেণ্ড এখন অফিসে।

কঙ্কাল সদৃশ কাউণ্ট অক্টাভিও দে কণ্টি গোপনে প্রেম করে বেড়াবেন এই অপরূপার সঙ্গে, তাঁকে তেমন লোক মনে হয়নি রানার। কঠিনভাবে ফেল মেরেছে ওর তৃতীয় ঠিকানা। হারাধনের শেষ সন্তানের মত রয়ে গেছে শেষ এবং চতুর্থ ঠিকানা।

দশটার দিকে তপ্ত হতে শুরু করেছে সকাল, এমনসময় পরের গন্তব্যের কাছে বাস থেকে নামল রানা। চলেছে পায়ে হেঁটে। চারপাশ দেখে বুঝল, এদিকের এলাকা বিশাল বড়লোকদের। রবার্তো ল্যারিয়ো যেখানে বাস করত, তার চেয়েও পশ এদিকটা। বাগানঘেরা বাড়ির পিচঢালা পথের দু'পাশে সাইপ্রেস গাছ। কারুকাজ করা কাঠের তৈরি সব মেইন গেট। দুটো কারণে রানার মনে হলো, ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছে ও। প্রথমত, বাগানের সবুজ গাছপালার ফাঁকে দেখা যাচ্ছে সাদা রঙের প্রকাণ্ড রাজকীয় প্রাসাদ। রুচিসম্পন্ন অভিজাত ভদ্রলোক কাউণ্ট অক্টাভিও দে কণ্টি। দ্বিতীয়ত,

এইমাত্র নুড়িপাথর ও ঝিনুক দিয়ে তৈরি ব্যক্তিগত রাস্তা থেকে ছিটকে এসেছে রুপোলি এক ভলভো সেলুন গাড়ি। রানার ভুল হয়নি চামড়ামোড়া কঙ্কালের মত ড্রাইভারকে চিনতে। কুঁজো হয়ে বসেছেন স্টিয়ারিঙের পেছনে। জরুরি কোনও কাজে তুমুল বেগে গাড়ির পশ্চাদ্দেশে ধোঁয়া ছেড়ে ছুটে চলেছেন কাউন্ট। এতই ব্যস্ত, খেয়াল নেই পাশের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা।

আপনা-আপনি বন্ধ হওয়ার আগেই গেট পার হয়ে ড্রাইভওয়েতে পা রাখল বিসিআই এজেন্ট। দ্রুত হেঁটে পৌঁছে গেল বাড়ির কাছে। সদর দরজা খোলা। কবাট পেরিয়ে প্রথম যে ঘরে পা রাখল রানা, ওটা সাদা আসবাবপত্রে সাজানো। ভেতরে শীতল পরিবেশ। নানাদিকে শ্বেত পাথরের বেশ কিছু মূর্তি। এই ঘর পার হয়ে বিশাল এক লিভিংরুমে পা রাখল রানা। প্রথমেই ওর চোখ পড়ল একটু দূরের সোফায়। ওখানে বসে আছে স্বচ্ছ পোশাক পরা এক মহিলা। দু'হাতে টিপে ধরেছে কপাল। তার পাশেই কফি টেবিলে অনিক্স দিয়ে তৈরি দামি লাইটার সেট। ওটার গা ঘেঁষে ভোদকার বোতল ও ক্রিস্টালের গ্লাস। বোতলের পেট প্রায় খালি। গত রাতে বোধহয় জীবনের ওপর বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল মহিলার।

রানা কয়েক গজের ভেতর পৌঁছে যেতেই সে বুঝল, আশপাশে হাজির হয়েছে কেউ। মুখ থেকে হাত সরিয়ে চকচকে চোখে দেখল রানাকে।

এবার বুঝল রানা, মহিলার বয়স অন্তত চল্লিশ। তবে দীর্ঘদিন নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে ভোদকা সেবন করে থাকলে, আসলে হয়তো তার বয়স পঁচিশ। ডানে পাশ ফিরে ঘুমিয়েছে বলে চ্যাপ্টা হয়েছে ওদিকের সোনালি চুল, জাবড়ে আছে মাসকারা। পোশাকের স্ট্র্যাপ খসে পড়েছে বাহুতে, তবে মনে হলো না অপরিচিত যুবককে দেখে চিন্তিত সে।

চোখ থেকে সানগ্লাস নামাল রানা।

‘আমি কি আপনাকে চিনি?’ জড়ানো উচ্চারণে জানতে চাইল মহিলা।

মদ গিলতে এতই ব্যস্ত, সময় পায়নি টিভি দেখার, ভাবল রানা। ‘আমি আপনার স্বামীর বন্ধু।’

‘সে তো এখন বাড়িতে নেই।’

‘জানি। এইমাত্র দেখলাম গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। কীসের এত তাড়া?’

বিরক্তি প্রকাশ করতে হাত নাড়ল মহিলা। আরও একটু নিচে নামল পোশাকের স্ট্র্যাপ। বিড়বিড় করে বলল, ‘আবার কী! গাধাটা চেনে শুধু পেইন্টিং! এ ছাড়া জীবনে কিছুই নেই ওর!’

মহিলার পাশে সোফায় বসল রানা। নাকে এল শ্যানেল নাম্বার সেভেন ও যুবতীর মুখের বাসি মদের গন্ধ। কয়েক সেকেণ্ড অস্বস্তি নিয়ে ওকে দেখল কন্টেসা। ‘আপনি কী যেন বললেন... আপনি গাধাটার বন্ধু?’

‘স্বল্প পরিচিত জুনিয়র বন্ধু,’ বলল রানা, ‘নাম হিউবার্ট। শ্যন হিউবার্ট।’ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল ও। ‘সিগারেট চলবে?’

মাথা দোলাল মহিলা। লাল দীর্ঘ নখে খামচে ধরে প্যাকেট থেকে নিল একটা শলা।

অনিক্স লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে নিজেও একটা জ্বালল রানা।

‘আমি কন্টেসা লিডা দে কন্টি,’ একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল মহিলা। হ্যাণ্ডশেকের জন্যে বাড়িয়ে দিল হাত।

রানা দেখল থরথর করে কাঁপছে ওটা। করমর্দন করল ও। বাড়তি কয়েক সেকেণ্ড ওর হাত ধরে থাকল মহিলা। হ্যাংওভারের কারণেও এমন হতে পারে।

‘আপনার ব্যাপারে অনেক গল্প করেছে অক্টাভিও,’ ডাহা মিথ্যা বলল রানা। ‘তাই মনে হচ্ছে, আপনাকে যেন চিনি

অনেক দিন ধরেই।'

এ কথা শুনে মস্ত এক ঢোক গিলল মহিলা। 'তাই নাকি?'

'কী যেন বললেন, কোথায় যেন যাচ্ছে ও?' জানতে চাইল রানা। 'এদিকে ওর সঙ্গে আমার খুব জরুরি কাজ।'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল কণ্টেসা। 'গতকাল গভীর রাতে ফোন করেছে এক লোক। বোধহয় আর্ট ডিলার। নামটা মনে নেই। এদের ব্যাপারে কোনও রকম আগ্রহ নেই আমার। আর আজ সকালে হঠাৎ করেই বেরিয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠে টয়লেট সারার পর পেছনটা পরিষ্কার করেছে কি না, কে জানে! বলে গেছে, আর সব কাজ ফেলে ছুটতে হচ্ছে তাকে স্পেনে। ওই জায়গা মাদ্রিদের কাছে। কিন্তু গাধা লোক তো, জীবনেও উঠবে না বিমানে। ধার চাইল আমার গাড়িটা। ওটা ওরটার তুলনায় পক্ষিরাজ। কিন্তু আমি সাফ বলে দিলাম, একবার ছুঁয়ে দেখো আমার গাড়ি, দেরি হবে না ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দিতে।' খিলখিল করে হাসল আধ-মাতাল কণ্টেসা।

'মাদ্রিদ তো অনেক দূরের পথ!'

'তাতে কী? ভাল তো! অন্তত দু'চার দিন দেখতে হবে না গাধাটাকে। এদিকে নিশ্চিন্তে নিজের কাজ করব।'

'কাজটা কি মদ গিলে আত্মহত্যা করা?'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ আওয়াজ তুলল মহিলা। লম্বা একটা টান দিল সিগারেটে। 'তা-ও ভাল।'

'চেষ্টা করতে গেলে খরচ পড়বে অনেক,' বলল রানা।

ঘাড় কাত করে ওকে দেখল লিডা। তার মুখের ভয়ানক বাজে গন্ধে পেটের নাড়ি উল্টে এল রানার। 'শ্যন হিউবার্ট নামটা দারুণ!'

'তুমি ভাল বললে, সেজন্যে ধন্যবাদ, লিডা,' কৃতার্থ হয়ে গেল রানা।

ভুরু উঁচু করে রানার আরও কাছ ঘেঁষে এল লিডা। 'তুমি কি কয়েক দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছ, শ্যন?' বেড়ালের

মত মৃদু গরগর আওয়াজ হলো মহিলার কণ্ঠে।

মিষ্টি হাসল রানা। 'শুরুটা করতে পারি আমরা কফি দিয়ে।' উঠে দাঁড়াল ও।

প্রাসাদের কিচেনও বিশাল। কাউন্টারের ওপর রানা পেল স্টেট-অভ-দি-আর্ট ক্যাপিউচিনো মেশিন। মনে হলো না ওটা কখনও ব্যবহার করেছে কেউ। পরের পাঁচ মিনিটে দু'জনের জন্যে কড়া দুই মগ কফি তৈরি করল ও। ট্রেতে করে মগ নিয়ে ফিরল কন্টেসা লিডা দে কন্টির কাছে।

হ্যাংওভারের ধাক্কায় বেহাল মহিলা। এই সুযোগে রানা টয়লেটে যেতে চাইল। ভয়ানক জরুরি চাপ। মহিলা জানিয়ে দিল কোথায় পাবে টয়লেট। তাকে কফির সামনে বসিয়ে দোতলায় উঠে এল রানা।

বিশাল ভিলা। কয়েকবার কয়েকটা ঘরে উঁকি দিয়ে দু'বার বাঁক নেয়ার পর রানার মনে হলো, সামনের ঘরটা কাউন্ট অক্টাভিওর অফিস। দেয়ালে দেয়ালে সুন্দর সব তৈলচিত্র। অ্যান্টিক টেবিলে ফ্রেমে বাঁধাই করা পারিবারিক ছবি। লিডার পুরনো ছবি দেখল রানা। তোলা হয়েছে সুইটযারল্যাণ্ডের অ্যালপাইন এলাকায়। আগে মাথাভরা চুল ছিল কাউন্টের। গায়েও ছিল কিছু মাংস। সেসময়ে মদ্যপ ছিল না লিডা।

ছবিগুলোর পাশে টেবিলে সাধারণ সব জিনিস। ফোন, জার ভরা পেন ও পেন্সিল, রাইটিং প্যাড, একটা এগযিবিশন ব্রোশার, একগাদা খোলা চিঠি, বিল ও একটা ডায়েরি। ওপরের চিঠিতে চোখ বোলাল রানা। ওটা পাঠিয়েছেন আমস্টারড্যামের এক গ্যালারির ডিরেক্টর। তিনি ধার দিয়েছেন অক্টাভিওকে তৈলচিত্র। চিঠিতে হাইলাইট করা হয়েছে কয়েকটা শব্দ: "ধ্বংস হয়ে গেছে", "মর্মান্তিক", "এর ফলাফল হবে ভয়ঙ্কর!"

রাইটিং প্যাড তুলে নিল রানা।

ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে ওপরের পাতা। ওয়াএয়ার বাইণ্ডিঙের রিঙে লেগে আছে পাতার শেষাংশ। আলোর দিকে তাক করে প্যাড ধরল রানা। আগের পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে কিছু। কলমের চাপ পড়েছে পরের পৃষ্ঠার ওপর। আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে সেই দাগ।

বোধহয় ফোনে কথা বলার সময় লেখা হয়েছে খুব দ্রুত। জার থেকে পেন্সিল নিয়ে হালকাভাবে ওই দাগের ওপর শিষ বোলাল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর পেল হুয়ান কর্টেজ নামটি। নিচের ঠিকানা: সালামানকা, স্পেন।

কাউণ্টের ল্যাপটপ চালু করল রানা। গুগলে সার্চ দিল হুয়ান কর্টেজ নামটা। ওই লোকের নিজের ওয়েবসাইট নেই। তবে তাঁকে পাওয়া গেল ইউরোপিয়ান ফাইন আর্ট ডিলার হিসেবে। বিশেষ করে স্প্যানিশ নানান আমলের পেইণ্ট সংগ্রহ করেন তিনি। এল গ্রেকো, ভেলাযকুয়েয, যুরবারান, পিকাসো ইত্যাদি। লিস্টের নিচের দিকে চোখ বোলাল রানা। থমকে গেল কয়েক সেকেণ্ড পর। পেয়ে গেছে আঠারো ও উনিশ শতাব্দীর রোমাণ্টিক পেইণ্টার ও প্রিণ্ট আর্টিস্ট ফ্রান্সিসকো হোসে দে গোএয়া ওয়াই লুসিয়েন্টেসের নাম।

'আচ্ছা!' বিড়বিড় করল রানা। মনে পড়েছে, কাউণ্ট বলেছিলেন তিনি রীতিমত ঘৃণা করেন বিমানে চড়তে। আর সেজন্যেই তিন দেশ পেরিয়ে গাড়ি করে চলেছেন সালামানকা শহরে।

কী এমন কাজ যে হুয়ান কর্টেজের সঙ্গে দেখা করতে হবে তাঁকে? ফোনে ওই লোক কী বলেছেন, সেটা জানতে পারলে কাজের কাজ হতো। ঠিকানা কপি করল রানা। প্যাড থেকে কাগজটা ছিঁড়ে রাখল জ্যাকেটের পকেটে। ওপরে কাউণ্টের হাতের লেখাওয়ালা পৃষ্ঠাটা নিয়ে পুড়িয়ে ফেলল ফায়ারপ্লেসে। কমপিউটার থেকে মুছে দিল ইণ্টারনেট সার্চের হিস্ট্রি। নিঃশব্দে নেমে এল নিচতলায়।

নিজের কফি শেষ করে রানারটা অর্ধেক খতম করে উঠে দাঁড়িয়েছে লিডা দে কন্টি। হাই-হিল পরে টলছে। এরই ভেতর মুখ থেকে ধুয়ে ফেলেছে মেকআপ। রানাকে দেখে মুখে চওড়া হাসি ঝুলিয়ে ছুটে এসে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে।

'লাঞ্চের জন্যে অপেক্ষা করবে তো, শ্যন? তুমি জানো না, বিশাল এই প্রাসাদে আমি কতটা একা! তুমি থাকলে অনেক মজা করব আমরা!'

'লাঞ্চের সময় তো এখনও দু'ঘণ্টা বাকি,' বলল রানা।

অসহায় ভঙ্গি করে ঠোঁটদুটো গোল করল কন্টেসা। 'ঠিকই বলেছ। বলো তো, এ সময়টা কীভাবে পার করি?'

কাউন্ট বাড়ি না থাকলে মহিলা কী করে, আন্দাজ করতে পারছে রানা। নরম সুরে বলল, 'সত্যিই, তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব ভাল লাগল, কন্টেসা। খুব খুশি হতাম রয়ে যেতে পারলে, কিন্তু দুঃখের কথা, জরুরি এক মিটিঙে যোগ দিতে হবে।'

মুখ কালো করল মহিলা। 'কী বিচ্ছিরি! ভেবেছিলাম দারুণ মজায় কাটবে সময়টা। যাই হোক, চমৎকার সময় কাটল বলে তার বদলে তোমাকে কিছু দিতে পারি?'

'পরে দিয়ো কখনও,' মিষ্টি হাসল রানা।

যুবক কী বলেছে বুঝে ঝিক করে উঠল মহিলার দু'চোখ। রানার বুকে থাবা বসাল সে। 'তুমি কিন্তু ভীষণ দুষ্টু, শ্যন!'

'কতটা, জানো না,' হাসল রানা। মহিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সদর দরজার দিকে চলল ও। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে চোখে পড়ল, হল-এর স্ট্যাণ্ডের রুপালি থালায় শুয়ে আছে একটা গাড়ির চাবি। চকচকে চামড়ার রিঙে এমবস করা এফওবি ও ত্রিশূলের এমব্লেম।

আরেকবার হেসে ফেলল রানা।

কন্টেসা কী যেন দিতে চেয়েছিল?

আপাতত মহিলা গাড়ি চালাবার পর্যায়ে নেই!

ছোঁ মেরে চাবিটা তুলে নিল রানা। বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল রোদে। এবার দেখতে হবে লিডার গাড়িটা কোথায় রেখেছে!

তিন দরজার বিশাল গ্যারাজটা বাড়ির পেছনে। গাড়ির চাবির সঙ্গের রিমোট ব্লিপার ব্যবহার করে মাঝের গেট খুলল রানা। খির-খির আওয়াজে সরে গেছে দরজা। ভেতরের দৃশ্য দেখে নিচু শিস না দিয়ে পারল না বিসিআই এজেন্ট। মনের চোখে দেখল দৈনিক পত্রিকার হেডিং:

ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর খুনি মাসুদ রানা ডাকাতি করে নিয়ে গেছে কন্টেসার দুর্মূল্য ম্যাসারাটি গাড়ি! গভীর শোকে মুহ্যমান কন্টেসা এখন হাসপাতালে!

তিন সেকেণ্ড পর ব্রোঞ্জ রঙের চকচকে গ্র্যানটুরিসমো গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে চেপে বসল রানা। এরই ভেতর ঠিক করে ফেলেছে রুট। রোম থেকে জেনেভা, তারপর নিস পেরিয়ে মার্সেই, এরপর অ্যাডোরা পার হয়ে পশ্চিমে গিয়ে স্পেনের সালামানকা শহর। গাড়িতে যেতে সবমিলে বারো কি তেরো ঘণ্টা। তবে ইঞ্জিন চালু হতেই যে গর্জন শুনল রানা, ওর মনে হলো আরও আগেই পৌঁছে যাবে গন্তব্যে।

এখন বাজে সকাল দশটা চল্লিশ মিনিট।

চোখে সানগ্লাস পরে অ্যাক্সেলারেটর দাবাল রানা।

উনচল্লিশ

রোমে রাজনীতিক রবার্তো ল্যারিয়ো এবং তার দুই বডিগার্ডের লাশ অনেক আগেই পৌঁছে গেছে মর্গে। হত্যাকাণ্ডের বাড়িতে এখন একদল পুলিশ অফিসার ও ফরেনসিক এক্সপার্ট। রাস্তায় গাড়ি রেখে বেশকিছু গাড়ি পার হয়ে বাড়ির সামনে হাজির হলো নোরা গোল্ডফিল্ড ও কারাবিনিয়েরি অফিসার ভিটো উর্বানো।

ইতালির উষ্ণ পরিবেশে ভীষণ ক্লান্ত নোরা। বাড়ির ভেতর ঢুকে দেখল চারপাশ। ভাবছে, কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে, তারপর ঠাণ্ডা জলে শাওয়ার করে নতুন পোশাক পরেও কাটছে না হতাশা। গতকাল রাতে ঠেকাতে পারেনি, চোখের সামনে পালিয়ে গেছে টার্গেট। এরপর পুরো সকাল ব্যয় করেছে ইতালিয়ান পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া সার্ভেইল্যান্স টেপ দেখে।

সবই অনর্থক!

রাজনীতিক খুন হওয়ার আগে আবছা কিছু তথ্য ছাড়া পাওয়া যায়নি কিছুই। কারাবিনিয়েরি বা পুলিশ জানেও না খুন করে এলাকা থেকে কীভাবে পালিয়ে গেছে মাসুদ রানা। বা কোথায় গায়েব হয়েছে লোকটা।

হেরে যাচ্ছে ভাবতে গিয়ে মাথায় আগুন জ্বলছে নোরার। ওর মুখের ওপর টিটকারির হাসি হেসে গেছে বদমাইশটা!

'বুঝতে পারছি না আপনি এখানে এলেন কেন,' নোরার পেছনে দাঁড়িয়ে বলল ভিটো উর্বানো। 'এরই ভেতর সব

দেখেছে অত্যন্ত যোগ্য একদল পুলিশ ও কারাবিনিয়েরি অফিসার।' তার চোখের নিচে পড়েছিল কাঠের ফ্রেম, ওখানে বড় একটা প্লাস্টার।

'যে কারণে ওসব টেপ দেখেছি, সেই একই কারণে এসেছি,' গরম কণ্ঠে বলল নোরা। 'এখানে হয়তো রয়ে গেছে এমন প্রমাণ, যেটা অন্যের চোখ এড়িয়ে গেছে।'

'আমাদের কী কপাল, আপনি আমাদের সঙ্গে আছেন,' বিড়বিড় করে টিটকারি মারল উর্বানো। সকাল থেকেই মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে আছে তার।

আগুন ভরা চোখে উর্বানোকে দেখে নিয়ে ক্রাইম সিন খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল নোরা।

মেঝেতে চক দিয়ে আঁকা দুটো দেহের চিহ্ন। সিঁড়িতে একটা। ওখানেই পড়ে ছিল রাজনীতিক। লাশ পড়ে থাকার অ্যাংগেল ও ভঙ্গি বুঝে নিয়ে, ঠিক কোথায় ছিল খুনি, সেখানে গিয়ে দাঁড়াল নোরা। এক বডিগার্ডের দেহ ভেদ করে দূরের দেয়ালে আয়না ভেঙেছে গুলি। আয়নার পেছনে বড় এক চাকা সিমেন্ট খসে পড়েছে দেয়াল থেকে। একই ঘটনা ঘটেছে রবার্তো ল্যারিয়োর বেলাতেও। ওপরের সিঁড়ির দিকে গেছে গুলি, রাজনীতিকের মাথার বারোটা বাজিয়ে ফুটো করেছে প্লাস্টার।

পুলিশের হলুদ-কালো টেপ ডিঙিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল নোরা। খেয়াল করল দেয়ালের গর্ত। ওদিক থেকে আসছে দিনের আলো। ল্যাণ্ডিং পার হয়ে ওপাশের দরজা খুলল ও। ঘরে দামি চকচকে কাঠের প্যানেল ও নানান অ্যান্টিক। ল্যারিয়োর খুলিতে তিন ভাগের দুই ভাগ শক্তি খরচ করে বুলেট গিয়ে বিঁধেছে কারুকাজ করা এক গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকের বুকে। এরই ভেতর ফরেনসিক দলের লোক বোধহয় নিয়ে গেছে বুলেট। পরীক্ষা করবে ওটা এসেছে কোন্ অস্ত্র থেকে। আস্ত নেই বুলেট। ব্যাঙের ছাতা

হওয়ার কথা। বোঝা খুব কঠিন হবে অস্ত্রের রাইফেলিং মার্কস্।

পুরু কার্পেট মাড়িয়ে মৃত ঘড়ির সামনে থামল নোরা। গভীর মনোযোগে দেখল ওটা। সোনালি তিন কাঁটা থেমে গেছে ঠিক ছয়টা বাজার তিন মিনিট আগে। ঘড়িটা দেখতে আঠারো শতাব্দীর শ্যাতোর মত। ফেটে গেছে কেসিং। বুলেটের আঘাতে অক্কা পেয়েছে আধুনিক রেডিয়ো কন্ট্রোল্ড কোয়ার্টয্ যন্ত্র। প্রতি ত্রিশ লাখ বছরে এক সেকেণ্ড কমবেশি দেখাবে এ ধরনের ঘড়ি। তার মানে, খুনের সময়ের সঠিক সাক্ষী ওটা। ঠিক ছয়টা বাজার তিন মিনিট আগে তার প্রিয় গডের সঙ্গে সাক্ষাতে রওনা দিয়েছে রবার্তো ল্যারিয়ো।

তাতে চিন্তিত নয় নোরা। ভাবছে, কীভাবে এতটা দূরে এল বুলেট? মাসুদ রানার যে ফাইল পড়েছে, তাতে ওই লোক ম্যাগনাম ব্যবহার করবে, তা যেন ঠিক মানাচ্ছে না!

মনের ভেতর খচখচ করছে নোরার।

প্রচণ্ড শক্তির .৩৫৭ ম্যাগনাম অস্ত্র প্রায় হাত কামানের মত। তাতে যে আওয়াজ হবে, তালা লাগবে আশপাশের সবার কানে। ওই জিনিস ব্যবহার করে কাঁচা গোয়েন্দারা। কারণ, আজেবাজে সিনেমা দেখে তারা। নায়ক 'ফাক্ ইউ!' বলেই রিভলভার বের করে গোটা বিশেক গুলি গেঁথে দেয় ভিলেনের বুকে। কিন্তু যে লোক এসএএস ফোর্সের অফিসারদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে প্রথম হয়েছে স্যাণ্ডহার্স্ট্ অ্যাকাডেমিতে, জীবনেও ওই জিনিস ব্যবহার করবে না সে। মাসুদ রানা জুতোর ফিতা বাঁধতে বাঁধতে সাইলেন্সারওয়ালা সাব-সনিক নাইন এমএম অটোমেটিক দিয়ে কাজ শেষে উধাও হতো। সেটা হতো প্রায় শব্দহীন ও পেশাদারী আচরণ। বাড়তি শব্দ নেই। ক্ষত-বিক্ষত হবে না লাশ। তা ছাড়া, রিভলভারের ছয়টা ম্যাগনাম গুলির একটা-দুটো ফস্কেও যেতে পারত।

অবশ্য সময়ের সঙ্গে সেরা যোদ্ধাও ভোঁতা হয়, ভাবল নোরা। আবার এ-ও ঠিক, গত রাতে যে লোক ওকে বোকা বানিয়ে সটকে পড়েছে, ভাবার উপায় নেই যে সে স্রেফ কপালের জোরে পালিয়ে গেছে!

পকেটে গুঞ্জন তুলছে মোবাইল ফোন। দুটো ফোন ব্যবহার করে নোরা। একটা দেয়া হয়েছে এসওসিএ অফিস থেকে। পারতপক্ষে ওটা ব্যবহার করে না। এখন বেজেছে ব্যক্তিগত ফোনটা। কল রিসিভ করল নোরা। 'নোরা গোল্ডফিল্ড বলছি।'

ওদিক থেকে কথা বলছে না কেউ।

'কে বলছেন?'

চুপ করে আছে লোকটা। শোনা গেল ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ।

'মরুক গে!' কল কেটে দিল নোরা। চেক করল ইনকামিং কলের রেকর্ড। নম্বর নেই।

ভুরু কুঁচকে মোবাইল ফোনটা দেখল নোরা। তখনই ঘরে ঢুকল ভিটো উর্বানো। 'যা দেখার দেখেছি,' বলল নোরা, 'এবার ফিরব অফিসে।'

একঘণ্টা পর কারাবিনিয়েরি হেডকোয়ার্টারে ক্যাপ্টেন পিয়েত্রো দে কাপুতোর খালি অফিসে ফিরল নোরা। খিদে নেই যে লাঞ্চ করবে। পুলিশ ক্যাফেটেরিয়ার কফি এতই কড়া, এখনও বিস্বাদ হয়ে আছে মুখ।

যা ভেবেছে নোরা, এখনও ল্যারিয়োর বাড়ির টেপ খুঁজে বের করতে পারেনি ইতালিয়ান গোয়েন্দা পুলিশ।

এদিকে কোনও খোঁজ নেই মাসুদ রানার।

রোমের ব্যস্ত রাস্তা গিলে ফেলল লোকটাকে?

রাগের চোটে দেয়ালে কফির কাপ ছুঁড়বে কি না ভাবছে নোরা, এমনসময় কোঁচকানো পোশাকে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে

ঢুকলেন ক্যাপ্টেন পিয়েত্রো দে কাপুতো। ঠাস্ করে ডেস্কের ওপর রাখলেন সরু একটা ফাইল।

'মাসুদ রানার ডিটেকটিভ এজেন্সির কয়েকটা অফিসে হানা দিয়েছে ইন্টারপোল এজেন্ট। এসব অফিসের শাখা প্রধানদের কাছ থেকে যা পাওয়া গেছে, সবই আছে এই ফাইলে।'

টাই সোজা করে ধপ্ করে কাপুতো চেয়ারে বসার আগেই অর্ধেক ফাইল দেখা শেষ হলো নোরার। রানা এজেন্সির লোকজন বলছে, ওদের বস্ এমন অন্যায় করতেই পারেন না। সুইভেলিং চেয়ারে ঘুরে ল্যাপটপ কমপিউটারে ওয়াএয়ারলেস ইন্টারনেট কানেকশন ট্যাপ করল নোরা। দুই সেকেণ্ড পর স্ক্রিনে ফুটল মাসুদ রানার বিজনেস ওয়েব অ্যাড্রেস। রানা এজেন্সির শাখা প্রধানদের প্রোফাইল দেখতে লাগল বড়জোর পাঁচ মিনিট। প্রত্যেকে শিক্ষিত, গোয়েন্দা কাজে দক্ষ, বিনীত এবং ভদ্র।

ঘুরে ক্যাপ্টেন পিয়েত্রো দে কাপুতোর দিকে ফিরল নোরা। 'রবার্তো ল্যারিয়ো খুন হওয়ার আগে মাসুদ রানার সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার।'

মাথা দোলালেন কাপুতো। 'এই অফিসেই।'

'তাকে কী ধরনের মানুষ বলে মনে হয়েছে আপনার?'

কাঁধ ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন কাপুতো। 'ভদ্রলোক। খুব শান্ত। বুদ্ধিমান। যোগ্য। দক্ষ।'

'মুখোমুখি বসে আলাপ করেছেন, অথচ তার ভেতর অস্বাভাবিক কিছু দেখেননি?'

মাথা নাড়লেন কারাবিনিয়েরি অফিসার। 'কী বলব? বসে ছিল আমার সামনে। যুক্তির বাইরে একটা কথাও বলেনি। আর্ট গ্যালারিতে যা ঘটে গেছে, তার পরেও তাকে বিবেচক মানুষ বলেই মনে হয়েছে। বলেছিল ব্যবসার কাজে এসেছে ইতা...'

‘কী ধরনের ব্যবসা?’ কথা কেড়ে নিল নোরা। ‘খুব জরুরি কিছু বলে তো মনে হচ্ছে না।’

‘পরদিন বিকেলে ফিরে যাওয়ার কথা লণ্ডনে।’

‘আপনি বিশ্বাস করেন ওই কথা?’

‘কেন বিশ্বাস করব না?’

‘চেক করে দেখেছেন?’

‘চেক করব কেন?’ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ক্যাপ্টেন কাপুতো। ‘তাকে সন্দেহের আওতায় আনার কারণ ছিল না। ইতালির মানুষ মেতে গিয়েছিল তাকে নিয়ে। আর্ট গ্যালারি হিরো! কে জানত যে রবার্তো ল্যারিয়োর জীবনের প্রতি হুমকি হয়ে উঠবে সে।’

হাত তুলে ক্যাপ্টেনকে থামতে ইশারা করল নোরা। ‘তার মানে, তাকে এই অফিস থেকে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে যেতে দেন আপনি। এর পরের ইতিহাস আমরা সবাই জানি। আপনার মনে হচ্ছে না, দায়িত্বে মস্তবড় ভুল করেছে কারাবিনিয়েরি অফিস?’

অপমানে লালচে হলো ক্যাপ্টেন কাপুতোর মুখ। কঠোর হয়েছে চোখ। চ্যালেঞ্জের সুরে জানতে চাইলেন, ‘আপনার বয়স কত, নোরা?’

‘আপনার যখন জানতেই হবে, চব্বিশ।’

‘আপনি যখন এতটুকু মেয়ে, ততদিনে পুলিশ অফিসার হয়ে গেছি আমি। কাজেই দয়া করে নিরেট গাধা ভেবে নিয়ে যা খুশি আচরণ করবেন না আমার সঙ্গে।’

শীতল হাসল নোরা। ‘ধরে নিন আপনার অঢেল অভিজ্ঞতা আর বিবেচনার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে আমার। তা হলে এবার দয়া করে বলুন, কাপুতো, ঠিক কী কারণে রবার্তো ল্যারিয়োকে খুন করল মাসুদ রানা?’

চুপ করে থাকলেন কাপুতো।

‘আপনি হয়তো ভাবছেন খুনটা করেনি ওই লোক?’

দীর্ঘ হলো ক্যাপ্টেনের নীরবতা। কিছুক্ষণ পর চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে চললেন তিনি। চাপা স্বরে বললেন, 'আপাতত এর বেশি আর কিছু জানানোর নেই আমার, সেনোরিনা।'

ক্যাপ্টেন ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার আগেই ধমকের সুরে বলল নোরা, 'সেনোরিনা নই, কমাণ্ডার গোল্ডফিল্ড।' পেছনে দড়াম করে দরজা আটকে দিলেন অফিসার। 'ইতালি ভরা বোকা লোক,' বিড়বিড় করে আবারও ল্যাপটপের দিকে ফিরল নোরা। খুঁজে নিল প্যারিস রানা এজেন্সি শাখা প্রধানের ফোন নম্বর। এবার কল করল। ওদিক থেকে রিসিভ হতেই বলল, 'আপনিই কি শাহেদ কবীর?'

'বলছি,' ওদিক থেকে এল নরম কণ্ঠ। তবে তাতে রয়েছে দুশ্চিন্তা।

নিজের পরিচয় দিল নোরা।

পরিচিত হতেই আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল শাহেদ, 'দয়া করে বিরক্ত করবেন না। আমরা জানি, মাসুদ ভাই এত বড় অন্যায় করেননি। নিজের এবং আমার সময় নষ্ট করছেন আপনি।'

বড় করে শ্বাস নিল নোরা। শান্ত, নিচু গলায় বলল, 'দয়া করে ফোন রেখে দেবেন না, মিস্টার কবীর।'

'যা বলার সকালে ইন্টারপোলের লোকটাকে বলেছি,' রাগ প্রকাশ পেল শাহেদের কণ্ঠে, 'কী বলেছি তাকে, সেটা আবারও জানতে চান। সেক্ষেত্রে পড়ে নেবেন আমার স্টেটমেণ্ট।'

'ওটা দেখেছি,' বলল নোরা।

'তা হলে তো আপনার বোঝার কথা, ভুল মানুষকে নেকড়ের মত ধাওয়া করছেন আপনারা।'

'সত্যিই অপরাধী না হলে, আমাদের কাছ থেকে কোনও বিপদ হবে না তার। তবে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে তাকে। কথা বলতে হবে আমার সঙ্গে।'

তিক্ত হাসল শাহেদ কবীর। 'খামোকা সময় নষ্ট করছেন আপনি। জানেনও না তাড়িয়ে বের করতে চাইছেন কাকে।'

'মাসুদ রানা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা আছে আমার,' বলল নোরা।

'আর এদিকে আসল অপরাধী পালিয়ে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে।'

'মাসুদ রানা কি যোগাযোগ করেছিল আপনাদের সঙ্গে?'

'যদি যোগাযোগ করতেন, ভাবছেন আপনাকে বলতাম?'

'বলতেন, কারণ আপনারা সাহায্য করতে চান তাকে,' শান্ত স্বরে বলল নোরা। 'চিরকাল পালিয়ে বাঁচবে না সে। জানি, খুব বুদ্ধিমান মানুষ, তবে সুপারম্যান তো নয়। দম নিতে হলে ভেসে উঠতেই হবে পানির ওপরে। আর তখন যে কোনও সময়ে নাম করার জন্যে তার পিঠের দিকে পিস্তল তাক করে ট্রিগার টিপে দেবে কোনও ইতালিয়ান পুলিশ। তাই বলছি, সত্যিই মাসুদ রানাকে সাহায্য করতে চাইলে, তাকে বলবেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। সেক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারব আমি।'

নোরা চুপ হয়ে যাওয়ায় বলল শাহেদ, 'একবার ফোন করেছিলেন মাসুদ ভাই।'

কথাটা শুনে আড়ষ্ট হলো নোরা। শাহেদের স্টেটমেন্টে নেই এই তথ্য। 'কখন ফোন করেছিল?'

'গতকাল বিকেলে। অফিসের ফোনে মেসেজ রেখেছে। তবে ইন্টারপোলের লোক চলে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর পেয়েছি ওটা। ঝড় চলছিল প্যারিসে। কাটা পড়েছিল ফোন লাইন।'

কলম ও নোটপ্যাড সামনে রাখল নোরা। 'কী বলেছে সে?'

'উত্তেজিত হওয়ার মত কিছু নয়,' বলল শাহেদ। 'ফোন করেছিলেন বোধহয় এয়ারপোর্ট থেকে। জানান, লণ্ডনের

উদ্দেশে রওনা হবেন। প্যারিসে ফিরবেন আরও দু'দিন পর।'

'তখন বিকেল কয়টা বাজে?'

'চারটের দিকে।'

'আর কিছু বলেনি?'

'শুধু বলেছেন, ডিলে হয়েছে বিমান। আগেই তো আপনাকে বলেছি, উত্তেজিত হওয়ার মত কোনও খবর নয়।'

আবারও মন দমে গেল নোরার। 'আর আপনি জানেন না মাসুদ রানা এখন কোথায়?'

'না, জানা নেই। তবে জানলেও আপনাকে বলতাম না।'

'লণ্ডনে কেন যাচ্ছিল মাসুদ রানা?'

'ওঁর ব্যক্তিগত কাজে।'

'খুনের তদন্তের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কিছু থাকতে পারে না, মিস্টার কবীর।'

'যাচ্ছিলেন ওঁর মৃত বন্ধু জ্যাঁ মউরোসের একমাত্র ছেলের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে।'

'ওই ঠিকানা আপনার জানা আছে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল শাহেদ। 'লিখে নিন।' গড়গড় করে বলে গেল ও।

প্যাডে লিখল নোরা। 'জোয়ি থম্পসন?'

'ওঁর সন্তানের জন্যে মাসুদ ভাই লাখ পাউণ্ডের ট্রাস্ট তৈরি করেছেন, এটা ছাড়া আপনাকে আর কিছুই বলতে পারবেন না জোয়ি।'

'কী কারণে ইতালিতে এসেছিল মাসুদ রানা?'

'অফিসের জটিলতা দূর করতে। কিছু কেস ছিল, যেখানে এজেন্টরা সহায়তা চেয়েছিল ওঁর কাছে।' একটু থেমে বলল শাহেদ, 'এরপর কথা ছিল দেখা করবেন এক লোকের সঙ্গে। নাম বোধহয় এন বেনন ধরনের।'

'দয়া করে নামটা মনে করার চেষ্টা করুন, মিস্টার কবীর।'

'নিমন্ত্রণ ছিল ভদ্রলোকের খামারে। তাঁর নাম জানলেও আপনার কোনও লাভ হবে বলে মনে হয় না।'

'তবুও বলুন সেই লোকের নাম,' চূড়ান্ত ধৈর্যের সঙ্গে বলল নোরা।

কয়েক সেকেণ্ড ভেবে নামটা জানাল শাহেদ কবীর।

প্যাডে লিখে নাম আউড়ে নিল নোরা। আর কোনও তথ্য নেই রানা এজেন্সি শাখা প্রধানের কাছে। বিদায় নিয়ে ফোন রাখল নোরা। চুপ করে চেয়ে রইল প্যাডে লেখা লোকটার নামের দিকে। গলা শুকিয়ে গেছে ওর।

চল্লিশ

'চলেছি কোথায়?' নোরার সঙ্গে পুলিশ কার পুলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে জানতে চাইল ভিটো উর্বানো। মেয়েটার হাতে কারাবিনিয়েরির দ্রুতগামী আলফা জিটিএস গাড়ির চাবি।

'এয়ারপোর্ট,' বলল নোরা। চট্ করে দেখল হাতঘড়ি। এখন বাজে দুটো সাতচল্লিশ মিনিট।

অবাক চোখে ওকে দেখল উর্বানো।

'ওখানে যাচ্ছি, কারণ রবার্তো ল্যারিয়োকে গুলি করে খুন করার একঘণ্টা আগে ওখান থেকে প্যারিসে রানা এজেন্সিতে ফোন করেছিল রানা,' ব্যাখ্যা দিল নোরা। 'এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ওখানে কী করছিল সে?'

গাড়ির দিকে যেতে যেতে ভাবছে উর্বানো। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'যে কারও সঙ্গে দেখা করতে পারে। বা অস্ত্রটা হয়তো ছিল লাগেজের ভেতর।'

'ডিপারচার লাউঞ্জ থেকে ফোন করেছিল রানা। অপেক্ষা করছিল বিমানে ওঠার জন্যে।'

'আপনি ঠিক জানেন?'

'নিশ্চিত হয়েছি। সঠিক সময় হিথ্রো টাইম বিকেল চারটে তিন মিনিট। প্রায় একঘণ্টার জন্যে ডিলে হয় বিমান। প্যাসেঞ্জার লিস্টে ছিল মাসুদ রানা। বিজনেস ক্লাস। জানতে চান তার সিট নম্বর?'

বিহ্বল চোখে নোরাকে দেখল উর্বানো। 'যাচ্ছিল লণ্ডনে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু বিমানে ওঠেনি।'

'সেটাই জানি আমরা।'

'কাজটা করল কেন?' জানতে চাইল উর্বানো, 'ইতালিয়ান কর্তৃপক্ষকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে?'

'ভাবছেন এত বোকা সে? শত শত ক্যামেরার সামনে দিয়ে যেতে হয়েছে তাকে। আর সে কারণেই ওখানে যেতে চাই। সিকিউরিটি ফুটেজ দেখে হয়তো অন্যকিছু জানব।' গাড়ির চাবি ছুঁড়ল নোরা। ওটা লুফে নিল উর্বানো। 'ড্রাইভ করবেন আপনি।'

রোমের বিরক্তিকর পথে ধীরগতিতে ছুটল আলফা রোমিও। তবে শহর থেকে বেরোবার পর সময় লাগল না ত্রিশ কিলোমিটার দূরের ফিউমিসিনো এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে। এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির কর্তৃপক্ষের উচ্চপদস্থ অফিসার ওদেরকে নিয়ে গেলেন ভেতরে। শত শত ক্যামেরার ছবি ও ভিডিয়ো ধারণ করা হচ্ছে বিশাল এক ড্রাইভে। বেশ কিছু স্ক্রিনে দেখা যাবে অতীতের দৃশ্য। গতকাল বিকেলে ডিপারচার লাউঞ্জের দৃশ্য প্লেব্যাক করতে অনুরোধ করল নোরা। ওখান থেকেই আবারও রোমে ফিরে যায় রানা।

সহজ হলো না সঠিক ক্যামেরাটা খুঁজে নেয়া। তবে শেষপর্যন্ত টেকনিশিয়ানরা বের করল জরুরি রেকর্ডিং। তার

আগপর্যন্ত কন্ট্রোল রুমের বাইরে দীর্ঘ করিডোরে মাইলের পর মাইল হাঁটল নোরা। গতকালকের ভিডিয়ো ফুটেজ পাওয়ার পর প্লাস্টিকের চেয়ারে কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে বসল নোরা ও ভিটো উর্বানো।

ছোট স্ক্রিনে দেখা গেল আসা-যাওয়া করছে হাজার হাজার মানুষ। আধঘণ্টা পর ব্যথা হয়ে গেল নোরার দুই চোখ। তবে আরও কিছুক্ষণ পর পেল যেটা খুঁজছে। সহজ পায়ে ডিপারচার লাউঞ্জের গেটের দিকে হাঁটছে বাঙালি যুবক। পরনে চামড়ার জ্যাকেট। হাতে ক্যানভাস ব্যাগ।

'পেয়েছি তোমাকে,' মৃদু হাসল নোরা।

'দেখতে পেয়েছেন?' জানতে চাইল উর্বানো।

আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল নোরা। 'ওই যে।' ভিডিয়ো রিওয়াইণ্ড করল ও।

লাউঞ্জে দূরের এক সিটে বসেছে রানা। আশপাশে নড়ছে অনেকে। কিন্তু রানা যেন পাথরের মূর্তি।

নোরা জানে, স্পেশাল ফোর্সের ট্রেইণ্ড অফিসার না হলে এভাবে চুপ করে বসে থাকত না কেউ। শান্ত চোখদুটো দেখছে হাজারো মানুষের চলাফেরা। নজর এড়াচ্ছে না কিছুই।

তারপর কী যেন দেখে সামান্য নড়ে বসল রানা।

'কী দেখছে লোকটা?' জানতে চাইল উর্বানো।

'ওগুলো।' আরেকটা স্ক্রিন দেখাল নোরা।

অন্য অ্যাংগেল থেকে দেখানো হয়েছে ক্যামেরার দৃশ্য। তাতে দেখা গেল একটা বুটিক দোকান। ওখানে অসংখ্য টেলিভিশন।

'ক্লোজ আপ দেখাতে পারবেন?' জানতে চাইল নোরা।

উর্বানো কথা বলল টেকনিশিয়ানের সঙ্গে।

ইমেজ হয়ে উঠল বড় ও স্পষ্ট।

'বুঝেছি কী দেখাচ্ছে ওখানে,' বলল উর্বানো। 'রিপোর্টে

দেখানো হচ্ছিল বুরাত্তি কারাসিয়োর গ্রেফতার। ওই লোক কয়লা মেরেছিল ল্যারিয়োর চোয়ালে।'

'আরও মনোযোগ দিয়ে দেখুন।'

স্ক্রিনের ডিসপ্লেতে দেখা যাচ্ছে চারটে একান্ন মিনিট।

হঠাৎ সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। যাত্রীদের অনেকের সঙ্গে লাউঞ্জ ছেড়ে ঢুকল প্যাসেজে।

'পাঁচটা বাজতে নয় মিনিট, ডাক পড়েছে বিমানে ওঠার,' বলল নোরা।

'ভাব দেখে মনে হচ্ছে বিমানে উঠবে,' বিড়বিড় করল উর্বানো। অবাক চোখে দেখছে স্ক্রিন।

আরেকটা স্ক্রিনের মাধ্যমে মাসুদ রানাকে ফলো করল ওরা। কিন্তু কী যেন গোলমাল হয়েছে, বিমানের দিকে যাওয়ার সময় হঠাৎ করেই গতি কমাল লোকটা। কেমন যেন চমকে গেছে। শেষে থেমেই পড়ল।

'কে জানে, কী ভাবছে?' আনমনে বলল নোরা।

মাথা নাড়ল উর্বানো। বিস্ময় নিয়ে দেখছে রানাকে। ঘুরে রওনা হয়েছে যুবক। 'ব্যস, ঠিক ওই সময়ে কী যেন বুঝে গেছে সে।'

'হয়তো,' উর্বানোকে দেখল নোরা।

'আমি একদম শিয়োর। টিভিতে একটু আগে দেখছিল রবার্তো ল্যারিয়োকে। হঠাৎই ঠিক করেছে বিমানে উঠবে না। সোজা গেছে পলিটিশিয়ানের ভিলায়। সব পানির মত পরিষ্কার।'

'এয়ারপোর্টের সিকিউরিটির ভেতর দিয়ে গেছে। কোথায় পেল .৩৫৭ ম্যাগনাম?'

'অন্য কোথাও থেকে নিয়েছে। হয়তো যাওয়ার পথে।'

'একমিনিট। সব বুঝে যাওয়ার আগেই তার কাছে ছিল অস্ত্র?'

মাথা দোলাল উর্বানো। 'তাতে কী যায় আসে? আমরা

ভাল করেই জানি, ওর কাছে অস্ত্র ছিল।'

এয়ারপোর্টে রানাকে অনুসরণ করছে ক্যামেরা। বডি ল্যাংগুয়েজ অনিশ্চিত। হারিয়ে গেছে দ্রুত হাঁটার আগ্রহ।

'ওই যে,' বলল উর্বানো। লকারগুলোর সামনে থেমে এক কবাট খুলল রানা। 'যা ভেবেছি, ভালই অভিনয় করেছে। আসলে এসেছিল অস্ত্র নেয়ার জন্যে। লকারে ছিল ওটা।'

তীক্ষ্ণ চোখে স্ক্রিনের দিকে চেয়ে রইল নোরা। 'আপনি ভুল বলছেন, উর্বানো। ভেতর থেকে কিছুই নেয়নি। লকারে রেখে দিয়েছে ব্যাগ।'

একটু পর স্ক্রিনে দেখা গেল বিকেল পাঁচটা সতেরো। ট্যাক্সি ডাকল মাসুদ রানা। ওকে নিয়ে রওনা হলো গাড়িটা।

'চলল,' নিশ্চিত কণ্ঠে বলল উর্বানো, 'বাকি থাকল শুধু খুন।'

উঠে দাঁড়িয়ে জবাবে বলল নোরা, 'চলুন, গাড়িতে করে একটু হাওয়া খেয়ে আসি।'

এয়ারপোর্টের পার্কিং লটে বেরিয়ে এল ওরা। নিজেদের গাড়ির ড্রাইভিং দরজার পাশে থামল উর্বানো। কিন্তু তার হাত থেকে চাবি চেয়ে নিল নোরা। নিজে চেপে বসল ড্রাইভিং সিটে। পাশের সিট দখল করল উর্বানো।

কয়েক ঘণ্টা রোদে থেকে আভেনের মতই গরম আলফা রোমিওর ভেতরের অংশ। চট্ করে একবার হাতঘড়ি দেখল নোরা। সময় এখন চারটে বেয়াল্লিশ মিনিট। জানালার কাঁচ নামিয়ে ইঞ্জিন চালু করে পার্কিং লট থেকে বেরোল সে। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'পথ দেখাবেন আপনি।'

'কোথায় যাবেন?'

'রবার্তো ল্যারিয়োর বাড়িতে,' বলল নোরা।

হেলান দিয়ে সিটে বসল উর্বানো।

সাইরেন চালু করে শহরের দিকে চলল নোরা। কয়েক

সেকেণ্ড'পর গতি উঠল ঘণ্টায় এক শ' সত্তর কিলোমিটার।

'একটু খুলে বলবেন আসলে কী ঘটেছে?' জানতে চাইল উর্বানো।

'বলতে পারেন এক্সপেরিমেণ্ট করছি,' দ্রুতগামী একটা বিএমডাব্লিউ পেছনে ফেলল নোরা।

উর্বানোর মনে হলো গাড়িটা পিছনে গেল ঝড়ের বেগে।

শহরে যাওয়ার পথে গতি কমাল না নোরা। ততক্ষণে আড়ষ্ট ও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে উর্বানো। প্রাণপণে ধরেছে দরজার হ্যাণ্ডেল। কিছুক্ষণ পর ব্যস্ত সড়কে নব্বুই কিলোমিটার গতিবেগে নানান গাড়ি পাশ কাটাতে লাগল নোরা। ভয় পেয়ে হর্ন বাজিয়ে আপত্তি তুলছে ড্রাইভাররা। দুই গাড়ির মাঝে আলফা রোমিও ঢুকিয়ে দিলে দু'দিকে থাকল মাত্র এক ইঞ্চি। একসেকেণ্ড পর পেছনে পড়ল দুই গাড়ি।

'আপনি কি পাগল হয়েছেন?' বিড়বিড় করল উর্বানো।

'আপনাকে দেখাচ্ছে সাদা চকের মত,' হাসল নোরা। 'খটা-খট লাগছে দাঁতে-দাঁত। শান্ত থাকুন, নইলে দাঁত একটাও থাকবে না। আমি তো শুনেছি জোরে যেতে ভালবাসে ইতালিয়ান ড্রাইভাররা!'

'ওরা বাঁচতেও চায়,' বলল উর্বানো, 'বললে নিরাপদে ড্রাইভ করার লেসেন দিতে পারি।'

'গা গরম করে নিন,' বলল নোরা, 'দেখিয়ে দেবেন লোকটার বাড়ি কোন্ দিকে।'

'ভয়ঙ্কর ম্যানিয়াক খুনি,' বিড়বিড় করল উর্বানো। কয়েক মিনিট পর ঘামে ভিজে চুপচুপে হয়ে গন্তব্যে পৌঁছে গেল সে।

ভিলার সামনে ব্রেক কষে থামল নোরা, আরেকবার দেখল হাতঘড়ি। এখন বিকেল পাঁচটা সাঁইত্রিশ। বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল এসওসিএ এজেণ্ট।

'আবার কী হলো?' জানতে চাইল উর্বানো।

‘আপনার কি মনে হয় আরও জোরে আসতে পারতাম?’

ভুরু কুঁচকে নোরাকে দেখল উর্বানো। ‘আপনি কি কৌতুক করছেন?’

‘নষ্ট করিনি সময়। ধরে নিলাম, রানার ট্যাক্সি ড্রাইভার এয়ারপোর্ট থেকে এখানে আসার সময় উন্মাদের মত গাড়ি চালিয়ে এসেছে। তবুও কি ঠিক সময়ে আসতে পারত? অথবা, গোপন টেলিপোর্টেশনের সাহায্য নিয়েছে মাসুদ রানা? আসলে কী হয়েছে, সেটাই দেখার বিষয়। এটা ভাল করেই জানি, পাঁচটা আঠারো থেকে পাঁচটা সাতান্ন মিনিটের ভেতর রবার্তো ল্যারিয়োকে খুন করার সুযোগ ছিল রানার। আর চারটে বেয়াল্লিশ মিনিটে এয়ারপোর্ট থেকে রওনা হয়ে এখানে আসতে আমার লেগেছে চুয়ান্ন মিনিট তেইশ সেকেণ্ড।’

‘ট্যাক্সি ড্রাইভার হয়তো কোনও শর্টকাট চিনত।’

‘আপনি তো বলেছেন, এই শহর ভাল করেই চেনেন।’

‘কথা ঠিক,’ স্বীকার করল উর্বানো, ‘তবে এটা হতে পারে, মৃত্যুর সঠিক সময় আমরা জানি না। ভুল হতে পারে ল্যারিয়োর ঘড়ি।’

‘ওই ধরনের ঘড়ির মেকানিযম ভুল সময় দেয় না, উর্বানো। নইলে ওই জিনিস ব্যবহার করত না নাসা।’

‘তা হলে মাসুদ রানার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত।’

‘ধোঁয়া তোলা অস্ত্রের নল নাচিয়ে বেরিয়ে আসছে কেউ, ভিডিয়োতে তেমন কাউকে দেখিনি আমরা।’

‘তা ঠিক,’ স্বীকার করল উর্বানো।

‘হুঁ, সেটাই ঠিক,’ নিজেও বলল নোরা।

কিছু বলতে গিয়েও সিটে নেতিয়ে পড়ল উর্বানো। ‘আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।’

‘আমিও না। তবে আপাতত কাউকে কিছু বলবেন না। এটা নির্দেশ।’ আরও কিছু বলার আগেই নোরার পকেটে বেজে উঠল ব্যক্তিগত ফোনটা।

‘একটা সিগারেট না টানলে খুন হব,’ গাড়ি থেকে নেমে পড়ল উর্বানো।

ফোন বের করে কল রিসিভ করল নোরা।

আবারও ভারী শ্বাস।

‘এই নম্বর কোথা থেকে পেলেন?’ কড়া গলায় জানতে চাইল নোরা।

ওদিকে নীরবতা।

ফোঁস-ফোঁস করে দম ফেলছে কেউ।

‘ঠিক আছে, খেলতে থাকুন। তবে একটা কথা শুনে রাখুন, আবারও কল করলে খুঁজে বের করব কে আপনি। লাথি মেরে আপনার অমূল্য মার্বেল দুটো ফাটিয়ে দেব এসে! কথাটা কানে ঢুকেছে?’

কল কেটে দেবে নোরা, এমনসময় বলল লোকটা, ‘ফোনটা... দয়া করে রেখে দেবেন না। প্লিয। শুনুন আমার কথা।’

গলার আওয়াজে নোরার মনে হলো ওই লোক যুবক বয়সী। বড়জোর ত্রিশ। উচ্চারণ শিক্ষিত মানুষের। লেখাপড়া করেছে কেমব্রিজ থেকে। সাধারণ ফোন পার্ভার্ট নয়। গলা একটু জড়ানো। কথা বলার আগে বোধহয় সাহস সঞ্চয়ের জন্যে গিলেছে কয়েক পেগ মদ। তবুও লুকাতে পারেনি উদ্বেগ। যেন আটকে যাচ্ছে শ্বাস।

‘আপনার একটা কথা জানা দরকার,’ বলল যুবক। থেমে গেল। কাঁপা গলায় জানতে চাইল, ‘আপনি কি ফোন রেখে দিলেন?’

ফুটপাতে ল্যারিয়োর বাড়ির গেটের কাছে পায়চারি করছে উর্বানো, হাতে সিগারেট। একবার তাকে দেখে নিল নোরা। বাড়ির ড্রাইভওয়েতে রয়ে গেছে কয়েকটা পুলিশের গাড়ি।

‘শুনছি,’ রহস্যময় লোকটাকে বলল নোরা। ‘তবে যা বলার তাড়াতাড়ি না বললে ফোন রেখে দেব।’

'আমার নাম মাইক ফেরি।'

'ফেরি...' সন্দেহ নিয়ে উচ্চারণ করল নোরা।

ওদিকে বড় করে ঢোক গিলল যুবক। 'দেখুন... যিশু... জানি না কীভাবে সব শুরু করব। ...আসলে আপনি যা ভাবছেন, এমআর নাইন অপারেশন ঠিক তেমন নয়।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল নোরা। অপারেশন এমআর নাইন। ওটা সম্পর্কে জানে এই লোক, অর্থাৎ ফালতু কেউ নয়। মনের ভেতর সতর্ক হওয়ার তাগিদ টের পেল নোরা। অন্তর বলে দিল, এর কথা শুনতে যেয়ো না, বিপদে পড়বে। বোলতার চাকে ঢিল দেয়ার আগেই রিপোর্ট করো লর্ড জন বোলানের কাছে। নইলে রক্ষা পাবে না নিজেও। কিন্তু বুকের ভেতর কে যেন বলছে, ওর সব শুনে নেয়া উচিত।

জয় হলো কৌতূহলের। 'যা বলার সরাসরি বলুন। তার আগে জানান, আপনি কে। নইলে রেখে দেব ফোন।'

বিরাট দীর্ঘশ্বাস ফেলল যুবক। চুপ করে আছে।

মাইক ফেরি কী ভাবছে, বুঝতে পারছে নোরা। ওকে বিশ্বাস করাতে হবে তার। কিন্তু ভয় পাচ্ছে ভীষণ। যে ধরনের বিপদে পড়তে পারে নোরা, তার চেয়েও বড় বিপদে নিজে পড়বে ভাবছে সে।

অথবা, ভুল ভাবছে নোরা। ওর মন চাইছে সব জানতে। 'ঠিক আছে, ফোন রেখে দিচ্ছি। যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছি।'

'না, একমিনিট!'

'যা বলার বলুন,' আগের চেয়ে নরম সুরে বলল নোরা। 'প্রথম থেকে বলবেন।'

কাঁপা শ্বাস নিল মাইক ফেরি। 'ভাল হয় আমাদের দেখা হলে।'

'আপত্তি নেই,' বলল নোরা। 'কোথায় দেখা করবেন?'

'একা আসবেন।'

'বেশ। কোথায় যেতে হবে?'

দ্বিধা নিয়ে চুপ করে আছে যুবক।

এখনও ফুটপাতে পায়চারি করছে উর্বানো। সিগারেট টানার ভাব দেখে মনে হচ্ছে অক্সিজেন টেনে নিচ্ছে মুমূর্ষু রোগী।

'ঠিক আছে,' প্রায় ফিসফিস করল ফেরি, 'আপনি আসবেন... সর্বনাশ! কে যেন...'

খড়-মড় আওয়াজ হলো, তারপর কেটে গেল কল।

বিরক্তি নিয়ে ফোনের দিকে তাকাল নোরা।

সিগারেটের শেষাংশ রাস্তায় ফেলে গাড়ির দিকে পা বাড়াবে উর্বানো, এমনসময় জ্যান্ত হলো তার রেডিয়ো। চুপচাপ শুনল কথা। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। প্রায় দৌড়ে এসে উঠল গাড়িতে।

'কী হয়েছে, উর্বানো?' জানতে চাইল নোরা।

'আপনার মনে আছে অক্টাভিও দে কণ্টির কথা? ওই যে আর্ট গ্যালারির মালিক? এইমাত্র পুলিশে ফোন করেছে তার স্ত্রী। আজ সকালে এক যুবক গিয়েছিল তাদের বাড়িতে।'

'সে কি মাসুদ রানা?'

মাথা দোলাল উর্বানো। 'কফি তৈরি করে খাইয়েছে মহিলাকে!'

বাঙালি লোকটার সাহসের বলিহারি দেখে বিস্মিত হয়েছে নোরা। 'মহিলার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনি ড্রাইভ করুন।'

উর্বানো নেমে যেতেই পাশের সিটে সরে গেল নোরা।

চেহারায় স্বস্তি নিয়ে ড্রাইভিং সিটে উঠল উর্বানো। গাড়ি চালু করে জানতে চাইল, 'ফোন করেছিল কে?'

'রং নাম্বার,' বলল নোরা।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল শহরের মাঝে ফিরতে। তার কিছুক্ষণ পর ওরা পৌঁছে গেল কাউন্ট অক্টাভিও দে কণ্টির প্রাসাদে। সদর দরজায় থেমে কলিং বেল বাজাবার বেশ

কয়েক মিনিট পর কবাট খুলল কণ্টেসা লিডা। তার মুখে মদের গন্ধ পেয়ে বিরক্ত বোধ করল নোরা। এই মহিলা দিন ভর চালিয়ে যাচ্ছে!

নোরার দৃষ্টি দেখে কাঁধ ঝাঁকাল উর্বানো। চেহারায় অনুরোধ। যা বলার আমাকে বলতে দিন, প্লিয!

টলতে টলতে বিশাল সিটিংরুমে নরম এক আর্মচেয়ারে বসল কণ্টেসা। সকাল থেকে কী ঘটেছে, সেটা তার কাছ থেকে জানতে চাইল উর্বানো।

'নাম বলেছিল শ্যন হিউবার্ট,' বলল কণ্টেসা। 'কিন্তু পরে টিভিতে দেখেছি...' দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল সে। 'এতই অবাক হয়েছি, মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম। একা বাড়িতে ছিলাম ভয়ঙ্কর খুনির সঙ্গে! ওহ্! কী হতো আমাকে মেরে ফেললে? হায়, যিশু!'

'আপনি বলেছেন, সাড়ে দশটার দিকে চলে যায়? অথচ আমাদেরকে ফোন করেছেন বিকেলে।'

'বিশ্রাম নিচ্ছিলাম,' আত্মপক্ষ সমর্থন করল লিডা।

আধখালি বোতলের দিকে তাকাল নোরা। টেবিলে মাত্র একটা গ্লাস।

'আপনার কাছে সে কী জিজ্ঞেস করেছে?' জানতে চাইল উর্বানো।

বড় করে শ্বাস ফেলল কণ্টেসা। 'দেখা করতে চেয়েছিল আমার স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু আজ সকালে সে গেছে স্পেনে।'

'স্পেন?'

'মাদ্রিদের কাছে কোথাও। দেখা করবে কার সঙ্গে যেন।'

পরস্পরের দিকে তাকাল উর্বানো ও নোরা।

'আপনার কি মনে হয় সেখানেই গেছে খুনি?' লিডার কাছে জানতে চাইল উর্বানো।

ফোন বের করে অনলাইন ডিসট্যান্স ক্যালকুলেটর চালু করল নোরা। রোম থেকে মাদ্রিদ আট শ' পঞ্চান্ন মাইল দূরে।

সর্বোচ্চ গতি তুলে যেতে সেসনা জেট বিমান নেবে নব্বুই মিনিট।

'খুব তাড়া দিয়েছিল লোকটা অক্টাভিওর সঙ্গে কথা বলার জন্যে,' বলল লিডা। হঠাৎ বিকৃত হলো তার মুখ। বুঝতে পেরেছে কী সর্বনাশ হয়ে থাকতে পারে। 'মাইয়ো ডিয়ো! সে কি আমার গাড়ি...'

'এটা জানা খুব জরুরি আপনার স্বামী কোথায় গেছেন,' গম্ভীর কণ্ঠে লিডাকে বলল উর্বানো। 'আমরা কাজ করছি ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক এক অপরাধীর বিরুদ্ধে।'

'ভেবে বের করার চেষ্টা করছি,' তিক্ত চেহারায় বলল লিডা। 'কিন্তু তাতে লাভ হচ্ছে না। ধুৎ, আমার ড্রিঙ্ক দরকার।' উঠে বোতলের দিকে চলল সে। কিন্তু সামনে বেড়ে ওটা ছোঁ দিয়ে সরিয়ে নিল নোরা।

কঠোর চেহারায় ওকে দেখল কন্টেসা। বাঁকা করেছে নাক। 'নিজেকে কী মনে করেন? আমার বাড়িতে এসে...'

তাকে পাত্তা না দিয়ে উর্বানোর দিকে তাকাল নোরা। ইংরেজিতে বলল, 'এঁকে বলুন, কোথায় গেছে তাঁর স্বামী, তা মনে না পড়লে প্রমাণ গোপনের দায়ে জেলে যাবেন।'

'এ কথা কীভাবে বলি?' আপত্তির সুরে বলল উর্বানো।

'আমিই এঁকে নিচ্ছি আমার কাস্টোডিতে,' বলল নোরা। 'প্রতি ঘণ্টায় দেয়া হবে দুই মগ করে কফি। তাতে জরুরি কথা মনে না পড়লে থাকুক জেলের সেলে। এদিকে মাদ্রিদে যাব আমরা দু'জন। রেডিয়ো করে জানিয়ে দিন, যাতে টেক অফের জন্যে তৈরি থাকে জেট বিমান।'

একচল্লিশ

কড়া রোদে ভাজা হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পশ্চিমে চলে এইমাত্র স্পেনের সালামানকা শহরে ঢুকেছে রানা। ম্যাসারাটি গাড়ির ড্যাশবোর্ডের ঘড়িতে দেখাচ্ছে সন্ধে দশটা তেত্রিশ মিনিট। গন্তব্যের খুব কাছে পৌঁছে গেছে বিসিআই এজেন্ট।

স্পেনের উত্তর-পুবের মালভূমিতে মাদ্রিদ থেকে উত্তর-পশ্চিমে সালামানকা শহর, সামান্য দূরে পর্তুগালের সীমান্ত। গাইড বই পড়ে রানা জেনেছে, এ শহরে খুব একটা আসে না টুরিস্ট। সালামানকাকে বলা হয় *সিউড্যাড ডোরাডা*, অর্থাৎ সোনালি শহর। চারপাশে পুরনো স্যাণ্ডস্টোনের সুন্দর বাড়িঘর। সামান্য দূরে দূরে প্রাচীন চার্চ ও মিউযিয়াম। নানাদিকের গলিতে এককালের দুর্গ, এখন বেশিরভাগই রেস্তোরাঁ। বহু কাল আগে হ্যানিবলের অধীনে কার্থাজিনিয়ান সৈন্যবাহিনী দখল করেছিল এই শহর। পরবর্তী সময়ে বহুবার এখানে যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে মুর ও খ্রিস্টানদের মধ্যে।

ওসব নিয়ে ভাবছে না রানা। ভাবছে, এ শহরে আর্ট ডিলার হুয়ান কর্টেজের কাছ থেকে কী জানবে। চারপাশে লাল ও বেগুনি রঙ ছড়িয়ে দিগন্তে অস্তগামী হচ্ছে মস্ত এক সূর্য। সে আলোয় চকচক করছে টর্মেস নদীর জল। দূরে ঝিকিয়ে উঠছে ক্যাথেড্রাল ও মসজিদের চুড়ো। চারপাশে ঘনিয়ে এসেছে ধূসর ছায়া।

হুয়ান কর্টেজের বাড়ি থেকে একমাইল দূরে নির্জন এক রাস্তায় ম্যাসারাটি রাখল রানা। ওটা ওকে পৌঁছে দিয়েছে

সঠিক সময়ের আগেই। এত আকর্ষণীয় গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো ঠিক নয়। সময় হয়েছে এটাকে ত্যাগ করার। রওনা হওয়ার আগে রোমে কপি করা ঠিকানা আরেকবার দেখে নিয়ে হুয়ান কর্টেজের বাড়ির দিকে পা বাড়াল রানা।

ঝপ্ করে নেমে এসেছে অন্ধকার।

পরিবেশ বেশ উষ্ণ। যে কোনও সময়ে আকাশে জড় হওয়া কালো মেঘ থেকে ঝরবে অঝোর বৃষ্টি।

শহরের প্রান্তে পাহাড়-চূড়ায় স্যাণ্ডস্টোনের রাজকীয় বিশাল পাঁচতলা টাউনহাউসটা আর্ট কালেক্টারের। চারদিকে বারান্দা। জানালায় লোহার শাটার। ছাতে লাল টাইল্স্। চারদিকে ফুলে ভরা প্রকাণ্ড বাগান। প্রায় নির্জন রাস্তায় কমবয়সী এক দম্পতি ছাড়া আর কাউকে দেখল না রানা। ওকে শুভসন্ধ্যা জানিয়ে হেঁটে চলে গেল তারা।

বাড়ির সামনের রাস্তায় কিছু গাড়ি পার্ক করা। ওখানে অক্টাভিও দে কন্টির রুপালি ভলভো নেই। যেহেতু দামি সব আর্ট সংগ্রহ করে হুয়ান কর্টেজ, কাজেই বাড়ির সিকিউরিটির ব্যাপারে সে কঠোর হবেই। দু'বার বাড়ির সামনে পায়চারি করল রানা। একটু অবাক, ও পৌঁচেছে কাউন্টের আগে। গোপনে আর্ট কালেক্টারের বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে চার ধরনের অ্যালার্ম ডিযআর্ম করল রানা। তাতে ব্যয় হলো পাঁচ মিনিট।

বাড়ির মধ্যে মিষ্টি তামাকের সুবাস। দেয়ালে উলঙ্গ নারী-পুরুষের তৈলচিত্র। কিছু মূর্তির ভাবসাব এতই উদগ্র, রানার ধারণা হলো, হয় কর্টেজের স্ত্রী খুব সহনশীলা, নইলে ওই লোক চিরকালের একা। কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল, মহিলার হাতের ছোঁয়া নেই এ বাড়িতে। তাতে আপত্তি নেই ওর, মানুষ যত কম থাকে, ততই ভাল ওর জন্যে।

ওপরতলা থেকে এল বেহালার সুর। মিউযিক অনুসরণ করে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠল রানা। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ এড়াতে সতর্ক হলো প্রতিটি ল্যাণ্ডিঙে। পাঁচতলায় উঠে দেখল

অন্ধকার ল্যাণ্ডিং। কাছে চলে এসেছে মিউযিক। বোধহয় বাখ বা হেইডেন। আরও কড়াভাবে নাকে এল সুগন্ধী তামাকের গন্ধ। ল্যাণ্ডিং থেকে দেখা গেল তিনটে ঘরের দরজা। মাঝে একটা ঘর, অন্য দুটো বামে ও ডানে। বামের দরজা সামান্য খোলা। ওদিক থেকেই আসছে বাজনা। দরজার ফাঁকে আলো। সতর্ক পায়ে ওখানে গেল রানা। এক চিলতে ফাঁক দিয়ে দেখল ভেতরে।

ওদিকের ঘরটা স্টাডিরুম। গাঢ় সবুজ চামড়ামোড়া চেয়ারে অ্যান্টিক টেবিলের সামনে বসে আছে ভারী গড়নের এক লোক। বয়স হবে পঞ্চাশ। উঁচু কপাল থেকে ব্যাক ব্রাশ করে কাঁধে ফেলেছে ধূসর চুল। পরনে গলা খোলা শার্ট। হাতে লাল ওয়াইনের গ্লাস। কোলে আর্ট ক্যাটালগ। ডেস্ক ল্যাম্পের আলোয় রানা দেখল, লোকটার ঠোঁটে ঝুলন্ত পাইপ থেকে এঁকেবেঁকে উঠছে নীলচে সুবাসিত ধোঁয়া। তিন মিনিটে তিনবার রুপালি হাতঘড়ি দেখল কালেক্টার। অপেক্ষা করছে কারও জন্যে।

সরে গিয়ে নিঃশব্দে হ্যাণ্ডেল মুচড়ে মাঝের ঘরে উঁকি দিল রানা। বেডরুম। হয় হুয়ান কর্টেজ পৃথিবীর সেরা গোছানো ব্যাচেলার, নইলে এ-ঘর গেস্টরুম। ফিরে এসে ছায়ার ভেতর থেকে কর্টেজের ওপর চোখ রাখল রানা।

আর্ট কালেক্টারের ডেস্কের ঘড়ি এগারোটা পনেরো বাজতেই হঠাৎ নিচতলা থেকে এল ঘুঘুর ডাক। ডেস্কে পাইপ রেখে দরজার দিকে এল কর্টেজ। ততক্ষণে তিন লাফে গেস্টরুমে ঢুকেছে রানা। ল্যাণ্ডিং পেরিয়ে নেমে গেল লোকটা।

দু'মিনিট পর রানা শুনল দু'জনের কণ্ঠস্বর। তিন মিনিট পর অতিথিকে নিয়ে পঞ্চমতলায় উঠল হুয়ান কর্টেজ। এখন তার সঙ্গে রয়েছে বিধ্বস্ত কাউন্ট অক্টাভিও দে কন্টি। মরিয়া চেহারা ফ্যাকাসে। বেরিয়ে পড়েছে ধূসর বড় বড় দাঁত।

দু'জনই কথা বলছে ইংরেজিতে।

ইতালিয়ান কাউন্টকে স্টাডিরুমে নিয়ে গেল স্প্যানিশ আর্ট কালেক্টার। পেছনে ভিড়িয়ে দিল দরজা।

সতর্ক পায়ে গেস্টরুম থেকে বেরিয়ে হাঁফ ছাড়ল রানা। আবারও এক ইঞ্চি ফাঁক হয়েছে স্টাডিরুমের দরজা। ওদিক দিয়ে পরিষ্কার দেখল লোক দু'জনকে। কথাবার্তা ভালভাবে শোনার জন্যে দরজা ঘেঁষে দাঁড়াল রানা।

'সরাসরি জরুরি কথায় আসি,' স্প্যানিশ সুরে ইংরেজি বলল হুয়ান কর্টেজ।

এতই নার্ভাস, ঠিকভাবে শ্বাস নিতে পারছেন না ইতালিয়ান কাউন্ট। প্রায় ফিসফিস করলেন, 'আপনার গোএয়া... ওটা দেখান!'

মাথা দোলাল কর্টেজ। কাউন্টের দিকে পিছন ফিরে খুলল ডেস্কের একটা ড্রয়ার। ভেতর থেকে নিল রিমোট কণ্ট্রোল। ওটা তাক করল দেয়ালে ঝুলন্ত বিশাল এক তৈলচিত্রের দিকে। খির-খির আওয়াজে পিছলে সরল তৈলচিত্র। ওখানে দেখা দিয়েছে গোপন সিন্দুকের দরজা। বুকে কি-প্যাড। বামহাতে নম্বর আড়াল করে ডানহাতের তর্জনী দিয়ে কি-প্যাড টিপল আর্ট কালেক্টার। বারো ডিজিটের জন্যে বারোবার বিপ-বিপ আওয়াজ করল সিন্দুক। খুলে গেল ডালা।

'স্বাভাবিক কারণেই বেশিরভাগ সংগ্রহ বেসমেন্টের ভল্টে,' বলল হুয়ান কর্টেজ, 'আজই এটা এনেছি আপনাকে দেখাবার জন্যে।'

সিন্দুকের ভেতর দু'হাত ভরে সাদা কাপড় দিয়ে মোড়া চারকোনা কিছু বের করল সে। আড়াল থেকে দেখছে রানা। ছবিটা প্রাচীন কাগজের মত চুরচুর হতে পারে, সেরকম সতর্ক হাতে ওটা নিয়ে ডেস্কে রাখল স্প্যানিয়ার্ড কালেক্টার। কাপড় সরিয়ে ফেলতেই হাঁফিয়ে উঠে ফিসফিস করলেন কাউন্ট, 'আমি ওটা ধরে দেখতে পারি?'

‘খুব সাবধানে ধরবেন,’ মৃদু হাসল হুয়ান কর্টেজ।

ছবিটা তুলে নিলেন কাউন্ট। তাঁর পিঠ রানার দিকে। তাঁর হাতে ধরা ছবি পরিষ্কার দেখল রানা। একযিবিশনের সেই ছবির মতই। চারকোল দিয়ে আঁকা। হাঁটু গেড়ে বসেছে এক লোক। প্রার্থনা করছে, বা মাফ চাইছে স্রষ্টার কাছে।

ওই একই চিত্র হারিয়ে গেছে একযিবিশন থেকে।

একবার টলে উঠলেন কাউন্ট।

অবাক হয়ে চেয়ে রইল রানা। ভাবছে, ব্যাপার কী? গোএয়ার বিশ্রী গাড্ডায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন কঙ্কালসার ইতালিয়ান কাউন্ট, এর মানেটা কী?

‘এবার নিশ্চয়ই বুঝেছেন, কেন ডেকেছি,’ পাইপের দিকে হাত বাড়াল কর্টেজ। ‘ফোনে বললে বুঝতেন না। প্রিয় ইতালিয়ান বন্ধু, এটাই হচ্ছে সত্যিকারের “অনুতপ্ত পাপী”। যার কাছ থেকে কিনেছি, সে সার্টিফায়েড ডিলার।’ লাইটার দিয়ে আবারও পাইপ জ্বেলে নিল সে। ভুশ্ করে ছাড়ল ধোঁয়া।

খুকখুক করে কাশতে গিয়েও সামলে নিল রানা।

তা হলে চুরি যাওয়া ছবিটা আসলে ছিল নকল?

‘কিন্তু... এটা কী করে...’ তুতলে উঠলেন কাউন্ট। ‘আমার ওটা তা হলে আসল ছিল না?’

মৃদু হাসল কর্টেজ। ‘আপনার চেয়ে বেশি সতর্ক ছিলাম আমি, প্রিয় বন্ধু।’ এবার উজাড় করতে লাগল টেকনিকাল তথ্য।

কান পেতে শুনে যেতে লাগল রানা।

ইনফ্রারেড অ্যানালিসিস, লেড ডেটিং, এক্স-রে ডিফ্র্যাকশন, ডেনড্রো ক্রোনোলজি, স্টেবল আইসোটোপ টেস্টিং এবং আরও কীসব পরীক্ষার কথা যেন বলছে স্প্যানিশ লোকটা।

সে থামার পর জানতে চাইলেন কাউন্ট, ‘কত বছর ধরে

এটা আপনার কা...'

'সতেরো বছর,' মুখের কথা কেড়ে নিল কর্টেজ। 'যে কালেক্টারের কাছ থেকে কিনেছি, সে-ও আমার মত প্রচার বিমুখ। এই একই কারণে কাউকে ধার দিইনি।' ভয়ানক নিষ্ঠুর হাসি দিল স্প্যানিয়ার্ড। 'আপনি তো ভাল করেই জানেন, ধার দেয়া কতটা বিপজ্জনক।'

তিক্ত চেহারায় ডেস্কে চিত্রটা নামালেন কাউন্ট। ধপ্ করে বসলেন কাছের চেয়ারে। গভীর মনোযোগে সন্দেহের চোখে তাঁকে দেখছে কর্টেজ।

স্প্যানিয়ার্ডের চেহারা দেখতে পাচ্ছে রানা। খুব হুঁশিয়ার লোক। তেড়িবেড়ি দেখলেই কঠোর ব্যবস্থা নেবে।

একেবারে ভেঙে পড়েছেন কাউন্ট। চোর-ডাকাত এত ভাল অভিনয় করতে পারে না। দেখলে যে কেউ বলবে হঠাৎ করে বেড়ে দেড় শ' বছর হয়েছে এই লোকের বয়স।

সন্দেহ দূর হলো কর্টেজের। নরম সুরে জানতে চাইল, 'আপনাকে ড্রিঙ্ক দেব?' সাইডবোর্ডের দিকে হাত বাড়াল সে।

রুমাল বের করে ভুরুর ঘাম মুছলেন কাউন্ট। কষ্ট করে এমন এক দেঁতো হাসি দিলেন, যেটা থাকে শুধু কঙ্কালের মুখেই। মাথা নাড়লেন ধীরে ধীরে। 'না, ঠিক আছে। ড্রিঙ্ক লাগবে না। থ্যাঙ্ক ইউ।'

'কঠিন মানসিক আঘাত পেয়েছেন, বুঝতে পারছি,' বলল সমব্যথী কর্টেজ। 'তবে সত্যিই খুব অবাক হয়েছি, এসব টেস্ট না করে ওই জিনিস কিনলেন কী করে!'

দু'হাতে মাথা চেপে ধরলেন কাউন্ট। দুর্বল কণ্ঠে বললেন, 'মাথায় আসেনি যে...' চুপ হয়ে গেলেন তিনি।

চাপা হাসল হুয়ান কর্টেজ। 'আমি নিজেও এভাবে ধরা খেয়েছি। গেছে বহু টাকা। যে কারও এমন হতে পারে।'

কান দিয়ে কথা ঢুকছে না কাউন্টের। বুকে তীর খাওয়া মৃতপ্রায় হরিণের মত তিরতির করে কাঁপছেন। তবে কয়েক

মুহূর্ত পর হঠাৎ করেই কিছু বুঝে গেলেন। 'একবার যদি জানতাম... হায়, ঈশ্বর! কেন আবেগে ভর করে ভেসে গেলাম! গ্যালারিতে ওই চিত্র না দিলে মরত না এতগুলো মানুষ। সব দোষ আসলে এই আমার।'

বিস্মিত চোখে তাঁকে দেখল কর্টেজ। 'ওই পশুগুলোর অপরাধের কারণে আপনি দায়ী হবেন কোন্ যুক্তিতে?'

ঘন ঘন মাথা নাড়লেন কাউণ্ট। 'না, না, আপনি বুঝতে পারছেন না। আর্ট গ্যালারিতে ডাকাতি করতে এসেছিল ওরা শুধু গোএয়ার ছবির জন্যে।'

'তা করবে কেন? ওদের তো জানার কথা, কত কম দাম ওটার। তার বদলে অন্য...'

'জানি না কেন চেয়েছে গোএয়ার চিত্র,' মুখের কথা কেড়ে নিলেন কাউণ্ট, 'শুধু এটা জানি, যদি গ্যালারিতে না দিতাম ওটা, আজও বেঁচে থাকত নিরীহ মানুষগুলো।' চুপ হয়ে গেলেন তিনি। ডুবে গেছেন নিজের ভেতর। তবে কিছুক্ষণ পর হাসলেন তিক্ত চেহারায়। 'হিস্ট্রি রিপিট্স্ ইটসেল্ফ্। প্রথমবার খুনিগুলো ওটা নিতে পারেনি। আর দ্বিতীয়বার, নিয়ে গেছে নকল ছবি।'

ছায়ায় দাঁড়িয়ে ভাবল রানা, লোকটা এসব কী বলছে?

কাঁধ ঝাঁকাল কর্টেজ। বুঝতে পারেনি কাউণ্টের কথা। 'আমার মনে হয় আপনার ড্রিঙ্ক দরকার, অক্টাভিও। বুঝতে পারছি কীসের ভেতর দিয়ে গেছেন।' পাইপ কামড়ে ধরে সাইডবোর্ডের কাছে গেল সে। একটা ডিক্যাণ্টার থেকে গ্লাসে ঢাকল সোনালি গরল। 'নিন, নার্ভ শান্ত করতে কাজে লাগবে ব্র্যাণ্ডি।'

'ধন্যবাদ, তবে নেব না,' আবারও মাথা নাড়লেন কাউণ্ট। 'আপনাকে আর বিরক্ত না করে গিয়ে উঠব কোনও হোটেলে।' টলমল করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। হাত বাড়িয়ে দিলেন হ্যাণ্ডশেকের জন্যে। 'থ্যাঙ্ক ইউ।

আগামীকাল রোমে গিয়ে সব খুলে বলব কর্তৃপক্ষকে।'

'বুঝতে পারছি, গোএয়ার ছবিটা কার কাছে, সেটা প্রকাশ না করে আর উপায় নেই,' বলল হুয়ান কর্টেজ।

'পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছেন বলে ধন্যবাদ,' কথাটা বলতে গিয়ে ভেঙে গেল কাউন্টের গলা।

রাত বারোটা তিন মিনিটে নিচতলায় তাঁকে পৌঁছে দিল হুয়ান কর্টেজ। কারুকাজ করা এক অ্যান্টিক কোট স্ট্যাণ্ড থেকে বারবেরি রেইনকোট নিয়ে পরে নিলেন কাউন্ট। আরেকবার হ্যাণ্ডশেক করে বিদায় নিলেন দুই সংগ্রাহক।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বৃষ্টি ভেজা রাতে রাস্তার দিকে চললেন কাউন্ট। ওখানেই তাঁর ভলভো গাড়ি। একবার চাপড়ে বুঝে নিতে চাইলেন রেইনকোটের পকেটে চাবি আছে। কিন্তু ওটা এখন ওখানে নেই। এতই বিভ্রান্ত হলেন, মনে করতে পারলেন না কোথায় রেখেছেন ওটা। হয়তো রেখে এসেছেন গাড়িতেই। অবসন্ন মনে গাড়ির দরজার দিকে হাত বাড়ালেন তিনি। হ্যাণ্ডেলে চাপ দিয়ে কবাট খুলে উঠে পড়লেন গাড়িতে।

ইগনিশনে চাবি নেই। বিড়বিড় করে অভিশাপ দিয়ে অন্য পকেট হাতড়াতে লাগলেন তিনি। কিন্তু পেছন থেকে বলে উঠল কেউ, 'শুভ সন্ধ্যা, কাউন্ট অক্টাভিও দে কণ্টি।'

বেয়াল্লিশ

মাদ্রিদের চব্বিশ কিলোমিটার উত্তর-পুবে টরেজন মিলিটারি বেস। অত্যুজ্জ্বল ফ্লাডলাইটে ঝলমল করছে বিশাল

এয়ারফিল্ড। একপাশে অপেক্ষা করছে সেসনা সাইটেশন জেট। এক শ' গজ দূরে প্রকাণ্ড হ্যাঙার আপাতত মেজর নোরা গোল্ডফিল্ডের কমাণ্ড সেন্টার। প্রকাণ্ড মাঠের মত জায়গায় অপেক্ষা করছে ভারী অস্ত্র নিয়ে পুলিশ, সৈনিক, টেকনিকাল পারসোনেল ও সরকারি এজেন্টরা। গাড়ি তৈরি। মিলিটারি ট্রেসল টেবিলের র‍্যাকে রেডিয়ো ও কমপিউটার ইকুইপমেন্ট। হ্যাঙারের পেছনে ছায়ায় বসে আছে স্পেনের রাজা ও প্রেসিডেন্টের অফিশিয়াল বিমান।

মাদ্রিদের সবচেয়ে সিনিয়র র‍্যাঙ্কিং পুলিশ অফিসার কমিশারিও পাবলো ক্যালিক্সটো সেগুরার সঙ্গে মিটিঙে বসেছে নোরা গোল্ডফিল্ড। তবে মাঝরাতের কয়েক মিনিট পর ছুটতে ছুটতে দু'জনের সামনে হাজির হলো ভিটো উর্বানো। হাতে ভারী কার্ড ফাইল। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলতে লাগল নতুন খবর।

'এইমাত্র রোমে ফোন করেছি,' বলল উত্তেজিত কণ্ঠে। 'কমাণ্ডার নোরা, আপনি বলেছিলেন কন্টেসা লিডার ওপর চাপ প্রয়োগ করতে, মনে আছে? তবে এত ওপরের পর্যায়ের মানুষকে বিরক্ত করলে চাকরি যেতে পারে আমাদের। যাই হোক, চাপের মুখে রাখা হয়েছিল বলে সব মনে পড়েছে তার। নামটা জানাতে পেরেছে আমাদেরকে।'

'বাড়তি কথা বাদ দিয়ে সংক্ষেপে বলুন, উর্বানো,' বিরক্ত হয়ে বলল নোরা।

'ওই যে, যার সঙ্গে দেখা করতে স্পেনে ছুটে গেলেন কাউন্ট? তার নামের শেষে কর্টেজ আছে মনে করতে পেরেছে কন্টেসা। আমি কমপিউটারে সার্চ দিই "কর্টেজ স্পেন ফাইন আর্ট" নামে। তাতে পেয়ে গেছি তাকে।' ফাইল থেকে চকচকে ছবি বের করল উর্বানো।

ওটা নিয়ে চোখ বোলাল নোরা।

সিরিয়াস চেহারার পঞ্চাশোর্ধ্ব এক লোক। মাথায়

রুপালি চুল। চওড়া কাঁধ। ছবি তোলা হয়েছে কোনও আর্ট গ্যালারিতে। হ্যাণ্ডশেক করছে এক লোকের সঙ্গে।

'এ যুগের হুয়ান কর্টেজ,' বলল উর্বানো। 'সম্মানিত কালেক্টার। থাকে সালামানকা শহরে।' ফাইল থেকে ছোঁ দিয়ে নিল একটা কাগজ। 'এই যে, ঠিকানা। বাজি ধরে বলতে পারি, কাউন্ট অক্টাভিও দে কন্টির পিছু নিয়ে ওই লোকের বাড়িতে গেছে মাসুদ রানা। শুধু তা-ই না, আরও কিছু আছে। আমাদের লোক জেনেছে, উধাও হয়েছে কন্টেসার গাড়ি। মহিলা বলেছিল, নিজের ভলভো গাড়িতে স্পেনে গেছেন কাউন্ট।'

'লিডার গাড়িটা নিয়েছে রানা,' বলল নোরা।

'আমাদেরকে খুঁজতে হবে ব্রোঞ্জের মত রঙের ম্যাসারাটি গ্র্যানটুরিসমো। ওই জিনিস বেশি দেখা যায় না।'

কমিশারিও পাবলো ক্যালিক্সটো সেগুরার দিকে ফিরল নোরা। 'কমিশারিও, চাই আপনার ট্যাকটিকাল টিম। সঙ্গে দেবেন উপস্থিত সব অফিসার। এবার নামতে হবে কাজে।'

এরই ভেতর এইডের দিকে চেয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন কমিশারিও সেগুরা।

'কমাণ্ডার গোল্ডফিল্ড, সালামানকা এখান থেকে মাত্র দেড় শ' কিলোমিটার দূরে,' জানাল উর্বানো। 'জেট বিমানে গেলে বড়জোর পনেরো মিনিট। ওখানে পৌঁছুবার আগেই শহরের বাইরে মিলিটারি বেসে তৈরি থাকবে পুলিশের হেলিকপ্টার।'

'ভাল কাজ দেখিয়েছেন, উর্বানো,' মৃদু হাসল নোরা। পরক্ষণে দৃঢ় হলো ওর চোয়াল। চোখে শিকারি বাজের দৃষ্টি। পাশের টেবিল থেকে নিল বেরেটা। হ্যাঙারের দরজার দিকে রওনা হয়ে অফ করল পিস্তলের সেফটি ক্যাচ। কোমরের হোলস্টারে ভরল অস্ত্রটা। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'এবার আর পালাতে পারবে না মাসুদ রানা।'

'আবারও খুনির মত চেহারা করেছে মেয়েটা,' বিড়বিড়

করল ভিটো উর্বানো। ছুটল নোরার পেছন পেছন।

তেতাল্লিশ

সালামানকা শহর।

রিয়ার ভিউ মিররে চেয়ে বিস্ফারিত হলো কাউন্ট অক্টাভিও দে কণ্টির দুই চোখ। ভীষণ ভয় পেয়েছেন তিনি। হঠাৎ কোথা থেকে এল এই লোক?

'আবারও আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল লাগছে,' বলল রানা। 'মনে আছে তো আমার কথা?'

'মাইয়ো ডিয়ো! সেই ভয়ঙ্কর খুনি!'

'ঠিক,' বলল রানা। 'খুবই খারাপ লোক। বলতে পারেন সাইকোপ্যাথ। যেমন লিখেছে খবরের কাগজে। রবার্তো ল্যারিয়োকে খুন করে খুব মজা পেয়েছি। আগেও শত শত শিশু, মহিলা আর পুরুষমানুষকে পাঠিয়ে দিয়েছি স্বর্গে। আপনিও রক্ষা পাবেন না, কাউন্ট। তবে আমার কথা মেনে চললে, হয়তো মরতে হবে না আপনাকে।'

স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে কুঁজো হয়ে গেলেন কাউন্ট।

তাঁর নাকের কাছে ভলভোর চাবি দোলাল রানা। 'এত রাতে এই শহর এখন নির্জন। চলুন প্রাকৃতিক আর মানুষের তৈরি চমৎকার দৃশ্যগুলো ঘুরে দেখি।'

রানার হাত থেকে গাড়ির চাবি নিলেন কাউন্ট। হাত এতই কাঁপছে, তিনবার চেষ্টার পর ইগনিশনে ভরতে পারলেন চাবি।

'খুব জোরে চালাবেন না,' বলল রানা। 'আবার ধীরেও

নয়। কারও মনোযোগ আকর্ষণ করবেন না।'

ঘন ঘন মাথা দোলালেন কাউন্ট। ইঞ্জিন চালু করে মস্ত এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে রওনা হলেন। রাতের রাস্তায় গাড়িঘোড়া নেই। পুরনো শহর পাশ কাটাতে গিয়ে ওরা দেখল প্রাচীন সব স্যাণ্ডস্টোনের বাড়ি। মাথার ওপর গম্বুজ ও পাশে মিনার। সোনার মত ঝলমল করছে পূর্ণিমার শুভ্র আলোয়।

'আপনি জানলেন কী করে যে আমি এখানে এসেছি?' কাঁপা গলায় জানতে চাইলেন কাউন্ট অক্টাভিও।

'সহায়তা করেছেন কন্টেসা,' বলল রানা, 'এমন কী ধার দিয়েছেন তাঁর গাড়ি।'

'লিডা! আপনি কি তা হলে ওকে মেরে...

'শান্ত থাকুন, অক্টাভিও। ভাল আছেন আপনার স্ত্রী। তবে বড় কষ্ট পাচ্ছেন হ্যাংওভারের কারণে। অত স্মারনফ গেলা ঠিক নয়। আমার কথা শেষ হলে সরাসরি ফিরতে পারবেন আপনার বাড়িতে। বেশি দেরি করলে মদ খেয়ে মরেও যেতে পারেন আপনার স্ত্রী। তাঁর দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছেন না আপনি।' খুব গম্ভীর চেহারা করেছে ম্যারেজ কাউন্সেলার রানা।

আয়নায় নিষ্ঠুর খুনির চেহারা দেখে ভয়ের চোটে কাঁধ ঝুলে গেল কাউন্টের। 'আমার কাছে কী চান আপনি?'

'জানতে চাই কী ঘটছে,' বলল রানা। 'কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আপনি নিজেও তেমন কিছু জানেন না।'

আয়নায় তাকালেন কাউন্ট। 'আপনি ওখানে ছিলেন? হুয়ান কর্টেজের বাড়িতে?'

'আপনাদের উচ্চারিত প্রতিটা শব্দ শুনেছি, অক্টাভিও।'

'তা হলে আর নতুন কিছু বলার নেই। প্লিয, আমাকে ছেড়ে দিন। শপথ করে বলছি, কাউকে বলব না আজ দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে আমার।'

'মাত্র একটা কথা জানিয়ে দিলে, আর কখনও আমার

সঙ্গে দেখা হবে না আপনার,' বলল রানা, 'প্রথমবারের কথা বলুন।'

'কীসের প্রথমবার?' হাঁ হয়ে গেলেন কাউন্ট।

'কর্টেজকে বলেছেন, "হিস্ট্রি রিপিট্স্ ইটসেল্ফ্।" আপনি তখন আর্ট গ্যালারির ডাকাতির কথা বলেননি, তাই না?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ গাড়ি চালালেন কাউন্ট। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করলেন, 'উনিশ শ' ছিয়াশি সালের নভেম্বর মাসে একরাতে অর্নেলা সিলভেস্ট্রি মারা যান হার্ট অ্যাটাকে। তখন সেসনিয়া শহরে ডাকাতি হয়েছিল তাঁর বাড়িতে। তার অনেক দিন আগেই চাকরি ছেড়ে চলে গেছে তাঁর বিশ্বস্ত কাজের মেয়েটা। পরদিন স্টুডিয়োতে পাওয়া গেল অর্নেলার লাশ। করোনার রিপোর্টে লিখেছিল, ভীষণ আতঙ্কে হার্ট ফেলিয়োর করে মারা যান তিনি।'

'কী খুঁজছিল ডাকাতরা? নগদ টাকা? নাকি দামি অন্য কিছু?'

তিক্ত চেহারা করলেন কাউন্ট। 'ওটাই তো অবাক করার মত ব্যাপার। বহু বছর ধরেই প্রতিষ্ঠিত শিল্পী অর্নেলা। কোটি কোটি টাকার তৈলচিত্র ছিল স্টুডিয়োতে। টাকার অভাব ছিল না তাঁর। বাড়ি ভরা দামি জিনিসপত্র, অ্যান্টিক, জুয়েলারি... সবই নিতে পারত ডাকাতদল। কিন্তু অবাক কাণ্ড, কিছুই নেয়নি তারা। তন্নতন্ন করে সার্চ করেছিল পুরো বাড়ি। কিন্তু কীসের জন্যে এসেছিল, তা আজও একটা রহস্য।'

কাউন্টের কথাগুলো ভাবছে রানা। বাড়ি ভরা মূল্যবান জিনিস, অথচ খালি হাতে ফিরল দস্যুরা। আর তারপর এত বছর পর প্রায় মূল্যহীন এক ছবির জন্যে এত মানুষকে খুন করেছে। গোএয়ার ওই চিত্র ছিল অর্নেলা সিলভেস্ট্রির। তবে ওটা নকল। অবশ্যই ওটা আর্ট গ্যালারি থেকে নিয়ে যাওয়ার পেছনে আছে উপযুক্ত কোনও কারণ।

‘আপনার কি মনে হয় প্রথমবার “অনুতপ্ত পাপী” নেয়ার জন্যেই গিয়েছিল তারা?’ জানতে চাইল রানা।

কাঁধ ঝাঁকালেন কাউন্ট। ‘আমিও একই কথা ভেবেছি বহুবার। জবাব পাইনি।’

‘জানার একমাত্র উপায় ডাকাতদের সঙ্গে কথা বলা।’

চুপ করে থাকলেন অক্টাভিও।

‘ওই চিত্র সম্পর্কে বলুন,’ বলল রানা। ‘ওটা কি পেন্সিল দিয়ে আঁকা?’

‘চারকোল, লেইড পেপারে আঁকা।’

‘লেইড পেপার কী?’

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কাউন্ট। ‘এক ধরনের পুরু আর্ট পেপার। ফ্যাব্রিক প্রিন্টের মত নয়। তবুও কাগজই। স্কেচটা দেখার মত। নিখুঁতভাবে আঁকা। নিজেই তো দেখেছেন। মুগ্ধ হওয়ার মত নয়। আমার কাছে ওটার মূল্য আছে, কারণ ওটা ছিল অর্নেলা সিলভেস্ট্রির কাছে।’

‘অন্য আর্ট ওঅর্কের ওপর এঁকেছেন?’ জানতে চাইল রানা, ‘ভেতরে হয়তো আসল পেইন্টিং?’ খড় ধরে ভেসে থাকতে চাইছে ও।

‘তা অসম্ভব,’ বললেন অক্টাভিও। ‘ক্যানভাসে সেটা সম্ভব, তবে লেইড পেপারে নয়। ফুটে বেরোত নিচের ছবি। আসলে কেন ওটা চেয়েছে ডাকাতরা, সেটা তারাই জানে।’

মাঝারি গতি তুলে গাড়ি চালাচ্ছেন কাউন্ট অক্টাভিও দে কন্টি। পেছনের সিটে হেলান দিল রানা। তখনই মনে পড়ল একটা কথা। ‘আপনি বলেছিলেন, অর্নেলা সিলভেস্ট্রির সহকারিণী ছিল। তাকে কিছু বলে থাকতে পারেন তিনি। ওই মহিলা হয়তো কিছু জানে।’

‘আমার জানা নেই কবে অর্নেলার কাজ ছেড়ে গেছে লিলি। এটাও জানি না, সে এখন কোথায় আছে। এত বছর পর খুঁজে বের করাও অসম্ভব।’

‘মহিলা নাম লিলি?’

মাথা দোলালেন কাউন্ট। ‘হ্যাঁ।’

‘নামটা কি তা হলে লিলি মৌরো?’

‘ভাল নাম জানা নেই। অর্নেলা জীবনীতে লিখেছেন শুধু “লিলি”।’ আরও ক্লান্ত বোধ করছেন ভীত কাউন্ট। আয়নায় চেয়ে বললেন, ‘আপনি তো এখন সবই জানেন। আমার আর কিছু বলার নেই। দয়া করে ছেড়ে দিন আমাকে।’

‘পারতপক্ষে কারও ক্ষতি করি না,’ বলল রানা, ‘আপনাকে মিথ্যুক বলে মনে হয়নি আমার।’

‘তা হলে রবার্তো ল্যারিয়োকে খুন করলেন কেন?’ মুখ ফস্কে বলে ফেলে জিভ কামড়ে ধরলেন অক্টাভিও।

‘আপনি সত্যিই মনে করেন আমিই খুন করেছি?’

‘টেলিভিশনে দেখেছি আপনার ছবি।’

‘আপনাকে তো বুদ্ধিমান লোক মনে করতাম, অক্টাভিও,’ আরও কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল রানা। গাড়ির জানালার কাঁচে ঝিলিক দিয়েছে কিছু। আবারও দপ-দপ করে উঠল আলো। জানালার কাঁচ কয়েক ইঞ্চি নিচু করে আকাশে তাকাল ও। নাকে লাগল সোঁদা উষ্ণ হাওয়া। কয়েক সেকেণ্ড পর শুনল হেলিকপ্টারের রোটরের ধুপ-ধুপ আওয়াজ। দূর থেকে ভেসে এল পুলিশের সাইরেন।

পকেট হাতড়ে ম্যাসারাটি গাড়ির চাবি নিল রানা।

সময় হয়েছে চট্ করে ভেগে যাওয়ার।

চুয়াল্লিশ

মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগেও নির্জন ছিল আর্ট কালেক্টার হুয়ান কর্টেজের বাড়ির সামনের রাস্তা। পরের দু'মিনিটে চারপাশ ভরে গেল পুলিশের গাড়িতে। ধপা-ধপ আওয়াজে দরজা খুলে নেমে পড়ল সশস্ত্র অফিসাররা। শুরু হয়েছে একের পর এক নির্দেশ। ঘিরে ফেলা হলো কর্টেজের বাড়ি। হৈ-চৈ শুনে নিচে সদর দরজা খুলে বিস্মিত হয়ে গেল মানুষটা। পরনে এখনও সিল্কের গাউন। ঝড়ের বেগে তাকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকল আটজন পুলিশ অফিসার। সবার হাতে উদ্যত অস্ত্র।

মাত্র পাঁচ মিনিট পর রেডিয়োতে সবাইকে জানানো হলো, এই বাড়িতে নেই মাসুদ রানা।

ওদিকে দু'কিলোমিটার দূরে সরু এক রাস্তায় প্রায় নেমে এসেছে পুলিশের হেলিকপ্টার। এইমাত্র পেরোল দ্রুতগামী ব্রোঞ্জ রঙের ম্যাসারাটি গ্র্যানটুরিসমো গাড়িটা। গ্রুপো এস্পেশিয়াল দে অপারেশিওন্স-এর স্পেনের স্পেশালিস্ট ট্যাকটিকাল ফায়ারআর্ম পুলিশ ইউনিটের টার্গেট ওটাই। আরও এগিয়ে ঘুরে থামল হেলিকপ্টার। পাইলট জোরালো আলো ফেলল গাড়িটার ওপর। রেডিয়োতে নির্দেশ পেয়ে দলের সবাইকে সেটা জানিয়ে দিল সে।

হেলিকপ্টারের দরজা দিয়ে নিচে পড়ল কালো দড়ি। পরের পাঁচ সেকেণ্ডে রাস্তায় নামল ভারী অস্ত্র সজ্জিত ছয়জন কালো পোশাকের অফিসার। মাথায় হেলমেট, চোখে গগল্‌স্‌,

হাতে গ্লাভ্স্। সরাসরি দামি গাড়িটার উইণ্ডশিল্ডের দিকে অস্ত্র তাক করল তারা।

সামনে হেলিকপ্টার নেমেছে দেখে ব্রেক কষে থামল ম্যাসারাটি। পরের কয়েক মুহূর্তে ওটাকে ঘিরে ফেলল অফিসাররা। হাতে এফএন সাব-মেশিন গান। কত ভয়ঙ্কর লোক মাসুদ রানা, ভাল করেই ব্রিফ করা হয়েছে পুলিশ টিমকে। খুব সতর্ক তারা। গোলাগুলি শুরু হলেই ঝাঁঝরা করবে খুনে লোকটাকে।

হেলিকপ্টারের গর্জনের ওপর দিয়ে থ্রোট মাইকে প্রাণপণে চেঁচাল স্পেশালিস্ট ট্যাকটিকাল ফায়ারআর্ম পুলিশ ইউনিটের দলনেতা: 'থামানো হয়েছে অপরাধীর গাড়ি!'

দলের অন্যরা গাড়ির উদ্দেশে নির্দেশ ঝাড়ল:

'বেরোও গাড়ি থেকে!'

'খবরদার! হাত মাথার ওপর!'

'ধীরে ধীরে বেরোও!'

'ভুল করলে খুন হবে!'

'তেড়িবেড়ি করলে গুলি খেয়ে মরবে!'

খুলে গেল ম্যাসারাটি গাড়ির দরজা। হেলিকপ্টারের কড়া স্পটলাইটের আলোয় ধীরে ধীরে বেরোল এক লোক। বসে পড়ল রাস্তায়। মাথার ওপর দু'হাত। তার বুক ও মাথায় ঘুরছে লেযার সাইটের ব্যস্ত লাল বিন্দু। কিন্তু পুলিশ অফিসারদের কাছে লোকটাকে ভয়ঙ্কর মনে হলো না। বরং তার উল্টো। চেহারায় ভীষণ ভয়। বয়স্ক লোক। দেখতে কঙ্কালের মত।

কঙ্কালকে ধরে আনতে নির্দেশ দিল দলনেতা।

'আমি কিছুই করিনি!' ইতালিয়ান ভাষায় জানালেন কাউণ্ট অক্টাভিও দে কণ্টি। মুচড়ে হাতদুটো নিয়ে যাওয়া হলো পিঠের কাছে। ক্লিক করে আটকে গেল হ্যাণ্ডকাফের তালা। 'লোকটা বলেছে যেন আমার স্ত্রীর কাছে গাড়িটা

পৌঁছে দিই! শপথ! আমি আর কিছুই...'

নানান আওয়াজে তাঁর কথা শুনল না কেউ।

এইমাত্র পাশে থেমেছে একটা পুলিশের আর্মড্ ভ্যান।

পাঁচ মিনিট নীরবে দৌড়ে শহরের পেছনদিকের বিশাল কিছু বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে রানা। চারপাশে ঘন ছায়া। তারই ভেতর আছে একসারিতে বেশকিছু গাড়ি। ওগুলোরই একটা নিয়ে সালামানকা ছেড়ে চলে যাবে ভেবেছে ও। গাড়ি চুরি ঠিক উচিত কাজ বলে মনে হয় না ওর। তবে পরের বাঁকে জং ভরা রেনও ফাইভ গাড়িটা দেখার পর ভাবল, এটা নিয়ে গেলে ওকে ধন্যবাদ দেবে মালিক। কোনও অ্যালার্ম সিস্টেম নেই। একটু খোলা জানালার কাঁচ। যে কেউ ঢুকতে পারবে গাড়ির ভেতর। যাত্রী জানালার কাঁচে চাপ দিতেই আপত্তি নিয়ে ক্-কট আওয়াজে নিচে নামল ওটা। লক খুলে গাড়িতে উঠল রানা। স্টিয়ারিং কলামের পাশেই ঝুলছে কিছু তার। একমিনিট পেরোবার আগেই খ্যার-খ্যার আওয়াজে চালু হলো রেনও-এর ইঞ্জিন।

রাতের ফাঁকা রাস্তায় রওনা হলো রানা। গতি বেশি নয়, আবার মন্থরও নয়। চাইছে না কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। এগিয়ে চলল সব ট্রাফিক সিগনাল মেনে। রেনও-এর খ্যার-খ্যার শব্দের ওপর দিয়ে শুনছে হেলিকপ্টারের রোটর ও পুলিশের গাড়ির সাইরেন। পালে পালে পুলিশ চলেছে হুয়ান কর্টেজের বাড়ির দিকে।

এক টি-জাংশনে লাল বাতি দেখে থামল লক্ষ্মী ড্রাইভার রানা। ইণ্ডিকেটর দিয়েছে ডানদিকে। বুড়ি ইঞ্জিন ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে বলে কয়েক সেকেণ্ড পর পর মৃদু চাপ দিচ্ছে অ্যাক্সেলারেটর প্যাডেলে। সামনে বা অন্য কোনও দিকেই কোনও গাড়ি নেই।

আরও কয়েক মুহূর্ত পর বাতি সবুজ হতেই রওনা হলো

রানা। কিন্তু তখনই ওর হাত থেকে ছুটে গেল স্টিয়ারিং হুইল। চরকির মত ঘুরে গেছে রেনও। ছিটকে গিয়ে লাগল মোড়ের পাশের দেয়ালে।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে উজবুক হয়ে গেল রানা। কানে শুনল ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। তবে পঞ্চম সেকেণ্ডে ফাটল ধরা উইণ্ডশিল্ডের মাঝ দিয়ে আলো দেখে বুঝে গেল সব। ফাঁকা মোড় দেখে তুমুল বেগে গুঁতো মেরেছে এক উন্মাদ ড্রাইভার। কয়েক গজ দূরেই থেমেছে তার গাড়ি। মুচড়ে গেছে উইং। আধ কাটা কানের মত ঝুলছে আয়না।

ওই গাড়ি থেকে বেরোল দু'জন লোক। মাথা পরিষ্কার হয়েছে রানার। দেখছে তাদের পরনে স্পেনের পুলিশের ইউনিফর্ম! গাড়িটা গাঢ় নীল সিত্রোঁ সি ফোর! মাথার ওপর বাতির বার। গাড়ির পাশে লেখা: পোলিসিয়া।

দুই পুলিশ অফিসারের ভেতর একজনের বয়স বেশি। অন্তত পঞ্চান্ন। মুখে রক্ত। ঠোঁটে এয়ারব্যাগের গুঁতো খেয়ে খসে পড়েছে অন্তত দুটো দাঁত। অন্যজনের বয়স পঁচিশ। এরই ভেতর দুর্ঘটনার বিষয়ে রিপোর্ট দিচ্ছে অফিসে।

নেমে পড়তে চাইল রানা, তবে জ্যাম লেগে গেছে দরজা। সিটে কাত হয়ে দুই পায়ে লাথি মেরে দরজা খুলল ও। তাতে হলো বিকট বিস্ফোরণের মত ধাতব আওয়াজ। গাড়ি থেকে বেরোতেই কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে দুঃখপ্রকাশ করতে লাগল দুই অফিসার। ঝড়ের বেগে স্প্যানিশ ভাষায় বলে চলেছে বয়স্ক অফিসার, তারা অত্যন্ত লজ্জিত ও ক্ষতিপূরণ দেবে।

কিন্তু ক'মুহূর্ত পর হঠাৎই থেমে গেল সে। রাস্তার আলোয় আরও ভালভাবে দেখল রানার চেহারা। ফিরল সঙ্গীর দিকে। যুবকও চেয়ে আছে রানার দিকে। পরস্পরের দিকে চেয়ে মৃদু মাথা দোলাল তারা, যেন নীরব সমঝোতা। থমথম করছে চারপাশ। তারপর একইসঙ্গে পিস্তলের দিকে হাত

বাড়াল দুই অফিসার।

হোলস্টার থেকে ছোঁ দিয়ে পিস্তল নিল যুবক অফিসার, কিন্তু তাক করতে পারল না অস্ত্রটা। আধ সেকেণ্ড আগে এক পা সামনে বেড়েছে রানা। পিস্তলটার নল থাবড়া মেরে নিচে পাঠিয়ে মুচড়ে ধরেছে যুবকের কবজি। একইসময়ে প্রচণ্ড জোরে ওর কনুই লেগেছে তার মুখে। পরের সেকেণ্ডে রানার বাম পায়ের লাথি পড়ল বয়স্ক পুলিশের হাঁটুর বাটির ওপর। চিত হয়ে ধপাস্ করে পড়ল সে। কমবয়সী অফিসার অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ার আগেই বয়স্ক অফিসারের মাথার পাশে মাঝারি এক লাথি লাগিয়ে দিয়েছে রানা।

স্থায়ী ক্ষতি হবে না এদের। কমবয়স্ক অফিসারের সিগ সাওয়ার পিস্তলটা কোমরে গুঁজল রানা। অন্যজনের পিস্তল থেকে ম্যাগাযিন খুলে রাখল পকেটে। এসব পিস্তল খোলা খুব সহজ। ফ্রেম রেইল থেকে স্লাইড সরিয়ে নিতেই বেরোল ব্যারেল। কাছের লোহার ড্রেনের কাভার খুলে টুকরোগুলো ভেতরে ফেলল রানা।

আর চলবে না রেনও। তবে চলবে পুলিশের সিত্রোঁ। ওটাতে চেপেই রওনা হলো রানা। ভাল করেই জানে, এটা বড় ধরনের ট্যাকটিকাল ভুল। উচিত গাড়িটাকে কোথাও সরিয়ে ফেলা, নইলে সতর্ক হয়ে উঠবে কর্তৃপক্ষ।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত পর রানা বুঝল, সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে দেরি করে ফেলেছে ও। সামনের বাঁক নিতেই হঠাৎ পেছনে দেখা দিয়েছে পুলিশের দুটো সিত্রোঁ ফোর। পিছু নেয়নি এখনও। ধরা পড়ার ঝুঁকি নেবে, নাকি ভেগে যাওয়ার চেষ্টা করবে, ভাবছে রানা। একটু পর গোটা স্পেনের র‍্যাপিড রেসপন্স ফায়ারআর্মস্ ইউনিট জানবে কোথায় আছে ও!

সেক্ষেত্রে পথ থাকবে না কোথাও পালিয়ে যাওয়ার!

সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করল না রানা। অ্যাক্সেলারেটর দাবিয়ে বামের রাস্তায় বাঁক নিল ও। দ্বিধায় পড়েছে পেছনের

দুই গাড়ির অফিসার। কয়েক সেকেণ্ড পর পিছু নিল তারা। গাড়ির রেডিয়োতে জানতে চাইল, 'চলেছ কোথায়?'

রেডিয়ো পাত্তা দিল না রানা। গোপন করার কিছু নেই। সামনের মোড়ে পৌঁছে ফুটপাথে উঠল ও। পরক্ষণে পাশে চওড়া সিঁড়ি পেয়ে জোরালো ধপ-ধপ শব্দে নামতে লাগল নিচের রাস্তার দিকে। ওটা হাঁটাচলার পথ। লাফিয়ে নামছে সিত্রোঁ। শেষধাপ পেরোতেই আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে ধমাস্ শব্দে স্থির হলো গাড়ি।

রিয়ার ভিউ মিররে রানা দেখল, পুলিশ অফিসাররা ঝুঁকি নেয়নি নেমে আসার। করুণ সুরে বাজছে সাইরেন। ইঞ্জিনের কর্কশ আওয়াজ তুলে ছিটকে রওনা হলো রানা। পেছনে শুনল কয়েকটা গুলির আওয়াজ। ঝনঝন করে ভাঙল ওর গাড়ির পেছনের কাঁচ। ষাট ফুট দূরে আরেকটা মোড়। ওখানে পৌঁছে বাঁক নিয়ে অফিসারদের পিস্তলের আওতা থেকে সরে গেল রানা। পেছনে পড়েছে পুরনো শহর, চারপাশে থোকা থোকা আধুনিক শহরতলী। ডানে-বামে চেয়ে পুলিশের গাড়ি লুকিয়ে ফেলার মত জায়গা খুঁজছে রানা। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পর শুনল মাথার ওপর কপ্টারের বিকট আওয়াজ। একমুহূর্তের জন্যে সাদা বৃত্তাকার আলোয় ভরে গেল রাস্তা।

মেঝের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটর চেপে ধরেছে রানা। তাতে হঠাৎ পেছনে পড়ল হেলিকপ্টার। স্পিডোমিটারে দেখল, গাড়ি চলেছে এক শ' বিশ মাইল বেগে। রাস্তার দু'পাশে ঝড়ের বেগে পিছিয়ে পড়ছে পার্ক করা গাড়ি।

গলা শুকিয়ে গেছে রানার। সামনের পথ গেছে ফ্লাইওভার সুড়ঙ্গের ভেতর। সেতুটা দেখে তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে সরে গেল হেলিকপ্টার। সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়েই রানা দেখল, দু'পাশে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া। রাতের আঁধার আকাশের পটভূমিতে বিশাল সব ওয়্যারহাউস।

রানার গাড়ির ত্রিশ গজ বামে হেলিকপ্টার। পিছলে খুলে গেল ওটার সাইড হ্যাচ। ওখানে দাঁড়াল কালো ভেস্ট পরা পুলিশের মার্ক্‌স্‌ম্যান। পা রেখেছে স্কিডে। গ্লাভ্‌স্‌ পরা হাতে ভয়ঙ্করদর্শন শটগান। তাক করেই রানার গাড়ির দিকে গুলি ছুঁড়ল লোকটা।

"বুম!"

ঝনাৎ শব্দে গাড়ির উইঙে লাগল ভারী বাকশট। প্রবল চাপড় খেয়ে একদিকে হড়কে গেল রানার সিট্রোঁ। চাকা লক্ষ্য করে গুলি করছে পুলিশের শুটার। চাকা বিস্ফোরিত হলে চরকির মত ঘুরতে শুরু করে যে-কোনও দিকে ছিটকে পড়বে প্রচণ্ডগতি গাড়ি। তাতে কিমা হবে রানা।

ব্রেক কষে গতি কমিয়ে একটা বাঁক পার হয়ে রানা ঢুকে পড়ল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার গভীরে। সাইরেনের আওয়াজ পেয়ে তাকাল রিয়ার ভিউ মিররে। ধাওয়া করছে কয়েকটা পুলিশের সিট্রোঁ, মাথার ওপর নীল বাতি।

এরা তো আছেই, গোদের ওপর ফোঁড়া ওই পুলিশের হেলিকপ্টার। উড়ে এসে একপাশ থেকে সুযোগ করে দিচ্ছে মার্ক্‌স্‌ম্যানকে। রানা দেখল, গ্লাভ্‌স্‌ পরা হাত আরও শক্ত করে ধরল বন্দুকের পিস্তল গ্রিপ। গুলির শব্দের আধ সেকেণ্ড আগে ব্রেক কষেছে ও, গাড়ির নাকের ওপর দিয়ে পেরিয়ে গেল পেলেট। তাতে কী লাভ, রানা ব্রেক করেছে বলে কমে যাচ্ছে গতি। দ্রুত এগিয়ে আসছে পেছনের পুলিশের গাড়ি। আবারও এল গুলির আওয়াজ। ঠং-ঠং শব্দে বিঁধছে গাড়ির গায়ে অজস্র বুলেট।

হেলিকপ্টারের শুটার আবারও বন্দুক ছুঁড়তেই এবার লাগল ঠিক জায়গায়। ডেবে গেল সি ফোর গাড়ির সামনের দিক। বিস্ফোরিত হয়েছে একটা চাকা। নানাদিকে ছিটকে গেল ছেঁড়া রাবারের টুকরো। দু'হাতে স্টিয়ারিং হুইল ধরেছে রানা। রাস্তা থেকে পড়তে গিয়েও সামলে নিল গাড়ি। বিশ্রী

কর্কশ শব্দে সরু এক গলিতে ঢুকল রানা। দু'পাশে ওয়্যারহাউস। হঠাৎ সামনে বাধা দেখে সাঁই করে ওপরে উঠল মরিয়া পাইলট।

প্রবল বেগে হোঁচট খেয়ে ছুটছে রানার গাড়ি। মেঝেতে অ্যাক্সেলারেটর চেপে ধরেছে ও। চাইছে দ্রুত গলি পেরিয়ে যেতে। সামনে কনস্ট্রাকশন সাইট। একপাশে হলদে জেসিবি, কংক্রিট মিক্সার ও বিশাল এক ডাম্প ট্রাক। শেষের যন্ত্রদানবের কুঁজো পিঠ থেকে নামানো হয়েছে রাস্তার পাশে স্তূপ হওয়া নুড়িপাথর। কপ্টারের উজ্জ্বল আলোয় রানা দেখল, গলির শেষমাথার ওদিকে উঁচু এক দীর্ঘ ওয়্যারহাউস।

এরই ভেতর রানার গাড়ির খুব কাছে পৌঁছেছে পুলিশের আরেকটা সিত্রোঁ। স্টিয়ারিং হুইল নিয়ে ধস্তাধস্তি করছে রানা, এ সুযোগে ডানদিক থেকে ওকে পাশ কাটাল গাড়িটা। এবার আটকে দেবে পথ। ওয়্যারহাউস নির্মাণ সামগ্রী রাখা হয়েছে বলে সরু হয়েছে গলি। কড়া ব্রেক কষে থেমে যাচ্ছে সামনের গাড়ি। রানা বুঝে গেল, যাওয়ার পথ নেই। কয়েক সেকেণ্ড পর থামতে হবে ওকে।

পেছনে পুলিশের অন্তত দশটা গাড়ি!

উপায় নেই থামার। নতুন করে অ্যাক্সেলারেটর দাবিয়ে দিল রানা। দ্রুতগামী গাড়ির নাক তাক করেছে ডাম্প ট্রাকের পেছনের নুড়িপাথরের স্তূপের দিকে। বুঝে গেছে, খুন না হলে হয়তো বেরিয়ে যেতে পারবে এই ফাঁদ থেকে।

ভয়ঙ্কর ঝাঁকির জন্যে শক্ত হয়ে বসল রানা।

এক শ' ষাট কিলোমিটার বেগে নুড়িপাথরের স্তূপে চড়াও হলো সিত্রোঁ গাড়ি। বিকট গর্জন ছাড়ল ইঞ্জিন। একই সময়ে চুরচুর হয়ে ভাঙল উইণ্ডশিল্ড। খুব জোরে কী যেন ঠাস্ করে লাগল রানার বাম বাহুর ওপর। কিছু বোঝার সময় পেল না ও। ধুপ্ করে ওর নাকে লেগেছে বিস্ফোরিত এয়ারব্যাগ। ভীষণভাবে দুলে উঠল স্টিয়ারিং হুইল। মড়াৎ শব্দে চুরমার

হলো সামনের সাসপেনশন ও নিচের চেসিস। পাথরের স্তূপ পেরিয়ে আকাশে নাক তুলেছে গাড়ি। সাঁই করে উঠে গেল ডাম্প ট্রাকের কুঁজো পিঠে। পরক্ষণে ট্রাক পেরিয়ে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার থেকে উড্ডয়ন করা এফ-১৬ যুদ্ধ বিমানের মত ভেদ করল ওয়্যারহাউসের সামনের উঠানে জালের বেড়া।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে নীরব হলো চারপাশ। থমথম করছে সব। রানার মনে বিরাজ করছে অদ্ভুত প্রশান্তি। মনে পড়ল মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান, সোহেল, রেবেকা, লুবনার কথা; মতিঝিলের অফিসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার কথা। নাকে এল বুনো ফুলের সুবাস। ঝর্নার কলধ্বনির মত কানে বাজল সোহানার উচ্ছল হাসি।

পরক্ষণে ওকে ঘিরে ধরল প্রচণ্ড শব্দ ও প্রবল ঝাঁকি। বেদম ব্যথা পেয়ে হাঁফিয়ে উঠল ভীষণ। উড়তে উড়তে দোতলার জানালা ভেঙে ওয়্যারহাউসে ঢুকেছে ভাঙা গাড়ি। হাড় গুঁড়ো হওয়া আরেক ঝাঁকি মেরে ভাঙা কাঁচ, সিমেন্ট ও তক্তার টুকরো চারদিকে ছিটকাল সিট্রোঁ। কংক্রিটের মেঝে কোদালের মত চেঁছে দু'পাশের ক্রেট ও কাঠের প্যালেট উড়িয়ে ধুম্ করে লাগল ওয়্যারহাউসের প্লেট-গ্লাসের তৈরি পেছন দেয়ালে। পুরু ইঁটের পিলারে লেগে ওখানেই থামল সিট্রোঁ। একতলা নিচে একটু দূরে রাস্তা।

হঠাৎ নেমেছে থমথমে পরিবেশ। তবে একসেকেণ্ড পর পর শোনা গেল টিক-টিক আওয়াজ তুলছে বিধ্বস্ত গাড়ির তপ্ত ইঞ্জিনের পার্টস্। ঘোরের ভেতর রানার মনে হলো, দূর থেকে আসছে পুলিশের সাইরেন।

ব্যথায় গুঙিয়ে উঠে সিটবেল্ট খুলল রানা। কষ্ট হলো না গাড়ি থেকে নামতে, এখন আর দরজা নেই পাশে। নিচতলার নীল আলোয় দেখল, তচনচ হয়েছে এই ফ্লোরে রাখা কাঠের আসবাবপত্র।

ভীষণ জ্বলছে বামবাহু। রানার মনে পড়ল, উড়ে আসার সময় কী যেন লেগেছিল ওখানে। ঠিকভাবে নাড়তে পারল না বাহু। আস্তে করে জায়গাটা ধরতেই টের পেল, কবজি বেয়ে মেঝেতে টপ-টপ করে পড়ছে রক্ত। শরীরে কেমন শীতল অবশ অনুভূতি। গলার কাছে উঠে হাতুড়ির মত বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ড। পাপড়ি নেড়ে চোখ থেকে ঘামের বিন্দু ঝরাল রানা। অসুবিধে হচ্ছে হাঁটতে। জঞ্জালের মাঝ দিয়ে গিয়ে থামল ভাঙা জানালার সামনে। নিচে জড় হয়েছে কয়েকটা পুলিশের গাড়ি। দালানে ঢোকার দরজা খুঁজছে অফিসাররা।

একটু দূরের আকাশে ভাসছে কপ্টার।

আঁধার আকাশ চিরে এল দ্বিতীয়টা। নামল পুলিশের গাড়িগুলোর পেছনে। পুরোপুরি স্থির হওয়ার আগেই দরজা খুলে নেমেছে কালো পোশাক পরনে কেউ। রোটরের ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ছে লম্বা কালো চুল।

দূর থেকেও তাকে চিনল রানা।

জেদি মেয়ে মেজর নোরা গোল্ডফিল্ড!

প্রচণ্ড ব্যথা সহ্য করেও হাসল রানা। জানত, আবার দেখা হবে, কারণ হাল ছাড়ার মানুষ নয় ওই মেয়ে। তার পেছনে হেলিকপ্টার থেকে নেমেছে মাথায় টাকপড়া এক লোক। তাকেও চিনল রানা। রোমে ভূগর্ভস্থ কবরস্তানে ছিল সে। এইমাত্র কালো এক গাড়ি থেকে নেমে দু'জনকে ব্রিফ করছে প্যারামিলিটারি ট্যাকটিকাল ফায়ারআর্ম টিমের ইউনিফর্ম পরা এক অফিসার। কয়েক মুহূর্ত পর ওয়্যারহাউসের দিকে তাকাল নোরা গোল্ডফিল্ড। হোলস্টার থেকে পিস্তল নিয়ে দ্রুত এল ওয়্যারহাউসের দিকে।

জানালা থেকে সরে চারপাশে তাকাল রানা।

এবার বেরিয়ে যাওয়া দরকার।

ট্যাকটিকাল ফায়ারআর্ম্‌স্‌ স্কোয়াড পেছনে নিয়ে ওয়্যারহাউসে

ঢুকল মেজর নোরা গোল্ডফিল্ড। অস্ত্র তৈরি রেখে ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ডানে বামে দেখতে দেখতে চলেছে তারা। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় কাভার করল পরস্পরকে। বুটজুতোর তলে ঝন-ঝন আওয়াজ তুলছে লোহার ধাপ। দোতলায় উঠে দেখল লণ্ডভণ্ড হয়েছে চারপাশ। প্রকাণ্ড ঘরে উত্তপ্ত ইস্পাত ও অকটেনের ঝাঁঝাল গন্ধ। কয়েক সেকেণ্ড পর নোরা দেখল বিধ্বস্ত গাড়িটা।

'হায়, যিশু,' বিড়বিড় করল ভিটো উর্বানো। 'বাঁচার কথা না লোকটার!'

দু'হাতে পিস্তল ধরে সতর্ক পায়ে ভাঙা গাড়ির দিকে চলেছে নোরা। কয়েক মুহূর্ত পর বুঝল, সিত্রোঁর ভেতর কেউ নেই। মেঝেতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে আছে। ম্যাগলাইটের আলোয় লাল ফোঁটা অনুসরণ করল নোরা। থামল জানালার সামনে। মেঝেতে চকচক করছে রক্তের ছোট পুকুর।

'আহত,' বলল উর্বানো।

'গুরুতরভাবে নয়,' বলল নোরা, 'এখানে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে দেখেছে।' উল্টোদিকে গেছে রক্তের ফোঁটা। 'চলুন,' উর্বানো ও দলের অন্যদেরকে নির্দেশ দিল ও।

রক্তের ফোঁটা থেমেছে লোহার এক মইয়ের সামনে। ওপরের ছাতে বৃত্তাকার হ্যাচ। মইয়ের কোনও কোনও ধাপ রক্তে মাখা। মাথার ওপরে ট্র্যাপডোরে হাতের তালুর লাল ছাপ। মই বেয়ে ট্র্যাপডোর খুলে সমতল ছাতে উঠল নোরা। অন্ধকারে চারপাশে বুলিয়ে নিল ফ্ল্যাশলাইটের সাদা আলো। দু'পাশে সমান উচ্চতার একের পর এক ওয়্যারহাউসের ছাত। মাঝে বড়জোর ছয় ফুট ফাঁক। সহজেই যে-কোনও দিকের ছাতে নেমে সটকে পড়েছে মাসুদ রানা। আর এই কথা ভাবতেই চড়ের মত চটাস্ করে নোরার গালে পড়ল ভারী একটা ফোঁটা। পরের মুহূর্তে ঝরঝর করে নামল বৃষ্টি। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল নোরা। বিড়বিড় করে

বলল, 'মর্, শয়তান!'

এবার আকাশ ভেঙে নামল মুষলধারে বৃষ্টি। ভিজে যাওয়ার ভয়ে নোরা ছাড়া অন্যরা নেমে গেল ওয়্যারহাউসে। হাজারো ফোঁটা ভিজিয়ে দিল ছাত। হতবাক হয়ে রক্তের ফোঁটার চিহ্ন মিলিয়ে যেতে দেখছে নোরা।

না, আজ রাতেও ধরা গেল না মাসুদ রানাকে!

'মর্, শয়তান!' বিড়বিড় করল ও।

পঁয়তাল্লিশ

অঝোর ধারায় ঝরছে তপ্ত বৃষ্টি। ছুটতে ছুটতে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ছেড়ে দূরে চলেছে রানা। ক্রমেই বাহুতে বাড়ছে টনটনে ব্যথা। যেন ঝাঁকি না লাগে, সেজন্যে বেল্টের তলে গুঁজে রেখেছে বামহাত। কিছুক্ষণ দৌড়াবার পর টিনের এক ওয়্যারহাউসের পাশে পৌঁছুল ও। সামনেই জড় করে রাখা সারি সারি পুরনো টিন, মাঝে সরু গলি। টিনের একেকটা টাল উচ্চতায় পনেরো ফুট উঁচু। একটা গলিতে ঢুকে থামল রানা। পরীক্ষা করে দেখল ক্ষতটা। রক্তের ধারা বেরিয়েই মুহূর্তে ধুয়ে যাচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটায়। ট্রাইসেপের মাংসপেশির ভেতর রয়েছে বুলেট। তবে মনে হয় না লেগেছে হাড়ে। শার্ট খুলে ওটার ডান আস্তিন ছিঁড়ে বামবাহুর ক্ষত শক্ত করে বাঁধল রানা। ভাল ফিল্ড ড্রেসিং হলো না, তবে ওটার কারণে হয়তো কমবে রক্তক্ষরণ।

টিনের ফাঁকে অবশিষ্ট শার্ট গুঁজল রানা। ঝমঝম করে পড়ছে বৃষ্টি। কোথায় আছে বুঝতে তাকাল চারপাশে। বামে

তারের বেড়ার ওদিকে পতিত জমি। দু'শ' গজ দূরে রাস্তা। দ্রুতপায়ে তারের বেড়ার কাছে পৌঁছুল রানা। একমিনিটের ভেতর ওটা টপকে নেমে পড়ল এবড়োখেবড়ো জমিতে। গিয়ে উঠল রাস্তায়। প্রায় দৌড়ে চলেছে। বারবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে পেছনের রাস্তা। হয়তো যে-কোনও সময়ে হাজির হবে পুলিশের গাড়ি।

মিনিট দশেক হাঁটার পর শুনল ডিজেল ইঞ্জিনের ঘড়-ঘড় আওয়াজ। সামনে থেকে আসছে আর্টিকুলেটেড বড় এক ট্রাক। চোখ থেকে বৃষ্টির পানি সরিয়ে ট্রাকের ড্রাইভারের উদ্দেশে বুড়ো আঙুল দেখাল রানা।

কমল গতি, তারপর এয়ারব্রেকের হিসহিস শব্দে রাস্তার পাশে থামল ট্রাক। ক্যাবের পা-দানিতে উঠে ড্রাইভারকে ধন্যবাদ দিল রানা। টি-শার্টের হাতা দিয়ে আড়াল করেছে বামহাতের রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজ।

'ব্যাগ-ট্যাগ নেই দেখি, দোস্ত,' হাসল ড্রাইভার। ইংরেজি উচ্চারণে শ্রীলঙ্কান তামিল টান। 'উঠে এসো।'

রানা প্যাসেঞ্জার সিটে বসতেই ট্রাক ছাড়ল সে। তুলেছে মাঝারি গতি। লোকটাকে দেখল রানা। বয়স তার পঞ্চাশ মত। খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা চুপসে যাওয়া দুটো গাল। মাথায় নোংরা চুল।

'আমার নাম হলো গিয়ে কাধিরাভান আদিগমন,' হ্যাণ্ডশেকের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা। 'তামিল টাইগার যোদ্ধা।'

'এংলেস জানি না,' স্প্যানিশ ভাষায় জানাল রানা। হ্যাণ্ডশেক করল না।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাত ফেরত নিল কাধিরাভান আদিগমন। সব বুঝেছে এমন হাসি দিয়ে চোখ টিপল। 'ঠিক আছে, দোস্ত। মনে কষ্ট পাইনি। ভান করতে হবে না, সবই বুঝতে পেরেছি। আমি হলাম গিয়ে কাধিরাভান আদিগমন। সবার

পেটের খবর জানি।' আরেক হাসি দিয়ে উইণ্ডস্ক্রিন ওয়াইপার লিভার আরেক ধাপ নিচে নামাল সে। বেড়ে গেছে বৃষ্টির তোড়।

চুপ করে থাকল রানা।

'প্রথমেই চিনেছি,' বলল কাধিরাভান আদিগমন। 'বাকি জীবনেও চেহারা ভুলব না। বলেছি না, সবার পেটের খবর জানি।' এক কান থেকে আরেক কানে গেল হাসি।

নিজের জ্বালায় অস্থির রানা, ওর মনে হলো ভেঙে দেয়া উচিত হিলহিলে লোকটার ঘাড়।

'কাউকেই বলব না, দোস্ত,' আবারও চোখ টিপল কাধিরাভান আদিগমন।

'বলবে না কাউকে?' জানতে চাইল রানা।

'হুম! তুমি দেখি ইংরেজিও জানো! ধরা পড়ে গেছ! কিন্তু, দোস্ত, ভয় নেই! একদল কুকুরের বাচ্চা পুলিশের হাতে তুলে দেব তোমাকে? না, সেই লোক নই আমি!' ট্রাকের ভেতর পিচিক করে থুতু ফেলল সে। 'বুঝলে, তুমি কিন্তু ভাল দেখিয়েছ। পৃথিবীতে কমই আছে আমাদের মত মানুষ। নিজ চোখে দেখো!' টি-শার্টের আস্তিন গুটিয়ে ঝাপসা এক উলকি দেখাল সে।

ছবিটা বাঘের না কুকুরের বোঝার সাধ্য নেই কারও। 'তুমি তা হলে তামিল টাইগার দলে ছিলে?'

'গ্রামের পর গ্রাম ফাঁকা করে দিল শ্রীলঙ্কান আর্মি, তখন ভেগে গেছি ভারতে। তারপর এসেছি ইউরোপে। আর এখন কী করি জানো? জানবে কী করে! আমি কি বলেছি নাকি? হারামি এক স্প্যানিশ চাষীর ট্রাক চালাই। ভাবতে পারো? আমি... মহাবীর যোদ্ধা কাধিরাভান আদিগমন!'

এমনিতেই রক্তশূন্যতায় ভীষণ ঘুরছে মাথা, তার ওপর বকবক করে কান পচিয়ে দিচ্ছে লোকটা, ভাবল রানা। প্রসঙ্গ পাল্টে জানতে চাইল ও, 'ট্রাকে ফার্স্ট এইড কিট আছে?'

'শালা বলে কী! নেই মানে?' দু'পায়ের ফাঁকে হাত ভরল আদিগমন। তুলে আনল সবুজ রঙের মোচড়ানো প্লাস্টিকের কেস। 'ইতালির কথা বাদ দাও। পরে এখানে এসে আসলে কী করেছিলে? কোনও স্প্যানিশ ব্যাটার বউয়ের সঙ্গে লটরপটর?'

সাবধানে কেস খুলল রানা।

'ওটা কাধিরাভান আদিগমনের ব্যক্তিগত সার্ভাইভাল কিট,' গর্বের সঙ্গে জানাল তামিল। 'আর এটাই বাঁচাতে পারে তোমাকে। ...কিন্তু কী হয়েছে আসলে?'

কেসে রানা পেল টিউব ভরা কোডিন পিল, একটা সিরিঞ্জ, স্টেরাইল নিড্ল্, নানা ধরনের অ্যান্টি-বায়োটিক, প্রচুর ব্যাণ্ডেজ, একটি সার্জিকাল স্যাচুয়ার কিট ও স্ক্যালপেল। কেসের আরেক কম্পার্টমেন্টে ম্যাচ, ছোট স্টোভ, পানি পরিশুদ্ধ করার দশটা ট্যাবলেট ও এক প্যাকেট ডিহাইড্রেটেড আর্মি রেশন। আদিগমন তামিল টাইগার দলের লোক হোক বা না হোক, জীবনে না-ই বা ছুঁয়ে দেখুক অস্ত্র, কল্পনায় সে এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা— তাই কাছে রেখেছে আর্মির কমব্যাট অ্যাণ্ড সার্ভাইভাল কিট।

'চলেছ কোথায়, দোস্ত?' জানতে চাইল কাধিরাভান।

জবাব দেয়ার আগে দ্বিধায় পড়ল রানা। কোথায় চলেছে জানাতে মন না চাইলেও, এর সাহায্য দরকার ওর। সংক্ষেপে বলল রানা, 'পর্তুগাল।'

ওয়্যারহাউস থেকে বেরোবার পর থেকেই পর্তুগিজ মেয়ে বিবিয়ানার কথা মনে পড়ছে ওর। লিসবন রানা এজেন্সির শাখা প্রধান মেয়েটা। কয়েক দিন আগে ফোনে বলেছিল, গ্রামে সবার সঙ্গে ছুটি কাটাতে যাবে। রানার আর জেনে নেয়া হয়নি বিবিয়ানা ক্যাস্টেলো চলেছে তার বাবা-মা'র বাড়িতে, না কি বছরখানেক আগে ওর কেনা গ্রামের বাড়িতে।

সালামানকা থেকে মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরেই

পর্তুগালের সীমান্ত। ওখান থেকে দূরে নয় বিবিয়ানা ক্যাস্টেলোর কেনা বাড়ি। সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা। নয় মাস আগে দু'দিনের জন্যে ওখানে উঠেছিল রানা। এখন ফাঁকা থাকার কথা ওটা। গোপনে ক'টা দিন পার করবে। তারপর একটু সুস্থ হয়ে স্থির করবে পরবর্তী পদক্ষেপ।

'লা করুনা থেকে চাষী শালার গু নিয়ে যাচ্ছি সেভিলে,' বলল কাধিরাভান। 'হাসতে হাসতে তোমাকে পৌঁছে দেব সীমান্তে। কোনও চিন্তা কোরো না।'

ভীষণ ঘুরছে রানার মাথা। টিউব থেকে দুটো কোডিন পিল নিয়ে গিলল। চোখ বুজতেই মনে হলো ভেসে যাচ্ছে সাদা কুয়াশার মাঝ দিয়ে। বহু দূরে কোথাও ভনভন করছে কাধিরাভানের নিচু গলা। রানা এতই দুর্বল, মনোযোগ দিতে পারল না কথায়। কোডিন পিল কাজে নামতেই হালকা এক ঘুমে হারিয়ে গেল ও। মাঝে মাঝে জেগে উঠে শুনছে ট্রাকের ইঞ্জিনের ঘড়-ঘড় আওয়াজ। মুখ ফিরিয়ে দেখলেই স্রেফ শয়তানী হাসি দিচ্ছে কাধিরাভান। চুপ করে পড়ে থাকল রানা। কখন যেন টুপ করে তলিয়ে গেল স্বপ্নহীন গভীর ঘুমে।

আবার যখন জেগে উঠল, দেখল এঁকেবেঁকে যাওয়া এক পথে খেতের পাশে থেমেছে ট্রাক। ড্রাইভিং সিট খালি। চট্ করে হাতঘড়ি দেখল রানা। বাজে রাত তিনটার বেশি। ব্যথা ভরা শরীরে ট্রাকের ক্যাব থেকে নামল ও। কখন যেন থেমে গেছে বৃষ্টি। ঝলমল করছে আকাশ ভরা অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র।

ক'গজ দূরের এক ঝোপের ধারে বসেছে কাধিরাভান। লজ্জা বলতে কিছুই নেই। 'একটু হাগু না দিলে চলছে না, দোস্ত,' চওড়া হাসি দিল তামিল।

শক্ত মাটিতে থ্যাপ-থ্যাপ আওয়াজ শুনে 'চালিয়ে যাও,' বলে ক্যাবের দিকে ফিরল রানা।

'আমি কী ভাবছি জানো, দোস্ত?' পেছন থেকে বলল

কাধিরাভান। 'আমার কাজ শেষে ভালভাবে দেখব তোমার হাতের ক্ষতটা। সময় লাগবে না গুলি বের করতে। তুমি হয়তো ওটা আমাকে দিয়ে দেবে? আরে, দোস্ত, ওটা ভাল সুভ্যেনিয়র। তুমি কী বলো?'

জরুরি কাজে ব্যস্ত লোকটা। ট্রাকের ক্যাব থেকে সবুজ প্লাস্টিকের কেসটা নিল রানা। ধীর পায়ে হেঁটে রাস্তা থেকে পঞ্চাশ গজ সরে উঠে পড়ল পাশের টিলায়। হাগুড়া ব্যাটার হাত থেকে রক্ষা পেতে লুকিয়ে পড়েছে একঝাড় গাছের আড়ালে। চোখ রাখল ট্রাকের ওপর। আরও কয়েক মিনিট পর ওকে খুঁজতে লাগল লোকটা। তবে বেশিক্ষণের জন্যে নয়। বারকয়েক ডাক ছেড়ে মাটিতে পা ঠুকে উঠে পড়ল ক্যাবে। একমিনিট পেরোবার আগেই হারিয়ে গেল আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে চোখের আড়ালে।

নক্ষত্র দেখে নিয়ে রাস্তা এড়িয়ে খেত-খামারের জমি মাড়িয়ে পশ্চিমে চলল রানা। কিছুক্ষণ পর মনে হলো ঢুকে পড়েছে পর্তুগালে। চলেছে রাতের আঁধারে। টের পাচ্ছে, ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে শক্তি। কমাণ্ডো ট্রেনিং কাজে লাগাল রানা। ভুলে গেল গন্তব্যের কথা। কাছের কোনও গাছ বা টিলার দিকে মনোযোগ। ওই জায়গা পেরোলে স্থির করছে নতুন টার্গেট। টলতে টলতে চলেছে নতুন লক্ষ্যের দিকে।

ক্রমেই তীব্র হলো বাহুতে গাঁথা বুলেটের টনটনে ব্যথা। রানা বুঝল, মাংস থেকে বের করতে হবে সীসার টুকরো। নইলে বিষক্রিয়ায় কাহিল হয়ে যাবে, যে-কোনও সময়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে কোথাও। কেউ না কেউ দেখবে ওকে। খবর দেবে পুলিশে। চুপচাপ হেঁটে চলল রানা।

কিন্তু এমন একটা সময় এল, যখন এক পা এগোতেও হিমশিম খাচ্ছে ও। কালো দিগন্তের কোলে উঁকি দিয়েছে সূর্যের প্রথম লালচে আলো। তখনই দেখল কয়েক শ' গজ দূরে এক খামারবাড়ি। নতুন উদ্যমে এগিয়ে চলল রানা। দশ

মিনিট পর ভাঙা গোলাবাড়ির ভেতর ঢুকে পেয়ে গেল ধুলো ভরা এক পুরনো আমলের ডাইহাটসু ফোর-হুইল ড্রাইভ জিপ। ওটার পেছন সিটে উঠে চারটে পেইনকিলার গিলল রানা। পাশের সিটে ছোট্ট স্টোভ রেখে জ্বেলে নিল ওটা। সেই আগুনে স্টেরাইল করল স্ক্যালপেলের ডগা। কাজ শেষে সরিয়ে ফেলল ওর তৈরি ড্রেসিং। বড় করে শ্বাস নিল একবার, তারপর শুরু করল নিজের ওপর অপারেশন।

যন্ত্রণাদায়ক পৌনে একঘণ্টা পর পাশের সিটে রক্তাক্ত পুরু গজ ব্যাণ্ডেজের ওপর রাখল সীসার নাইন এমএম বুলেট। সাবধানে ক্ষতটা পরিষ্কার করার পর, দাঁতে দাঁত চেপে নিজেই সেলাই করল জায়গাটা। শিরায় ইনজেক্ট করল এক ডোয অ্যাণ্টিবায়োটিক। কাজটা শেষ হওয়ার পর শক্তি বলে কিছুই থাকল না ওর দেহে। চুপ করে শুয়ে রইল ডাইহাটসুর সিটে। বিশ্রাম নিতে হবে। কিছুক্ষণ পর সব ব্যথা ছাপিয়ে এল ঘুম। কখন যেন বুজে গেল চোখ।

ছেচল্লিশ

বৃষ্টিস্নাত লণ্ডন শহর।

সকাল দশটায় নিজের প্রাইভেট অফিসে ডেস্কের পেছনে বসে আছে জেমস গ্যারেট, এমনসময় বেজে উঠল ফোন। স্ক্রিনে কলার আইডি দেখে সে বুঝে গেল, যোগাযোগ করতে চাইছে তার সহযোগী জ্যাক পিয়ার্স। রিসিভার তুলে তাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই বলল গ্যারেট, 'শুনলাম বিসিআই এজেন্ট মাসুদ রানার বিষয়ে খানিকটা সাফল্য

পাওয়া গেছে।'

'এজন্যে ফোন করিনি,' বলল জ্যাক পিয়ার্স। 'মনে হচ্ছে পড়েছি বড় বিপদে। সেটা আসছে আমাদের পরিচিত মাইক ফেরির তরফ থেকে।'

নাক দিয়ে ফোঁস করে শ্বাস ফেলল গ্যারেট। 'তা হলে চলে যান পার্কে। জানেনই তো কোথায়। ত্রিশ মিনিট পর ওখানে পৌঁছুব।'

বাইশ মিনিট পর গ্রিন পার্কের দক্ষিণে কানাডা গেটের সামনে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল গ্যারেট। ওখান থেকে ঢিল ছুঁড়লে গিয়ে পড়বে বাকিংহাম প্যালেসে। ড্রাইভারকে দশ মিনিট পার্কটাকে চক্কর কাটতে বলে দিল অস্থায়ী ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স চিফ। একবার টাই ঠিক করে সোনাপানি করা গেট দিয়ে ঢুকল পার্কে। আগেই ঠিক থাকে পরেরবার কোথায় দেখা করবে তারা। সোজা গিয়ে গাছপালায় ভরা ঘাসজমির কিনারায় নির্দিষ্ট বেঞ্চের সামনে হাজির হলো সে।

নাকের কাছে মর্নিং টাইম্‌স্‌ ধরে বসে আছে জ্যাক পিয়ার্স। পরস্পরকে শুভ সকাল বলল না তারা। বেঞ্চের আরেক মাথায় বসল গ্যারেট। কোটের পকেট থেকে নিয়ে নাকের কাছে ধরল খবরের কাগজ। পিয়ার্স কথা শুরু করবে, সেজন্যে অপেক্ষা করছে।

'আমাদের ছেলে ঝামেলায় জড়িয়েছে,' খবরের কাগজ থেকে চোখ না সরিয়ে নিচু গলায় বলল পিয়ার্স। 'গতকাল বিকেলে নিজের অফিসে ছিল, সে সময়ে এমন একজনকে ফোন করেছে, যেটা করার কথা ছিল না। গতকাল হঠাৎ তার অফিসে ঢুকেছিল জেমিনা লিস্টার। তাতে খুব দ্রুত ফোন রেখে দেয় ফেরি। খুব নার্ভাস ছিল। জরুরি কাজ পড়েছে বলে বিদায় নেয় জেমিনার কাছ থেকে। তারপর থেকে আর দেখা যাচ্ছে না তাকে।'

নির্লিপ্ত চেহারায় কথাগুলো শুনছে জেমস গ্যারেট।

‘আপনি ভাল করেই জানেন, ডিপার্টমেন্টের অন্যদের মত ওর ফোনেও গুবরে পোকা আছে,’ বলল পিয়ার্স। ‘ফলে জানতে দেরি হয়নি কার কাছে ফোন করেছিল ও।’

শীতল চোখে পিয়ার্সকে দেখল জেমস গ্যারেট।

‘এসওসিএ-র নোরা গোল্ডফিল্ড।’ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল পিয়ার্স। আবার খেই ধরল, ‘আরও ব্যাপার আছে। ওটার কারণেই জটিল হয়েছে পরিস্থিতি। নিয়ম নেই, কিন্তু ওর এমআর নাইন অপারেশনের ফাইলটা অফিস থেকে সরিয়ে ফেলেছে মাইক ফেরি।’

পুরো একমিনিট চুপ থাকল জেমস গ্যারেট। ‘ও এখন কোথায়?’

‘বোকা, এসপিয়োনাজের কিছুই শিখতে পারেনি,’ বলল পিয়ার্স। ‘ভাবছে আমাদেরকে ফাঁকি দিয়ে জাল থেকে বেরিয়ে যাবে। এখন লুকিয়ে আছে সারের সস্তা এক হোটেলে। আমি কি সঠিক জায়গায় নির্দেশ দেব?’

আবারও একমিনিট কী যেন ভাবল গ্যারেট, তারপর মাথা নাড়ল। ‘আপাতত নয়। দেখি কতটা ছুটতে পারে। পিছু নিতে হবে। দেখা যাক এ থেকে কী বেরিয়ে আসে।’ দুই ঠোঁট বাঁকা করল সে। ‘তারপর কী করতে হবে, সেটা তো আপনার জানা আছে। কাজ শেষ করবেন ঝট্‌পট্‌।’

সালামানকা শহর।

ঘড়িতে সকাল আটটা আটাশ মিনিট।

সারারাত শহর চুঁড়েও খুঁজে পাওয়া যায়নি পলাতক অপরাধী মাসুদ রানাকে। এ কথা ভাবতে গেলেই মাথায় আগুন ধরে যাচ্ছে মেজর নোরা গোল্ডফিল্ডের। প্রতিটি পদে ওকে নাস্তানাবুদ করেছে বাঙালি লোকটা। আবাসিক হোটেল ও রেস্তোরাঁয় অভিযান চালিয়ে একটু আগে সালামানকা শহরের রোণ্ডা দে স্যাঙ্কটি স্পিরিটাসে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে

ফিরেছে নোরা। এরই ভেতর ঢকঢক করে গিলেছে চার মগ কফি, সেই সঙ্গে চারটে অ্যাসপিরিন। এতই ক্লান্ত, ভবনের টপ ফ্লোরে ওর জন্যে বরাদ্দ করা অফিসের কাউচে শুয়ে ভাবছে: যাবে কোথায়, ধরা পড়তেই হবে তোমাকে, রানা!

স্বপ্নের ভেতর দেখল, প্রাণপণে ধাওয়া করে প্রায় ধরে ফেলেছে মাসুদ রানাকে, এমনসময় সত্যিই ঘুম ভাঙল ওর ফোনের রিং-এ। ধড়মড় করে উঠে বসে মুখ থেকে সরিয়ে দিল একগোছা কালো চুল। ঘুম ভরা কণ্ঠে আনমনে বলল, 'কে হতে পারে?' একসেকেণ্ড পর চোখ থেকে হারিয়ে গেল তন্দ্রা। রিসিভ করল কল।

'আমি, ফেরি,' ওদিক থেকে ফিসফিস করল কেউ।

মেজাজ খারাপ হলেও শান্ত স্বরে বলল নোরা, 'ও, আবারও আপনি!'

'আপনি কোথায় আছেন?'

মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল নোরা। মন বলল, ওর উচিত বোধহয় রেখে দেয়া ফোন। তবে এবারও হার মানল কৌতূহলের কাছে। সহজ সুরে বলল, 'স্পেনে।'

'একঘণ্টা পর প্যারিসে পৌঁছুব,' বলল মাইক ফেরি। 'বিকেলে দেখা করতে পারবেন?'

'কোথায় দেখা করতে চান?'

'ক্যাফে দে লা পেই, বিকেল তিনটে। দয়া করে দেখা করবেন একা।'

সাতচল্লিশ

ক্যাফে দে লা পেই। পেই মানে শান্তি।

সেণ্ট্রাল প্যারিস।

সুবিখ্যাত ক্যাফের বাইরের টেরেসে টেবিলে বসে আছে নোরা গোল্ডফিল্ড। বুলেভার্দে দা ক্যাপুচিনেস ধরে সাঁই-সাঁই করে চলেছে গাড়িঘোড়া। দখল হয়েছে ক্যাফে দে লা পেই-র বেশিরভাগ টেবিল। খদ্দেররা ব্রিয়োশ খেতে খেতে চুমুক দিচ্ছে কফি বা বাইয়্যার ব্লণ্ডে।

নোরা ভাবছে, শেষপর্যন্ত আসবে তো মাইক ফেরি?

এরই ভেতর ছয় মিনিট লেট করেছে সে।

অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। অরেঞ্জিনায় চুমুক দিয়ে প্যারিসের পরিবেশ উপভোগ করতে চাইল নোরা। এবং সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো। এ শহরে এসে সাধারণ এক হোটেলে উঠেছে ও, তারপর শাওয়ার সেরে সাদা ব্লাউস, নীল জিন্স ও ডেনিম জ্যাকেট পরে বেরিয়ে পড়েছে মাইক ফেরির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে। বিশ্রাম নিয়ে হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ সতর্ক। বোধ করছে তরতাজা।

তিনটে তেরো মিনিটে হঠাৎ সামনের বাঁক ঘুরে ওর টেবিল থেকে কয়েক ফুট দূরে থামল এক রেনও লেগুনা। ড্রাইভিং সিটে বাদামি চোখের এক যুবক। মাথার চুল গাঢ় সোনালি। ক্যাফে টেরেসের টেবিলে কাউকে খুঁজছে তার চোখ। কয়েক সেকেণ্ড পর নোরার ওপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। ভয় ভরা কণ্ঠে বলে উঠল, 'গাড়িতে উঠুন।'

আগেই মিটিয়ে দিয়েছে বিল, টেবিল ছেড়ে গাড়ির দরজা খুলে প্যাসেঞ্জার সিটে উঠল নোরা। নিচু গলায় বলল, 'তা হলে আপনিই মাইক ফেরি। বলুন কী বলবেন?'

গাড়ির ভিড়ে মিশে যাওয়ার আগে দু'দিক দেখল ফেরি। রওনা হবে, এমনসময় কোত্থেকে হাজির হলো ভিটো উর্বানো। দরজা খুলে উঠে পড়ল গাড়ির পেছনের সিটে।

'আমার সহযোগী, মিস্টার ম্যাক আর্থার,' বলল নোরা।

'যিশু! আপনাকে না বলেছি একা আসতে?' রেগে গেছে মাইক ফেরি।

'আমার মা ভাল করেই শিখিয়েছে, অচেনা কারও সঙ্গে গাড়িতে না উঠতে,' বলল নোরা। 'বিশেষ করে যে লোক বলছে না কী তার উদ্দেশ্য।' ডেনিম জ্যাকেটের তলা থেকে বেরেটা নিয়ে যুবকের পাঁজরে ঠেকাল ও। 'এবার ড্রাইভ করুন। সংক্ষেপে সেরে ফেলুন যা বলার।'

বহু গাড়ির ভিড়ে সামিল হয়ে বুলেভার্দে দা ক্যাপুচিনেসের দিকে চলল ওরা।

'আমার কান খোলা,' বলল নোরা।

'ঠিক আছে, প্রথমেই বলে নিচ্ছি আমার নাম মাইক ফেরি।' আড়চোখে নোরার বেরেটার নল দেখল যুবক। 'দয়া করে ওটা সরিয়ে নিন। ওই জিনিস দেখলে নার্ভাস বোধ করি।'

বেরেটা পিছিয়ে নিল নোরা। 'মনে রাখবেন, আমার হাতেই থাকবে। যা বলার দ্রুত বলুন, ফেরি।'

'গতকাল পর্যন্ত ছিলাম ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের অফিসার, সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আর এখন? শুধু ঘুটঘুটে অন্ধকার। বলতে পারেন মাউন্ট এভারেস্ট থেকে পতন হয়েছে আমার।'

ভুরু নাচাল নোরা। 'তা-ই?'

'আপনি বিশ্বাস করছেন না আমার কথা, তাই না?' জ্যাকেটের পকেটে ডানহাত ভরল যুবক। বের করে এনে

ল্যামিনেটেড আইডি দিল মেয়েটার হাতে।

মনোযোগ দিয়ে ওটা দেখল নোরা। কয়েক সেকেণ্ড পর দেখাল ভিটো উর্বানোকে।

কারাবিনিয়েরি অফিসার সন্তুষ্ট হওয়ায় ওটা ড্যাশবোর্ডে ছুঁড়ে ফেলল নোরা। 'তো এটা দেখিয়ে কী আশা করছেন আমার কাছ থেকে! সহানুভূতি?'

তিক্ত হলো যুবকের চেহারা। কাঁধ ঝাঁকাল। 'এটা খুব জরুরি আমাকে বিশ্বাস করছেন আপনি। মনে রাখবেন আমি ছিলাম ব্রিটিশ ইণ্টেলিজেন্সের বড় পদে। ঠিক আছে? নইলে জানার কথা নয় এমআর নাইন অপারেশনের কথা।'

'বাড়তি কথা বাদ দিন,' বলল নোরা, 'বহু চ্যানেল আছে, যেখান থেকে গোপন তথ্য জেনে নিতে পারে যে কেউ।'

'এটা জরুরি যে আমার কথা বিশ্বাস করবেন আপনি,' আবারও বলল ফেরি। 'ওরা যদি টের পায় আপনার সঙ্গে কথা বলেছি, স্রেফ খুন করবে আমাকে।'

'ওরা আর আমরা-র খেলা বাদ দিন,' ধমকের সুরে বলল নোরা। 'ভুলে গেছেন আমি কাদের হয়ে কাজ করি?'

'নিজেকে ভুলেও ওদের দলের ভাববেন না, মেজর গোল্ডফিল্ড। কারণ, আপনি তা নন। আপনাকে কাজে লাগাচ্ছে ওরা। নইলে হাতে দিত না একগাদা মিথ্যা প্রমাণ। আপনি এমন এক খেলার বড়ে, যে জানে না কী ঘটছে। রবার্তো ল্যারিয়োকে সরিয়ে দেয়া জরুরি ছিল ব্রিটিশ ইণ্টেলিজেন্সের জন্যে। আর সেই খুনের দায়ে ফাঁসিয়ে দিয়েছে মাসুদ রানাকে। এভাবেই এজেণ্টদেরকে লেলিয়ে দিয়ে জীবনটা নরক করে তোলে ওরা নিরীহ মানুষের।'

পরস্পরের দিকে তাকাল নোরা ও উর্বানো।

'কেন এসব করবে?' ফেরির কাছে জানতে চাইল নোরা।

'যাতে হাতের মুঠোয় পায় বোরকভকে,' ম্যাডেলিন চার্চ পাশ কাটিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমের প্লেস দে-ল্লা কনকর্ডের দিকে

চলেছে ফেরি।

'কে এই বোরকভ?' পেছনের সিট থেকে জিজ্ঞেস করল উর্বানো।

'ক্যালযি বোরকভ,' বলল ফেরি। 'রাশান মাফিয়া ডন। অপরাধীদের ভেতর সেরা। রাশানরা ডাকে "যার" বলে।'

মৃদু মাথা নাড়ল নোরা। 'নাম শুনিনি।'

'শোনার কথা নয়,' বলল ফেরি, 'বড় সব রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ওঠাবসা। খুবই সতর্ক। প্রতিটা বেআইনী ব্যবসার সময় সামনে রাখে আইনী সব ব্যবসা। কয়েক দশক ধরে তার রাজত্বে হানা দিতে চাইছে আমাদের ইণ্টেলিজেন্স। কিন্তু লাভ হয়নি তাতে। এমন কী ট্যাক্স ফাঁকির অপরাধেও ধরা যায়নি তাকে। আল ক্যাপোনের চেয়েও ধূর্ত।'

'রাশান মাফিয়ার পেছনে কেন ব্রিটিশ ইণ্টেলিজেন্স? ওই দিকটা তো দেখে এসওসিএ।'

'নতুন কিছু ব্যবসা শুরু করার পর থেকেই তার ওপর চোখ পড়েছিল ব্রিটিশ ইণ্টেলিজেন্সের। শুধু ড্রাগ, পতিতালয় আর মানুষ পাচার নয়, আরও বহু কিছু করে ওই লোক। বিক্রি করে অস্ত্র। এমন ধরনের অস্ত্র, যেগুলো কেনার জন্যে ব্যস্ত আইএসের মত সংগঠন।' নোরাকে দেখে নিল মাইক ফেরি।

মাথা নাড়ল নোরা। 'এত অস্ত্র তার পাওয়ার কথা নয়।'

'তবে পেয়ে যায় রাশান আর্মির কাছ থেকে,' বলল ফেরি। 'আপনি হয়তো জানেন কী ধরনের অস্ত্র কেএ-৫০?'

'রাশান মিলিটারি অ্যাটাক হেলিকপ্টার। অনায়াসে হারাতে পারে অ্যাপাচি এমকে ওয়ানকে। লোকে বলে ব্ল্যাক শার্ক।'

মাথা দোলাল ফেরি। 'সাত সপ্তাহ আগে ইউক্রেনের এক বেস থেকে চুরি হয়েছে রাশান এয়ার ফোর্সের দুটো ব্ল্যাক শার্ক হেলিকপ্টার। কাজটা করেছে ভেতরের লোক। এই

দুর্নীতির জন্যে তারা পেয়েছে বিশাল অঙ্কের টাকা। আর এরপর যখন রাশান মিলিটারি ইণ্টেলিজেন্স জেনে গেল কারা এসবে জড়িত, পেল শুধু তাদের বিকৃত লাশ। কেউ জানে না কোথায় নেয়া হয়েছে ওই দুই হেলিকপ্টার। আমাদের সোর্স ধারণা করছে, গোপনে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে ক্যালযি বোরকভ। কিন্তু বিশাল দেশ রাশা। কারও জানা নেই মারণযন্ত্রগুলো কোথায় আছে।'

'বিক্রি করবে টেরোরিস্ট গ্রুপের কাছে?'

'ইণ্টেলিজেন্স সোর্স তা-ই বলছে। একবার বিক্রি হয়ে গেলে শত শত মানুষ খুন হবে ওগুলোর হামলায়।'

'একমিনিট,' বলল নোরা। 'আপনার কথা পরিষ্কার নয় আমার কাছে। এসবের সঙ্গে কী সম্পর্ক মাসুদ রানার? আপনি তো বলছেন সে খুন করেনি রবার্তো ল্যারিয়োকে।'

'আমি যেমন খুন করিনি ওই লোককে, মাসুদ রানাও করেনি।'

'তা হলে খুন করল কে?' ব্যাপারটা কোন্ দিকে যাচ্ছে বুঝতে পেরে শিরশির করছে নোরার মেরুদণ্ড।

সরাসরি ওর চোখে তাকাল ফেরি। 'খুন করেছি আমরা।' শুকনো হাসল সে। 'ঠিকই শুনেছেন। খুন করেছে বা করিয়েছে ব্রিটিশ ইণ্টেলিজেন্স। আমরা না ভাল দলের লোক!'

'আপনার কথা বিশ্বাস করছি না,' বলল ভিটো উর্বানো।

আয়নার তাকে দেখল ফেরি। 'তাই নাকি? তা হলে রয়ে যান বোকার স্বর্গে। এমন শত শত খুন হয় দেশের মঙ্গলের জন্যে।'

হাজারখানেক প্রশ্ন জন্মেছে নোরার মনে। মাইক ফেরি যেসব কথা বলছে, তার অর্ধেক সত্যি হলেও যে-কোনও সময়ে খুন হবে ওরা। ওর মনের অর্ধেক অংশ বলছে, এসব না শুনলেই ভাল। অন্য অংশ বলছে, সব জেনে নে!

'বলুন, আমরা শুনছি,' বলল নোরা।

ড্রাইভ করতে করতে দ্রুত বলতে লাগল মাইক ফেরি। গাড়ির ভিড়ে ভরা প্লেস দে লা কনকর্ড ঘুরে ডানে পড়ল শম্পস্ এলইসেস। 'মন দিয়ে শুনুন। জন্মেছে ধনী ও ক্ষমতাশালী পরিবারে। ল্যারিয়োকে গড়ে তোলা হয়েছিল বড় পদে তুলে দেয়ার জন্যে। তবে পাবলিক যেটা জানে না, সেটা হচ্ছে বহু দিন ধরেই অর্গানাইয্ড্ ক্রাইমে সরাসরি জড়িত ওই লোক। ইতালিয়ান মাফিয়া বলুন বা রাশান মব, বড় অপরাধী নেতাদের সঙ্গে তার ছিল দহরম-মহরম। কিন্তু প্রমাণ করতে পারবেন না কিছু। আশির দশকে মস্কোয় ক্যালযি বোরকভের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় ল্যারিয়োর। কমিউনিযমের দিকে ঝুঁকে গিয়েছিল সে। তবে কয়েক মাসে ছুটে গেল নেশা। এরপর থেকে অনেক ব্যবসায়িক অনুষ্ঠানে একইসঙ্গে দেখা গেছে বোরকভ ও ল্যারিয়োকে। বহু বছর ধরে ইতালিয়ান রাজনীতিকের ওপর চোখ রেখেছে কয়েক দেশের ইন্টেলিজেন্স। কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়নি কোনও ত্রুটি। কিন্তু এ বছরের শুরুর দিকে তাকে বাগে পেলাম আমরা।' নোরাকে দেখল মাইক ফেরি। 'খুব কমবয়সী ছেলে বা মেয়ের ব্যাপারে খুব স্পর্শকাতর ছিল সে।'

পেছনের সিট থেকে ঘোঁৎ করে উঠল ভিটো উর্বানো।

চুপ করে আছে নোরা।

'দেরি হয়নি সঠিক ছেলেকে পাঠাতে,' বলে চলল ফেরি। 'আর প্রমাণ হাতে পেয়ে যাওয়ার পর সহজ এক প্রস্তাব দিলাম আমরা। বিক্রি করে দাও ক্যালযি বোরকভকে, নইলে তুমি শেষ হবে সেক্স স্ক্যাণ্ডালে। রাজি না হয়ে উপায় ছিল না ল্যারিয়োর। কিন্তু সমস্যা, তার হাতে বোরকভের বিরুদ্ধে জোরালো প্রমাণ নেই। তবে গত কয়েক দিন আগে আমাদের এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করল ল্যারিয়ো। বড়কর্তাদের মনে হলো এটা ভাল সুযোগ। ক্যালযি বোরকভ তার ছেলে ইউরি বোরকভকে পাঠাচ্ছে ইতালির এক আর্ট গ্যালারি ডাকাতি

করতে। চমৎকারভাবে কাজ শেষ হলো। গ্যালারির তিন মালিককে বন্দি করল তারা। কিন্তু শেষে গুবলেট হয়ে গেল সব।'

ভুরু কোঁচকাল নোরা। গিলছে তথ্য। ফেরি চুপ হয়ে যাওয়ায় বলল, 'একমিনিট! আপনি বলতে চান আগে থেকেই ওই ডাকাতির কথা জানত ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স?'

ঢোক গিলল ফেরি। 'নকল এমআর নাইন ফাইল দেয়া হয়েছে আপনাকে। সবই পাবেন সত্যিকারেরটাতে। আমার ডিপার্টমেন্টের প্রধান ঠিক করলেন খেলিয়ে তুলবেন রাশান মাফিয়া ডনকে।'

'এ তো হারামজাদকিপনা!'

'পুরোটা শুনে নিন, হাতে বেশি সময় পাব না। ডাকাতির জন্যে ইতালিয়ান টিম জড় করল রবার্তো ল্যারিয়ো। তাদের ভেতর ছিল তার ব্যক্তিগত বডিগার্ড মারিও বেলোমো। এ কাজটা রাজনীতিককে দিয়ে করায় ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স। মারিও বেলোমো ভাবতেও পারেনি গাধা বানানো হয়েছে তাকে। যদি ধরা পড়ে, মুক্তি পাওয়ার জন্যে বাধ্য হয়ে বসের নাম বলে দেবে। ফলে চিরকালের জন্যে কবর হবে ল্যারিয়োর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার। আবার বেলোমো যদি ধরা না পড়ে, তাতে কোনও ক্ষতি হবে না ব্রিটেনের। ল্যারিয়ো বা বেলোমো জানত না ডাকাত দলে আমাদের ইন্টেলিজেন্স গুঁজে দিয়েছে টমাসো রিনাল্ডি নামের এক ডিপ-কাভার ইন্টেলিজেন্স এজেন্টকে। সব মন দিয়ে শুনছেন তো?'

'বলতে থাকুন।'

'ডাকাতি করা হলে ঘটতে পারে দুটো ঘটনা। এক, ইউরি সরাসরি তার বাবার কাছে নেবে আমাদের এজেন্টকে। সেক্ষেত্রে গ্রেফতার হবে বাপ-ব্যাটা। তা হলে তো জ্যাকপট। কিন্তু ক্যালযি বোরকভ সতর্ক থাকলে চট্ করে ধরা যাবে না তাকে। তাতেও ক্ষতি নেই। কারণ, সেক্ষেত্রে ইউরি

বোরকভের ওপর চাপ তৈরি করবে টমাসো রিনাল্ডি ওরফে পাওলো স্ট্রাডা। বাধ্য করবে ওর বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। ইউরি স্যাডিস্টিক সাইকোপ্যাথ হলেও দৈহিক-মানসিক দিক থেকে ছিল দুর্বল। একটা একটা করে হাত-পা ভাঙলে সময় লাগত না ভড়-ভড় করে সব বলতে। নিজে তো বাঁচি, বাপ মরলে মরুক! কথা মত না চললে বাকি জীবনেও জেল থেকে বেরোতে পারত না সে।'

জিভ দিয়ে তিক্ত সূচক শব্দ করল নোরা। 'আপনার বস্ তো দেখি হাড়ে হাড়ে হারামজাদা!'

'সব শেষ করিনি,' বলল ফেরি, 'আর্ট গ্যালারি ডাকাতি হলে কী হবে, তা হিসেব কষা ছিল। কিন্তু মাঝখান থেকে সব পাল্টে গেল তার বাবার প্ল্যান ইউরি বদলে দেয়ায়। তাতেও দুশ্চিন্তা ছিল না। ইউরির মাধ্যমে তার বাবার কাছে পৌঁছে যেত পাওলো স্ট্রাডা। আসল প্ল্যান ছিল গভীর রাতে ডাকাতি করা। অথচ, কাজটা করল ইউরি শেষ বিকেলে। খামোকা মারতে লাগল নিরীহ মানুষ। তাতেও সমস্যা ছিল না, কিন্তু হিসেবে রাখা হয়নি, এমন এক লোক হাজির হলো ওখানে...'

'সে মাসুদ রানা,' মুখের কথা কেড়ে নিল নোরা।

'এমন কেউ কোথাও গেলে বোঝা কঠিন এরপর কী ঘটবে। সাধারণ কেউ হলে তাকে জিম্মি করা হতো বা মেরে ফেলা হতো। কিন্তু...'

টিটকারির সুরে বলল নোরা, 'এতে আপনার বসের কিছুই যেত-আসত না। বড়জোর ভাবত, ওটা সামান্য ক্ষতি।'

ড্রাইভ করতে করতে আড়চোখে ওকে দেখল মাইক ফেরি। 'আমার দিকে এভাবে তাকাবেন না। ঠিক আছে? আমি জুনিয়র কর্মকর্তা। আমি তৈরি করিনি ওসব প্ল্যান।'

'তার মানে, প্রাণপণ লড়ল মাসুদ রানা। বাঁচিয়ে দিল বেশ কয়েকজনের প্রাণ। এই তো?'

ঘন ঘন মাথা দোলাল ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স অফিসার। 'আপনাকে শুধু পছন্দমত তথ্য দিয়েছে ওরা। ওটা গেছে ইতালিয়ান পুলিশের হাতেও। কিন্তু আসলে লড়াইয়ের সময় ইউরি খুন হয় রানার হাতে। সেটা বিসিআই এজেন্ট করেছিল এক তরুণীকে ধর্ষণ থেকে বাঁচাতে গিয়ে।'

চুপ থাকল নোরা। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের বড়কর্তাদের গায়ে বমি করতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর।

'ক্যালযি বোরকভের ডাকাতি ভেস্তে যাওয়ায় ক্ষতি তো হলোই, তার ওপর দোতলার এক ব্যালকনি থেকে টমাসো রিনাল্ডিকে ঝুলিয়ে দিল রানা,' বলল মাইক ফেরি। 'ফলে একেবারে কেঁচে গেল ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের সাধের প্ল্যান।'

'তার মানে, এরপর গা বাঁচাতে চাইল বড়কর্তারা।'

মাথা দোলাল ফেরি। 'এটা তাদের জন্যে সোজা। বহু কিছু জানত রবার্তো ল্যারিয়ো। কম জানত না মারিও বেলোমোও। এক ঢিলে দুই পাখি মারল তারা। রক্তের বন্যা দিয়ে মুছে দিল সব প্রমাণ। প্রথমে ভাবল দোষ চাপিয়ে দেবে র‍্যাডিকাল এনভায়রনমেন্ট অ্যাকটিভিস্ট বুরাট্টি কারাসিয়োর ঘাড়ে।'

'কিন্তু ওদিকে মাসুদ রানা জেনে গেছে রাশান মাফিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আছে রবার্তো ল্যারিয়োর,' বলল নোরা। 'সে চাইল ওই লোকের বাড়িতে গিয়ে কথা বলতে।'

'ঠিক,' মাথা দোলাল ফেরি। 'এটাও ছিল অকল্পনীয়। অনেক ভেবেও বুঝতে পারিনি, কীভাবে সব বুঝল লোকটা।'

'দেখা হলে জেনে নেব,' বলল নোরা।

'এবার বদলে গেল ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের প্ল্যান। কিছুই না জেনে ফাঁদে পা দিয়েছে মাসুদ রানা। তাকে তুলে দেয়া যাবে ইতালিয়ান পুলিশের হাতে। তাতে রক্ষা পাবে সবদিক।'

'কীভাবে?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল ভিটো উর্বানো।

'খুনের দায়ে ফাঁসবে সে। আপনারা তাড়িয়ে ধরবেন

তাকে। আবারও সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ পাবে বড়কর্তারা। সাধারণ এক দায় থেকে মূল্যবান সম্পদ হয়ে উঠল মাসুদ রানা।' নোরাকে দেখাল ফেরি। 'মেজর গোল্ডফিল্ড তাকে ধরতে পারলেই লোকটাকে ব্যবহার করা হবে।'

চোখ পিটপিট করল নোরা। 'ব্যবহার?'

'মানুষকে টোপ হিসেবে রেখে নরখাদক বাঘ ধরবে বড়কর্তারা।'

'বুঝলাম না।'

'কথাটা বলেছিল আমার বস। ইণ্ডিয়ার জঙ্গলে খুঁটির সঙ্গে মানুষকে বেঁধে দূরে বসে অপেক্ষা করত তার দাদা। আর তারপর বাঘ এলে গুলি করে মারত। আগে হোক বা পরে, আসতেই হবে বাঘকে।'

'মাসুদ রানা এত সহজ লোক নয় টোপ দেখে ছুটে আসবে।'

'আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি। মাসুদ রানা এখানে বাঘ নয়, মানব টোপ।'

এবার বুঝতে পারল নোরা। 'বলে যান।'

মাথা দোলাল ফেরি। 'ক্যালযি বোরকভ সত্যিকারের বাঘ। তার ছেলেকে মেরে ফেলেছে রানা। কাজেই প্রতিশোধ না নিয়ে থামবে না সে। বিসিআই এজেন্টকে খুন করতে এলে তাকে ধরবে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স।'

'আপনি তো আমার মাথা গুলিয়ে দিচ্ছেন,' গুঙিয়ে উঠল ভিটো উর্বানো।

স্টিয়ারিং হুইলে চাপড় মারল ফেরি। 'এর চেয়ে ষড়যন্ত্রমূলক প্ল্যান খুঁজে পাবেন না গোটা পৃথিবী জুড়ে। এ জন্যে সার্ভিসে যোগ দিইনি। মানুষ শিকারে ওরা ব্যবহার করছে নিরপরাধ একজনকে। শুধু তা-ই নয়, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আর্ট গ্যালারির মানুষগুলোকে খুন থেকে বাঁচিয়েছে ওই লোক। আরও কথা আছে। আগে বেশ কয়েকবার গ্রেট

ব্রিটেনের অনেক উপকার করেছে সে। আর সেজন্যে প্রতিদান দিচ্ছে এরা তার মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করে। এটা আমার জন্যে হজম করা কঠিন।'

'আপনিও তো বড়কর্তাদের একজন, মিস্টার ফেরি।'

'আমি আর ওদের দলে নেই। ধরে নিন ছেড়ে দিয়েছি চাকরি। এত নোংরার ভেতর বাঁচতে পারব না।'

'তার মানে, বেইমানি করে পালিয়ে যাবেন?'

'তা পারব না। এবং তা করতেই বা যাব কেন? আমি চাই বন্ধ হোক এই নৃশংস খেলা।'

'আমার সঙ্গে কথা বলে মস্ত ঝুঁকি নিয়েছেন। এখন যদি অফিসে রিপোর্ট করি?'

'চাইলে করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ওরা খুন করবে আমাকে। তবে বিবেক থাকবে আমার পরিষ্কার। জানি না কারও সাহায্য পাব কি না, তবে মনে হলো আপনাকে সব খুলে বলা উচিত। তাই এসেছি সাহায্য পাওয়ার জন্যে।'

'ভুলে গেছেন একটা কথা,' বলল নোরা, 'টেরোরিস্টদের সঙ্গে ক্যালযি বোরকভের যোগাযোগ থাকলে, আমাদের জানা দরকার কোথায়...'

'রেখেছে ব্ল্যাক শার্ক অ্যাটাক হেলিকপ্টার,' কথাটা শেষ করল ফেরি। 'হ্যাঁ, জানি, ওটা জরুরি। নইলে শত শত মানুষ মরবে ওই দুই মারণযন্ত্রের হামলায়।'

'ভেবে দেখেছেন, এক মাসুদ রানাকে বাঁচাতে গিয়ে কত মানুষের মৃত্যু ডেকে আনতে পারেন,' বলল নোরা।

কড়া চোখে ওকে দেখল ফেরি। 'আমার বাবা ছিলেন রয়্যাল মেরিনের ক্যাপ্টেন। দেশের জন্যে লড়াই করে মারা গেছেন ইরাকে। আপনার কি মনে হয় ব্রিটেনের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু করব আমি? যেভাবেই হোক ঠেকাতে হবে বোরকভকে, যাতে আইএস বা এ ধরনের সংগঠনের হাতে না যায় ব্ল্যাক শার্ক। তা যেমন ঠেকানো দরকার, তেমনি

নিরপরাধ মানুষ খুন হবে, সেটাও ঠেকাতে হবে।'

'ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের বড় পদের অফিসারদের বিরুদ্ধে আপনার হাতে কোনও প্রমাণ নেই।'

'আছে। প্রমাণ করে দিতে পারব তারা কী করেছে।'

'কী করে?'

'সবই বলব, তবে তার আগে কথা দিন, সব শোনার পর আমাকে সাহায্য করবেন।'

'কী ধরনের সাহায্য?'

'আমাদেরকে শেষ করতে হবে এ নোংরা মিশন।'

'আমরা দু'জন মিলে?' ভুরু কুঁচকে ফেরিকে দেখল নোরা।

মাথা দোলাল যুবক। 'প্লিয, ভেবে দেখুন। আপনি ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

জবাব দেবার জন্যে মুখ খুলল নোরা, কিন্তু তখনই ওর চোখ পড়ল রিয়ার ভিউ মিররে। সিটে মোচড় মেরে ঘুরে বসল ও। একই কাজ করেছে ভিটো উর্বানো।

প্লেস দে লা কনকর্ডে বাঁক নিয়ে সেইন নদীর পাশ দিয়ে ভয়েস জর্জেস পমপিডৌর দিকে চলেছে ওদের লেগুনা। বামে লুভর মিউযিয়াম। কিন্তু এসব নয়, নোরার চোখ কেড়ে নিয়েছে হাই পারফর্মেন্স দুটো স্পোর্টস্ মোটরসাইকেল। ভিড়ের ভেতর প্রচণ্ড বেগে আসছে ওদের দিকে। কুঁজো হয়েছে সামনের দুই চালক, পেছনে সিধে হয়ে বসেছে দুই আরোহী। তাদের পরনে কালো চামড়ার জ্যাকেট, চোখে কালো সানগ্লাস। দেখতে না দেখতে লেগুনার পাশে পৌঁছুল দুই মোটরসাইকেল। সাইলেন্সার পাইপ দিয়ে বেরোচ্ছে জোরালো গর্জন। নোরার পাশের যন্ত্রটা এতই কাছে, ও পরিষ্কার দেখল ট্যাঙ্কের ওপর কাওয়াসাকি লোগো।

'হায়-হায়, মেরে ফেলবে আমাকে!' প্রায় কেঁদে ফেলল মাইক ফেরি।

নোরার মনে হলো স্লো মোশনে ঘটছে সব।

বুকের কাছে হাত নিল পেছনের আরোহী। চেইন টেনে চামড়ার জ্যাকেটে ভরল কবজি। পরের সেকেণ্ডে বের করল হাত। মুঠোয় স্লিংওয়ালা কালো, খুদে মাইক্রো-উযি সাব-মেশিন পিস্তল!

সবই দেখেছে উর্বানো। কোমরে হাত দিল পিস্তল নিতে। আগেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে নোরা। চাপড় মেরে ফেরির হাত সরাল স্টিয়ারিং হুইল থেকে। পরক্ষণে ঘোরাল হুইল। চাকা পুড়িয়ে কর্কশ শব্দে ডানে মোটরসাইকেলের ওপর চড়াও হলো গাড়ি। নিজেই হারাল নিয়ন্ত্রণ। হড়কে গিয়ে রাস্তা জুড়ে এদিক-ওদিক সরছে লেগুনা। ওদিকে রাস্তায় পড়ে রঙিন ফুলকি ছিটাল মোটরসাইকেল। চাপা দিল দুই আরোহীকে। পেছনেরজন সমারসল্ট মেরে গুঁতো দিল পার্ক করা এক ফোক্সভাগেনের পেটে। লেগুনার ইঞ্জিন ছাপিয়েও তার ঘাড় ভাঙার মড়াৎ আওয়াজ শুনল নোরা।

'প্লিয, আমাকে বাঁচান,' গুঙিয়ে উঠল মাইক ফেরি।

'চুপচাপ ড্রাইভ করুন,' দ্বিতীয় মোটরসাইকেলের দিকে বেরেটা ঘোরাল নোরা। কিন্তু তখনই কাঁধে মাইক্রো-উযি মেশিন পিস্তল তুলে গুলি পাঠাল পেছনের আরোহী।

গাড়ির বডিতে লাগল বেশিরভাগ বুলেট। কয়েকটা গুলি ঝনঝন করে ভাঙল ফেরির পাশের জানালার কাঁচ। ড্যাশবোর্ড ও উইণ্ডশিল্ডে ছড়িয়ে গেল কুয়াশার মত লাল মিহি বিন্দু।

তীক্ষ্ণ আওয়াজ বেরিয়েছে ফেরির গলা চিরে। ঠাস্ করে মাথা পড়ল স্টিয়ারিং হুইলের ওপর। পা চেপে বসেছে অ্যাক্সেলারেটর প্যাডেলে।

নদীর তীর ঘেঁষে চলেছে লেগুনা, বড়জোর তিন ফুট দূরে জলের কিনারা। ওদিকেই বাঁক নিল গাড়ি। চিৎকার করে ইতালিয়ান ভাষায় কী যেন বলল উর্বানো। কথাটা বুঝতে

পারল না নোরা। পিস্তল ফেলে গাড়ি সোজা করতে ব্যস্ত ও। স্টিয়ারিং হুইল ঘোরানো কঠিন। এদিকে হেলে আছে ফেরি। লাথি মেরে অ্যাক্সেলারেটর থেকে তার পা সরাল নোরা।

ঝড়ের বেগে চলেছে ওরা। মাথার ওপর সেতু। আরেকটু হলে ধীরগতি এক থ্রি-হুইলারকে উড়িয়ে দিত লেগুনা। এদিকে আবারও হাজির হয়েছে মোটরসাইকেল। একপশলা গুলি পাঠাল পেছনের আরোহী। জবাবে তিনটে গুলি করল উর্বানো। লাগাতে পারল না কাউকে। মাতালের মত এদিক-ওদিক সরছে গাড়ি। বাঁক নিয়ে বামে গেছে রাস্তা। একপাশে সারি সারি সবুজ গাছ। ওপাশে নদীতীর। নোরা বাঁক নেয়ায় ডানে কাত হলো মাইক ফেরি। তাতে হাত থেকে স্টিয়ারিং ছুটে গেল নোরার। এক শ' কিলোমিটার বেগে রাস্তা ছেড়ে ঘাসজমিতে নেমে চরকির মত ঘুরল লেগুনা, ধুম্ করে গুঁতো মারল মোটা এক গাছের কাণ্ডে। উল্টে গিয়ে পিছলে থামল নদীর পাড়ে।

কয়েক মুহূর্ত পর চোখ মেলল নোরা। ঝুলছে সিটবেল্ট থেকে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে দেহ। শক-এর কারণে আরও কয়েক মুহূর্ত নিজেকে অবশ মনে হলো ওর। একটু চেতনা ফিরতেই বুঝল, রক্ত আসলে মাইক ফেরির। ড্রাইভিং সিট থেকে উল্টো হয়ে ঝুলছে সে। ঠোঁটের কোণে বুদ্বুদ ভরা রক্ত। কী যেন বলতে চাইছে বিড়বিড় করে। গাড়ির ভেতর ভাঙাচোরা অসংখ্য জঞ্জাল ও কাঁচের টুকরো। তার থেকে ঝুলছে ফেরির ফোনের চার্জার। পকেট থেকে ছড়িয়ে পড়েছে খুচরা কয়েন।

'উর্বানো,' কেশে উঠে ডাকল নোরা। ঘুরে তাকাল ইতালিয়ান পুলিশের দিকে। 'ঠিক আছেন তো?' টিপ দিয়ে খুলে নিল সিটবেল্টের ক্ল্যাস্প। সাবধানে নামল গাড়ির ছাতে। ক্রল করে এগিয়ে ডাকল আবারও, 'উর্বানো!'

জবাব দিল না কারাবিনিয়েরি অফিসার।

গাড়ি দুর্ঘটনায় ঘাড় ভেঙেছে মানুষটার।

ভাঙা জানালা দিয়ে তিরিশ গজ দূরে, রাস্তার ধারে মোটরসাইকেলটাকে দেখল নোরা। নেমে পড়েছে পেছনের আরোহী। দ্বি-চক্রযান কাত করে রাখল চালক। পাশাপাশি হেঁটে নদীতীরের দিকে এল তারা দু'জন।

বেরেটা পিস্তলের কথা মনে পড়ল নোরার। খুঁজল গাড়ির ভেতর। ভয়ে বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল ওর বুক। গাড়ি উল্টে যাওয়ায় ভাঙা জানালা দিয়ে বাইরে পড়েছে অস্ত্রটা!

উর্বানোর পিস্তল চাপা পড়েছে ভারী লাশের নিচে। বের করে আনা গেল না।

'গাড়ি থেকে বেরোতে হবে, মিস্টার ফেরি,' বলল নোরা। 'জলদি!'

সিটবেল্টে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে আছে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স অফিসার। চাইছে কী যেন বলতে। কিন্তু মুখ থেকে গলগল করে বেরোল তাজা লাল রক্ত।

নোরা বুঝল, লোকটার আয়ু বড়জোর একমিনিট।

নিজেও বুঝেছে ফেরি। চোখে ভয়। সামনে বাড়িয়ে দিল কাঁপা হাত। ওপরে তুলল রক্তাক্ত তর্জনী। ছাতে ছড়িয়ে থাকা ব্রিটিশ ও ইউরো কয়েনের ভেতর নির্দিষ্ট একটার দিকে আঙুল তাক করল সে। দুর্বল আঙুলে টোকা দিল এক পাউণ্ডের একটি কয়েনে। দ্রুত ফুরিয়ে আসছে তার সময়। আস্তে করে কাত হলো হাত।

নোরা দেখল, কয়েনের উল্টোদিকে রানির মাথায় রক্তের টিপ দিয়েছে ফেরি। আবারও হাত তুলল হতভাগা মানুষটা। জেদ নিয়ে তাকাল নোরার চোখে। যেন বলতে চাইছে, 'দয়া করে বুঝতে চেষ্টা করুন আমার কথা।'

সব আঙুল ছড়িয়ে আবারও বুড়ো আঙুল ও অন্যান্য আঙুল একত্র করল। এবার ভাঁজ করল কড়ে ও অনামিকা।

বোঝাতে চাইছে নম্বর?

এক। চার। চার।

'এক, চার আর চার কী?' দ্রুত জানতে চাইল নোরা।

চট্ করে দেখল রক্তাক্ত পাউণ্ডের কয়েন।

টাকার কথা বলছে?

এক শ' চুয়াল্লিশ কী? মিলিয়ন?

'বুঝতে পারছি না কী বোঝাতে চেয়েছেন!'

মাত্র বিশ গজ দূরে মোটরসাইকেল চালক ও আরোহী। জ্যাকেটের চেইন খুলে শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল নিল চালক। কোমরের কাছে উযি মেশিন পিস্তল ধরেছে আরোহী। পরক্ষণে পাঠাল একরাশ গুলি।

গাড়ির গায়ে বুলেট লাগতে কুঁকড়ে গেল নোরা। ভেতরে নানাদিকে লেগে পিছলে বেরিয়ে গেল বেশিরভাগ বুলেট।

কয়েক মুহূর্ত পর মুখ তুলল নোরা। মারা গেছে মাইক ফেরি। একটা গুলির আঘাতে উড়ে গেছে তার মাথার তালু।

হামাগুড়ি দিয়ে গাড়ি থেকে বেরোল নোরা। চারপাশের জমিতে বিঁধছে বুলেট। উঠে গাছের মাঝ দিয়ে নদীর তীরের দিকে ছুটল ও।

যাওয়ার মত জায়গা মাত্র একটাই।

কংক্রিটের পাড় পেরিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিল নোরা। বড় করে দম নিয়েই তলিয়ে গেল। থরথর করে কাঁপছে শীতল জলের স্পর্শে। আধমিনিট ডুব সাঁতার কেটে ভেসে উঠল বাতাস নেয়ার জন্যে। ঝড়ের বেগে চলছে হাত-পা। ডুব দিল আবারও। কানে গর্জনের মত স্রোতের আওয়াজ। ওকে পাশ কাটিয়ে শরীর মুচড়ে দূরে গেল একটা বুলেট। ডুব সাঁতারের গতি বাড়ল নোরার। বুক ফেটে যেতে চাইলে ভেসে উঠল আবারও।

ভাটির দিকে এক শ' মিটার সরে সেতুর নিচে উঠেছে পিলারের আড়ালে। দেখল বিধ্বস্ত গাড়িটা। ওখানে পৌঁচেছে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী। গাড়ির ভাঙা জানালা দিয়ে

কালো কী যেন ফেলল তাদের একজন।

তিন সেকেণ্ড পর পুরো গাড়িটা গিলে নিল নীল আগুন।

ঘুরে মোটরসাইকেলের দিকে দৌড় দিল লোকদু'জন। দূর থেকে শোনা গেল পুলিশের সাইরেন। কয়েক সেকেণ্ড পর ওটার সঙ্গে যোগ দিল আরও একটা সাইরেন।

গর্জন ছেড়ে ছুটল মোটরসাইকেল। তখনই বিস্ফোরিত হয়ে চুরমার হলো জ্বলন্ত লেগুনা।

আটচল্লিশ

স্প্যানিশ সীমান্ত থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে উত্তর-পুব পর্তুগালে এক গোলাবাড়িতে ঘুম ভাঙল রানার। জেগে উঠে মনে হলো, আবারও ঘুমিয়ে পড়তে পারলে ভাল হয়। কিন্তু পুরনো ডাইহাটসু গাড়ির ভেতর রয়ে গেলে ওকে দেখবে খামারের কেউ।

সময় হয়েছে রওনা হওয়ার।

গোলাঘর থেকে বেরোল রানা। ছাত থেকে নেমে পানির পাইপ গেছে নিচের লোহার ব্যারেলে। ভেতরে বৃষ্টির পানি। আঁজলা ভরে তৃষ্ণা মেটাল রানা। একটু দূরে কাঠের বেড়ার ওদিকে ঘাসজমিতে চরছে কয়েকটা ঘোড়া। অচেনা মানুষ দেখে তাদের চোখে ফুটল স্পষ্ট ভয়। তবে ঢালু জমি পেরিয়ে লোকটা চলে যাওয়ায় স্বস্তির সঙ্গে ঘাসে মুখ ডোবাল ওরা।

সারা সকাল ও প্রথম দুপুর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে এগোল রানা। যে-কোনও শহরে গণপরিবহন ব্যবহার কম ঝুঁকিপূর্ণ, প্রায় কেউ জানতে চায় না আরেকজন কোথায় চলেছে; কিন্তু

গ্রামের মানুষ দেরি না করে সোজাসাপ্টা প্রশ্ন করে। বিশেষ করে ওই লোক অচেনা হলে। প্রায় ঘুমন্ত রেল স্টেশন বা বাস স্টপ রীতিমত মারাত্মক জায়গা। বেশিরভাগ সময় ওসব জায়গাতেই ধরা পড়ে অপরাধীরা। তার ওপর গ্রামের মানুষ টিভিতে দেখেছে রানার মুখ। এখন দেখলেই দেরি করবে না পুলিশে খবর দিতে। ছুটে চলে আসবে নোরা গোল্ডফিল্ড ও তার দলের লোক। গ্রেহাউণ্ডের মত ওর পেছনে লেগেছে তারা। ও যেন আহত কোনও খরগোশ। এসব কথা রানা মাথায় রেখেছে বলেই লিফ্ট্ নেবে না, বা চুরি করবে না কারও গাড়ি। বোকার মত ঝুঁকি নিলে হয়তো নিতম্বে জুটবে চড়ুই পাখি মারা বন্দুকের পেলেট।

প্রধান সড়ক ত্যাগ করে গ্রাম্য পথে চলেছে রানা। এড়িয়ে যাচ্ছে জনপথ। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ভালভাবে সেলাই করে ড্রেসিং করলেও খুব জ্বলছে বাহুর ক্ষতটা। টিউবে রয়েছে কয়েকটা কোডিন পিল। কিন্তু এ ধরনের নার্কোটিক ড্রাগ অসতর্ক করবে ওকে। প্রয়োজনের সময়ে দেখাতে পারবে না সঠিক প্রতিক্রিয়া। কাজেই আপাতত উচিত নয় ওসব দিয়ে ব্যথা কমানো।

বিকেল চারটেয় পৌঁছুল রানা ক্যাস্টেলো ব্র্যাংকো শহরের কাছে। সরু পথে শুনল পুরনো আমলের এক ডিজেল ইঞ্জিনের ধকধক-খ্যারখ্যার আওয়াজ। গাছের জটলায় লুকিয়ে পড়ল রানা। একমিনিট পেরোবার আগেই এল দাদু-গাড়ি। হাজারখানেক লোহার পেরেক টিনের ড্রামে রেখে ঝাঁকালে যেমন শব্দ হয়, তেমনই আওয়াজ তুলছে গাড়িটা। নীল ধোঁয়ায় ভরা পেছনের আকাশ। পিকআপের পেছনে দুলতে দুলতে চলেছে বড়সড় এক ট্রেইলার। ওটার ওপর শুকনো খড়ের গাদি।

সুযোগটা ছাড়তে ইচ্ছে হলো না রানার। হিচ-হাইকিঙের চেয়ে ভাল গোপনে অন্যের গাড়িতে চেপে এগিয়ে যাওয়া।

ড্রাইভার নব্বুই বছরের এক বৃদ্ধ। ঝুলে গেছে গালের চামড়া। একহাত রেখেছেন জানালার সিল-এ। যেন আছেন আধঘুমে। জানলেনও না গাছের আড়াল থেকে দৌড়ে আসছে অনাকাঙ্ক্ষিত প্যাসেঞ্জার। ক'মুহূর্ত পর টেইলগেট পেরিয়ে তাঁর ট্রেইলারে চেপে বসল রানা। খড়ের খোঁচা পাত্তা না দিয়ে দু'মিনিটে তৈরি করল প্রমাণ সাইজের একটা গর্ত। ঢুকে পড়ল ওখানে। চারপাশ থেকে টেনে নিল খড়। এখন পেছন থেকে গাড়ি এলেও ওকে দেখবে না কেউ।

ঝাঁকিপূর্ণ পঁচিশ কিলোমিটার পশ্চিমে যাওয়ার পর রাস্তা ছেড়ে রোদে পোড়া ট্রেইলে নামল পিকআপ। আধ মাইল দূরে এক খামার। হতাশ হয়ে ট্রেইলার থেকে নেমে পড়ল রানা। মাথার চুল থেকে খড় ঝেড়ে হাঁটা ধরল। আন্দাজ করছে, বড়জোর নয় বা দশ মাইল দূরেই বিবিয়ানা ক্যাস্টেলোর সেই বাড়ি।

দুর্বলতার কারণে ভেঙে পড়ছে শরীর। তার ওপর বেড়ে গেছে বুলেটের ক্ষতের ব্যথা। প্রতি পদক্ষেপে টনটন করছে বামবাহু। আরও একঘণ্টা হাঁটার পর খুব ভারী হয়ে উঠল ওর দু'পা। মনে হচ্ছে, যেন চলেছে মরুভূমির বালি মাড়িয়ে!

সামনে গ্রাম। ওটাকে পাশ কাটাল রানা। একে ভীষণ গরম, তার ওপর পরিবেশ শ্বাসরুদ্ধকর। দরদর করে ঘামছে। একবার মুখ তুলে দেখল রানা। দূরের টিলার মাথায় ঘন কালো মেঘ। ধীরে ধীরে গিলে নিচ্ছে আকাশের সব নীল। বৃষ্টি আসছে।

শুকিয়ে গেছে ঠোঁট।

জ্বলছে জিভ ও গলা।

বড় তৃষ্ণা!

সান্ত্বনা দিল নিজেকে, এই তো, একটু পর পৌঁছুব নিরাপদ জায়গায়। প্রাণভরে মেটাব পিপাসা। বিবিয়ানা বাড়িতে না থাকলেও ক্ষতি নেই। জানা আছে, কোথায় থাকে

চাবি। আরেকবার আকাশ দেখল রানা। দূরে বারবার ঝিকিয়ে উঠছে নীলচে বিদ্যুৎশিখা। একদম থেমে গেছে হাওয়া। হয়তো খানিক পরেই শুরু হবে প্রবল ঝড়।

মিলিটারির ট্রেনিং নেয়ার বহু আগেই কিশোর রানা সহজে পথ হারাত না, কী করে যেন বুঝে যেত কোন্‌দিকে যেতে হবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জঙ্গলে ঘুরেও পথ না হারিয়ে ফিরত বাড়িতে। পরে কর্মজীবনে বেশ কয়েকবার ওর প্রাণরক্ষা করেছে ওই বিশেষ গুণ। একবার কোথাও গেলে পরেরবার ওখানে যেতে কখনও পথ ভুল করে না ও। লাগে না মানচিত্র।

আজও নিশ্চিন্তে চলেছে বিবিয়ানার বাড়ির দিকে।

একটু আগে নেমেছে রাতের আঁধার। সেইসঙ্গে ঝমঝম বৃষ্টি। দেখা যাচ্ছে না বেশিদূর। দুর্গম হলেও মনে আছে পথ। গত কয়েক দিন বৃষ্টি হয়েছে এদিকে। কোথাও ডোবা, কোথাও প্যাচপেচে কাদা। নক্ষত্রের আলো নেই। মেঘে ঢেকে আছে আকাশ। গতবার যখন এসেছিল, মনে গেঁথে গেছে কোন্‌দিকে বড় গাছ বা পাথরের বোল্ডার। সেসব খুঁজে খুব ধীর পায়ে হেঁটে চলেছে চুপচুপে ভেজা রানা।

বিবিয়ানার বাড়ি ঘিরে রেখেছে পাথরের দেয়াল। সামনে উঁচু ঢিবির মত ঘাসের মাঠ। রাত আটটা বিশ মিনিটে ওই বাড়ির সামনে পৌঁছুল রানা।

বন্ধ জানালার প্রতিটি শাটার। তার মানে, কেউ নেই।

গুড!

ভেতরে ঢুকে জ্বেলে নেবে ফায়ারপ্লেস। সেই আগুনে শুকিয়ে নেবে ভেজা পোশাক। স্নান শেষে নতুন পোশাক পরার আগে আবার ড্রেসিং করবে ক্ষতটা। ভীষণ খিদেয় চোঁ-চোঁ করছে পেট। ক্যান ভরা খাবার গরম করে খাওয়ার পর চাই পূর্ণ বিশ্রাম। ফিরে পেতে হবে শক্তি।

ঢিবি বেয়ে শেষ পঞ্চাশ গজ নেমে বাড়ির সামনে পৌঁছুল

রানা। হাত ভরল সামনের দেয়ালে নির্দিষ্ট খোঁড়লে। ওখানেই লুকিয়ে রাখে বিবিয়ানা বাড়ির চাবি।

গর্তে চাবি নেই।

একটু থমকে গেল রানা।

কোথায় গেল ওটা?

দরজা ভেঙে ঢুকলে পরে লজ্জায় পড়বে। বাড়ির দিকে তাকাল রানা। তখনই দেখল, আবছা আলো আসছে এক জানালার শাটারের ফাঁক দিয়ে।

কাউকে বাড়িতে থাকতে দিয়েছে বিবিয়ানা?

হয়তো সে ঘনিষ্ঠ বন্ধু?

তা হলে আর এখানে থাকতে পারবে না ও। চরম ক্লান্ত শরীরটাকে জানালার শাটারের কাছে নিল ও। সামান্য ফাঁক দিয়ে তাকাল ভেতরে।

সোফায় বসে আছেন বয়স্কা এক মহিলা। পাশে এক বয়স্ক ভদ্রলোক। তিনি যেন বিবিয়ানার পুরুষ সংস্করণ। একটু দূরের চেয়ারে এক মেয়ে। সে-ও দেখতে বিবিয়ানার মতই। টেবিলে খাবার দিচ্ছে বিবিয়ানা।

পারিবারিক মিলনমেলা।

এখানে স্থান নেই রানার।

উচিত নয় এসবে নাক গলানো।

ওর কারণে মস্ত বিপদে পড়তে পারে এরা।

চলে যেতে হবে এখান থেকে।

টলতে টলতে ঘুরে দাঁড়াল পরিশ্রান্ত রানা, ফিরে চলল ঘাসজমির দিকে। বুঝতে পারছে, ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে শরীরের শক্তি। একেক পা হাঁটতে গিয়ে মনে হচ্ছে ধুপ্ করে পড়বে মুখ থুবড়ে।

পনেরো মিনিট পর দূরে আলো দেখল রানা।

ওদিকে গ্রাম।

ঝলমল করছে বার-এর আলোকিত সাইন।

না, ওদিকে গেলে চলবে না। ধরা পড়বে।

টিলার দিকে চলল রানা। ক্লান্তি ও ঘুমে বুজে আসছে চোখ। এক পা এক পা করে হাঁটছে, কিন্তু জানে না কোথায় যাবে। অনেকক্ষণ পর বৃষ্টির ভেতর বসে পড়ল প্রকাণ্ড এক গাছের তলায়। আর পারল না বসে থাকতে। কাত হয়ে পড়ল মাটিতে। জানল না, কখন হারিয়ে গেছে চেতনা।

আবার যখন জ্ঞান ফিরল রানার, যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যেতে চাইল মাথা। সেইসঙ্গে তীব্র ব্যথা বামবাহুতে। একবার গুঙিয়ে উঠতেই বনবন করে ঘুরল চারপাশ। চোখ মেলতেই কয়েক মুহূর্ত পর স্থির হলো দৃষ্টি।

বসে আছে বেঞ্চের কোণে। ঝাঁকি খাচ্ছে মেরুদণ্ড। পিঠে শীতল ধাতব দেয়ালের স্পর্শ। কাঁপছে ওটা। উঠতে গিয়ে বুঝল, পুরু শেকলে আটকা পড়েছে হাত-পায়ের কবজি ও গোড়ালি।

ঘুরে দেখল, উল্টোদিকের বেঞ্চে গম্ভীর চেহারার দুই পর্তুগিজ পুলিশ অফিসার। হাতে ছোট নলের বন্দুক। অস্ত্রটা সরাসরি তাক করেছে ওর দিকে। ট্রিগার টিপলে দু'টুকরো হবে ও। রানা বুঝল, ও আছে পুলিশ ভ্যানে। বেঞ্চের পায়ার সঙ্গে বাঁধা শেকলের কারণে চাইলেও পালাতে পারবে না।

'ও, বন্দি হয়েছি,' বিড়বিড় করল রানা। পরক্ষণে প্রবল জ্বরের প্রকোপে আবারও হারাল চেতনা।

ঊনপঞ্চাশ

কেনসিংটন, লণ্ডন।

জেমস গ্যারেটের বাড়ি।

মাস্টার বেডরুম।

আবারও ফোন করেছে জ্যাক পিয়ার্স। জরুরি কথা না হলে এত গভীর রাতে কল করত না লোকটা।

'একমিনিট,' তাকে বলল গ্যারেট। যাতে আলাপের সময় ঘুম না ভাঙে স্ত্রীর, তাই বিছানা থেকে নেমে ফোন নিয়ে লিভিংরুমের দিকে চলল সে।

পেছনে ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলল তার স্ত্রী, 'এত রাতে কে ফোন করল, জেমস?'

মহিলাকে পাত্তা না দিয়ে বেডরুমের দরজা ভিড়িয়ে দিল গ্যারেট। লিভিংরুমের খোলা জানালার সামনে থেমে দেখল লণ্ডনের নির্জন রাস্তা। আসলে দেখছে না কিছুই। চাপা স্বরে বলল, 'রাত প্রায় আড়াইটা, পিয়ার্স। এমন কিছু বলুন, যেটা শুনে ভাল লাগবে।'

'উত্তর-পুব পর্তুগালের এক গ্রামের কাছে গ্রেফতার হয়েছে মাসুদ রানা,' বলল পিয়ার্স। সতর্ক হয়ে উঠেছে গ্যারেট। 'এক খামার মালিক প্রথমে খুঁজে পায় তাকে। অচেতন ছিল। ওই লোক চিনতে পেরে পুলিশ ডাকে। এখন বিমানে করে ওকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রোমে। প্রথমে চিকিৎসা করা হবে স্যাণ্ড্রো পারটিনি হসপিটালে। এরপর তাকে পাঠিয়ে দেয়া হবে রেজিনা কোলি কারাগারে।'

'হাসপাতালে কেন?'

'গুলি লেগেছে বামহাতে। নিজেই বের করেছে বুলেট। পরিষ্কার করেছে ক্ষত। ইনফেকশন হয়নি। তবে হারিয়েছে অনেক রক্ত। তা ছাড়া, অনেক জ্বর। বেশ ক'টা কোডিন পিল খেয়েছে। সুস্থ ঘোড়াও জ্ঞান হারাত। আমাদের কপাল ভাল তাকে পেলাম। ইতালিয়ান মেডিকেল কর্তৃপক্ষ চাইছে হাসপাতালে রেখে কয়েক দিন পর্যবেক্ষণ করবে। এরই মধ্যে সব গুছিয়ে নেব আমরা।'

ক'মুহূর্ত ভাবল গ্যারেট। আবারও কাজ করবে প্ল্যান মাফিক। সরু ঠোঁটে ফুটে উঠল খল হাসি। তবে খারাপ দিক মনে পড়তেই কালো হলো মুখ। নিচু গলায় বলল, 'নোরা গোল্ডফিল্ড?'

'পাওয়া যায়নি,' বলল পিয়ার্স, 'খবর পেলে জানাব।'

'অর্থাৎ কাটছে না বিপদ,' বলল গ্যারেট, 'ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেননি আপনি।'

'আপনি বলেছিলেন ফেরির ব্যাপারে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে,' প্রতিবাদের সুরে বলল পিয়ার্স। 'তাই করেছি। এরপর যা ঘটবে, সেই অনুযায়ী কাজে নামব। আপাতত ধারণা করা হচ্ছে মারা গেছে মেয়েটা। লাশ পাওয়া যাবে সেইন নদীর ভাটি এলাকায়।'

'কাজ ঠিকভাবে শেষ করুন,' বলল গ্যারেট। ফোন রেখে চলল বেডরুমের উদ্দেশে।

পঞ্চাশ

দু'দিন পর।

রোম।

স্যাণ্ড্রো পারটিনি হাসপাতাল।

সকালে ছোট্ট প্রাইভেট কেবিনে ডাক্তার এসে জানাল, আজই একটু পর রানাকে পাঠিয়ে দেয়া হবে কারাগারে। তাতে অখুশি হতে পারল না ও। গত দুটো দিন শুয়ে আছে স্টিলের ফ্রেমের সরু বেডে। হাতে স্যালাইনের ড্রিপ। মোটেই কাটছে না সময়। মাঝে মাঝে দরজার দিকে চেয়ে দেখেছে, বাইরে সশস্ত্র কারাবিনিয়েরি সৈনিক। ওর মনে হয়েছে, এরই ভেতর পেরিয়ে গেছে বিশটা বছর। গম্ভীর চেহারার পুলিশ অফিসার ছাড়া তেমন কেউ আসেনি ওকে দেখতে। আর ওই লোক দীর্ঘ তালিকা এনে পড়ে শুনিয়েছে কত ধরনের অপরাধে জড়িত ও। এ ছাড়া, দেখা দিয়েছে দুই ডাক্তার ও চার নার্স। নার্সদের ভেতর একজনের বয়স বড়জোর আঠারো। দক্ষিণ ইতালির মানুষ। রানাকে দেখলেই ভয়ে ফ্যাকাসে হয়েছে সে। আর সবচেয়ে বয়স্কা নার্স বোধহয় মেট্রন। তার দৃষ্টিতে রানা দেখেছে প্রবল ঘৃণা। তা এতই বেশি, চোখ দিয়ে কাউকে খুন করা গেলে অনেক আগেই পরপারে পৌঁছে যেত ও।

তার ওপর, প্রতি বেলা খেতে হয়েছে ভয়ানক বিস্বাদ সেদ্ধ তরকারী। পাশেই থকথকে কী যেন। হাজার হাজার বছর আগে কোনকালে হয়তো ওটা মাংসই ছিল। রানার মনে

পড়েছে, ওদের স্কুল হোস্টেলের বুড়ি এক মহিলার কথা। তার হাতের রান্না ছিল ঠিক এমনই। মনে হতো, বড় অপরাধ করায় স্কুল কর্তৃপক্ষ ওকে ফাঁসি দিতে চাইলে, তার আগে খেয়ে নেবে ওই মহিলার রান্না। তাতে আগ্রহ থাকবে না পৃথিবীতে বেঁচে থাকার।

খবরের কাগজ বা টিভি দেখতে দেয়নি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। রানা আন্দাজ করছে, রবার্তো ল্যারিয়োর খুনি ধরা পড়েছে বলে খুব হৈ-চৈ হয়েছে ইতালি জুড়ে। দারুণ সময় কাটিয়েছে টিভি সাংবাদিকা মিমি আর্জেণ্টো। রেটিং বেড়েছে তার।

রানার চটকা ভাঙিয়ে জানতে চাইল ডাক্তার, 'এখন কেমন বোধ করছেন?'

'নিরপরাধ লোক খামোকা জেলে গেলে যেমন লাগে, তেমনই লাগছে,' বলল রানা। 'আপনি কেমন বোধ করছেন?'

খুনি চেহারার মেট্রন ঢুকল কেবিনে। হাতে পেটমোটা কাগজের ব্যাগ। ওটা চেয়ারে রেখে থপথপ আওয়াজে থামল রানার বেডের পাশে। হ্যাঁচকা টানে খুলল নিডল। মহিলা চলে যাওয়ার আগেই ওর সেরা হাসিটা তাকে উপহার দিল রানা। কাগজের ব্যাগ হাতড়ে পেল ওর জুতো ও পোশাক। সবই পরিষ্কার, ইস্ত্রি করা; তবে জুতো ছাড়া আর কিছুই ওর নিজের নয়। কয়েদির পোশাক। তবে সরিয়ে ফেলা হয়েছে ওর জুতোর ফিতা।

'যাহ্,' ডাক্তারকে বলল রানা। 'ভেবেছিলাম ফিতা দিয়ে ওয়ার্ডের সবাইকে খুন করব। তারপর জানালা দিয়ে ফিতা ফেলে ওটা বেয়ে নেমে যাব নিচে। হলো না কিছু।'

শূন্য চোখে ওকে দেখল ডাক্তার।

ছোট্ট বাথরুমে ঢুকে হাসপাতালের গাউন খুলে নিজের পোশাক পরল রানা। বামবাহু এখনও বেশ আড়ষ্ট। তবে

সেরে উঠছে দ্রুত। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখল, কেবিনে হাজির হয়েছে সশস্ত্র চারজন কারাবিনিয়েরি অফিসার। তাদের একজন ওর কবজিতে আটকে দিল হ্যাণ্ডকাফ। বের করে আনা হলো করিডরে। ওর জন্যে অপেক্ষা করছে আরও কয়েকজন পুলিশ। প্রত্যেকের হাতে শটগান। তাদের ভেতর একজনকে চিনল রানা। তিনি ক্যাপ্টেন কাপুতো। বিষণ্ন মনে হলো তাঁকে দেখে। চুপ করে থাকলেন।

ওয়ার্ড থেকে রানাকে প্রায় তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো লিফটের কাছে। দরজা খুলে যেতেই ওকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল সবাই। কয়েক ইঞ্চি দূরে অস্ত্রের নল দেখছে ও। অথচ কেড়ে নেয়ার উপায় নেই। গ্রাউণ্ড ফ্লোরে লিফ্ট্ নামার পর নীরব ক্যাপ্টেন কাপুতোর দিকে তাকাল রানা। 'হতাশ হলাম। ভেবেছিলাম দেখব নোরা গোল্ডফিল্ডকে। পর্তুগালে জ্ঞান হারিয়েছি বলে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ দেয়ার কথা ওর।'

অস্বস্তির ছাপ পড়ল কাপুতোর চেহারায়। নরম কণ্ঠে বললেন, 'জানি না সে কোথায়।'

মেয়েটা কোথায় সেটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল রানা। পিঠে ঠেলা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে হাসপাতালের গেটের দিকে। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে সাদা পোশাকের কয়েকজন পুলিশ অফিসার। এ ছাড়া, রয়েছে সশস্ত্র কারাবিনিয়েরি অফিসাররা। গার্ড দিয়ে নেবে পুলিশের দুটো আলফা রোমিও। ওকে তোলা হবে পেটমোটা, সাদা এক প্রিযন ভ্যানে। সেজন্যে কারাগার থেকে এসেছে ইউনিফর্ম পরা সিকিউরিটি স্টাফ।

খুলে দেয়া হলো ভ্যানের পেছন দরজা। রাস্তায় থমকে দাঁড়িয়েছে অনেক লোক, দেখছে ওকে। রানাও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ওদের। হঠাৎ একটা পরিচিত মুখ দেখতে পেল ও ভিড়ের মধ্যে। তারপর আরেকটা। তারপর আরও। এদের

কয়েকজনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে ও, আর ক'জন মাসুদ ভাই বলে ডাকে ওকে।

পেছন থেকে কারাবিনিয়েরি অফিসারদের ধাক্কা খেয়ে সামনে এগোতে বাধ্য হলো রানা। প্রিজন ভ্যানের ভেতরে চোখ গেল রানার। লোহার তৈরি মুখোমুখি দুটো বেঞ্চি। ভ্যানের দেয়াল ও ছাত স্টিলের তৈরি। নেই সিটবেল্ট। রানা ধারণা করল, সড়ক দুর্ঘটনায় অপরাধী মরলে কোনও আপত্তি নেই ইতালিয়ান কর্তৃপক্ষের। জানালা ঘিরে রাখা হয়েছে ঘন জালের মত লোহার নেট দিয়ে। বাইরে কালো ধোঁয়ার মত কাঁচ। পিঠে ঠেলা দিয়ে তুলে দেয়া হলো রানাকে ভ্যানে। ভেতরে আগেই আছে একই রকম পোশাক ও হ্যাণ্ডকাফ পরা একজন। হাসপাতাল থেকে কারাগারে নেয়া হচ্ছে তাকেও। বয়স হবে ত্রিশ মত। মোটাসোটা। কালো চুল। ফোলা গাল। তাকে কেন যেন সাধারণ অপরাধী বলে মনে হলো না রানার। হতে পারে অনেক কিছুই। তবে খুব খারাপ কিছু না করলে তাকে তোলা হতো না ওর মত ভয়ঙ্কর সাইকোপ্যাথ খুনির সঙ্গে একই ভ্যানে।

বিমর্ষ চেহারায় চুপ করে বসে থাকল লোকটা। রানা উল্টো দিকের বেঞ্চে বসতেই দড়াম করে বন্ধ হলো ভ্যানের পেছনের দরজা। ভেতরে নামল ঘুটঘুটে আঁধার। ঘড়ঘড় আওয়াজে চালু হলো ডিজেল ইঞ্জিন। কয়েক সেকেণ্ড পর ঝাঁকি দিয়ে রওনা হলো ভ্যান। একবার থামল হাসপাতালের গেটে, তারপর বেরিয়ে গেল রোমের সড়কে।

কয়েক মিনিটে রানা টের পেল, বায়ুশূন্য এই প্রিযন ভ্যানের পেছন দিকটা আসলে স্টিম বাথ হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। সূর্য প্রচণ্ড আগুন ঢালছে চারপাশে। একটু পর পর থরথর করে কেঁপে উঠে দুলতে দুলতে চলেছে ভ্যান। যতটা পারা যায় আয়েস করে বেঞ্চিতে বসতে চাইল রানা। ভাবছে, এরপর কী? হয়তো জেল হবে বহু বছরের। পালিয়ে যেতে

পারবে, সে সম্ভাবনা ক্ষীণ। মাফিয়াসোদেরকে আটকে রাখতে গিয়ে খুব দক্ষ হয়ে উঠেছে ইতালির কারাগার কর্তৃপক্ষ।

এখন পর্যন্ত কেউ জানতেও চায়নি, ওর উকিল লাগবে কি না। সাংবাদিকদের জানানো হয়েছে বন্দি হয়েছে ও। কিন্তু কাউকে বলা হয়নি ও আছে কোথায়। উপায় নেই ফোনে যোগাযোগ করবে কারও সঙ্গে। গত দু-তিন দিনে বোধহয় অস্থির হয়ে উঠেছে বিসিআই অফিসে ওর বন্ধুরা। রাতের ঘুম উধাও হয়েছে রাগী বুড়োটার। তাঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়বে সোহেলের ওপর। সোহানা আছে আমেরিকায় খালাতো বোনের বাড়িতে। ভাগ্নের জন্মদিনের সব আনন্দ ম্লান হয়ে গেছে ওর। আর কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে না রানার। চুপচাপ বসে থাকল থম মেরে।

মিনিট বিশেক চলার পর কীসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ করেই ভীষণভাবে কাত হলো ভ্যান। বেঞ্চি থেকে ধুপ্ করে স্টিলের মেঝেতে পড়ল রানা ও অন্য বন্দি। উঠে বসার আগেই শোনা গেল বাইরে গুলির আওয়াজ। একটা-দুটো করে গুলি হচ্ছে ভ্যানের দিকে। নড়ে উঠছে গোটা ভ্যান, তারপর শুরু হলো তুমুল গোলাগুলি। চুপ করে মেঝেতে শুয়ে থাকল ওরা দু'জন। দেয়ালে লেগে পিছলে যাচ্ছে বুলেট। কয়েক মুহূর্ত পর রানা বুঝল, যারা গোলাগুলি করছে, তাদের উদ্দেশ্য প্রিযন ভ্যানের পেছন দিকে হামলা করা নয়।

প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে একপাশে কাত হলো ভ্যান। লোহার বাক্সের মত জায়গায় ওই আওয়াজ তালা লাগিয়ে দিয়েছে কানে। বুলেট নয়, কামানের গোলার মত কিছু লেগেছে ভ্যানের পাশে। তাতে যে শব্দ হলো, রানার মনে হলো ছিঁড়ে পড়েছে ভ্যানের ক্যাব। কর্কশ আওয়াজ তুলল চাকা। পরক্ষণে কঠিন কিছুর সঙ্গে গুঁতো মারল গাড়িটা। শক্ত করে ধরার মত কিছু নেই, দেয়ালে গিয়ে ছিটকে পড়ল রানা এবং ওর সঙ্গী। ওখান থেকে নামল

মেঝেতে।

দ্বিতীয় বিস্ফোরণের পর পর পোড়া ফিউয়েল ও প্লাস্টিকের গন্ধ পেল রানা। ধুম্ শব্দে খুলে গেল ক্যাবের দরজা। চিৎকার করছে কারা যেন। পরের সেকেণ্ডে শুরু হলো গুলি। মানুষের চিৎকার হয়ে উঠল আর্তনাদ।

হঠাৎ যেমন শুরু হয়েছিল, তেমনি থেমে গেল সব। ভ্যানের দরজার দিকে ফিরল রানা। দৌড়ে আসছে কারা যেন। কর্কশ কণ্ঠস্বর। ইতালিয়ান নয়, নির্দেশ দিচ্ছে রাশান ভাষায়। আরেক পশলা গুলির পর খুলল দরজার কবাট। ভেতরে ঢুকেছে কড়া রোদ।

দরজার সামনে দু'জন লোক, হাতে সাব-মেশিন গান। শীতল চোখে ভেতরটা দেখল তারা। আগেও এ ধরনের কাজ করেছে বামেরজন, ছিল আর্মিতে, বুঝে গেল রানা। বোধহয় এখন মার্সেনারি।

ডানেরজনের মুখের একপাশ পোড়া ও ক্ষত-বিক্ষত।

এ অন্য ধরনের জানোয়ার, বুকের ভেতর টের পেল রানা। মানুষের হাত-পা ছিঁড়ে খাওয়ার সময় হয়তো এমনই ভয়ঙ্কর হাসে হাঙর। এসএমজির নল ওর দিকে তাক করল সে। ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে ইংরেজিতে বলল, 'বেরিয়ে এসো!'

উঠে দাঁড়াল রানা। ভ্যান থেকে নামতে গিয়ে নিচু করে নিল মাথা। লাফ দিয়ে নামল রাস্তায়।

কাঁধে অস্ত্র তুলল মুখপোড়া। রানা কিছু বোঝার আগেই গুলি পাঠাল ভ্যানের ভেতর। নানাদিকে ছিটকে গেল দ্বিতীয় বন্দির মাথা। উঠে বসেছিল লোকটা, ঠাস্ করে ধাতব মেঝেতে পড়ল লাশ হয়ে। হোলস্টার থেকে পিস্তল নিয়ে রানার বুকে তাক করল মুখপোড়ার সঙ্গী।

কিছুই করার নেই রানার। চুপ করে দেখল চারপাশ।

রোমের স্বাভাবিক রাস্তা এখন হয়ে উঠেছে যুদ্ধের সময় বসনিয়ার, কসোভোর মত। একটু দূরে আগুনে পুড়ছে এস্কোর্ট

করে নিয়ে যাওয়া দুই আলফা রোমিও গাড়ি। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। উড়ে গেছে একটার ছাত। মুচড়ে গেছে চেসিস। ড্রাইভিং দিকে জানালার সিল-এ ছেঁড়া পোড়া হাত। কারাবিনিয়েরি অফিসার উড়ে গেছে বোমার আঘাতে। দ্বিতীয় গাড়ি পড়ে আছে ভ্যানের নাকের কাছে। কোকের ক্যান আগুনে ফেললে যা হয়, সেই একই হাল ওটার। রাস্তার দু'পাশে ভ্যানের ড্রাইভার ও ক'জন প্রিযন গার্ডের লাশ। রক্তে ভেসে যাচ্ছে রাস্তা।

শুধু কর্তৃপক্ষের লোক খুন হয়েছে, তা নয়।

তুমুল গোলাগুলিতে মরেছে ফুটপাতের ক'জন পথচারীও। রাস্তায় থেমেছে একটা ট্যাক্সি। বেজে চলেছে ওটার হর্ন। উইণ্ডশিল্ডে ছিটকে লেগেছে একরাশ রক্তের ফোঁটা।

বিস্ফোরিত হওয়ার আগেই গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়েছে কারাবিনিয়েরির এক অফিসার। লাভ হয়নি তাতে। ক্রল করে সরতে চাইছে পোড়া গাড়ি থেকে। পেছনের পথে বইছে রক্তের স্রোত। আগুনে পুড়ছে তার দুই পা।

মাত্র একমিনিটে চারদিক নরক করে ফেলেছে ছয়জন লোক। তাদের চারজন ফিরে যাচ্ছে বড় এক কালো মিটসুবিশি এসইউভির দিকে। হাতে অটোমেটিক ওয়েপন ও কয়েকটা সোভিয়েত আমলে তৈরি রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড লঞ্চার। পাশ কাটাবার সময় সবচেয়ে লম্বা লোকটা গুলি করল জ্বলন্ত পুলিশ অফিসারের মাথায়। কাজটা দয়া হিসেবে করেনি। খলখল করে হাসল সঙ্গীরা। মিটসুবিশি এসইউভির দিকে রানাকে ঠেলল মুখপোড়া। ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে নির্দেশ দিল, 'হাঁটো!'

পা বাড়াল রানা।

তাড়াহুড়ো নেই হাইজ্যাকারদের। উঠল আট সিটের এসইউভিতে। মাঝে রাখা হলো রানাকে। সামনে থেকে ওর

বুকে পিস্তল তাক করে রেখেছে একজন। পাশেই মুখপোড়া। রাশান ভাষায় ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল সে।

দেরি হলো না রওনা হতে।

কিছুক্ষণের মধ্যে মিটসুবিশির দক্ষ ড্রাইভার গতি তুলল ঘণ্টায় এক শ' বিশ কিলোমিটার। হ্যাণ্ডকাফ পরা হাত কোলে রেখে হাইজ্যাকারদের মাঝে চুপ করে বসে থাকল রানা।

কিছুক্ষণ পর শহরের প্রান্তে পৌঁছুল মিটসুবিশি। উল্টো দিকে গেল ক'টা কারাবিনিয়েরি ভেহিকেল। অফিসাররা জানল না অপরাধীরা চলে যাচ্ছে নাগালের বাইরে।

শহরতলীর নানাদিকের কার-লট, ফার্নিচার সুপারস্টোর বা ডিসকাউণ্ট ওয়্যারহাউস পেছনে ফেলে মিটসুবিশি ঢুকল ধসে পড়া লোহার এক গেট দিয়ে। সিমেণ্টের চাতাল ছেয়ে গেছে ঝোপঝাড়ে। একটু দূরে পরিত্যক্ত ইণ্ডাস্ট্রিয়াল দালান। একসময় ছিল ফ্যাক্টরি বা প্যাকিং প্লাণ্ট। হাওয়া হয়েছে চওড়া গেটের দুই কবাট। দালানে ঢুকল এসইউভি। বদ্ধ জায়গায় গুমগুম আওয়াজ তুলছে ওটার ইঞ্জিন। অফ করে দেয়ায় চারপাশে নামল নীরবতা। গাড়ি থেকে নামল ছয় হাইজ্যাকার। অস্ত্রের মুখে নামতে বাধ্য করল রানাকে।

পরিত্যক্ত দালানে মল-মূত্রের দুর্গন্ধ। চারদিকে ছিটিয়ে আছে খালি বোতল ও আবর্জনা। পরিবেশ এতই খারাপ, বাসোপযোগী নেই বলে বিদায় নিয়েছে গৃহহীন মানুষ। দিনের আলো ঢুকেছে কাদামাখা, একসারি জানালা দিয়ে। জং ধরা লোহার ছাতের গার্ডারে ফট-ফট শব্দে বসল দুটো কবুতর। বদ্ধ জায়গায় ফিরে এল প্রতিধ্বনি। প্রকাণ্ড দালানে আসবাবপত্র বলতে ফাটল ধরা প্লাস্টিকের এক অফিস চেয়ার। ঠেলে নিয়ে গিয়ে ওটায় রানাকে বসাতে চাইল মুখপোড়া। 'চুপ করে বসো!'

হ্যাণ্ডকাফ পরা অবস্থায় ছয়জনের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না, কাজেই আপত্তি না তুলে বসল রানা।

দলের একজনের উদ্দেশে ইশারা করল মুখপোড়া। লম্বা ওই লোকই খুন করেছে জ্বলন্ত কারাবিনিয়েরি অফিসারকে। চওড়া হাসি মুখে রানার সামনে এসে দাঁড়াল সে। ঝুঁকে টান দিয়ে খুলল ফিতাহীন ডান জুতো। এরপর বাম জুতোও। ও-দুটো ফেলল দলনেতার পায়ের কাছে।

'প্রথমে জুতো, তারপর সার্চ করব শরীর,' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল মুখপোড়া। কংক্রিটের পিলারের পাশে ঠেস দিল অস্ত্র। রানার বাম জুতোটা নিয়ে ওটার গোড়ালি আছাড় দিল পিলারের কোণে। একবার, দু'বার, তিনবার, চারবার... তারপর ফেটে গেল জুতোর হিল। ভেতর দিকটা ভালভাবে দেখল সে। তারপর একই কাজ করল ডান জুতো নিয়ে। চুপ করে দেখছে রানা। ডানদিকের জুতোর হিল ফাটিয়ে দেয়ায় বেরিয়েছে ভেতরে ফাঁকা এক জায়গা। ওটা থেকে ছোট কালো এক ডিভাইস নিল লোকটা। কোঁচকানো পোড়া মুখে ফুটে উঠল নিষ্ঠুর হাসি।

কখন জিপিএস ট্র্যাকার রাখা হয়েছে জুতোয়, জানে না রানা।

'বুদ্ধিমান বলা যায় না ওদের,' ডিভাইস মেঝেতে ফেলল মুখপোড়া। 'আমরা ব্যবহার করছি জ্যামার।'

কারা ওটা রেখেছে? ভাবছে রানা।

ওর সামনে থামল দলনেতা। 'পিছু নেবে না কেউ, মাসুদ রানা। এবার শুরু করা যাক আসল কাজ।'

ভুল লোক ধরেছ বলে লাভ হবে না, বুঝে গেছে রানা। আপাতত ইতালির সেরা সেলিব্রেটি ও।

'বুঝতে পেরেছি,' বলল রানা। 'তোমাদের বসের কাছে নেয়ায় সে বুঝেছে গোএয়ার ছবিটা নকল। তাই এখন জানতে চাইছে আসলটা কোথায়। ...আমি কি ঠিক ভেবেছি?'

নাক বাঁকা করল দলনেতা। 'গোএয়ার চোদ্দ গুষ্টির খ্যাঁতা কিলাই! ওটা যে নকল, আগেই জানতাম আমরা।'

‘ওই ছবির জন্যে মানুষ খুন করতেও তো দ্বিধা করছ না।’

‘তুমি কিছুই জানো না, অশিক্ষিত চামার! চেনো আমি কে?’

‘এমন কেউ, যে কিনা নাক গুঁজেছিল কমবাইন হার্ভেস্টারের ভেতর।’

রানার গালে কষে চড় দিল দলনেতা। ‘আমার নাম অ্যালেকযাণ্ডার গোরভ। স্পেৎস্নায, রাশান স্পেশাল ফোর্সের অফিসার। এখন কাজ করি প্রাইভেট কণ্ট্রাক্টর হিসেবে।’

এরপর কী, বুঝে গেল রানা। এর কাছ থেকেই গ্যালারিতে স্পেৎস্নায ব্যালিস্টিক নাইফ পেয়েছিল ইউরি বোরকভ। এরা দু’জন বোধহয় ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

‘এমন একজনকে খুন করেছ, যে ছিল আমার প্রাণের বন্ধু,’ বলল গোরভ, ‘বহু বছর ধরে ও ছিল আমার জান-ই দোস্ত। এখন আর বেঁচে নেই সে। আর সেজন্যে তোমার ওপর খুব রেগে আছি আমি।’

চড় খেয়ে জ্বলছে রানার গাল। ‘আমি খুশি, খুন করতে পেরেছি জানোয়ারটাকে। আজ হোক বা কাল, মরতই ওটা।’

কঠোর হলো অ্যালেকযাণ্ডার গোরভের চেহারা। ফুলে উঠেছে চোয়ালের হাড়। ‘এজন্যে খুব ধীরে ধীরে কষ্ট পেয়ে মরবে তুমি। তবে একটা কথা, আপাতত খুন করব না। ঠিক সময়ে রওনা হবে নরকে। তবে তার আগে ভুগবে কিছুটা নরক যন্ত্রণায়।’

‘তোমার অনেক দয়া, সেজন্যে ধন্যবাদ,’ বলল রানা।

‘নিজেকে খুব শক্ত ভাবো, তাই না?’

‘দরকারে কখনও আবার কঠোরও হয়েছি।’

‘তোমাকে নিয়ে যা করবে আমার বস্, তারপর কেঁচো হতে সময় নেবে না তুমি। আমার মত নরম মনের মানুষ নয় ক্যালযি বোরকভ।’

'তার মানে কোথাও যেতে হবে,' বলল রানা। 'আন্দাজ করছি ওটা পুবে।'

মাথা দোলাল গোরভ। 'তার আগে কাজ আছে। ক্যালযি বোরকভের ছেলেকে মেরেছ, তাই নিজ হাতে তোমাকে পরপারে পাঠাবে সে। আমিও ব্যথা পেয়েছি ইউরি খুন হওয়ায়। তুমি কেড়ে নিয়েছ বন্ধুকে আমার কাছ থেকে। তাই আমিও ব্যথা দেব।' কাঁধ ঝাঁকাল সে, যেন এটা অতি সহজ একটা হিসাব।

তার চেহারা দেখে রানার মনে হলো, লোকটা ভাবছে খুব যৌক্তিক কথা বলছে সে।

দলের অন্য পাঁচজন হাসছে দাঁত বের করে। তাদের অস্ত্রের নলের দিকে চেয়ে রানা ভাবল, সশস্ত্র লোকগুলোকে কাবু করে এখান থেকে বেরোবার উপায় নেই ওর।

আবারও বলল গোরভ, 'হাত-পা জখম হবে।' কথাটা বলে যেন খুব তৃপ্তি পেল সে। 'মানুষ কীভাবে ভয়ঙ্কর জখম হয়, সেটা জানো, মাসুদ রানা?'

চুপ করে থাকল রানা।

দীর্ঘদেহী যে মার্সেনারি জুতো খুলে নিয়েছে, তার দিকে ইশারা করল গোরভ। 'ক্যালযি বোরকভের জন্যে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে মিখাইল। সত্যিকারের এক্সপার্ট মেডিক। গ্রেনেড বিস্ফোরণে চেহারার ক্ষতি হওয়ায় ও-ই আমাকে সুদর্শন করে তুলেছে আবার।' কর্কশ হাসল গোরভ। ইশারা করল আরেকজনের উদ্দেশে। অস্ত্র নামিয়ে এসইউভির দরজা খুলল লোকটা। ভেতর থেকে নিল শক্তপোক্ত একটা গাঁইতি বা পিকঅ্যাক্স।

ওটা দেখে গলা শুকিয়ে গেল রানার।

ওই জিনিস পাওয়া যায় যে-কোনও হার্ডওয়্যার স্টোরে। কমলা রঙের ফাইবার গ্লাসের লম্বা হাতল। একমাথা ধারালো শাবলের আকৃতি, অন্যপ্রান্তে সামান্য বাঁকা গজালের মত নীল

ইস্পাতের চোখা মাথা। দুই হাতে পিকঅ্যাক্সটা তুলে কাঁধে রাখল লোকটা। আবারও ঝুঁকে গেল মিটসুবিশির ভেতর। এবার বেরোল একটা ব্লো-টর্চ। ওটা হেভি ডিউটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মডেলের। পিস্তল গ্রিপের নিচে বিউটেইন ক্যানিস্টার। ফ্লেম নযলের কাছে কালো হয়ে যাওয়া হিট শিল্ড।

'নিজেকে পশু মনে করি না,' রানাকে বলল গোরভ। 'সুযোগ দেব বেছে নেয়ার।' পিকঅ্যাক্স ও ব্লোটর্চ দেখাল সে। 'কোন্‌টা চাও?'

চুপ করে থাকল রানা।

'গাঁইতি দিয়ে ফুটো করব তোমার শরীরের কয়েকটা জায়গা,' বলল গোরভ, 'পিনে গাঁথা পোকার মত আটকে যাবে মেঝেতে। বারবার ভাববে মরে গেলে বাঁচা যেত। অথবা, উপহার দিতে পারি শিক-কাবাবের সুবাস। নিশ্চয়ই শিক-কাবাব পছন্দ করো? রোস্ট করব তোমার অণ্ডকোষ, দু'পায়ের গোড়ালি, ঊরু, হাত আর চিবুক। তবে খুন করার আগে তোমাকে যেন চিনতে পারে ক্যালযি বোরকভ, সে ব্যবস্থা রাখব। এবার বলো, মাসুদ রানা, কোন্‌ টাইপের যন্ত্রণা তোমার পছন্দ?'

জবাব দিয়ে তাকে তামাশা করার সুযোগ দিল না রানা।

'কী, বুঝতে পারছ না কোন্‌টা চাই, এই তো? ঠিক আছে, তোমার হয়ে কষ্ট করে আমিই বেছে দিচ্ছি। প্রথমে একটু একটু করে দুটোরই স্বাদ গ্রহণ করো। তা হলে পরিষ্কার হয়ে যাবে কোন্‌টা তোমার বেশি ভাল লাগে।' সঙ্গীর হাত থেকে পিকঅ্যাক্সটা নিল গোরভ। হাসল একগাল। কঠিন সমস্যার সমাধান করতে পেরে যার-পর-নাই খুশি।

পাঁচ ষণ্ডা মিলে মেঝেতে শুইয়ে ফেলল রানাকে। ঝটকা-ঝটকিতে লাভ হলো না। হ্যাণ্ডকাফ খুলে দেয়া হয়েছে, হাতদুটো মাথার পেছনে ঠেসে ধরেছে দু'জন। অন্য দু'জন ফাঁক করে শক্ত করে ধরে রেখেছে পা-দুটো।

ধীর পায়ে রানার পাশে এসে থামল গোরভ। দু'হাতে চেপে ধরেছে পিকঅ্যাক্সের লম্বা হাতল। থেমে নিচু করে মেঝেতে রাখল হাতিয়ার। টান দিয়ে খুলল জ্যাকেট। ঝুলিয়ে দিল প্লাস্টিকের চেয়ারের পিঠে। চকচক করছে তার চোখ। একটানে পিকঅ্যাক্সটা তুলল মাথার ওপর। একবার দেখল চোখা দিকটা, তারপর গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে ওটা নামাল রানার উরু লক্ষ্য করে!

চোখ ঘুরিয়ে গাঁইতিটা দেখছে রানা। প্রাণপণে চাইল সরে যেতে। কিন্তু কঠিন হাতে ওকে চেপে ধরে আছে শক্তিশালী পাঁচজন লোক।

প্রচণ্ড জোরে খটাং শব্দে ওর ডান উরুর পাশে কংক্রিটে গাঁথল পিকঅ্যাক্সের তীক্ষ্ণ ফলা। মেঝের ভেতর চলে গেছে ইঞ্চি চারেক। চারদিকে ছিটকে গেল ভাঙা সিমেন্টের টুকরো।

'যাস্-সালা! মিস হয়ে গেল!' চওড়া হাসল গোরভ। 'কথাটা মজা করার জন্য বললাম। আমার হাতের টিপ কিন্তু দারুণ। দেখতে চেয়েছিলাম, গাঁইতিটাকে নেমে আসতে দেখে চেহারাটা তোমার কেমন হয়।' ডানে-বাঁয়ে করে টেনে তুলল সে গাঁইতি। নাটকীয় ভঙ্গিতে মুছল চোখা মাথায় লেগে থাকা ধুলোবালি। আবারও হাতিয়ার মাথার ওপর তুলছে সে। 'এবার দেখো ঠিক জায়গায় লাগাতে পারি কি না।'

এবার গাঁথবে শরীরে, বুঝল রানা। কিন্তু এমনি অবস্থায় কীভাবে রক্ষা পাওয়া সম্ভব, মাথায় আসছে না। তা হলে কি আজই ওর জীবনের শেষ দিন?

একান্ন

ওপর থেকে নামছে পিকঅ্যাক্স, এমনসময় অ্যালেকযাণ্ডার গোরভের মাথার পাশে ছিটকে উঠল তাজা রক্ত। ব্যথায় ও রাগে শরীর মুচড়ে ফেলল সে। হাত থেকে কংক্রিটের মেঝেতে ঠং করে পড়ল পিকঅ্যাক্স। পরমুহূর্তে শোনা গেল গুলির আওয়াজ। ফাঁকা দালানের ভেতর ওই আওয়াজ তৈরি করল প্রতিধ্বনি। সব ক'টা চোখ ফিরল বাড়ির ভিতর দিকে।

রক্তাক্ত, ছেঁড়া ডান কান চেপে ধরেছে গোরভ। তখনই তার বুকে লাগল সাইলেন্সারওয়ালা অস্ত্র থেকে আরেকটা বুলেট। এটা এসেছে গেটের বাইরের দিক থেকে। ঘুরেই কংক্রিটের এক পিলারে টলে পড়ল প্রাক্তন স্পেৎস্নায সৈনিক। শরীরের ওজন ধরে রাখতে না পেরে ভাঁজ হলো হাঁটু। স্তূপের মত মেঝেতে পড়ল লোকটা।

হতবাক হয়ে পতিত নেতাকে দেখছে লম্বু মিখাইল। পরক্ষণে অস্ত্র তুললেও আরেক গুলির আঘাতে ছিটকে পড়ল পেছনের মেঝেতে।

রানাকে ছেড়ে ছড়িয়ে যেতে চাইল লোকগুলো। মেঝেতে কাত হয়ে রানা বুঝতে চাইল, কোথা থেকে আসছে গুলি। দেখতে পেল না কাউকে, তবে মনে হলো গোলাগুলি হচ্ছে সামনে পিছনে দুই দিক থেকেই। কারা এরা? অন্য কোনও দল দখল চায় রানার? এটা পরিষ্কার, ওদেরকে পরিষ্কার দেখছে গোপন শুটাররা। একটা একটা করে বুলেট না পাঠিয়ে পশলা পশলা গুলি পাঠাচ্ছে তারা। অস্ত্রের দিকে হাত

বাড়িয়ে গুলির আঘাতে ধুপধাপ মেঝেতে পড়ছে গোরভের দলের লোক। এবার এল তিন পশলা গুলি। বিস্ফোরিত হলো মিটসুবিশির বাতি ও উইণ্ডশিল্ড। পরের একরাশ গুলি তুবড়ে দিল বনেট। ঝরঝর করে মেঝেতে ঝরল পানি ও কুল্যান্ট।

নিথর পড়ে আছে অ্যালেকযাণ্ডার গোরভ। ভাঙা গেট দিয়ে পালাতে চাইল তার দলের লোক। কিন্তু একটু এগিয়েই দিক বদলে ছুটল দেয়াল টপকে পালাবে বলে। একজন ঘুরেই গুলি পাঠাল গেটের দিকে। কিন্তু তখনই ভীষণ ঝাঁকি খেল সে। কপালে তৈরি হয়েছে তৃতীয় চক্ষু। রক্তাক্ত ফুটো নিয়ে মেঝেতে ঢলে পড়ল লোকটা।

উঠে দাঁড়িয়ে পেছনে হালকা পদশব্দ শুনল রানা। চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল। বাড়ির পেছন দিক থেকে দৌড়ে আসছে শুটার। গ্লাভ্‌স্‌ পরা হাতে বিশাল এক কালো অ্যাসল্ট রাইফেল। যুদ্ধের সময় ব্যবহার হয় ওই হেকলার অ্যাণ্ড কক জি৩৬ রাইফেল। রোমের শহরতলীতে ওটা দেখে অবাক হলো রানা। অস্ত্রের সঙ্গে এক শ' গুলির বৃত্তাকার ড্রাম ম্যাগাযিন, লেযার সাইট ও ফোল্ডিং বাইপড। ভয়ঙ্কর শক্তিশালী অস্ত্র। শুটার ভাল করেই জানে, কীভাবে ব্যবহার করতে হয় ওটা।

আরও ক'পা সামনে বেড়ে অস্ত্রটা কাঁধে তুলল শুটার। একদিক থেকে আরেকদিকে সরাচ্ছে নল। লোকটার পরনে কালো চামড়ার মোটরসাইকেল জ্যাকেট, জিন্সের প্যান্ট, পায়ে হাই-লেস কমব্যাট বুট। সানগ্লাসের কাছে নামিয়ে রেখেছে বেসবল ক্যাপের কিনারা। দেখা গেল না চেহারা। রানার চোখে চোখ পড়তেই শুকনো হাসল শুটার।

দু'বার চোখ পিটপিট করল রানা।

শুটার সাধারণ লোক নয়, সুঠামদেহী এক মহিলা।

আবারও সেই নোরা গোল্ডফিল্ড!

গোরভের দেহ টপকে সামনে বাড়ল নোরা। পরমুহূর্তে

থমকে দাঁড়াল বাইরে গুলির আওয়াজ শুনে।

বিস্ময় গোপন করল রানা। তা হলে কি দুই দল আলাদা? ব্যাপার কী বুঝতে পারছে না ও, তাই চুপ করে আছে।

'এদেরকে তো চিনি,' গোরভকে দেখাল নোরা। 'কিন্তু বাইরে গুলি ছুঁড়ছে, ওরা কারা, রানা? শত্রুপক্ষ?' জিজ্ঞেস করল নোরা।

'সবাই তো আমার শত্রুপক্ষ,' হাসল রানা, 'ইনক্লুডিং ইউ!'

'ওদের চেনো না যখন, আপত্তি না থাকলে, চলো, সরে যাই এখান থেকে।'

'কোথায় নেবে?' বলল রানা, 'আবার সেই জেলখানায়? ওখানে যেতে আপত্তি আছে আমার।'

রানার বুকে অ্যাসল্ট রাইফেলের নল তাক করল নোরা। ট্রিগারে চেপে বসেছে গ্লাভ্স্ পরা তর্জনী। 'এগোতে শুরু করো, মেজর।'

'আমি প্রাক্তন মেজর,' বলল রানা। 'আমাকে ডাকতে পারো রানা বলে।'

'শুনলাম, তবে বাকি আলাপ হবে গাড়িতে বসে।'

'একমিনিট,' প্লাস্টিকের চেয়ারের কাছে গেল রানা। গোরভের জ্যাকেট ওখানে ঝুলছে। নোরা যাতে দেখতে পায়, সেজন্যে সাইড পকেটে হাত ভরে ধীরে ধীরে বুড়ো আঙুল ও তর্জনী ব্যবহার করে বের করল গোরভের স্মার্ট ফোন। ওটা রাখল নিজের নীল ওভারঅলের পকেটে। ডাহা মিথ্যা বলল, 'পেট থেকে সব বের করার আগেই ওদেরকে ভাগিয়ে দিলে। কাজেই নতুন তথ্য পেতে হলে এই ফোন ছাড়া চলবে না।'

'একটু পরেই ফিরে আসবে ওরা,' তাড়া দিল নোরা, 'জলদি চলো!'

অস্ত্রের মুখে রানাকে ফ্যাক্টরির পেছন আঙিনায় নিয়ে যাচ্ছে নোরা, এমনি সময়ে পরিষ্কার বাংলায় ডাক শোনা গেল

পেছন থেকে।

‘মাসুদ ভাই, কোথায় যান? ফেলে দেব অস্ত্রধারীকে?’

‘না, এখুনি না। থেকো কাছাকাছি।’

একবর্ণ বাংলা না বুঝলেও বক্তব্য পরিষ্কার বুঝে নিল নোরা। রাইফেল নামিয়ে নিয়েছে, এখন তাক করে আছে মেঝের দিকে।

‘বোঝা গেল, আমার না এলেও চলত। তোমার লোকজন পৌঁছে গেছে। ইচ্ছে করলে চলে যেতে পারো ওদের সঙ্গে।’

‘তার আগে একটা কথার জবাব দাও: তুমি কি সত্যিই আমাকে উদ্ধার করতে এসেছিলে না বন্দি করতে?’

‘এসেছিলাম ওই রাশান পিশাচগুলোর হাত থেকে একটা বেয়াড়া লোককে বাঁচাতে, কিন্তু...’

‘ব্যস,’ হাত তুলে বাধা দিল রানা। পিছন ফিরে হাত তুলে টা-টা দিল রানা এজেন্সির রোম শাখার চিফকে। ‘আবার দেখা হবে, রামিন।’

ওরা এগিয়ে গেল পুরনো এক ডেলিভারি লরিকে পাশ কাটিয়ে। কম্পাউণ্ডের শেষমাথায় দালানের পাশে ঢুকল ঘন ঝোপে। রানা দেখল, সামনেই তুবড়ে যাওয়া এক ফোর্ড সেলুন ভ্যান।

ওর দিকে চাবি ছুঁড়ল নোরা। ‘তুমিই ড্রাইভ করো।’

ফ্যাক্টরির সামনে থেকে এল পিস্তলের গুলি। বোধহয় ফিরে এসে লাশের দখল নিতে চাইছে গোরভের লোকজন। নতুন করে সামলে নিয়েছে মার্সেনারিরা। কাভার নিয়ে গুলি করতে করতে আসছে তারা। দেরি না করে ড্রাইভিং সিটে চেপে বসল রানা। দেরি হলো না ইঞ্জিন চালু করতে। অ্যাসল্ট রাইফেলের নল ঘুরিয়ে রাশানদের উদ্দেশে গুলি পাঠাল নোরা। প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে পড়েছে লোকগুলো। শেষবারের মত বুলেটের বৃষ্টি ফ্যাক্টরির দিকে পাঠিয়ে ডাইভ দিয়ে গাড়ির পেছন সিটে পড়ল নোরা। ‘রওনা হও!’

এরই ভেতর অ্যাক্সেলারেটর দাবিয়ে দিয়েছে রানা, বনবন করে চাকা ঘুরিয়ে ঝোপ থেকে বেরোল ভ্যান। ফাটল ভরা কংক্রিটে পিছলে ঝড়ের বেগে পেরোল ভাঙা গেট।

কয়েক কিলোমিটার পেরোবার পর বলল নোরা, 'এবার গতি কমাতে পারো। স্পিড লিমিটের ভেতরে থাকো।'

আয়নায় নোরাকে দেখল রানা। মেয়েটার নিষ্কম্প হাতে এইচকে অ্যাসল্ট রাইফেল।

'আমাকে ড্রাইভ করতে দিয়ে মস্তবড় ঝুঁকি নিয়েছ,' বলল বিসিআই এজেন্ট। 'গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে পালিয়ে যেতে পারি।'

'তা তুমি যাবে না। বড়শি গিলে ফেলেছ, এখন সব কথা না শুনে কোথাও যেতে পারবে না।'

'আসলে যাচ্ছি কোথায় আমরা?' জানতে চাইল রানা।

'এমন কোথাও, যেখানে খুলতে পারবে জেলখানার ওভারঅল। এখন যে-কেউ দেখলে বুঝবে তুমি পলাতক কয়েদি।' পরের কয়েক কিলোমিটার পেরোবার পর বলল নোরা, 'ঠিক আছে, ঢুকে পড়ো ডানের জঙ্গুলে পথে।'

শহর পেছনে ফেলে এসেছে ওরা।

সামনে ঘন জঙ্গল।

কিছুক্ষণ বুনো পথে যাওয়ার পর রানা দেখল, নীরব এক পিকনিক স্পট। পাশেই পার্কিং লট। একপাশে ক'টা কাঠের টেবিল ও বেঞ্চ। আশপাশে কেউ নেই। গাছের ছায়ায় গাড়ি রেখে ইঞ্জিন বন্ধ করল ও। নেমে পড়ল।

একই কাজ করল নোরা, অলস হাতে রাইফেল।

চারপাশ দেখল রানা। 'বুনো জায়গা পছন্দ করি। তবে কেন যেন মনে হচ্ছিল, আমাকে নেবে জানালা ভরা পুরু শিক দেয়া কোথাও।'

'নিতাম জেলে, কিন্তু অন্যান্য দিক বিবেচনা করে মনে হলো আপাতত ওখানে না নেয়াই ভাল।'

'কী ধরনের বিবেচনা?'

ভ্যানের পেছনের দরজা খুলল নোরা, ওখান থেকে নিল কালো রঙের মিলিটারি ক্যানভাস হোল্ডঅল। ছুঁড়ে ফেলল রানার পায়ের সামনে। হাতের ইশারা করল খুলতে। মুখে বলল, 'ওটা কাজে লাগবে ভেবে তোমার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছে বেন হ্যানন।'

কয়েক মুহূর্ত নোরাকে দেখল রানা, তারপর এক হাঁটু মাটিতে গেড়ে খুলল হোল্ডঅলের যিপার। ব্যাগের ভেতর নোরার হাতের জি৩৬ রাইফেলের জন্যে এক শ' গুলির বৃত্তাকার স্পেয়ার ম্যাগাযিন ও যত্নে রাখা ফুল লোডেড নাইন এমএম ব্রাউনিং হাই-পাওয়ার পিস্তল ছাড়া আর কিছু নেই।

'ওটা নাও,' বলল নোরা।

'হঠাৎ মনোভাব পরিবর্তনের কারণ কী?' মুখ তুলে জানতে চাইল রানা।

'যাতে ফিরে পাই মানসিক স্বস্তি,' বলল নোরা।

রানার মনে পড়ল হ্যাননের একটা কথা, 'রানা, তোমার কোনও বিপদ হলে, আর আমি তা জানলে, তোমার জন্যে মরতেও আপত্তি করব না!'

'গিয়েছিলাম তোমার বিষয়ে খোঁজ নিতে,' বলল নোরা। 'তখন জেদ ধরলেন জেল ভেঙে ছুটিয়ে নেবেন তোমাকে। কিন্তু বুঝিয়ে বললাম, বিবাহিত মানুষ, স্ত্রীর কথা ভাবা উচিত তাঁর। কোনও প্রয়োজন নেই ঝুঁকি নেয়ার। আমি একাই সরিয়ে নেব তোমাকে। যাই হোক, ঘণ্টাখানেক তর্কের পর নিরস্ত করা গেল তাঁকে। চাওয়ার আগেই আমার হাতে তুলে দিলেন তাঁর সেরা অস্ত্র।' রাইফেলটা দেখাল মেয়েটা। 'কাজের জিনিস, তাই না?'

ওভারঅলের পকেটে নাইন এমএম পিস্তল রাখল রানা।

'তুমি নিশ্চয়ই বিস্মিত?' ফোর্ডের রঙচটা বনেটে রাইফেল রেখে হাসল নোরা। খুলে ফেলল শুটিং গ্লাভ্স্।

‘খুবই,’ স্বীকার করল রানা।

‘এসওসিএতে জয়েন করার আগে ছিলাম এসএএস ফোর্সে।’

কানেকশন বুঝে গেছে রানা। ‘তার মানে ট্রেনিং নিয়েছ বেন হ্যাননের কাছে।’

‘সেরা ইন্সট্রাক্টর,’ বলল নোরা, ‘কখনও ভুলব না তাঁকে। ক্যাম্পো ব্রাসোতে গিয়ে সরাসরি বললাম, মাসুদ রানাকে গ্রেফতার বা গুলি করে মেরে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাকে। এ-কথা শুনে আরেকটু হলে আমার মাথাটাই উড়িয়ে দিতেন। তবে যখন খুলে বললাম, এই অ্যাসাইনমেন্টে অনেক কিছুই গড়বড় লাগছে, তখন রাজি হলেন সাহায্য করতে।’

‘পেলে হেকলার অ্যাণ্ড কক জি৩৬ রাইফেল।’

‘আগেই জেনেছি, চাইলেও ঠিক সময়ে ল্যারিয়োকে খুন করতে পারতে না তুমি।’

নোরার আন্তরিক চোখে কপটতা দেখল না রানা।

‘সন্দেহ করেছি আগেই,’ বলল মেয়েটা, ‘মেলে না অনেক কিছুই। টের পেলাম, আমার চোখ থেকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে নানান প্রমাণ। যেমন রবার্তো ল্যারিয়োর বাড়ির ভিডিয়ো। পায়ে হেঁটে তো বেরিয়ে যায়নি খুনি!’

‘খুনের পর পর সরিয়ে ফেলেছে ভিডিয়ো ক্লিপ,’ বলল রানা। ‘আমি চেক করে দেখেছি।’

‘তুমি নিজে খুনি হলে এত কাঁচা কাজ করতে না।’

‘ধরে নিলাম প্রশংসাই করছ। কিন্তু বের করতে পেরেছ কে খুন করল লোকটাকে?’

‘যাদের হয়ে কাজ করি, তারাই।’

‘এসওসিএ?’

মাথা নাড়ল নোরা। তর্জনী তাক করল আকাশে। ‘দেবতা বলতে পারো তাদেরকে। আর ওরাই ওপর থেকে

সুতলি টানে পুতুলের। এসওসিএকে নির্দেশ দেয় তারা। ওরাই ফেলেছে তোমাকে নোংরা পাঁকে।'

'কিন্তু আমাকে কেন বেছে নিল?' জানতে চাইল রানা।

'কারণ, তুমি খুন করেছ ইউরি বোরকভকে,' বলল নোরা। 'সে ক্যালযি বোরকভের একমাত্র ছেলে। ওই লোক রাশার কুখ্যাত মবস্টার। নানান অপরাধে একইসঙ্গে জড়িত রবার্তো ল্যারিয়ো এবং সে। পলিটিশিয়ানকে ব্যবহার করে বোরকভকে ধরতে চেয়েছিল ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স। ল্যারিয়োর পেছনে লোক লাগিয়ে জেনে গিয়েছিল কখন লুঠ হবে আর্ট গ্যালারি। কিন্তু যখন সব গুবলেট হলো, লোকটার সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কের চিহ্ন মুছে দিতে চাইল তারা। ওর বদলে তোমাকে বেছে নিল টোপ হিসেবে। ভাল করেই জানত, প্রতিশোধ নিতে কাউকে না কাউকে পাঠাবে ক্যালযি বোরকভ। আর সেই লোক তোমাকে মবস্টারের কাছে নিলে, নির্যাতন করে তোমাকে খুন করবে লোকটা। আর তখনই খুনের দায়ে তাকে বাগে পাবে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'ও, সেজন্যেই আমার জুতোর ভেতর ছিল জিপিএস ট্র্যাকার।'

'ঠিক। কাজটা করেছে তুমি গ্রেফতার হওয়ার পর। ওটার মাধ্যমেই বুঝত, কখন এবং কোথায় তোমাকে খুন করবে ক্যালযি বোরকভ। কিন্তু লোকটা বাগে পাওয়ার আগেই তোমাকে সরিয়ে নিয়েছি। চোখ রেখেছিলাম হাসপাতালে। অপেক্ষা করছিলাম কখন নেবে কারাগারে। ধারণা করেছি, হাসপাতাল থেকে কারাগারে নেয়ার সময় হামলা করবে রাশানরা।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল রানা। খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে প্রায় সব। তবে মিলছে না জরুরি একটা তথ্য। 'তোমার মত ফিল্ড এজেন্ট এসব জানবে কী করে?'

'তিন দিন আগে আমার সঙ্গে প্যারিসে দেখা করেছে এক

ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স অফিসার। নাম মাইক ফেরি। পচে যাওয়া বড়কর্তাদের মত মগজ নষ্ট হয়ে যায়নি তার। প্রথমে বিশ্বাস করিনি তার কথা। তারপর গাড়িতে হামলা হলো আমাদের ওপর। খুন হলো ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স অফিসার মাইক ফেরি। মরতে মরতে বেঁচে গেলাম আমি। বুঝে গেলাম, সত্যিই তোমাকে ফাঁদে ফেলেছে ওরা। আর আমাকে পুতুলনাচ নাচাচ্ছে। ভয়ানক রাগ হলো। তখন এটাও টের পেলাম, কিছু না কিছু করতেই হবে আমার।'

'তারপর?'

'আমার সঙ্গে কাজ করছিল কারাবিনিয়েরি অফিসার ভিটো উর্বানো। হামলার সময় মারা গেছে সে। বুঝলাম, প্রাণ থাকতে নিরপরাধ কাউকে ফাঁসিয়ে দেব না। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের বড়কর্তাদের কারণে খুন হচ্ছে নিরীহ মানুষ। কাজেই এর একটা বিহিত করতে হবে।'

'এবার আমাকে কী করতে বলো?' জানতে চাইল রানা।

'গত তিন দিন আগে থেকে আমি অফিশিয়ালি বেইমান হয়েছি। হিট লিস্টের ওপরের দিকে তুলে দেয়া হয়েছে আমার নাম। আমিও এখন তোমার মতই পলাতক অপরাধী।'

'তো কী করবে ভাবছ?'

'আমাদের উচিত পরস্পরকে সাহায্য করা।'

'তুমি আর আমি? এক দলে?'

'তোমার চোখে ঠাট্টা দেখছি,' রেগে গেল নোরা। 'তবে ভেবে দেখো। এতে লাভবান হব দু'জনই।'

'তুমি না নীতিবান অফিসার?'

কাঁধ ঝাঁকাল নোরা। 'এখনও তা-ই ভাবছি নিজেকে।'

'কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস করব কেন?' জানতে চাইল রানা।

'কারণ, আমি সৎ, বুদ্ধিমতী, যোগ্য ও সুন্দরী। তারচে

বড় কথা, কখনও কারও সঙ্গে বেইমানি করিনি, করবও না। আমার দিক থেকে বিপদ হবে না তোমার।'

'আগেও কাউকে না কাউকে এসব বলেছ,' বলল রানা। 'তারা হয়তো বেঁচেও নেই।'

'প্লিয, রানা,' অনুরোধ করল নোরা, 'সাহায্য আমাদের দু'জনেরই দরকার।'

'আমি ইতালিতে রয়ে গেছি মাত্র একটা কারণে,' বলল রানা। 'ওই কাজটা আমার ব্যক্তিগত। তোমার নয়।'

'আর্ট গ্যালারির নিরীহ মানুষগুলোকে খুন করেছে বলে প্রতিশোধ নিতে চাও তুমি। হাতের মুঠোয় চাও ক্যালযি বোরকভকে। সেটা এখন জানি।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'বোরকভ আর ল্যারিয়ো মিলে ঠিক করেছিল ডাকাতি করবে। ল্যারিয়ো মারা গেছে। কাজটা যে-ই করে থাকুক, এবার সময় হয়েছে রাশান মবস্টারের বোঝার, সবসময় যা খুশি তাই করা যায় না।'

'বোঝাবার দায়িত্বটা একা নিজের কাঁধে নিচ্ছ কেন?'

'আর উপায় কী? ব্রিটিশ ইণ্টেলিজেন্সের কাছে যাব নালিশ নিয়ে: একদল মানুষকে নির্মমভাবে খুন করেছে বোরকভ? যদিও পরিষ্কার জানি অন্য একদল মানুষকে খুন করেছে এবং করতে চাইছে ওই ব্রিটিশ ইণ্টেলিজেন্সের প্রভুরাই। আমি জড়িয়ে গেছি ভাগ্যচক্রে, কিন্তু তুমি কেন জড়াতে যাবে এসব ঝামেলায়?'

'কারণ আছে বলেই ক্যালযি বোরকভকে হাতে পেতে চাই,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল নোরা।

'সাগরের সবচেয়ে বড় মাছটা ধরে তুলে দেবে বড়কর্তাদের হাতে? আর তাতে তারা সন্তুষ্ট হয়ে ফিরিয়ে দেবে তোমাকে তোমার স্বাভাবিক জীবন?'

রাগে লালচে হলো নোরার মুখ। 'আমাকে সাধারণ ক্যারিয়ার গার্ল মনে করেছ তুমি?'

'ভালই তো করছিলে নিজের কাজে।'

'তুমি যা ভাবছ, আমি তার চেয়ে বেশি কিছু, মাসুদ রানা। এতদিন কাজ করেছি দেশের স্বার্থে। আর এখন একদল মাথা-নষ্ট লোক যা খুশি করবে বলে পুতুল হব তাদের হাতের? আমি সে জিনিসে তৈরি নই!'

'সত্য যে বলছ, তার কোনও প্রমাণ দিতে পারবে?' মেয়েটার চোখের আগুন দেখছে রানা।

'তুমি কি জানো ব্ল্যাক শার্ক কী?' জানতে চাইল নোরা।

'রাশান ক্যামোভ কেএ-৫০ অ্যাটাক হেলিকপ্টার,' বলল রানা। 'আজ পর্যন্ত যত সফিসটিকেটেড কমব্যাট চপার তৈরি হয়েছে, সেগুলোর ভেতর সেরা। অনায়াসেই হারাতে পারে তোমাদের এমকেওয়ান অ্যাপাচি হেলিকপ্টারকে। যে পরিমাণ অস্ত্র বহন করে, নিশ্চিন্তে ধ্বংস করতে পারবে ছোটখাটো একটা শহর। তবে ওটার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?'

'ওই জিনিস দিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর হামলা হলে?'

'খুলে বলো।'

'আইএসের মত জঙ্গি সংগঠনের হাতে ওসব হেলিকপ্টার পড়লে খুন হবে শত শত নিরীহ মানুষ, সেটা ঠেকাতে চাই,' বলল নোরা। 'আরও কিছু বিষয় আছে যা তুমি জানো না। এরই ভেতর ক্যালযি বোরকভ সরিয়ে নিয়েছে রাশান সেনাবাহিনীর দুটো ক্যামোভ কেএ-৫০।'

চুপ করে নোরার চোখে চেয়ে রইল রানা। কয়েক মুহূর্ত পর জানতে চাইল, 'তুমি কী করতে চাও?'

'চেষ্টা করব ক্যালযি বোরকভকে ঠেকাতে,' বলল নোরা। 'নীতি বিসর্জন দিল না বলে প্রাণ গেছে মাইক ফেরির। আমিও প্রয়োজনে মরতে দ্বিধা করব না। নোংরা খেলায় দাবার বড়ে হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল।' রানার চোখে চোখ রেখেছে মেয়েটা, দৃষ্টিতে অনুরোধ। 'তুমি কি বিশ্বাস করছ আমার কথা? সাহায্য করবে আমাকে, রানা?'

'বিশ্বাস করছি, কিন্তু তারপর কী?' বলল রানা। 'বোরকভ মরলেও আমাদের দু'জনকে খুন করতে আসবে একের পর এক ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট। বাঁচতে পারব না কোথাও লুকিয়ে।'

দূরে বড় সড়ক ধরে আসছে একটা গাড়ি। পিকনিক এরিয়ার এণ্ট্র্যান্সের দিকে তাকাল ওরা। বুনো পথ পাশ কাটিয়ে চলে গেল গাড়িটা। দূরে মিলিয়ে গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ।

'জানি, শেষে খুন হব,' বলল নোরা, 'তবে তা ভেবে কী লাভ! পিছিয়ে যাওয়ার সুযোগ হারিয়ে ফেলেছি আমরা।'

'এ কথাটাও ঠিক,' বলল রানা।

'চাই বা না চাই, অষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছি,' বলল নোরা। 'তাই এসো লড়ি হাতে হাত রেখে। তা ছাড়া, তোমাকে যতটা দরকার আমার, তার চেয়ে বেশি আমাকে দরকার তোমার।'

'তাই?' বলল রানা।

'হ্যাঁ। মিথ্যা বলছি না। এ পোশাকে তিন কিলোমিটার যাওয়ার আগেই ধরা পড়বে। এমন কী জুতোও নেই তোমার পায়ে।'

নিজের পায়ের দিকে তাকাল রানা। ফ্যাক্টরিতে টানা-হেঁচড়ার সময় ছিঁড়ে গেছে ধুলো ভরা নীল ওভারঅল। নোরার গুলিতে গোরভ মারা যাওয়ার সময় রক্তের ছিটা পড়েছে বুকে ও কাঁধে। রুক্ষ কংক্রিটে দৌড়ে যেতে গিয়ে বারোটা বেজেছে মোজার। ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আছে শুকনো ঘাস।

'ধরা না পড়ে জোগাড় করতে পারবে পোশাক?' জানতে চাইল রানা।

'পারা উচিত। তুমি কি বলো, আমরা এখন থেকে একই দলের লোক তো?'

‘তুমি লোক নও, মহিলা, তার ওপর সুন্দরী! তবে পাশাপাশি কাজে নামতে আপত্তি নেই,’ মৃদু হাসল রানা। বেন হ্যাননের জি৩৬ রাইফেল তুলে হোল্ডঅলে রাখল। যিপার টেনে ব্যাগ তুলে দিল ভ্যানের পেছনে। ‘টাকা আছে তোমার কাছে?’

‘খুব বেশি নেই,’ স্বীকার করল নোরা।

‘গাড়িটা পেয়েছ কোথা থেকে?’

‘চুরি করেছি।’

‘ক্যাশ টাকা আছে আমার ব্যাগে, এয়ারপোর্টের লকারে,’ বলল রানা।

‘ভিডিয়োতে দেখেছি ওখানে সব রেখেছ,’ বলল নোরা। ‘চলো, যাওয়া যাক। তুমি লুকিয়ে থাকবে ভ্যানের পেছনে।’ গিয়ে ড্রাইভিং সিটে চাপল মেয়েটা।

‘প্রথম সুযোগে এই গাড়ি বদল করতে হবে,’ ভ্যানের পেছন সিটে উঠে ঘড়ঘড় আওয়াজে স্লাইডিং দরজা টেনে দিল রানা। ‘এরপর ট্রেনে করে যাব মনাকো।’

গাড়ির ইঞ্জিন চালু করল নোরা। ‘টুক্সেডো, রুলেত টেবিল, সুপার ইয়ট? একটু আগেও এসব ভাবছিলাম না!’

‘আমিও না,’ বলল রানা, ‘ওটা আমারও স্টাইল নয়। ওখানে যাব বয়স্কা এক মহিলার সঙ্গে দেখা করতে।’

‘বুড়ি? ভাল,’ বিড়বিড় করল নোরা, ‘প্রতিযোগিতা নেই।’

শুনে ফেলেছে রানা। নরম সুরে বলল, ‘তার নাম লিলি মৌরো। আমার ধারণা, জরুরি তথ্য দিতে পারবে মহিলা।’

বায়ান্ন

একবার দেখলেই যে-কেউ বুঝবে, নীল রঙের ওভারঅল পরে ভ্যানের ভেতর ঘাপটি মেরে বসে থাকা লোকটা আসলে কয়েদি। ভ্যানের ভেতর অধৈর্য বোধ করছে রানা। পেরিয়ে গেছে পনেরো মিনিট, ফিরছে না নোরা গোল্ডফিল্ড। ভ্যানটা আছে রোমের অসংখ্য ছোট স্কয়্যারের একটিতে। আরও দশ মিনিট পর ফিরল নোরা। হাতে সাদা রঙের ট্রেনিং জুতো, জিন্স প্যান্ট ও টি-শার্ট। এ ছাড়া, রয়েছে রানার দেখা সবচেয়ে বড় সানগ্লাস ও মরুভূমিতে ব্যবহার করার জন্যে তৈরি সস্তা একটা মিলিটারি ফ্যাটিগ হ্যাট। নোরার হাত থেকে টি-শার্ট নিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল রানা। চকচকে লোগোতে লেখা: ইয়াহ্, বেইবে!

'এই মেয়েটাকে জীবনে যদি আর কখনও শপিঙে পাঠাই!' মন খারাপ করে বলল রানা। 'এটা পরলে সবাই ভাববে আমি ছাগল।'

পিয়ায্যার চারপাশে ঘুরঘুর করছে টুরিস্ট। তাদের দিকে আঙুল তাক করল নোরা। 'মিশে যেতে পারবে ওদের ভেতর। সেটাই ভাল। এবার চট্ করে পোশাক পাল্টে নাও। ভয় নেই, তাকাব না।'

চুপচাপ গাউন টাইপের কয়েদির পোশাক খুলে জিন্স ও টি-শার্ট পরে নিল রানা। টের পেয়েছে, এরই মধ্যে চোরা চোখে বার দুয়েক এদিকে তাকানো হয়ে গেছে নোরার।

যখন আর এদিকে তাকিয়ে কোনও লাভ নেই, তখন দূরে

চোখ রেখে জানতে চাইল নোরা, 'কে লিলি মৌরো?'

'এককালে ছিল আর্টিস্ট অর্নেলা সিলভেস্ট্রির কাজের মেয়ে,' বলল রানা। 'রবার্তো ল্যারিয়ো খুন হওয়ার আগে যোগাযোগ করতে চেয়েছে আমার সঙ্গে। ক্যাপ্টেন কাপুতোর কাছে শুনেছি, মহিলার ধারণা ব্যাপারটা জরুরি। তবে কী বলতে চায়, তখন জানতে চাইনি। এখন মনে হচ্ছে জেনে নেয়া উচিত।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল নোরা। 'এসবের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক আছে বলে তো...' চুপ হয়ে গেল ও।

জুতোর ফিতা বাঁধতে শুরু করে সংক্ষেপে গোএয়ার ছবির ব্যাপারটা জানাল রানা। 'আমার ধারণা, ওই ছবি নিজেই এঁকেছেন অর্নেলা সিলভেস্ট্রি। তখন ছিলেন তরুণী কণ্টেসা। গোপনে ছবি আঁকতেন, কারণ তাঁর স্বামী কোনও ধরনের শিল্পচর্চা পছন্দ করতেন না। গোএয়ার ওই ছবিটা নকল করেন তিনি। হয়তো তা করেছিলেন টাকার জন্যে। বা মজা পাওয়ার জন্যে। আসলে কী হয়েছিল, জানি না। তবে মূল কথা হচ্ছে, নকল জেনেও ওটা ডাকাতি করতে একমাত্র ছেলে ইউরিকে পাঠাল ক্যালযি বোরকভ। তুমি গোলাগুলি শুরু করবার আগে মাফিয়া ডনের ডানহাত গোরভের মুখ থেকে জেনেছি একথা।'

'ছবিটা চাইল কেন লোকটা?'

'কারণ, ওটার মাধ্যমে খুব দামি কিছু পাবে ভেবেছে বোরকভ,' কোমরে ব্রাউনিং পিস্তল গুঁজল রানা। 'ওটা নকল না আসল, তা বড় ব্যাপার নয়। আমি যখন কথা বললাম সালামানকা শহরে কাউণ্ট অক্টাভিও দে কণ্টির সঙ্গে, তিনিও বলতে পারলেন না ছবিটা চায় কেন এরা। তবে আমার মনে হয়েছে, এসব ব্যাপারে জানাতে পারবে লিলি মৌরো। আর সেই সূত্র ধরেই পৌঁছে যাব ক্যালযি বোরকভের আস্তানায়।' মাথায় চাপিয়ে নিল ফ্যাটিগ হ্যাট। এসে উঠল সামনের

প্যাসেঞ্জার সিটে।

'দেখতে দারুণ লাগছে,' ওকে আপাদমস্তক দেখল নোরা। 'কে বলবে তুমি ভয়ঙ্কর এক পলাতক কয়েদি? অবশ্য না বলে পারছি না, আগের নীল পোশাকেও ভাল লাগছিল।'

'বাদ দাও তো, আমি ঠিক করেছি তোমাকে বিয়ে করব না,' চোখে সানগ্লাস পরে নিল রানা।

'এত ভাল মেয়ে আর পাবে না,' মুচকি হাসল নোরা। 'পদে পদে যে দেখিয়ে দেবে তুমি একটা খসড়া।'

'খসড়া মানে?' ঘুরে তাকাল রানা।

'ওই যে, প্রথম পুরুষটাকে তৈরি করে টেস্ট করলেন ঈশ্বর, আর তারপর যখন বুঝলেন এই বোকাটাকে চালাবার জন্য গাইড দরকার, তখন বাধ্য হয়ে তৈরি করলেন নারী। আর তারপর থেকে তোমাদের মন্দ সবই ছেঁটে ফেলছি আমরা।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ!'

রোমের দক্ষিণে চলল ভ্যান। কারাবিনিয়েরি হেডকোয়ার্টার পার করে বেশিক্ষণ লাগল না এয়ারপোর্টে পৌঁছে যেতে। বিশাল দালানের লবিতে এক নিউযপেপারের স্ট্যাণ্ডের টিভিতে প্রচার হচ্ছে রোমের সড়কে গোলাগুলির রিপোর্ট। পুলিশের কাছ থেকে রবার্তো ল্যারিয়োর খুনিকে কেড়ে নিয়েছে একদল টেরোরিস্ট।

'সবসময় খবরের শিরোনামে থাকতেই হবে তোমার, তাই না?' মন্তব্য করল নোরা।

চুপ থাকল রানা। চারপাশ থেকে ওদের ওপর চোখ রেখেছে অসংখ্য সিকিউরিটি ক্যামেরা। মনে হচ্ছে, ড্যাবড্যাব করে ওকে দেখছে শত শত মানুষ। তবে মনে মনে জানে রানা, ওই ধারণা আসলে ভুল। অবশ্য খুব বুদ্ধিমান পুলিশ অফিসার হয়তো বুঝবে লকার থেকে জিনিসপত্র সরাতে

চাইবে ও। আর সেক্ষেত্রে হবে বিপদ।

অসহায় এক লোকের অভিনয় করল রানা। এনকোয়েরিতে জানাল, পকেটমার হয়েছে মানিব্যাগ, সঙ্গে গেছে লাগেজ লকারের চাবি। সেজন্যে দশ ডলার ফাইন গুনল নোরা। তবে চাবি পেয়ে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল রানার। পাঁচ মিনিট পর ফিরে পেল ক্যানভাস ব্যাগ। ওটা কাঁধে তুলে নোরার পেছন পেছন বেরিয়ে এল এয়ারপোর্ট থেকে।

বারোটা সাতচল্লিশ মিনিটে রোমের প্রধান রেলওয়ে স্টেশন স্ট্যাযিয়োন টার্মিনির কাছে চোরাই ফোর্ড ভ্যান রাখল ওরা। ভিড় ও আর্মড্ পুলিশের জটলা পার হয়ে কিনল ট্রেনের টিকেট। কিছুক্ষণ পর উঠল মিলানে যাওয়ার ট্রেনিটালিয়া এক্সপ্রেস-এ। মিলান থেকে রিভিয়েরার কানেকটিং ট্রেনে যাবে মনাকো। টেবিলের দু'দিকে মুখোমুখি সিটে বসে বলল নোরা, 'বাব্বাহ্, ফার্স্ট ক্লাস? তুমি কি পটাতে চাইছ আমাকে?'

পাশে ব্যাগ রেখে হোল্ডঅল টেবিলের নিচে চালান দিল রানা। সহজ সুরে বলল, 'ফার্স্ট ক্লাসে ভিড় কম। আপাতত চাই না বেশি মানুষের ভেতর থাকতে।'

কয়েক মিনিট পর রওনা হলো ট্রেন।

ওদের ক্যারিজে ওঠেনি কেউ। সিটের পিঠে হেলান দিয়ে ঝড়ের বেগে রোমের শহরতলী পিছিয়ে যেতে দেখছে রানা। ক্লাংক্ আওয়াজে ট্র্যাক বদলে নিল ট্রেন। চোখ বুজে চুপ করে থাকল ও। রেলগাড়ির ছন্দোবদ্ধ আওয়াজটা সেই ছোটবেলা থেকেই ভাল লাগে। হারিয়ে গেল হাজারো চিন্তার ভেতর।

একটু পর ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দিল, কেউ চোখ রেখেছে ওর ওপর।

চট্ করে চোখ মেলল রানা।

টেবিলের ওদিক থেকে গভীর মনোযোগে ওকে দেখছে নোরা। নরম সুরে বলল, 'ভেবেছিলাম ঘুমিয়ে পড়েছ।'

'এত সুন্দরী মেয়ে সামনে রেখে? সম্ভব নয়!'

'ভাবছি তোমার আর হ্যাননের কথা,' বলল নোরা। 'নিয়মিত খবর ফলো করছেন। খুবই চিন্তিত। কত ভয়ঙ্কর বিপদ এটা, তা বলেও ঠেকাতে পারিনি। আসবেনই তোমাকে ছুটিয়ে নিতে। তবে যখন বললাম মাসুদ রানা বিরক্ত হবে আপনি জড়িয়ে গেলে, একটু দমে গেলেন। আসলে নিজের ছেলের বিপদ হলে যেমন অস্থির বোধ করেন বাবা। ঠিক সন্তানের মতই তোমাকে ভালবাসেন মানুষটা।'

চুপ করে থাকল রানা।

'বলবে কিছু সোহানা চৌধুরীর বিষয়ে?' জানতে চাইল নোরা।

'কী বলব?'

'তোমাদের কিন্তু দারুণ মানায়। সত্যিকারের প্রিন্স ও প্রিন্সেস।'

'বলার মত তো কিছু নেই। যে ধরনের চাকরি করি, আমরা দু'জনেই জানি, আমাদের উচিত নয় বিবাহিত জীবনে পা দেয়া।' জানালা দিয়ে দূরে চেয়ে রইল রানা।

'তোমার ওপর তৈরি করা ফাইলে দেখেছি ওর ছবি,' বলল নোরা, 'কুচকুচে কালো চুল। অদ্ভুত মায়াবী চোখ। তুমি হয়তো ঠকতে না।'

নোরার চোখে তাকাল রানা। 'আর তুমি? নেই পছন্দ করার মত কেউ?'

'ছিল। হারিয়ে গেছে।'

'আমার বোধহয় জিজ্ঞেস করা উচিত নয়?'

'ওর মনে হয়েছিল ধনী কাউকে বিয়ে করাই ভাল।'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। 'ভুল করেছে। বাঁচার জন্যে টাকা দরকার, তবে ওটা দিয়ে সুখ কেনা যায় না।'

চুপ করে বসে থাকল ওরা।

খটর-খট-খট আওয়াজে এগিয়ে চলেছে ট্রেন।

আবারও চোখ বুজল রানা। টের পেল, ওকে দেখছে মেয়েটা। কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়ল ও। সাদা ফুলে ছাওয়া এক পথে ওর হাত ধরে হাঁটছে ছোট্ট ইউগো। কচি কণ্ঠে বলল, 'রানা, তুমি তো অনেক বড়। যারা এমনি এমনি মেরে ফেলল আমাকে, তাদেরকে শাস্তি দেবে না তুমি?'

'দেব, ইউগো। তুমি দেখে নিয়ো, ছাড়ব না ওদের কাউকে।' ঘুমের ভেতর নড়েচড়ে উঠল রানা।

চুপ করে ওকে দেখছে নোরা। শিশুর মত পবিত্র দেখাচ্ছে দুর্ধর্ষ বিসিআই এজেন্ট মাসুদ রানাকে। কখন যেন নোরার বুক চিরে বেরোল একটা দীর্ঘশ্বাস। আস্তে করে স্পর্শ করল বাঙালি যুবকের গাল। বিড়বিড় করল, 'নোরা, নোরা, এত বড় ভুল করিস না!'

পিছিয়ে বসল নোরা। পেরিয়ে গেল বহুক্ষণ। তারপর একসময় হাতঘড়ি দেখল ও। আরও একঘণ্টা পর পৌঁছুবে মিলানে। সিট ছেড়ে গিয়ে ঢুকল সামনের কম্পার্টমেন্টে। কফি কিনল বুফে থেকে। কোনও ক্যারিজেই ভিড় নেই। ফেরার পথে খালি এক সিটে দেখল ব্রিটিশ খবরের কাগজ ডেইলি টেলিগ্রাফ। আজকের ওটা। তুলে নিল নোরা।

নিজেদের বগিতে ঢুকে দেখল ঘুমিয়ে আছে রানা। টেবিলে খবরের কাগজ বিছিয়ে কফিতে চুমুক দিল নোরা। ইউকের মিডিয়ার কাছে রবার্তো ল্যারিয়োর হত্যাকাণ্ড বা খুনির খবর পুরনো। সাংবাদিকরা মেতে উঠেছে এক পপ গায়কের স্ক্যাণ্ডাল নিয়ে। সে বারো বছরের এক কিশোরীর সঙ্গে সেক্স করে ভিডিয়ো ছড়িয়ে দিয়েছে ফেইসবুকে। খবরটা না পড়ে পরের পাতায় গিয়ে থমকে গেল নোরা। ওর দিকে চেয়ে হাসছে এক যুবক।

মাইক ফেরি!

হেডলাইনে লেখা:

প্যারিসে খুন হয়েছেন ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্ট।

ধক্‌ধক্‌ করছে ওর বুক। দ্রুত পড়তে লাগল খবরটা।

গতকাল জুনিয়র এক ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্ট মাইক ফেরির, ২৯, খুনের তদন্ত শুরু করেছে ফ্রেঞ্চ পুলিশ। এবং...

'জুনিয়র সিভিল সার্ভেন্ট,' বিড়বিড় করল নোরা। আবারও মনোযোগ দিল খবরে।

...ধারণা করা হচ্ছে, ভুল করে হত্যা করা হয় তাকে...

'আচ্ছা,' শ্বাস ফেলল নোরা।

...গাড়ির অন্য প্যাসেঞ্জারকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। ওই গাড়ি থেকে যে মহিলাকে বেরোতে দেখা গেছে, তাকে খুঁজছে পুলিশবাহিনী। জনসাধারণকে এ বিষয়ে তথ্য দেয়ার জন্যে অনুরোধ করেছেন ফ্রেঞ্চ মিনিস্ট্রি অভ জাস্টিস অফিশিয়াল মোসিউ আঁদ্রে মার্ক্স...

ভিটো উর্বানোর কথা মনে পড়তেই গলার কাছে কী যেন আটকে গেল নোরার। পাশের আর্টিকেলের হেডিঙে লেখা:

শোক পালন করছে টেনিস ক্লাব

"আমরা শোকাহত এ মর্মান্তিক সংবাদ পেয়ে," জানিয়েছেন লণ্ডনের নামকরা কুইন্স ক্লাবের সেক্রেটারি জনি বিয়ন্স। "গত চার বছর ধরে এই ক্লাবের সদস্য ছিলেন মাইক ফেরি। তিনি শুধু একজন সদস্য ছিলেন না, প্রতিভাবান এক টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে আমরা সবাই তাঁকে পছন্দ করতাম। ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধুর এমন করুণ মৃত্যু অত্যন্ত ব্যথিত করেছে আমাকে। আমরা কখনোই ভুলব না তাঁকে।"

পেপার থেকে মুখ তুলল নোরা। বিড়বিড় করল, 'মাইক ফেরি।' কুঁচকে গেল ভুরু। কয়েক সেকেণ্ড পর চমকে গিয়ে আনমনে বলল, 'কুইন্স!'

'কী?' জেগে উঠে জানতে চাইল রানা।

'কয়েন,' বলল নোরা, 'রানির মাথা খোদাই করা।'

'জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছ?'

'প্যারিসে। গাড়ির ভেতর টাকার কথা বলেনি ফেরি।

বোঝাতে চেয়েছে তার টেনিস ক্লাবের কথা।'

ধন্দে পড়েছে রানা।

ওকে কিছু না বলে দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল নোরা। ভাবছে, 'ওখানে কেন? ওখানে কী আছে?' ওর চোখ পড়ল রানার পাশে আর্মি ব্যাগের ওপর। বলে উঠল, 'হায়, ঈশ্বর! তাই তো! ওখানে লকার! সদস্যদের জন্যে একটা করে! তাই না?'

বুঝতে শুরু করেছে রানা। খবরের কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগল দ্রুত। 'মাইক ফেরি। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স অফিসার।'

'মারা যাওয়ার আগে আঙুল গুনে সংখ্যা জানাতে চেয়েছে।' আঙুল গুনে দেখাল নোরা। 'এক। চার। চার। মনে হয় লকার নম্বর। এক শ' চুয়াল্লিশ।'

খবরের কাগজ টেবিলে রাখল রানা। 'তখন মারা যাচ্ছে লোকটা। ভুলও বলতে পারে।'

ঘন ঘন মাথা নাড়ল নোরা। 'সরাসরি চেয়েছে আমার চোখে। বলতে চেয়েছে কিছু।'

'কী বলতে চেয়েছে বুঝতে পেরেছ?'

'বোধহয় বলতে চেয়েছে যেন খুঁজে দেখি এক শ' চুয়াল্লিশ নম্বর লকারটা। কুইন্স ক্লাব পশ্চিম কেনসিংটনে।' মাথা দোলাল ও, 'ওখানে একজনকে চিনি, যে সাহায্য করবে।'

তেপ্পান্ন

মিলান শহরে ভিড়ে ভরা রেলওয়ে স্টেশনের এক দোকান

থেকে রানা কিনল প্রিপেইড মোবাইল ফোন। মন হাতড়ে ঠিক নম্বরটা খুঁজে পেতে একটু সময় নিল নোরা।

'বিশ্বাস করো তাকে?' জানতে চাইল রানা। টনটন করছে কাঁধ ও বাহুর ক্ষত। পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল হোল্ডঅল।

'হ্যাঁ, ভিন্স পোলককে এক শ' ভাগ বিশ্বাস করি,' বিরক্ত সুরে বলল নোরা।

'যেহেতু তাকে চিনি না, তাই চাই না জেনে যাক আমরা কোথায় যাচ্ছি,' বলল রানা।

কল দিল নোরা। ওদিক থেকে ফোন ধরতেই নিজের নাম বলল। বাধা দিয়ে একটার পর একটা প্রশ্ন করছে লোকটা। রানার মনে হলো, নোরার নিরাপত্তা নিয়ে সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

'ভাল আছি,' বলল নোরা, 'ভেবো না। ফোন করেছি জরুরি কাজে, ভিন্স। আমাকে বলতে দাও...' দ্রুত বলতে লাগল ও।

কয়েক ফুট সরে দাঁড়াল রানা। রেল স্টেশনের হৈ-চৈ-এর ভেতরে শুনছে নোরার কণ্ঠস্বর। অ্যারাইভাল ও ডিপারচার নোটিসবোর্ডে দেখল, সঠিক সময়ে মিনিটখানেক পর রওনা হবে মনাকোর রেলগাড়ি। গলা শুকিয়ে গেছে ওর। মন চাইল সিগারেট ধরাতে। মনে পড়ল, ফেরত পাবে না পুরনো যিপো লাইটারটা। একবার বেঁচে গিয়েছিল ওটার কারণে। স্টিলের কেসিঙে লেগে পিছলে যায় বুলেট। লাইটারটা এখন আছে ইতালিয়ান প্রিযন সার্ভিসের কোনও স্টোররুমের বাক্সে।

কল কেটে রানার দিকে এল নোরা। মনে হলো খুশি। 'কথা শেষ। কাজটা করে দেবে ও।'

'হয়তো এরই ভেতর মাইক ফেরির লকার সার্চ করে সব নিয়ে গেছে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের লোক,' বলল রানা।

'ভিন্স ভাল করেই জানে, হাতে সময় নেই,' বলল নোরা।

'লকারে হয়তো সত্যিই কিছু আছে, তবে চাইলেই তো খুলতে পারবে না সদস্যদের ব্যক্তিগত লকার।'

‘এসওসিএ আইডির জোরে খোলা যায় বহু দরজা,’ বলল নোরা।

‘তা ঠিক। তবে বদলে তাকে কী দিতে হবে? আমরা কিন্তু পড়েছি ঝুঁকির ভেতর।’

আহত চোখে রানাকে দেখল নোরা। ‘আমি কিন্তু মানুষ চিনতে ভুল করি না, রানা। যেমন ভাল করেই জানি, বিপদে পড়লে আগে আমাকে বাঁচাতে চাইবে তুমি। সার্জেন্ট ভিন্সও তেমনই কেউ। আমি পদে অনেক ওপরে হলেও ছোট বোনের মতই ভালবাসে আমাকে। ভুলে যাচ্ছ কেন যে আমরা একই দলের।’

‘যদি জানতাম চলার পথে টম, ডিক বা হ্যারিদের সাহায্য নেবে, আমি হয়তো একাই কাজে নামতাম।’

কড়া চোখে রানাকে দেখল নোরা। হাত রেখেছে কোমরে। ওই ভঙ্গিতে ঝগড়া করে মারকুটে স্ত্রীরা। ‘ও, তো এটাই ভাল ছিল যে রোমে গাঁইতি মেরে তোমার ঊরু ফুটো করত গোরভ? যদিও...’

নোরা সম্মুখ যুদ্ধে নামার আগেই পিছটান দিল রানা, ‘ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবার চলো, ট্রেনে উঠি।’

সন্ধ্যা ছয়টায় রেলগাড়ি পৌঁছুল মনাকোর রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। ভ্যাটিকান সিটি বাদ দিলে দুনিয়ার দ্বিতীয় ক্ষুদ্র দেশ মনাকো। জনসংখ্যা সর্বসাকুল্যে ত্রিশ হাজার। দুই বর্গ কিলোমিটার জায়গায় রিভিয়েরা। বলা হয় পৃথিবীর বুকে স্বর্গ। একটা সাইবার ক্যাফেতে কমপিউটারের সামনে বসে ছোট দু'কাপ এসপ্রেসো কফি নেয়ায় গুনতে হলো ছোট জমিদারের সারাবছরের খাজনার সমান টাকা। তবে বিনিময়ে ওরা জেনে গেল কোথায় লিলি মৌরোর বাড়ি।

মৌরো রিয়াল এস্টেট কোম্পানির মালিক ওই মহিলা। ওটার এমডি সত্তর সাল থেকে। শহরের বাইরে লেস

রেভোইরেস ডিস্ট্রিক্টে তার ভিলা। বছরের পর বছর ধরে ভাল ব্যবসা করেছে বলে নাম আছে ওই কোম্পানির। এ ছাড়া, নিয়মিত রিভিয়েরার বড়লোকদের কাছে বিক্রি করে সব ধরনের তৈরি খাবার, তরকারী, কাঁচা মাংস ও মাছ। মহিলার ক্যাটালগ ঘেঁটে ওরা দেখেছে, কাস্টমার হিসেবে রয়েছে নামজাদা সব সিনেমার নায়ক, প্রযোজক ও পরিচালক।

ট্যাক্সিতে চেপে টিলা বেয়ে উঠতে উঠতে বলল নোরা, 'এবার জানা যাবে এত দূরে এসে লাভ হলো কি না।'

এই টিলা শহরের সবচেয়ে উঁচু। চূড়ায় সাজানো গোছানো সব বাগান ও চকচকে সাদা বিলাসবহুল ভিলা। ওপর থেকে পরিষ্কার দেখা যায় রক অভ মনাকো ও নীল ভূমধ্যসাগর। আনমনে মন্তব্য করল নোরা, 'মহিলা যদি সত্যিই অর্নেলা সিলভেস্ট্রির কাজের মেয়ে হয়ে থাকে, তার বয়স তো মনে হয় সাড়ে তিন শ' বছরের কম হবে না!'

'বরং দু-এক বছর বেশিই হবে,' বলল গম্ভীর রানা। ট্রেনে আসার সময় সন্দেহ প্রকাশ করেছে নোরা, ওরা বোধহয় খামোকা সময় নষ্ট করছে। রানা নিজেও জানে, ছুটছে বুনো হাঁসের পেছনে। সত্যিই জরুরি তথ্য দিতে পারবে লিলি মৌরো, সে সম্ভাবনা ক্ষীণ। তা ছাড়া, মহিলা যখন আলাপ করতে চেয়েছিল, তারপর ঘটে গেছে বহু কিছু। ধরে নেয়া হয়েছে, ও রবার্তো ল্যারিয়োর খুনি। সাক্ষাৎ করতে চাইবে কি না মহিলা, তাতেও সন্দেহ আছে। বয়স্কা মহিলা পাকা অপরাধীর সঙ্গে বসে কথা বলবে, বা চা-বিস্কিটের ব্যবস্থা করবে, সেটা আশা করা অনুচিত।

মনাকো বন্দরের ওপরের টিলার মাথায় মৌরো ভিলা। রাস্তা থেকে বেশ ভেতরে। চারপাশে বিশাল বাগান। রোমে কাউন্ট অক্টাভিও দে কন্টির ভিলার অন্তত চারগুণ বড় বাড়ি মহিলার। সাদা পাথরের পিলার ঝিকমিক করছে সূর্যের লালচে আলোয়। সন্ধ্যার হাওয়ায় ফিসুফ্রিস শব্দে দুলছে সারি

সারি পাম গাছের দীর্ঘ পাতা। লম্বা ড্রাইভ পেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ির সামনে থামতেই কারুকাজ করা ছোট এক বাগানের গেটের ওদিক থেকে প্রাণপণে খেউ-খেউ শুরু করল দীর্ঘ রোমের এক পিকিঙিয কুকুর। ভিলার বাইরে কালো ধোঁয়ার মত জানালাওয়ালা কালো এক লিমাযিন। কেউ না কেউ আছে বাড়িতে। আগেই বিল মিটিয়ে দিয়েছে রানা, নোরাকে নিয়ে নেমে পড়ল ট্যাক্সি থেকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে পায়ের সামনে হোল্ডঅল রেখে নক করল দরজায়।

একটু পর দরজা খুলল এক মহিলা। বয়স হবে বড়জোর ষাট। অতিরিক্ত মেকআপ করা চেহারা। ভাল দর্জি দিয়ে তৈরি কোটের বুক পকেটে দুটো দামি কলম।

মহিলাকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'সিনোরা মৌরো?'

মাথা নাড়ল বৃদ্ধা। শুদ্ধ ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলল, 'খালাকে এখন পাবেন না। আমি মাদাম রিযো।'

'রিয়াল এস্টেটের বিশেষ এক বাড়ি নিয়ে আলাপ করব,' বলল রানা, 'আমাদের জন্যে অপেক্ষায় আছেন সেনোরা মৌরো।'

ওর সস্তা হ্যাট ও সাদা ট্রেনিং শু দেখার পর, আপাদমস্তক ওকে মাপল মহিলা। 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?' বুঝে গেছে, ভাল কাস্টমার নয়। টি-শার্টে আবার লেখা: ইয়াহ্, বেইবে! এসব তো আছেই, তার ওপর শোফার চালিত রোল্স্ রয়েসে করে আসেনি এরা। আরেকবার মাথা নাড়ল বয়স্কা মহিলা।

ওয়ালেট থেকে একটা রিসিট বের করল রানা। মহিলা বোঝার আগেই তার বুক পকেট থেকে ছোঁ দিয়ে নিল কলম। কী যেন খসখস করে লিখল রিসিটে। ওটা ভাঁজ করে ধরিয়ে দিল বৃদ্ধার হাতে। 'মাদাম রিযো, আমার নাম ডন ল্যাম্বার্ডি।' নোরাকে দেখাল। 'ইনি মিসেস ল্যাম্বার্ডি। আমরা এসেছি ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক চুক্তির জন্যে।' জোর দিয়ে বলল, 'দয়া করে নোট পৌঁছে দিন সেনোরা মৌরোর কাছে। আমরা

অপেক্ষা করছি।'

বরফের মত শীতল চোখে ওকে দেখে নিয়ে ভিলার ভেতর হারিয়ে গেল মহিলা।

'কাগজে কী?' নিচু গলায় জানতে চাইল নোরা।

'ইতালিয়ান ভাষায় লিখেছি: আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে আর্ট গ্যালারি হিরো।'

'আসলে কে ডন ল্যাম্বার্ডি?' ভুরু কুঁচকে ফেলল নোরা।

'আমি কী জানি!' উদাস হয়ে গেল রানা।

'আর আমি হচ্ছি মিসেস ল্যাম্বার্ডি?'

'তুমি যার খুশি তার বউ হও না, আমি কি মানা করেছি?'

'হুম্!' ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছে নোরা। মনে মনে বলল, 'ভাল করেই জানি, জীবন পথে সঙ্গী হিসেবে পাব না তোমাকে।'

পেরিয়ে গেল কয়েক মিনিট। ভিলার বাইরে নুড়িপাথরের ড্রাইভে পায়চারি করছে নোরা। মাঝে মাঝে লাথি মেরে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছে একটা-দুটো পাথরের টুকরো। কীভাবে বাড়িতে ঢুকবে, ভাবতে শুরু করেছে রানা, এমনসময় ফিরল মাদাম রিযো। ভেতরে যাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানাল রাগী রাগী চেহারায়। বয়স্কা মহিলার পিছু নিয়ে মার্বেল দিয়ে বাঁধাই করা অসংখ্য করিডোর পেরোল ওরা। তারপর খাটো কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠতেই সামনে পড়ল ডাবল ডোর। ওটা খুলে দিল মাদাম রিযো। ওদিকে চওড়া বারান্দা। চারপাশের টবে সুগন্ধি, রঙিন ফুলের গাছ। রটআয়ার্নের রেলিঙের ওদিকে দূরে অস্তগামী সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে সোনালি সাগর।

পিঠসোজা রাজকীয় উইকার চেয়ারে ওর জীবনে দেখা সবচেয়ে বয়স্কা মহিলাকে দেখল রানা। ছোটখাটো মানুষ, পরনে কালো পোশাক, পায়ে লাল জুতো। ফ্ল্যাগস্টোনের মেঝে স্পর্শ করছে না পা। মাথার হাল্কা সাদা চুল ঢেকেছে

স্কার্ফ দিয়ে। লোলচর্ম হাতে হালকা হাতপাখা। ধীরে ধীরে ওটা দিয়ে হাওয়া দিচ্ছে নিজেকে। অন্যহাতে এক তোড়া গোলাপের কুঁড়ি। উইকার চেয়ারের পাশে ওঅকিং স্টিক। বৃদ্ধাকে দুর্বল ও অসুস্থ বলে মনে হলো রানার। সারাশরীরের ত্বক ঝুলঝুলে হলেও গভীর নীল দু'চোখে সতর্কতা ও বুদ্ধির ঝিলিক। একপলক দেখলেই যে কেউ বুঝবে, এই মহিলা সত্যিকারের লড়াকু যোদ্ধা।

রানার পাঠানো রিসিট পড়ে আছে লিলি মৌরোর কোলে। রানা ও নোরাকে মোসিউ অ্যাণ্ড মাদাম ল্যাম্বার্ডি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিল বৃদ্ধা ভাগিনী। রানার ওপর থেকে চোখ সরল না লিলি মৌরোর।

মাথার ঢিলা হ্যাট ও কালো সানগ্লাস খুলল রানা। নরম সুরে ইতালিয়ান ভাষায় বলল, 'দয়া করে দুশ্চিন্তা করবেন না, সেনোরা মৌরো।'

'ভাবছি না আপনি আমাকে খুন করতে এখানে এসেছেন,' বলল অতিবৃদ্ধা মহিলা। ইশারায় দেখালেন দুটো ডিরেকটর্স চেয়ার। 'বসুন আপনারা। মনে হয়নি আপনি রবার্তো ল্যারিয়োকে খুন করেছেন। যদিও চিরকাল ধরেই ডার্ক মেডিউসাকে ঘিরে চলছে মৃত্যু ও কষ্টকর অভিজ্ঞতার মিছিল।'

'ডার্ক মেডিউসা?' জানতে চাইল রানা।

'ওটার জন্যেই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছি, মিস্টার রানা,' পাশের সাদা কাস্ট আয়ার্ন টেবিলে হাতপাখা রাখল বৃদ্ধা। ওটার বদলে নিল সোনালি এক খুদে ঘণ্টি। ওটা বাজাতেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলো এক তরুণী মেইড।

'এলিসা, অতিথিরা তৃষ্ণার্ত। তাঁদের জন্যে নিয়ে এসো ভাল কোনও ড্রিঙ্ক।'

'ইনি নোরা গোল্ডফিল্ড,' বলল রানা, 'আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী।'

একটু অবাক হয়ে ওকে দেখল নোরা।

মৃদু হাসল বৃদ্ধা। 'খুব সুন্দরী।' আবারও রানার দিকে ফিরল। 'খুশি হয়েছি আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে, মিস্টার রানা। ভেবেছিলাম, সঠিক জায়গায় পৌঁছায়নি আমার বার্তা।'

'একটু ব্যস্ত ছিলাম,' পায়ের সামনে হোল্ডঅল রেখে চেয়ারে বসল রানা। জানে, রাইফেল দেখলে আঁতকে উঠবেন বৃদ্ধা। 'তবে ভুলিনি আপনার কথা। আর সেজন্যেই এসেছি এখানে।'

'আশা করি কয়েক মিনিট সময় দিতে পারবেন, মিস্টার রানা?'

'কোথাও যাওয়ার তাড়া নেই,' বলল রানা।

খুশি হলো লিলি মৌরো। 'গুড। কারণ ঠিক করেছি দীর্ঘ একটি কাহিনী বলব আপনাকে।'

'বলুন,' বলল রানা।

'জন্ম নিই উনিশ শ' বারো সালে, তখন আমার নাম ছিল সিমিন মৌরো,' বলল বৃদ্ধা। 'অনেক আগের কথা। এখন আমার বয়স প্রায় এক শ' আট বছর। ঈশ্বরের দয়ায় এখনও পরিষ্কার মনে করতে পারি সব। তবে কখনও কখনও মনে হয়, এত স্মৃতিশক্তি আমার না থাকলেই ভাল ছিল।'

চারপাশ দেখাল মহিলা। 'আগে এমন প্রাচুর্য ছিল না। আমার বাবা-মা ছিল খামার মালিকের দিনমজুর। কোনও কালেই নিজেদের গ্রামের বাইরে কোথাও যায়নি তারা। দু'জনই ছিল অশিক্ষিত। আমার ছিল ছয়জন ভাই। আজ বেঁচে নেই কেউ।' চুপ হয়ে গেল বৃদ্ধা। রানার মনে হলো এক এক করে সবার নাম মনে করে নিল মহিলা। 'আমি ছিলাম সপ্তম সন্তান। তার ওপর মেয়ে। ছোটবেলায় বুঝে গেলাম, খামারের প্রচণ্ড পরিশ্রম আমার জন্যে নয়। চাই না আমি দিনমজুর হতে। ছোটবেলাতেই লিখতে-পড়তে শিখলাম। করতে পারতাম দারুণ এমব্রয়ডারি। আমার যখন

বারো বছর বয়স, জানলাম স্থানীয় এক অভিজাত পরিবারের কর্তা তাঁর নববধূর জন্যে খুঁজছেন এক কাজের মেয়ে।'

'কাউন্ট টাকিটাস দে কণ্টি,' বলল রানা।

মাথা দোলাল বৃদ্ধা। 'বয়সের তুলনায় পাকা ছিলাম। কাউন্টের প্রধান চাকরকে জানালাম, আমার বয়স চোদ্দ। কেন যেন সবাই ধরে নিল ওই কাজের জন্যে আমি উপযুক্ত। আর ওখানেই প্রথম পরিচিত হলাম কণ্টেসা অর্নেলার সঙ্গে। তখন মাত্র বিয়ে হয়েছে তাঁর। বেশি দিন লাগল না, আমরা হয়ে উঠলাম ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। তিনিই প্রথম আমার নাম রাখলেন লিলি। এরপর থেকে সবাই ডাকত ওই নামে।' চুপ হয়ে গেল বৃদ্ধা।

ড্রিঙ্ক এনেছে তরুণী এলিসা। ট্রে থেকে পাশের এক টেবিলে বোতল ও গ্লাস নামিয়ে দিল সে।

রানা ও নোরার জন্যে ক্যামপারি।

লিলির জন্যে বরফের মত ঠাণ্ডা সাদা এক বোতল ওয়াইন ও লেবু দেয়া পানি।

বিদায় নিল মেয়েটা।

আবারও বলতে লাগল লিলি মৌরো, 'কোনও কোনও দিক থেকে অর্নেলার মতই ছিল আমার অতীত। তবে তিনি জন্মেছিলেন উনিশ শ' আট সালে মিলান শহরে সম্ভ্রান্ত এক পরিবারে। তাঁর বয়স যখন সতেরো, ততদিনে বেশিরভাগ সম্পদ হারিয়ে প্রায় পথের ফকির হয়ে গেছেন তাঁর বাবা। বিক্রি করার মত বাকি ছিল শুধু সুন্দরী মেয়েটাকে। অর্নেলা রাজি হলেন বয়সে পঁচিশ বছরের বড় কাউন্ট টাকিটাস দে কণ্টিকে বিয়ে করতে। চলে গেলেন ভদ্রলোকের এস্টেটে। ভালই মনে আছে ওই বিশাল জমিদার বাড়ি। এতই বড়, ব্যবহার করা হতো না বেশিরভাগ অংশ। এতই পুরনো, সবাই ভুলেই গিয়েছিল অনেক প্যাসেজ ও ঘরের কথা। অর্নেলা একা ঘুরে বেড়াতেন ওই বাড়িতে। একদিন পেয়ে

গেলেন গোপন এক প্যাসেজ। শেষমাথায় ছোট এক ঘর। বহু বছর হলো ওটা ব্যবহার করেনি কেউ। কাজের মানুষদের কাছ থেকে অর্নেলা কৌশলে জেনে নিলেন, কেউ জানে না ওদিকে রয়েছে ওই প্যাসেজ ও সেই ঘর।

'ওই ঘর হয়ে উঠল তাঁর গোপন আস্তানা। বলে রাখি, বিয়ের পর ভীষণ অসুখী ছিলেন তিনি। তাঁর স্বামী অত্যন্ত নিষ্ঠুর মানুষ। মায়ের নির্দেশ ছাড়া এক পা ফেলতেন না। নিজেও ছিলেন হতাশ মানুষ। আর তাই সুযোগ পেলেই গায়ের ঝাল মেটাতেন অর্নেলার ওপর। চেষ্টা করতেন স্ত্রীর আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দিতে। তাঁর প্রধান কাজের লোককে বলে দিয়েছিলেন, যাতে অর্নেলার ওপর চোখ রাখে সে। ওই লোক ছিল গণ্ডারের মতই মোটাসোটা আর স্বার্থপর। নিয়মিত অর্নেলার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র হাতড়ে দেখতেন কাউণ্ট এবং তাঁর মা। বিন্দুমাত্র স্বস্তি দিতেন না তাঁকে। গোপনে রাখার জন্যে ছোট্ট ডায়েরিটা ঝুলিয়ে রাখতেন অর্নেলা গলার চেইনে। তাঁর বন্ধু বা বান্ধবী বলতে ছিলাম শুধু আমি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা আলাপ করতাম, কোথাও গিয়ে কীভাবে ভালভাবে বাস করা যায়।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ হলো লিলি মৌরো। কী যেন ভাবছে। তার চোখে লজ্জা, দুঃখ বা পাপের ছাপ, টের পেল রানা।

'সেসময়ে সামান্য স্বস্তির জন্যে শিল্প নিয়ে মেতে থাকতে চাইলেন অর্নেলা। লেখাপড়া করবেন আর্ট অ্যাকাডেমিতে। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় তাঁকে ফেল করিয়ে দিল কর্তৃপক্ষ। বলে দেয়া হলো, কোনও শিল্পবোধ নেই অর্নেলার। কাজেই তাঁর উচিত নয় সময় নষ্ট করা। এসব গোপনে করিয়েছেন কাউণ্ট। মানা করে দিলেন, খবরদার, এ বাড়িতে ছবি আঁকা চলবে না।'

'সত্যিকারের পশু,' বিড়বিড় করল নোরা। ঢালল গ্লাসে

ওয়াইন। আরও কিছু বলত, কিন্তু চোখের ইশারায় নিষেধ করল রানা।

বলে চলল বৃদ্ধা, 'অর্নেলা বুঝেছিলেন, স্বামীর প্রভাবের কারণে তাঁকে ভর্তি করা হয়নি আর্ট অ্যাকাডেমিতে। এটাও জানতেন, সত্যিকারের প্রতিভা আছে তাঁর। খোঁজ নিতেই জানলেন, যে সিনিয়র অ্যাকাডেমি ডিরেক্টর তাঁকে বাদ দেয়ার জন্যে জোর গলায় কথা বলেছেন, সেই লোকটি তাঁর স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অর্নেলা বুঝে গেলেন, ষড়যন্ত্র করেছেন কাউন্ট। শেষ করে দিতে চেয়েছেন স্ত্রীর প্রতিভা বিকাশের সম্ভাবনা। যাই হোক, তিন মাস পর কাউন্ট জানালেন, বিশাল এক ডিনার পার্টি দিচ্ছেন তিনি। গেস্টদের তালিকা থেকে অর্নেলা জেনে গেলেন, ওই ভোজানুষ্ঠানে থাকছেন সেই সিনিয়র অ্যাকাডেমি ডিরেক্টর। প্রতিশোধ নিতে চাইলেন অর্নেলা। আর্টিস্ট গোএয়ার ভক্ত ছিলেন তিনি, তাই গোপনে নকল করলেন তাঁর একটা স্বল্প পরিচিত ছবি। মিস্টার রানা, আপনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন ওটা কী?'

'গোএয়ার সেই চারকোল দিয়ে আঁকা ছবি,' বলল রানা।

'ঠিক,' বলল লিলি মৌরো।

'তারপর কী হলো?' ওয়াইনে চুমুক দিল নোরা। 'ছবি এঁকে কী হবে?'

রানা টের পেল, গল্পে মজে গেছে ল্যাম্বার্ডির নকল বউ।

'নামকরা যে স্কলার চরম অপমান করেছিলেন অর্নেলাকে, সঠিক সময়ে সেই ভদ্রলোকের ভণ্ডামি প্রকাশ করতে চাইলেন কণ্টেসা। গোএয়ার ছবিটা নকল করার পর আমার সাহায্য নিয়ে সুন্দর একটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিলেন। তারপর ডিনারের একঘণ্টা আগে যখন ব্যস্ত কাউন্ট, আমাকে অর্নেলা বললেন, ডিনারহলে সবার চোখে পড়বে এমন এক জায়গায় ওটা টাঙিয়ে দিতে। তাই করলাম আমি। প্রতিভাবান যে কেউ বলবে ছবিটা আঁকা হয়েছে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে। নকল যে

করেছে, তাকে বাহবা না দিয়ে উপায় থাকবে না।' হাসিতে কুঁচকে গেল বৃদ্ধার গাল। 'তাতে কাজ হলো দারুণভাবে। মাত্র টেবিলে বসেছেন অ্যাকাডেমি ডিরেক্টর, এমনসময় তাঁর চোখে পড়ল গোএয়ার ছবিটা। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। চড়া গলায় বললেন, "মাই গড, টাকিটাস দে কন্টি, আপনি তো একবারও বলেননি আপনার কাছে গোএয়ার আর্ট আছে!" টাকিটাস কিছু বলার আগেই স্কেচটা কাছ থেকে দেখার জন্যে ছুটে গেলেন স্কলার। নানাদিক দেখে বারবার বলতে লাগলেন, "ম্যাগনিফিসেন্ট!" তালার ফুটোতে চোখ রেখে সব দেখছিলাম আমি। অর্নেলার চেহারায় তখন জয়ের আনন্দ।'

'কাজের কাজ করেছিলেন মহিলা,' বলল নোরা।

'চেয়ার ছেড়ে উঠে অর্নেলা বললেন, "খুব খুশি হলাম যে ছবিটা আপনার পছন্দ হয়েছে, স্যর! তবে বিখ্যাত আর্টিস্ট গোএয়া ওটা আঁকেননি। এঁকেছে প্রতিভাহীন এক আর্টিস্ট। যাকে লেখাপড়ার সুযোগ দেয়নি আপনাদের অ্যাকাডেমি। আর সে মানুষটা আমি। আমিই এঁকেছি ওই ছবি।"

খেপে বোম হয়ে গেলেন কাউন্ট টাকিটাস। অতিথিরা চলে যাওয়ার পর ছবিটা এঁকেছেন বলে নির্মমভাবে পেটালেন অর্নেলাকে। নির্দেশ দিলেন, একঘণ্টার ভেতর পুড়িয়ে দিতে হবে অর্নেলার আঁকা সব ছবি। অর্নেলা নিজে কাজটা না করলে তা করবেন কাউন্ট। জানালা থেকে চোখ রাখলেন তিনি। বাধ্য হয়ে বাগানে নিয়ে গিয়ে নিজের আঁকা সব ছবি আগুনে পোড়াতে হলো অর্নেলাকে। তবে গোপন ঘরে রয়ে গেল তাঁর অনেক সৃষ্টি। তার ভেতর ছিল: "অনুতপ্ত পাপী"।'

'পরে ওটার জন্যে খুন হয়েছে অনেক মানুষ,' বলল রানা। 'কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে: কী কারণে ওটা এত মূল্যবান?'

হাসল লিলি মৌরো। 'ঠিক সময়ে জানবেন, মিস্টার

রানা। তবে সব জানার পর দয়া করে কারও কাছে প্রকাশ করবেন না। এটা আমার অনুরোধ।' চুপ হয়ে গেল মহিলা। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'রাশান ইতিহাস কতটা জানেন?'

'সামান্য,' বলল রানা। 'ইতিহাসে ভাল ছিলাম না।'

'তা হলে আপাতত বন্ধ রাখি কন্টেসা অর্নেলা ও কাউন্ট টাকিটাসের কাহিনী,' বলল লিলি মৌরো। 'ফিরতে হবে উনিশ শ' তিন সালে। তখন যার-এর আমল। সেই সময়ে রাশায় ছিলেন এক অভিজাত ভদ্রলোক। নাম মিখাইল লরোস্কি। তিনি ছিলেন ক্ষমতায় থাকা রোমানভ পরিবারের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। শুধু তাই নয়, লরোস্কি ছিলেন সাইবেরিয়ার সবচেয়ে বড় সোনার খনির মালিক। মনে করা হতো, তিনি রাশার সবচেয়ে ধনী মানুষ। সেসময়ে তিন ছেলেমেয়ে ছিল তাঁর। তাদের ভেতর একমাত্র ছেলে পিতর অ্যালেকসিভ লরোস্কির জন্ম হয়েছিল আঠারো শ' পঁচানব্বুই সালে।' বড় করে দম নিল বৃদ্ধা। 'এবার যাই উনিশ শ' তিন সালে। বিশাল ধনী লরোস্কি অর্জন করেছেন অত্যন্ত সুন্দর ও অমূল্য একটি জিনিস। পরে ওটার নাম হয়েছিল: ডার্ক মেডিউসা। তৈরির কিছু দিনের ভেতর চুরি হয়ে গিয়েছিল। আর ওটা আসলে কী তা খুলে বললে সবই বুঝতে পারবেন আপনারা।'

চুয়ান্ন

চুপ করে আছে রানা। নীরব হয়ে গেছে ব্যালকনি। বহুদূর থেকে ভেসে আসছে স্পিডবোটের গুঞ্জন। ফিসফিস শব্দে

দুলছে পাম গাছের পাতা। একরাশ সোনা ছড়িয়ে সাগরের বুকে নাক গুঁজতে শুরু করেছে সূর্য।

'ডার্ক মেডিউসা কোনও পেইন্টিং?' জানতে চাইল নোরা।

মাথা নাড়ল লিলি মৌরো। 'না। তবে ওটাও শিল্পকর্ম। ডার্ক মেডিউসা বেশ কিছু ডিমের ভেতর একটা। তৈরি করেছিলেন রাশান দরবারের শ্রেষ্ঠ জহুরি পিটার কার্ল ফ্যাবার্জে।'

নকল গোএয়ার চিত্র থেকে এখন ধনীলোকের খেলনা, ভাবল রানা। কোনও কথা বলল না ও।

'ফ্যাবার্জে তাঁর আমলে হাজার হাজার দুর্দান্ত সুন্দর ডিম তৈরি করেন,' বলল লিলি। 'প্রতিটির কারুকাজ আলাদা। তৈরির সময় ব্যবহার করেছেন একেকটা আলাদা থিম। তবে যে ডিমটা ফ্যাবার্জেকে তৈরি করতে বলেন পিতর অ্যালেকসিভ লরোস্কির বাবা, সেটা একদম অন্যরকম। প্রিন্স নিজে ছিলেন ক্লাসিক লিটারেচার ও মিথোলজির স্কলার। পড়েছিলেন গ্রিক ও ল্যাটিনে ওভিড, হোমার ও ভারজিল। তাঁর জন্যে তৈরি ডিম ছিল পৌরাণিক কাহিনী আশ্রিত।' সরু দু'হাত তুলে আট ইঞ্চি দৈর্ঘ্য জায়গা দেখাল বৃদ্ধা। 'বাইরের ডিম ছিল হোয়াইট গোল্ড ও হীরার টুকরো দিয়ে তৈরি। কারুকাজ করে তুলে ধরা হয়েছে পৌরাণিক কাহিনী। সে আমলে এসব দামি ডিমে থাকত একের পর এক চমক। কোনটার ভেতর রত্ন, কোনটায় গহনা, পোর্ট্রেট অথবা কোনও আইকন। তবে লরোস্কির ডিম ছিল নানান রত্ন ব্যবহার করে তৈরি। ইতিহাসে দ্য মেডিউসা রয়ে গেছে কুখ্যাত এবং ভয়ানক একটি সৃষ্টি হিসেবে।'

'ওই অপদেবীর চুল ছিল জ্যান্ত সাপ,' বলল নোরা, 'দৃষ্টি ফেলে পাথর করে দিত পুরুষদেরকে।'

মাথা দোলাল বৃদ্ধা মৌরো। 'ফ্যাবার্জের মেডিউসার ছিল তীক্ষ্ণ চোখ। ব্যবহার করা হয়েছিল অ্যালেক্সাণ্ড্রাইট। যার

অ্যালেকযাণ্ডার টু-র নামে পরিচিত ছিল ইমপেরিয়াল রাশার ওই জাতীয় পাথর। আলোর ওপর নির্ভর করত ওটা গাঢ় লাল হবে, না গভীর সবুজ। ডিমের অন্য অংশ কারুকাজ করতে ব্যবহার হয়েছিল মাত্র একটি ব্লাডস্টোন। প্রায় কালো, তার মাঝে ছিট-ছিট লাল আয়ার্ন অক্সাইড। দেখলে মনে হতো ছিটকে বেরোচ্ছে রক্ত। ফ্যাবার্জে এমনই যত্নে তৈরি করেন ওটা যে, দ্রুত ছড়িয়ে গেল নাম। সবাই ডাকতে লাগলঃ ডার্ক মেডিউসা।'

রাশান জুয়েলারির সঙ্গে ইতালির এক কণ্টেসার আঁকা নকল গোএয়ার চিত্রের কী সম্পর্ক, ভাবছে রানা। 'আপনি বলেছেন, চুরি হয়েছিল ডার্ক মেডিউসা। অথচ, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এখনও যেন চোখের সামনে দেখছেন ওটা।'

রানাকে গভীর চোখে দেখলেন লিলি মৌরো। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলেন নিচের ঠোঁট। কয়েক মুহূর্ত পর আবারও বলতে লাগলেন, 'ওই ডিম এতই সুন্দর, রাশার দণ্ডমুণ্ডের অধিকারী রোমানভ পরিবারের কোনও ডিমের সঙ্গে তুলনা করা যেত না ওটার। একবার লরোস্কির এস্টেটে বেড়াতে গিয়ে ডার্ক মেডিউসা দেখে মুগ্ধ হন যার নিকোলাস টু। লরোস্কিকে বলেন, ওটা পাওয়ার জন্যে যে-কোনও মূল্য দিতে রাজি আছেন তিনি। এমন কী উনিশ শ' তিন সালেও ওই ডিমের দাম ছিল কয়েক মিলিয়ন ডলার। ওটার মালিক হতে পেরে গর্বিত ছিলেন লরোস্কি। যারকে বলে দেন, ওটা বিক্রির জন্যে নয়।

'যার নিকোলাস টু ছিলেন লোভী ও নীতিবর্জিত শাসক। এভাবে তাঁকে মানা করে দেয়ায় খুব খেপে গেলেন তিনি। তারপর একরাতে লরোস্কি অপেরায় গেলে ডিমটা চুরি করতে সম্রাট পাঠিয়ে দিলেন একদল চোরকে। পরে যখন বাড়ি ফিরে লরোস্কি শুনলেন চুরি হয়েছে তাঁর ডিম, একেবারে ভেঙে পড়লেন তিনি। ভাল করেই বুঝলেন কার কাজ এটা।

ওই ডিম তখন আছে যারের উইণ্টার প্যালেসে। কারও কাছে জবাব দিতে হয় না যারকে। তাঁর পছন্দ নয় এমন কিছু কেউ করলে, পাঠিয়ে দেন ওখরানা বা সিক্রেট পুলিশ। পরে আর খুঁজে পাওয়া যায় না মানুষটাকে। হারিয়ে যায় তার মূল্যবান সব সম্পদ। কাজেই কিছু বলতে গেলে বিপদে পড়তে হবে। কারও কাছে নালিশ করলেন না লরোস্কি।

'মুখ বুজে থাকলেন তিনি। পেরিয়ে গেল কয়েক বছর। এবার বলব উনিশ শ' সতেরো সালের কথা। এত দিনে আরও বড়লোক হয়ে উঠেছেন লরোস্কি। তাঁর বড় ছেলের বয়স তখন বাইশ। সুদর্শন, অমায়িক যুবক প্রিন্স রিয়ো।'

রানার মনে পড়ল, ইতালির আর্ট গ্যালারির কথা। আঁকা হয়েছিল চরম হতাশ এক অভিজাত লোকের ছবি। কাঠের ফ্রেমের একটু ওপরে কাগজে লেখা: 'রিয়ো', সালটা উনিশ শ' পঁচিশ। তার মানে রাশান ওই লোকই প্রিন্স রিয়ো।

'আজকাল বড়লোকের বখে যাওয়া যেসব ছেলে দেখি আমরা, তেমন ছিলেন না পিতর অ্যালেকসিভ লরোস্কি রিয়ো।' উপসাগরের বহু দূরে মনাকোর বাড়িঘর ও প্রাসাদ দেখল লিলি। 'রিয়ো ছিলেন গুণী মানুষ। দুর্দান্ত বাজাতেন বেহালা। এরই ভেতর কবিতার বই প্রকাশ হয়েছে, সুনাম হয়েছে কবি হিসেবে। পাকা ঘোড়সওয়ারী। ভেবেছিলেন যোগ দেবেন মিলিটারিতে। কিন্তু সেসময়ে হঠাৎ বদলে গেল রাজনৈতিক পট।'

'উনিশ শ' সতেরো সালের রক্তাক্ত বিপ্লব,' মন্তব্য করল রানা।

মাথা দোলাল লিলি। 'এরপর কী ঘটল কমবেশি সবাই জানে। অভ্যুত্থানে বন্দি হলো যার নিকোলাস। কিছু দিনের জন্যে অদক্ষ সরকার দেশ শাসন করার পর ক্ষমতা নিল বিপ্লবী বলশেভিকদের নেতা লেনিন। গোটা দেশ জুড়ে চলল বিশৃঙ্খলা। তা ছাড়া, তখন দেশ যাচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের

ভেতর দিয়ে। খুন হচ্ছে নিরীহ মানুষ। যার ও তাঁর পরিবারের সবার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করল বলশেভিকরা। নতুন গোপন পুলিশ খুঁজে বের করতে লাগল অভিজাতদেরকে। দেশের নামে দখল করে নেয়া হলো তাদের সহায়-সম্পদ। প্রিন্স রিয়োর দুই বোনকে নিয়ে যাওয়া হলো মহিলা জেলখানায়। এরপর আর কখনও তাদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। প্রিন্স রিয়ো ও তাঁর ছোট ভাইকে বন্দি করে নেয়া হলো স্প্যালারনাইয়া কারাগারে। উনিশ শ' উনিশ সালে বলশেভিক কমিটি ঠিক করল, মেরে ফেলা হবে দুই প্রিন্সকে। তবে পালিয়ে গেলেন রিয়ো। পলাতক অপরাধী, হাতে পয়সা বলতে কিছুই নেই। বলশেভিকদেরকে ক্ষমতা থেকে ফেলতে চান বলে জড়িয়ে গেলেন প্রতিবিপ্লবী এক দলে। একনায়কের পতন ঘটিয়ে বুকে চেপে বসেছে অন্য একনায়ক। কাজেই দেশ স্বাধীন করতে হলে লড়তে হবে।

'ওদিকে অভিজাতদের সম্পদ ও সম্পত্তি নিজেদের মুঠোয় পাওয়ার জন্যে ব্যস্ত বলশেভিকরা। এমনই একসময়ে রিয়ো এবং তাঁর বন্ধুরা খবর পেলেন, উইন্টার প্যালেস থেকে এক ওয়্যারহাউসে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে কোটি কোটি টাকার সোনা, রূপা, রত্ন ও শিল্পকর্ম। সেসবের ভেতর রয়েছে ডার্ক মেডিউসাও। রিয়ো এবং তাঁর বন্ধুরা ঠিক করলেন, লুঠ করবেন ওটা। সে সময়ে যুদ্ধের কারণে সহজেই রাশায় পাওয়া যেত অস্ত্র। তাঁরা জোগাড় করলেন রাইফেল।

'সফল হলেন লুঠ করতে, তবে একইসময়ে সর্বনাশ হলো তাঁদের,' বলল বৃদ্ধা লিলি। 'ওয়্যারহাউসে ঢোকার পর তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন ওই ডিম, সেসময়ে সতর্ক করে দেয়া হলো বিপ্লবী সৈনিকদেরকে। তারা ঘিরে ফেলল রিয়োর দলের সবাইকে। বাধ্য হয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বেরোবার চেষ্টা করলেন রিয়ো এবং তাঁর বন্ধুরা। মারা গেলেন বেশ কয়েকজন। শেষপর্যন্ত প্রাণে বেঁচে ওয়্যারহাউস থেকে

বেরিয়ে যেতে পারলেন শুধু রিয়ো। তখন তাঁর সঙ্গে ছিল ওই পৌরাণিক ডিম।

'বাধ্য হয়ে রাশা ত্যাগ করলেন তিনি। সামান্য যা টাকা ছিল, প্রায় সব ব্যয় হলো গোপনে সীমান্ত পেরোতে গিয়ে। খুব বিপজ্জনক ওই যাত্রা। তুমুল বিশৃঙ্খলা চলছে রাশায়। যুদ্ধের শেষদিকে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে দলে দলে নেতৃত্বহীন সৈনিক। গ্রামের পর গ্রাম লুঠ করছে, শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধা পর্যন্ত হচ্ছে ধর্ষিতা। যেহেতু গুলি খরচ করলে আবারও পাওয়া কঠিন, তাই বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে নিরীহ মানুষ খুন করা ছিল খুব সহজ কাজ। যে-কোনও রাস্তায় চলা ছিল অনিরাপদ। ডার্ক মেডিউসার মত এত দামি জিনিস নিজের কাছে রাখার সাহস পেলেন না রিয়ো। এরই ভেতর ওটার জন্যে মারা গেছে বহু মানুষ, তাই গোপন এক জায়গায় ডার্ক মেডিউসা লুকিয়ে ফেললেন তিনি। কোথায় রেখেছেন তার ম্যাপ এঁকে নিলেন। ঠিক করলেন, এই চরম উন্মাদনা শেষ হলে একদিন আবারও ফিরবেন ডার্ক মেডিউসা নিতে।

'কপাল ভাল রিয়োর। পালিয়ে যেতে পারলেন ইউরোপে। তাঁর মত রাশানদের প্রতি সহানুভূতি ছিল প্রায় প্রতিটি দেশের অভিজাত শ্রেণীর মানুষের। ঠাঁই হলো উঁচু সমাজে। একে আকর্ষণীয় যুবক, তারপর চমৎকার বাজাতে পারেন বেহালা। বড়লোকদের ছেলেমেয়েদেরকে শেখাতে লাগলেন মিউযিক। আর তারপর রাশা থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রায় আট বছর পর উনিশ শ' পঁচিশ সালে অতিথি হিসেবে উঠলেন রোমের কাছে এক ইতালিয়ান কাউণ্টের প্রাসাদে।'

'কাউণ্ট টাকিটাস দে কণ্টির ওখানে,' বলল রানা। নানান টুকরো জোড়া দিচ্ছে ও।

'দুর্দান্ত সুপুরুষ প্রিন্স মিশতে লাগলেন অসুখী, বিবাহিতা কণ্টেসার সঙ্গে,' বলল নোরা। 'ভুলে গেলেন কার বাড়িতে

আছেন। এরপর কী হয়েছে, সেটা আন্দাজ করতে পারছি।'

'হয়তো প্রিন্স রিয়োও ছিলেন সে আমলের হৃদয়হীন অন্যান্য অভিজাতদের মত,' বলল বৃদ্ধা। 'তবে তাঁর পায়ে হৃদয় সঁপে দিলেন অর্নেলা। খুব কাছের মানুষ হয়ে উঠলেন দু'জন। অর্নেলাকে শিল্পের বিষয়ে উৎসাহ দিতেন রাজপুত্র। বদলে কণ্টেসা বলে দিলেন, স্বামীর চোখ এড়িয়ে গোপন এক ঘরে বসে ছবি আঁকেন তিনি। পরস্পরকে ভালবেসে ফেললেন অর্নেলা ও রিয়ো। তবে তাঁরা যে অন্যায্য কিছু করেছেন...' ভুরু কুঁচকে ফেলল লিলি। 'কী যেন শব্দটা?'

'অবৈধ প্রেম,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, ঠিক। তাঁদের ভেতর তা ছিল না। পরস্পরের প্রতি ছিল সত্যিকারের ভালবাসা। কিন্তু তা মেনে নিলেন না কাউন্ট টাকিটাস দে কণ্টি। প্রচণ্ড রাগ ও হিংসেয় জ্বলে গেলেন। অবৈধ প্রেমের দায়ে দায়ী করলেন স্ত্রীকে। ঘাড় ধরে প্রাসাদ থেকে বের করে দেয়া হলো পিতর অ্যালেকসিভ লরোস্কিকে। তাঁকে অবৈধ ডুয়েলে আহ্বান করলেন কাউন্ট।

'অর্নেলা জানতেন, তাঁর স্বামী পিস্তলে দক্ষ মার্ক্স্ম্যান। তাই ডুয়েলের আগের রাতে গোপনে বাড়ি ছেড়ে রিয়োর কাছে গেলেন তিনি। কাতর অনুরোধ করলেন, যেন প্রিন্স লড়াই না করেন। সে রাতে প্রেমিকের কাছেই রয়ে যান অর্নেলা। পরদিন ভোরে প্রিন্সকে বলেন, "আমরা সত্যিই এখন পরস্পরের প্রেমিক-প্রেমিকা। অবৈধ সম্পর্ক গড়েছি। কাজেই সম্মানের জন্যে লড়াই এখন বুদ্ধিমানের কাজ নয়।" অর্থহীন ওই ডুয়েল। ঝুঁকি না নিয়ে তাঁদের উচিত ছিল পালিয়ে যাওয়া। অর্নেলা আঁকবেন ছবি। মিউযিক শেখাবেন রিয়ো। কখনও বড়লোক হবেন না তাঁরা, তবে ভালই চলবে সংসার। তা ছাড়া, অত টাকা দিয়ে কী হবে? বড় কথা, পরস্পরকে পাশে পাবেন তাঁরা।'

'কিন্তু শুনলেন না রিয়ো,' বলল রানা।

‘আত্মসম্মানকে বেশি মূল্য দিতেন প্রিন্স,’ বলল বৃদ্ধা, ‘তাঁর অবর্তমানে অর্নেলার কী হবে, গভীরভাবে ভেবেছেন। তাই জানালেন, তিনি ডুয়েলে মারা গেলেও অর্থাভাবে পড়বেন না তাঁর প্রেমিকা। স্বামীকে ত্যাগ করে স্বপ্নপূরণ করতে পারবেন অর্নেলা। তখন রিয়ো জানান, কোথায় আছে ডার্ক মেডিউসা। আঁকা ম্যাপ দেন প্রেমিকার হাতে। ধারণা করেন, আর কিছু দিনের মধ্যে শান্ত হবে রাশার রাজনৈতিক পরিবেশ। তখন নিরাপদে ওখানে গিয়ে দুর্মূল্য আর্টিফ্যাক্ট সরিয়ে ফেলতে পারবেন অর্নেলা।

‘এরপর প্রিন্সের দেয়া ম্যাপ কাপড়ের ভাঁজে রেখে স্বামীর বাড়ি ফিরলেন অর্নেলা। রাত জেগে বসেছিলাম, কাউন্ট কিছু জানার আগেই অর্নেলাকে ঢুকতে দিই ভেতরে। দেরি না করে চলে যাই আমরা গোপন ওই ঘরে। লুকাতে হবে ম্যাপ। আমার মাথায় খেলে যায় কোথায় রাখা যেতে পারে। কেউ জানবে না। আমরা খুলি গোএয়ার নকল ছবির ফ্রেম। ভেতরে ম্যাপ রেখে আবারও ঠিকভাবে রাখি ছবিটা।’

‘আর প্রিন্স রিয়ো?’ জানতে চাইল নোরা, ‘তাঁর কী হলো?’

‘সেদিন ভোরে রোম শহরের বাইরে নির্ধারিত জায়গায় দেখা করলেন প্রিন্স ও কাউন্ট। চল্লিশ পা দূরে দাঁড়িয়ে একটা করে গুলি করলেন পরস্পরের দিকে। মিস করলেন রিয়ো। তবে কাউন্টের গুলি লাগল প্রিন্সের কাঁধে।’ কাঁধ ঝাঁকাল বৃদ্ধা। ‘সম্মান রক্ষা পেল।’

‘বেঁচে গেলেন রিয়ো?’

‘সে সময়ে অ্যান্টিবায়োটিক ছিল না। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল ঘা। তিন দিন পর মারা গেলেন প্রিন্স রিয়ো। একেবারে শেষ পর্যন্ত তাঁর পাশে ছিলেন অর্নেলা।’ গলা শুকিয়ে যাওয়ায় একঢোক ওয়াইন নিল বৃদ্ধা। ‘তারপর কাঁদতে কাঁদতে হাসপাতাল থেকে ফিরলেন অর্নেলা। পোশাকের ভেতর

গোপনে রেখেছেন ছোরা। প্রতিশোধ নেবেন প্রেমিকের মৃত্যুর। বাঁচতে দেবেন না কাউন্ট টাকিটাস দে কণ্টিকে। কিন্তু প্রাসাদের সদর দরজায় এসে দেখলেন, তাঁর জিনিসপত্র একটা ট্রাঙ্কে ভরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন টাকিটাস। কাউন্টের প্রধান চাকরকে বলে দেয়া হয়েছে, অর্নেলাকে যেন ভেতরে ঢুকতে দেয়া না হয়।

'আমি অর্নেলাকে পাই বাগানে ক্রন্দনরত অবস্থায়,' দুঃখিত সুরে বলল লিলি মৌরো। 'আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরেন। বললেন, এবার চলে যেতে হবে তাঁকে, আর কখনও দেখা হবে না আমাদের।

'জবাবে আমি বললাম, "আমিও আর এ বাড়িতে থাকব না। যেতে চাই আপনার সঙ্গে।"

'জবাবে তিনি বললেন, "তুমি পাগল হলে, মেয়ে? তোমার তো চাকরি আছে এখানে। আমি তো তোমাকে বেতন দিতে পারব না। কয়েকটা কয়েন, গলার এই নেকলেস আর কয়েকটা আঙটি ছাড়া বিক্রি করার মত কিছুই নেই আমার।"

'তবে জোর দিয়ে বললাম, "আপনার কাছে ওই ম্যাপ আছে, কণ্টেসা। জিনিসটা পাওয়া গেলে আবারও বড়লোক হয়ে যাবেন আপনি।"

'মনে হলো ওই ব্যাপারে আগ্রহ নেই অর্নেলার। বললেন, "আমি হারিয়ে ফেলেছি রিয়োকে।"

'জবাবে বললাম, "উনি চেয়েছিলেন ওটা যেন আপনি পান। একটু অপেক্ষা করুন। গোপন ঘর থেকে নিয়ে আসি।"'

চুপ হয়ে গেল বৃদ্ধা। ঘাড় ঘুরিয়ে চেয়ে রইল অন্ধকার সাগরের দিকে। বেশ কিছুক্ষণ পর ফিরে তাকাল রানার দিকে।

বৃদ্ধার চোখে অশ্রু দেখল রানা। গাল বেয়ে নামছে লোনা

জল।

'এরপর বেইমানি করলাম আমি,' ফিসফিস করে বলল লিলি মৌরো।

মহিলা আরও কিছু বলবে সেজন্যে অপেক্ষা করছে রানা।

'ফিরে গেলাম ওই গোপন ঘরে,' বলল বৃদ্ধা। 'দেয়ালের পাশে ঠেস দিয়ে রাখা ছিল অর্নেলার আঁকা সব ছবি। গোএয়ার ছবিটা খুঁজে নিতে সময় লাগল না। কীভাবে ফ্রেম খুলতে হয়, আগেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন অর্নেলা। এরপর যা করলাম, সেটার জন্যে পরের বিশটা বছর যে কী ভয়ানক মানসিক কষ্ট সহ্য করেছি, আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। মারা যাওয়ার পর হয়তো মাফ করে দেবেন যিশু।'

'আপনি নিজেই সরিয়ে ফেললেন ওই ম্যাপ,' বলল রানা।

চোখ মুছল লিলি মৌরো। 'ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। খুব কমবয়স তখন। হয়তো লুকিয়ে ফেলতে পারতাম ম্যাপ। পরে সুযোগ মত ফিরতাম। তবে ভীষণ ভয় লাগল, একদিন অর্নেলা জেনে যাবেন কী করেছি। টেবিলে ছিল কিছু কাগজ ও কলম। ওই ম্যাপ নকল করলাম আমি, তারপর আসলটা রেখে দিলাম ফ্রেমের ভেতর। তারপর দৌড়ে ফিরলাম বাগানে অর্নেলার কাছে। কাঁদতে কাঁদতে বললাম, বাড়ির ভেতরে গোপন ঘরের দিকে পা বাড়াতেই ধরে ফেলে কাউন্টের প্রধান চাকর। ডাহা মিথ্যা বলেছি। আর তখনই শুনলাম এক পাল কুকুরের গর্জন। সত্যি সত্যি আমাদেরকে দেখে ফেলেছে ওই লোক। প্রাণের ভয়ে বাগান থেকে পালিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম আমরা। এরপর চলে গেলাম শহরে।

'অর্নেলার কাছে যে সামান্য টাকা ছিল, তাতে রোমের গরীবদের এলাকায় কম দামের একটা ঘর ভাড়া নিলেন তিনি। যেখানে কাজ পেতাম, সেখানেই হাজির হতাম। বড়লোকদের কাপড় ধোয়া থেকে শুরু করে জুতো পরিষ্কার

করা, এসব কাজে কেটে যেত আমার সময়। আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ছবি আঁকতেন অর্নেলা। আর সব আর্টিস্টের মতই ভাবতেন, একদিন ফিরবে কপাল। কখনও অর্নেলা ভাবতে পারেননি যে সত্যিই সফল হবেন তিনি। তবে বহু বছর পর তাঁর দিকে ফিরে চাইল ভাগ্যদেবী। ভাল দামে বিক্রি হতে লাগল অর্নেলার আঁকা ছবি। আজকের মতই ছিল সে সময়ের শিল্প জগৎ। একচোখা, নিষ্ঠুর। আর ইতালিতে মহিলা আর্টিস্টের পক্ষে নাম করা ছিল খুব কঠিন।'

দূর অন্ধকারে তাকাল বৃদ্ধা। হাতড়ে বেড়াচ্ছে স্মৃতি। 'প্রথমবার সত্তর সালের দিকে সাফল্য এল অর্নেলার জীবনে। তখন তাঁর বয়স ষাট বছরেরও বেশি। ততদিনে তাঁকে ছেড়ে চলে গেছি আমি। তার আগে প্রায় ত্রিশ বছর বান্ধবীর মত কেটেছে দু'জনের সময়।' লজ্জায় মাথাটা বুকের কাছে নেমে এল বৃদ্ধার। 'এত বছর পার করেছি, কিন্তু কখনও বলিনি অর্নেলাকে, আমার কাছে আছে প্রিন্স রিয়োর ম্যাপের নকল।'

'কবে খুঁজতে গেলেন ডার্ক মেডিউসা?' জানতে চাইল রানা।

ঝট করে ওর দিকে তাকাল বৃদ্ধা। দীর্ঘশ্বাস ফেলল বড় করে। 'আপনি ঠিকই ধরেছেন, মিস্টার রানা।'

'নইলে প্রাচুর্য আসত না,' বলল রানা।

'অর্নেলার আড়ালে বহু বছর ধরেই পরিকল্পনা করেছি,' বলল লিলি মৌরো। 'সেজন্যে শিখেছি রাশান ভাষা। জেনে নিয়েছি কেমন ওই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। জানতাম, খুব কঠোরভাবে সব নিয়ন্ত্রণ করা হয় ওখানে। রাশা শাসন করত জোসেফ স্টালিন। গোপনে ওখানে গিয়ে গুপ্তধন খুঁজে বের করে আবার ফেরা খুব কঠিন মহিলার জন্যে। ধরা পড়লে মরতে হবে সাইবেরিয়ার লেবার ক্যাম্পে। তাই অপেক্ষায় থাকলাম আমি।

'তারপর উনিশ শ' তেপ্পান্ন সালে শুনলাম মারা গেছে

স্টালিন। ওই একই বছরে কাজ নিলাম এক ফ্যাক্টরিতে। ওখানেই পরিচয় হলো লিয়োনার্দোর সঙ্গে। আমার চেয়ে তিন বছরের বড় ছিল। সে ছিল ইতালিয়ান কমিউনিস্ট দলের সদস্য। সে সময়ে সোভিয়েত রাশার ক্ষমতাশালী দলের সঙ্গে ছিল ওর ভাল খাতির। লিয়োনার্দোর সঙ্গে যেতে লাগলাম নানা রাজনৈতিক মিটিঙে। আর সে সময়ে অনেকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় আমরা দু'জন সুযোগ পেলাম রাশায় যাওয়ার। রাশান সরকার আমাদেরকে দিয়েছিল স্পেশাল ভিসা। বুঝলাম, এবার হয়তো এসেছে সময়। রাশায় যাওয়ার পর একদিন রিয়োর ম্যাপ অনুযায়ী গেলাম ঠিক জায়গায়। ওটা ছিল পিটার্সবার্গের বাইরে এক পরিত্যক্ত চার্চ। কবরস্তানে ছিল অ্যালেস্যাণ্ড্রো লিয়োনিড নামের এক লোকের কবর। কথা মত আমার জন্যে ওখানে অপেক্ষা করছিল লিয়োনার্দো। পেয়ে গেলাম ডার্ক মেডিউসা। সত্যিই অপূর্ব!' গলা ধরে এল লিলি মৌরোর।

'বেশি দিনের জন্যে ওটা নিজের কাছে রাখলেন না,' বলল রানা।

'খুব সতর্ক হতে হয়েছে। আমরা খুঁজে বের করলাম এক রত্ন ব্যবসায়ীকে। ডার্ক মেডিউসা গোপনে বিক্রির জন্যে অনেক টাকা কমিশন চাইল সে। ওই আর্টিফ্যাক্ট বিক্রি করতে লেগে গেল বেশ কয়েক মাস। তারপর একদিন এল সৌদি আরবের এক শেখ। তেল বিক্রি করে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মালিক সে। প্যারিসের রিট্য্ হোটেলের এক সুইটে দেখা করলাম আমরা পঞ্চান্ন সালের আঠারোই জুলাই। ওখানে ছিল লোকটার বডিগার্ড, উকিল ও পেশাদার জহুরি। এখনও মনে পড়ে, ডার্ক মেডিউসা দেখে হাঁ হয়ে গিয়েছিল শেখ। তার সঙ্গে ছিল দুই সুটকেস ভরা এক শ' ডলারের বাণ্ডিল। একটার ভেতর ছিল আট মিলিয়ন ডলার। অন্যটার ভেতর নয় মিলিয়ন। দশ মিনিটে সব টাকা হয়ে গেল

আমাদের।'

'আমার ধারণা, এক পয়সা ডোনেশন পেল না ইতালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি,' বলল নোরা।

কথাটা পাত্তা দিল না বৃদ্ধা। 'ইতালিতে আর ফিরলাম না লিয়োনার্দো আর আমি। যা রেখে এসেছি, সেসব এমন কিছু নয় যে ফিরতে হবে। আমরা চলে এলাম মনাকোয়। জানতাম, এখানে ঝামেলা করবে না ট্যাক্স কালেক্টাররা। নিরাপদে থাকবে আমাদের টাকা।'

'তারপর থেকে মহা আনন্দে কাটাতে লাগলেন সময়,' বলল নোরা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বৃদ্ধা। 'শুনলে মনে হয় এরপর আর কী চাইতে পারে কেউ। আমরা ছিলাম গরিব। হঠাৎ পেয়ে গেছি সব। জীবনটা হয়ে উঠল পার্টি। আমাদের সত্যিকারের বন্ধু বা বান্ধবী বলে কেউ ছিল না। তাতে কী, অনায়াসেই জোগাড় করে ফেললাম একদল নকল প্রশংসাকারী। লিয়োনার্দো কিনতে লাগল একের পর এক ফেরারি বা বুগাটি গাড়ি। একবার কিনল নিজের জন্যে ইয়ট।' বুক চুলকে নিল লিলি মৌরো। 'ততদিনে পেরিয়ে গেছে দুটো বছর। মাঝবয়সী ইতালিয়ান মহিলাকে দিয়ে আর চলল না লিয়োনার্দোর। গোপনে সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে বিছানায় যেতে লাগল ও। কিন্তু কিছু দিনের ভেতর বুঝল, সুন্দরী ফ্রেঞ্চ মেয়েরা ওকে পাত্তা দেয় শুধু ওর টাকার জন্যে। পিছনে বলে বুড়ো খচ্চর। এর ফলে অতিরিক্ত মদ গিলতে লাগল লিয়োনার্দো। আর তারপর একরাতে মাতাল হয়ে তর্ক জুড়ল আমার সঙ্গে। ঝগড়াটা ছিল ভয়ঙ্কর। একপর্যায়ে রেসিং কার নিয়ে আমাদের ভিলা থেকে বেরিয়ে গেল লিয়োনার্দো। এরপর আর জীবিত দেখিনি ওকে। পরদিন ভোরে বিধ্বস্ত গাড়ি থেকে ওর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পাহাড়ি পথ থেকে নিচের পাথুরে সৈকতে পড়ে মারা গেছে।'

নীরবতা নামল ব্যালকনিতে। বুকে হাত ভাঁজ করে বসে আছে নোরা। চেহারায় সহানুভূতির ছাপ। দুর্বল হাতে একটা গোলাপ কুঁড়ি তুলে নিয়ে একটা একটা করে পাপড়িগুলো ছিঁড়ছে লিলি মৌরো। মৃদু দুলছে চেয়ারে।

রানা বুঝল, অতীতে যা করেছে, সেজন্যে লজ্জায় জর্জরিত বৃদ্ধা। বয়সের সঙ্গে বেড়েছে বিবেকের দংশন, কুরে কুরে খাচ্ছে ভয়ঙ্কর অপরাধবোধ।

'একমাত্র বান্ধবীর সঙ্গে চরম বেইমানি করেছি,' ফুঁপিয়ে উঠল লিলি মৌরো। 'যখন আমার টাকার অভাব নেই, কেনই বা সাহায্য করলাম না তাঁকে? কিছুই করিনি অর্নেলার জন্যে। আর ডার্ক মেডিউসা চুরি করেছি বলে উনিশ শ' ছিয়াশি সালে তাঁকে মেরে ফেলল একদল ডাকাত। অথচ, সব দোষ আসলে আমার। আমরা দু'জন মিলে রাশায় গেলে গোপনে বিক্রি করতে হতো না ডার্ক মেডিউসা। এত কষ্ট করে জীবন চালাতে হতো না অর্নেলাকে। চরম স্বার্থপর আমি এ কী করলাম!' ভীষণ দুঃখে মাথা নাড়ল বৃদ্ধা।

'আমার ধারণা, অর্নেলা সিলভেস্ট্রির বাড়িতে যে ডাকাত দল গিয়েছিল, তারাই লুঠ করেছে আর্ট গ্যালারি,' বলল রানা। 'মহিলা আর্টিস্টের বাড়িতে পেয়েছিল কিছু। সেই সূত্র ধরে এত বছর পর হামলা করেছে ইতালির আর্ট গ্যালারিতে। কিছু লেখা ছিল অর্নেলার ডায়েরিতে। ফলে তারা জেনে যায় তাঁর নিজের নকল করা অনুতপ্ত পাপীর ফ্রেমের ভেতর রয়েছে রিয়োর ম্যাপ।'

মাথা দোলাল লিলি। 'তা থেকে বোঝা যায় কীভাবে জেনেছে কোথায় আছে "অনুতপ্ত পাপী"। ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন অর্নেলা।'

'তবে এটা লেখেননি কোথায় আছে ওই গোপন ঘর,' বলল রানা। 'ওটা রয়ে গেল রহস্যময়।' কয়েক মুহূর্ত পর বলল ও, 'লিলি, আপনি হয়তো জানেন না এসবের পেছনে

রয়েছে এক রাশান গ্যাংস্টার। নাম তার ক্যালযি বোরকভ।'

'এক রাশান?' চোখ পিটপিট করল বৃদ্ধা।

'ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর। যা চায় তা পাওয়ার জন্যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না মানুষ খুন করতে। ...এই দীর্ঘ সময়ে আপনাকে বিরক্ত করেনি কেউ? বা হুমকি দেয়নি?'

'না,' বলল বৃদ্ধা। 'কখনও না।'

কাউন্ট অক্টাভিও দে কন্টির কথা মনে পড়ল রানার। ভদ্রলোক বলেছিলেন, আড়ালে চলে গিয়েছিল অর্নেলার সেই কাজের মেয়েটা। কেউ জানত না তার বংশের পরিচয়। ডায়েরিতেও অর্নেলা প্রকাশ করেননি কিছু। বোরকভের মত ক্ষমতাশালী লোক হয়তো সহজেই খুঁজে নিত সিমিন মৌরোকে। কিন্তু "লিলি"কে খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। বিত্তশালিনী হিসেবে লিলি মৌরো রয়ে গেছে উঁচু পর্যায়ের সমাজে। অথচ, ডার্ক মেডিউসা চুরি করেছে বলে ভীষণ কষ্ট পেয়ে মরেছে বহু মানুষ।

সবই বুঝতে পারছে রানা। তবে রয়ে গেছে একটি দিক। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল ও, 'বলুন তো, আমার সঙ্গে কেন যোগাযোগ করলেন, লিলি?'

অশ্রু মুছল বৃদ্ধা। তাকাল রানার চোখে। 'মিস্টার রানা, আমার কাছে সামান্য ছবি নয় "অনুতপ্ত পাপী"। ওটার আছে আলাদা সত্তা। আপনি দেখেছেন ওটা। এ-ও জানেন, ওই ছবির জন্যে সর্বনাশ হয়েছে কত মানুষের। অতীতে যে অপরাধ করেছি, সেজন্যে আমি লজ্জিত ও দুঃখিত। যা করেছি, তা প্রকাশ করতেও দ্বিধা করব না। টিভিতে দেখলাম অন্যের প্রাণরক্ষার চেষ্টায় নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন আপনি। সবাই বলতে লাগল আপনি আর্ট গ্যালারি হিরো। তখনই বুঝেছি, সময় হয়েছে নিজের ঋণ পরিশোধ করে দেয়ার।'

চুপ করে আছে রানা।

'লিয়োনার্দোর মৃত্যুর পর আরম্ভ করি ব্যবসা। পরিশ্রম করেছি প্রচণ্ড। তাতে এসেছে অঢেল সাফল্য। সৌদি শেখের কাছে ডার্ক মেডিউসা বিক্রি করে যা পেয়েছিলাম, এখন আছে তার বহু গুণ বেশি। মিস্টার রানা, ইন্টারনেটে ঘেঁটে দেখেছি, কেমন ধরনের মানুষ আপনি। তাই আমার সব সম্পদ বুঝিয়ে দিতে চাই আপনার হাতে। তবে সামান্য রাখব, যাতে পার করতে পারি জীবনের শেষ ক'টা দিন। এ-ও চাই, যাদের সর্বনাশ হলো আমার জন্যে, সব টাকা ও সম্পদ ভাগ করে দেবেন তাদের আত্মীয়স্বজনের ভেতর। জানি, ফেরত দিতে পারব না প্রিয় কাউকে, তবে পরিবারগুলোকে সাহায্য করতে পারব আর্থিকভাবে। আমার আর কিছু করারও নেই।' চেয়ারে হেলান দিয়ে রানার চোখে তাকাল বৃদ্ধা। 'আমার এই কাজটা কি করে দেবেন, মিস্টার রানা?'

পঞ্চান্ন

'ওই বুড়ি পচে যাওয়া হারামি কুত্তী,' স্টেকে কামড় দিয়ে বলল নোরা। 'তাকে পছন্দ করার কোনও কারণ নেই।'

রাত নয়টা। পরিবেশ উষ্ণ। হালকা হাওয়া বইছে সাগরের দিক থেকে। মৌরো ভিলার একটু দূরে সুইমিং পুলের ধারে অতিথিদের বাংলোতে ওদের জন্যে দেয়া হয়েছে ডিনার। লিলি মৌরো অনুরোধ করেছে, যাতে তার বাড়িতে রয়ে যায় ওরা। ওদের সঙ্গে ডিনারে বসতে পারেনি বৃদ্ধা। সন্ধ্যার একটু পর এক কাপ দুধ খেয়ে শুয়ে পড়েছে নিজের বেডরুমে। আগেই মনাকোর সেরা রেস্টুরেন্ট থেকে আনিয়ে

দিয়েছে রানা ও নোরার জন্যে সবচেয়ে দামি খাবার ও ওয়াইন। শ্যাতো মৌটন রথচাইল্ডের দ্বিতীয় বোতল খুলেছে ওরা।

'যা করেছেন, তার অকপট স্বীকারোক্তি দিয়েছেন,' বলল রানা।

নাক দিয়ে ঘোঁৎ আওয়াজ করল নোরা। 'তো যোগাযোগ করুক যাজকের সঙ্গে।'

'ক্ষতিপূরণ দিতে চান। বুঝতে পারছি তাঁর মনের অবস্থা। মানুষ তো কখনও কখনও ভুল করে, নোরা। অনুতপ্তও হয়।'

রানার কথা মানতে পারল না নোরা। 'হ্যাঁ, মানুষ ভুল করে। তবে সেটা বুঝেও বছরের পর বছর অন্যায় পুষে রাখে না। ...রানা, তুমি সাহায্য করবে মহিলাকে?'

'বলেছি ভেবে দেখব,' বলল রানা। 'আপাতত নিজেই আছি চরম বিপদে।'

'তা ঠিক।'

প্লেট সরিয়ে রাখল রানা। খিদে নেই। উঠে প্যাশিও ডোর পার হয়ে ঢুকে পড়ল বিলাসবহুল দুই বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টে। লিভিংরুমে থামল আর্মচেয়ারের পাশে। ওখানে রেখেছে ওর ব্যাগ। চেইন খুলে দেখল, একপাশে ক্যাশ টাকার তোড়া। আরেক পাশে একটা কাগজ। ওখানে লেখা আছে আটটা মোবাইল ফোনের নম্বর। ওগুলো অ্যালেকযাণ্ডার গোরভের ফোন থেকে নেয়া। ট্রেনে করে মিলান থেকে আসার সময় ওগুলোতে কল দিয়েছে রানা। ওই আট নম্বরের ভেতরে তিনটেয় বহুবার কল করেছে গোরভ। রানা নিজেও এতবার কল দিয়েছে, নরম হয়ে গেছে কাগজটা।

কল এলে কী বলতে হবে ভাল করেই জানে রানা। আর্মচেয়ারে বসে লিস্টের প্রথম নম্বরে ডায়াল করল ও। কল

গেল সরাসরি এক মোবাইল অ্যানসারিং সার্ভিসে। বিপ্ আওয়াজের জন্যে অপেক্ষা করল ও, তারপর পাঠাল ওর মেসেজ। সংক্ষিপ্ত ও সহজ।

'এই মেসেজ গ্রেগোরি বোরকভের জন্যে। ভাল করেই জানো আমি কে। ডার্ক মেডিউসা এখন আমার হাতে। আগ্রহ থাকলে যোগাযোগ করতে পারো।'

অন্য দুই নম্বর থেকে এল না সাড়া। একই মেসেজ দিল রানা। তারপর অন্য নম্বরগুলোতে কল দিল। লিস্টের শেষ দুটো নম্বর থেকে পেল জবাব। প্রথমটা কোনও বার অথবা নাইটক্লাব। জোর আওয়াজে বাজছে মিউযিক। মেসেজ দিল না রানা। দ্বিতীয় কলে ওদিক থেকে ধরল এক ইতালিয়ান লোক। তিনটা শব্দ বলার আগেই ফোন রেখে দিল সে।

এবার অপেক্ষা, ভাবল রানা। দেখা যাক মেসেজ পেয়ে যোগাযোগ করে কি না কেউ। মোবাইলটা পকেটে রেখে ফিরে এল নোরার কাছে।

'তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে,' রানা ফিরতেই বলল নোরা। 'ঘুম দরকার তোমার।'

'আমি ঠিকই আছি,' বলল রানা।

'না, ভাল নেই তুমি,' খালি হয়েছে ওদের গ্লাস। বোতলটা নিয়ে নোরা দেখল ভেতরে কিছু নেই। 'শিট! আর নেই!'

'হয়তো ভেবেছে দু'জনের জন্যে দুই বোতল শ্যাতো মৌটন রথচাইল্ড যথেষ্ট,' বলল রানা।

'এ অ্যাপার্টমেন্টে কোথাও নিশ্চয়ই ওয়াইন বা মদ পাব।' চেয়ার ছেড়ে উঠল নোরা। হারিয়ে গেল অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর। পাঁচ মিনিট পর হাসিমুখে ফিরল দুটো ক্রিস্টালের গ্লাস ও একটা বোতল হাতে। 'বুঝলে, প্যাসেজের শেষে ছোট এক দরজা আছে। তোমার গিয়ে দেখা উচিত ওই ওয়াইন সেলার। শত শত শ্যাম্পেনের বোতলে ভরা।

বোধহয় জানোও না কী এনেছি। অ্যার্মানিয়্যাক। আঠারো বছরের পুরনো। কী বুঝলে? চলবে কয়েক আউন্স?'

'তোমার কথা ফেলার মত লোক নাকি আমি, নোরা গোল্ডফিল্ড!'

গ্লাস ভরে ব্র্যাণ্ডি ঢালল নোরা।

মনাকো স্টেশন থেকে কেনা ম্যাচ দিয়ে সিগারেট জ্বেলে নিল রানা। মনে মনে আফসোস করল ওর যিপো লাইটারের জন্যে। সিগারেটের প্যাকেট নোরার দিকে বাড়িয়ে দিল ও।

মাথা নাড়ল নোরা। 'না, লাগবে না।' তবে কয়েক সেকেণ্ড পর দ্বিধা নিয়ে বলল, 'কী হবে একদিন ধোঁয়া গিললে?' সিগারেট নিয়ে দুই ঠোঁটের ফাঁকে ঝুলিয়ে নিল ও। রানা জ্বেলে দিল সিগারেট। বেশি জোরে টান দিয়েছে ব্রিটিশ সুন্দরী। খক-খক করে কেশে উঠে বলল, 'নিজেই ভেবে দেখো, আমার ওপর পড়ছে তোমার খারাপ প্রভাব! খুন হব বলে মনে হচ্ছে! ঘুরতে শুরু করেছে মাথা। এসব জিনিস খুন করে মানুষকে!'

'সবাই তা-ই বলে,' সায় দিল রানা। 'তবে আমার উপায় থাকলে রাশান মাফিয়া আর ব্রিটিশ ইণ্টেলিজেন্সের বদলে বেছে নিতাম প্যাকেট-কে-প্যাকেট সিগারেট।'

চুপচাপ ধূমপান করতে লাগল ওরা। মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে অত্যন্ত দামি ও সুস্বাদু ব্র্যাণ্ডিতে। নিচের সৈকত থেকে এল হাসির আওয়াজ। স্প্যানিশ গিটারে প্লাক করছে কেউ। বড় হুতাশ ভরা বিষাদময় সুর। বহু দূরে ভেসে যাচ্ছে উষ্ণ হাওয়ায় ভর করে।

'সোহানাকে কল করবে না? তুমি তো মুক্ত!' বলল নোরা।

মুখ তুলে মেয়েটাকে দেখল রানা। 'সোহানা?'

'ওকে নিয়েই তো ভাবছ, তাই না? অদ্ভুত সুন্দরী এক মেয়ে। ভালবাসে তোমাকে।'

‘কখনও পরস্পরকে সংসার-জীবনে চাইব না আমরা,’ কয়েক মুহূর্ত ভেবে বলল রানা। ‘কাজটাই তো এমন। যে-কোনও সময়ে খুন হব। সোহানা এটা ভাল করেই জানে। বিয়ের পর সোহানা বা আমার মৃত্যু হলে তা সইতে পারব না কেউই। তার চেয়ে মাঝে মাঝে কাছে আসাই তো ভাল।’ প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল রানা, ‘তুমি বলেছিলে তোমার জীবনে এসেছিল কেউ।’

মাথা নাড়ল নোরা। ‘আমি ছিলাম ওর ওপরে ওঠার মই।’ করুণ দেখাল মেয়েটার মুখ। ‘দু’বছর আগে বুঝেছি, ও আসলে আমার নয়।’

‘দু’বছর তো অনেক সময়,’ বলল রানা।

‘এই লম্বা সময় পেয়ে শুকিয়েছে ক্ষতটা,’ বলল নোরা। ‘এখন আর চিহ্নও নেই। ওর নাম ছিল বিল।’

মেয়েটার চোখে তাকাল রানা।

‘আমারই বড়লোক এক বান্ধবীকে বিয়ে করেছে,’ বলল নোরা। মৃদু কুঁচকে গেল ভুরু। ‘অন্যায় করেছে বলে কখনও ক্ষমা করব না ওই বান্ধবীকে। তবে যখন বুঝলাম ওরা চিট করছে আমাকে, বুকের কোথায় যেন মনে হলো: তুই মুক্তি পেয়ে গেলি, নোরা!’

মেয়েটার বাহু স্পর্শ করল রানা।

নোরার পেলব আঙুল আঁকড়ে ধরল রানার হাত। ‘এ-ই বোধহয় ভাল ছিল।’

হাত সরিয়ে নিল না রানা।

উঠে দাঁড়াল নোরা, হাত ধরে তুলল রানাকে। হাসি মিলিয়ে গেছে মেয়েটার মুখ থেকে। চোখ খুব সিরিয়াস। রানার ঘাড়ে হাত রেখে ওপরে তুলল মুখ।

ক’মুহূর্ত পর মিলিত হলো দু’জনের তৃষ্ণার্ত ঠোঁট।

বিড়বিড় করল নোরা, ‘আগামীকাল হয়তো বাঁচব না আমরা।’ বৃষ্টির মত এল ওর চুমু রানার ঠোঁটে।

দু'জন দু'জনকে কাছে টেনে নিল ওরা। একমিনিট পর হাঁফ লাগতেই ধাক্কা দিয়ে রানাকে সরাল নোরা। মুখ ফ্যাকাসে। খপ্ করে ধরল রানার হাত। ঝাপসা কণ্ঠে বলল, 'চলো, একপাক ঘুরে আসি স্বর্গ থেকে!'

বেডরুমে পা রাখল ওরা। ঠেলে রানাকে বিছানায় ফেলল নোরা। দারুণ শক্তি ওর গায়ে। টান দিয়ে খুলল টপ। শুয়ে পড়ল রানার বুকে। একের পর এক চুমু দিল রানার ঠোঁটে। একটু পর শুয়ে পড়ল পাশে। লাথি মেরে খুলল জিন্সের প্যান্ট। টেনে-হিঁচড়ে খুলতে চাইছে রানার জামা-কাপড়, যেন উন্মাদিনী হয়ে উঠছে নোরা। টান দিয়ে খুলল রানার বেল্ট, বোতাম। প্যান্টটা নিচে ফেলতে যাবে...

তখনই নোরার জিন্সের পকেট থেকে বেজে উঠল মোবাইল ফোন।

বরফের মূর্তি হলো রানা ও নোরা।

'ফোন,' রানার ঠোঁট থেকে এক ইঞ্চি দূরে নোরার ঠোঁট। লাফিয়ে নামল বিছানা ছেড়ে। চট্ করে প্যান্ট হাতড়ে নিল মোবাইল ফোন। অন করল স্পিকার। সব শুনবে রানা। কল রিসিভ করল নোরা।

'মেজর?'

অচেনা কণ্ঠ শুনল রানা।

'ভিন্স?

'হ্যাঁ। ঠিক আছেন তো? মনে হচ্ছে হাঁফ লেগে গেছে?'

চোখ থেকে একগোছা চুল সরাল নোরা। হেসে ফেলল মৃদু। 'ফোন ধরতে ছুটে এসেছি। ওদিকে কী অবস্থা?'

'সবই ছিল লকারে,' বলল সার্জেন্ট ভিন্স। 'যেমন আপনি বলেছেন। সরিয়ে নিতে সমস্যা হয়নি।' গলার আওয়াজ গম্ভীর হলো তার। 'একটা ফাইল, মেজর। দেরি না করে আপনার দেখা দরকার ওটা। আপনার ওখানে কি ফ্যাক্স আছে?'

বাইরের হলওয়েতে ছোট ফোন-ফ্যাক্স দেখাল রানা আঙুল তুলে। প্যান্ট পরছে।

'একমিনিট, ভিন্স,' বলল নোরা। দৌড়ে গিয়ে থামল ফ্যাক্স মেশিনের সামনে। সার্জেন্টের জন্যে একে একে বলল নম্বর।

'ঠিক আছে,' বলল ভিন্স, 'পাঠিয়ে দিচ্ছি। সাবধান থাকুন, মেজর। আগামীকাল আসলটা ডিপোযিট করব আমার ব্যাঙ্কে। পড়লেই বুঝবেন ওটা কীসের।' দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল সার্জেন্টের কণ্ঠে: 'মেজর, প্রয়োজনে দেরি করবেন না আমাদেরকে ডাকতে।'

ফোন রাখার একমিনিট পর খ্যার-খ্যার আওয়াজে চালু হলো ফ্যাক্স মেশিন। জেগে উঠেছে পাশের প্রিন্টার। ওটার পেট থেকে বেরোতে লাগল একের পর এক কাগজ।

দ্রুত পোশাক পরতে শুরু করে জিজ্ঞেস করল নোরা, 'কীসের ডকুমেন্ট, কোনও আইডিয়া আছে তোমার?'

মেশিনের ডিজিটাল রিডআউট দেখল রানা। 'কীসের জানি না, তবে ফাইলটা বারো পৃষ্ঠার।'

রঙিন ফ্যাক্স মেশিনের সময় লাগল প্রায় দুই মিনিট। পেয়ে গেল রানা অপারেশন এমআর নাইন-এর ফাইল।

'দল ত্যাগ করে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স অফিস থেকে বেরোবার সময় ফাইলটা চুরি করেছিল মাইক ফেরি,' বলল নোরা। পড়তে শুরু করেছে ডকুমেন্ট। 'মাই গড!'

ক্লাসিফায়েড অপারেশন। বিস্তারিতভাবে লিখিত। হাই-র‍্যাঙ্কিং অফিশিয়ালের সই করা। বারবার এসেছে জেমস গ্যারেট, জ্যাক পিয়ার্স, রুথ পার্কার, টমাস কেইন ও জেমিনা লিস্টারের নাম। প্রথম দুই পৃষ্ঠায় ক্যালযি বোরকভ এবং তার ছেলের ওপর রিপোর্ট। এক ছবিতে দেখা গেল মোটর ইয়টে সুন্দরী এক সোনালি চুলের মেয়ের পাশে বাপ-ব্যাটা।

তৃতীয় পাতা থেকে শুরু আসল ডকুমেন্ট। সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

দেয়ার পর ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের অস্থায়ী চিফ নির্দেশ দিয়েছে জ্যাক পিয়ার্সের ডিপার্টমেণ্টকে, যাতে কাজে নামে তারা। রবার্তো ল্যারিয়োর মাধ্যমে ওই ডিপার্টমেণ্ট আগেই জানত লুঠ করা হবে আর্ট গ্যালারি।

চতুর্থ পৃষ্ঠায় ছবি। লোকটাকে চিনল রানা। ব্যালকনি থেকে তাকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। আসল নাম পাওলো স্ট্রাডা। আণ্ডারকভার এজেন্ট। ডাকাতদলে ভিড়ে যেতে নির্দেশ দেয়া হয় তাকে। জ্যাক পিয়ার্স অনুমতিপত্র তো দিয়েইছে, তার সইয়ের নিচে অস্থায়ী ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স চিফের সই।

'নিরীহ মানুষ খুন হলেও পাত্তা দেয়নি এরা,' তিক্ত স্বরে বলল নোরা। 'এই লাইনটা পড়ে দেখো: "এ অপারেশনের প্রয়োজনে যে-কোনও ধরনের ক্ষতি হলে, সেজন্যে এজেন্টকে কোনও দায় নিতে হবে না।" মাইক ফেরি যেমন বলেছিল।'

এরপরের দু'পাতায় রবার্তো ল্যারিয়োকে কীভাবে কাবু করতে হবে, তার বিশদ বর্ণনা। সঙ্গে পতিতাদের সঙ্গে লোকটার কিছু নোংরা ছবি। এসব প্রকাশ পেলে ছড়িয়ে পড়বে আন্তর্জাতিক স্ক্যাণ্ডাল।

পরের পৃষ্ঠা একটা নির্দেশনামা।

'হারামজাদা কাকে বলে,' বিড়বিড় করল নোরা।

ল্যারিয়োর ছবির নিচে লেখা: "এলিমিনেটেড।" মুখের ওপর মেরে দেয়া হয়েছে লাল স্ট্যাম্প।

নিচে অপারেশনে যারা জড়িত, তাদের কোডনেম। এরপর সই করেছে অস্থায়ী ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স চিফ জেমস গ্যারেট। সিকিউরিটি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, রবার্তো ল্যারিয়োর বাড়িতে রানা যাওয়ার কয়েক মিনিট আগেই বেরিয়ে যায় খুনি।

শেষ কয়েক পৃষ্ঠায় রানার সংক্ষিপ্ত রেকর্ড ও স্যাটেলাইট ইমেজ। রোমের পথে হাঁটছে রানা।

'কী বুঝলে?' রানার দিকে তাকাল নোরা।

আবারও বাজল ফোন।

এবার অন্য রিংটোন। ওই ফোন পেয়েছে রানা গোরভের কাছ থেকে। ফ্যাক্স প্রিন্টআউট রেখে পকেট থেকে মোবাইল ফোন নিল ও। কল রিসিভ হতেই ওদিক থেকে পাথুরে, ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বলল কেউ, 'আমি ক্যালযি বোরকভ। তোমার কাছে একটা জিনিস আছে, যেটা আমার চাই।'

ছাপ্পান্ন

'তাই তো শুনলাম। এজন্যেই নাকি চারদিকে খুন খারাবি করে বেড়াচ্ছ,' বলল রানা। 'সত্যি নাকি?'

'সমস্যা তো এখানেই,' শুকনো হাসল মাফিয়া ডন। 'তবে কী করে বুঝব সত্য বলছ? তোমার কাছে থাকে কী করে ডার্ক মেডিউসা?'

'সে অনেক লম্বা গল্প। বলার ধৈর্য নেই। শুধু জেনে রাখো, ওটা সামনে নিয়ে বসে আছি,' বলল রানা, 'দৈর্ঘ্যে আট ইঞ্চি। সাদা সোনা আর হীরা দিয়ে কারুকাজ করা। চারপাশে পৌরাণিক দৃশ্য।'

কিছুক্ষণের জন্যে চুপ হয়ে গেল বোরকভ। তারপর জানতে চাইল, 'আর ভেতরে কী?'

''ও, তুমি জানতে চাও ভেতরের মেডিউসা দেখতে কেমন? ছোট মূর্তি। ব্লাডস্টোন দিয়ে তৈরি। গাঢ় সবুজ, তার ওপর লাল রঙের ছিটছিট। রীতিমত ভয় লাগিয়ে দেয়া রাক্ষসী। আর চোখ? ওরে, বাবা, বোধহয় অ্যালেক্সান্ড্রাইট!'

সামান্য কেঁপে গেল বোরকভের কণ্ঠ, 'কোথায় পেলে

ওটা!' উত্তেজিত নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার।

'পরিত্যক্ত চার্চের কবরস্তানে ছিল অ্যালেস্যাণ্ড্রো লিয়োনিড নামের এক লোকের কবর, সেখানে,' বলল রানা। 'একটু দেরি করেছ তুমি।' ডাহা মিথ্যা বলে ধুকপুক করছে ওর বুক। মাফিয়া ডন উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করলে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়বে। আলাপটা অন্যদিকে সরিয়ে নিতে চাইল ও, 'তো ওটা তোমার চাই বুঝি? আরও খদ্দের কিন্তু আছে আমার হাতে।'

'এটা কীভাবে সম্ভব হলো?' জানতে চাইল ক্যালযি বোরকভ।

'কারণ তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ আমি,' বলল রানা।

'ওটা আমার চাই,' বলল গ্যাংস্টার, 'দর-দাম? সেসব সামনা-সামনি কথা বলে স্থির করা ভাল।'

'ধরে নিচ্ছি আমাকে সামনে পেলেই নিজের লোকদেরকে বলবে, যেন খুন করা হয় আমাকে। তাই না?'

'আমার ছেলে পচা গুয়ের চেয়েও বেশি খারাপ ছিল,' বলল বোরকভ। 'একই কথা খাটে ল্যারিয়োর বিষয়ে। ওদের চেয়ে অনেক মূল্যবান ওই ডিম। বিশ্বাস রাখতে পারো আমার ওপর। আমি ব্যবসায়ী মানুষ। কিনব ওটা, তবে শর্ত হচ্ছে: আসবে তুমি একা।'

'ভাবছ সঙ্গে পুলিশ নিয়ে যাব?' হাসল রানা। 'ভুলে গেলে আমি পলাতক অপরাধী? ওরা খুনের দায়ে খুঁজছে আমাকে। রবার্তো ল্যারিয়ো পচা গু হলেও নামকরা গু ছিল।'

'তা হলে চুক্তি হয়ে যাক। আমাকে দেবে আমার দরকারি জিনিসটা, বদলে পাবে প্রাণ ভিক্ষা।'

'তা যথেষ্ট নয়। ইউরোপ থেকে উধাও হতে লাগবে টাকা। যথেষ্ট পরিমাণে। ধরে নাও বিশ মিলিয়ন ডলার।'

'আমি রাজি। একা আসবে তুমি।'

'আমিও যাব,' মাঝ থেকে বলল নোরা।

'সঙ্গে আমার বান্ধবীও যাবে,' বলল রানা।

চুপ হয়ে গেল মাফিয়া ডন। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'ঠিক আছে। আসবে তোমরা মস্কোয়।'

'না, বার্লিনে,' আপত্তি তুলল রানা। 'ওখানে মিটিং হবে।'

'না। তাতে রাজি নই। দেখা করব আমরা জর্জিয়ায়।'

'ডলারে ভরা সুটকেস তৈরি রেখো। বিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।'

'আমার বিমান তুলে নেবে তোমাদেরকে। কোথায় আছ তোমরা?'

'মনাকো।'

'কখন পাঠাব বিমান?'

'পরে জানিয়ে দেব,' বলল রানা।

খুট্ করে কেটে গেল লাইন।

'রানা, পাগল হলে?' মাথা নাড়ল নোরা। 'প্রথম সুযোগে খুন করবে। তার চেয়ে ফোন দিই জন বোলানের কাছে। একদল অফিসার গ্রেফতার করবে ক্যালযি বোরকভকে। তাতে এত ঝুঁকি নিতে হবে না।' টেবিলের ফাইল দেখাল। 'ওটা আমাদের মুক্তিপণ। ক্ষতি করার সাহস পাবে না কেউ। ফিরতে পারব স্বাভাবিক জীবনে।'

'যা ভাবছ, অত সহজ নয়, নোরা,' বলল রানা। 'ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের সহায়তা নিলে খুন হব। সেটা চাইছি না। এখন ফোন দেব অচেনা একজনের কাছে। পরে আরেকবার কথা বলব ক্যালযি বোরকভের সঙ্গে। গুছিয়ে নেব আমাদের প্ল্যান। তুমি কিচেন থেকে দুটো গ্লাস আর ওয়াইন নিয়ে এসো।'

রাত গভীর।

লিলি মৌরোর কম্পাউণ্ড ত্যাগ করে পাহাড়ি পথে নেমে চলেছে রানা ও নোরা। রানার কাঁধে ব্যাগ। কিছুক্ষণ হাঁটার পর কপাল গুণে পেয়ে গেল একটা ট্যাক্সি। সময় লাগল না

বন্দরের কাছে পৌঁছে যেতে। ট্যাক্সির বিল মিটিয়ে সাগরসৈকতে বসল ওরা। চেয়ে রইল অন্ধকার জলের দিকে। মৃদু ছলছল শব্দে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ছে ছোট সব ঢেউ। দূরে দুলছে সেইলিং ইয়ট ও ক্যাটাম্যারান। ট্রিলিয়ান ডলারের এক ঝলমলে মেগাইয়টে চলছে উদ্দাম পার্টি।

অনেকক্ষণ পর বলল নোরা, 'সময় তো হলো। আসতে দেরি করছে কেন?'

মাথা দোলাল রানা। 'পৌঁছে যাবে যে-কোনও সময়ে।'

পেরিয়ে গেল পাঁচ মিনিট। তারপর ওরা শুনল উড়ে আসছে ছোট বিমান। কয়েক কিলোমিটার আগেই সাগরে নামল ওটা। পরস্পরের দিকে তাকাল রানা ও নোরা।

টোপ গিলেছে ক্যালযি বোরকভ।

দু'মিনিট পর বন্দর থেকে এল এক আউটবোর্ড লঞ্চ। রানা ও নোরা জানে, ওটা আসছে ওদেরকে তুলে নেয়ার জন্যে। সৈকত থেকে উঠে জেটির দিকে চলল ওরা। একটু পর পৌঁছে গেল লঞ্চের পাশে। অন্ধকারে ঘাপটি মেরে ছিল দুই লোক। হাতে স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন রিভলভার। সরাসরি রানার পেটে অস্ত্র তাক করল একজন। অন্যজন সার্চ করল ওদের দু'জনকে। কাজ শেষে ব্যাগ খুলে দেখল, ভেতরে কোনও অস্ত্র নেই।

ওদেরকে তোলা হলো লঞ্চে। বন্দর ছেড়ে সাগরে বেরোল দ্রুতগামী নৌযান। কড়া পাহারা দিচ্ছে লোকদু'জন।

কিছুক্ষণ পর দূরের অ্যামফিবিয়ান প্লেনের পাশে ভিড়ল লঞ্চ। বিমান থেকে নামল সশস্ত্র আরও দু'জন। রানা ও নোরাকে তোলার পর সাগরে সামান্য ছুটে আকাশে উঠল বিমান। নক্ষত্র দেখে রানা বুঝল, ওরা চলেছে উত্তর-পুবে। ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাড়া সব নীরব।

পেরোল বহুক্ষণ, তারপর ওরা নামল ছোট এক এয়ারফিল্ডে। জায়গাটা জেনেভা, মিলান বা যুরিখ। বাড়িঘর

নেই কোথাও। ওদের বিমান থেমেছে চকচকে এক গাল্‌ফ্‌স্ট্রিমের পাশে। সশস্ত্র গার্ডদের ইশারায় রানওয়েতে নেমে পড়ল ওরা। পিঠে ধাক্কা দিয়ে তুলে দেয়া হলো আধুনিক বিমানে। ফ্লাইংবোটের চেয়ে অনেক বিলাসবহুল। আরামদায়ক চামড়ার সিটে বসে চোখ বুজল রানা ও নোরা। আগেই ঠিক করেছে, মোটেই পাত্তা দেবে না গার্ডদেরকে।

সময় লাগল না আধুনিক জেট বিমানের আকাশে উঠতে। ধীরে ধীরে পেরোল সোয়া সাত ঘণ্টা। আকাশ চিরে চলেছে জেট বিমান। আবার যখন গাল্‌ফ্‌স্ট্রিম নামল মেঘের নিচে, ওরা বুঝে গেল পার করে এসেছে গোটা দুয়েক টাইম যোন। নিচে বুনো এলাকা। পোর্টহোল দিয়ে পাহাড়ের পাইন গাছের সারির ওদিকে দেখল লালচে সূর্যটা উঠি উঠি করছে।

ঘন গাছে ভরা উপত্যকার ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে বিমান। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ নেমে গেল এক রানওয়েতে। রানা ধারণা করল, বহু বছর আগে তাড়াহুড়ো করে ওই রানওয়ে তৈরি করেছে মিলিটারি ইঞ্জিনিয়াররা। টারম্যাকের এখানে-ওখানে রকেট বিস্ফোরণের চিহ্ন।

'বোধহয় ইউরোপিয়ান কোনও ওঅর যোনে পৌঁচেছি,' নোরাকে বলল রানা। 'সম্ভবত দেশটা জর্জিয়া।'

বিমান নামার পর খুলে গেল দরজা। অস্ত্রের মুখে রানওয়েতে নামানো হলো ওদেরকে। একটু দূরে জর্জিয়ান লাইসেন্স প্লেটসমেত কালো এক হামভি দেখে নোরা বুঝল, ঠিকই ধরেছে রানা। ওদেরকে নেয়া হলো গাড়িটার কাছে। ওটা থেকে নামল দুই লোক। তাদের কাউকে ক্যালযি বোরকভ বলে মনে হলো না রানার। মাফিয়া ডনের সঙ্গে দেখা হবে বোধহয় পরে। সামনের সিট থেকে যে নেমেছে, তার হাতে স্টক ফোল্ড করা বেঁটে কালাশনিকভ রাইফেল। ধমকের সুরে কী যেন বলল সে। গার্ডদের দু'জনের জ্যাকেটের পকেট থেকে বেরোল কালো দুটো হুড। সামনে

বেড়ে রানা ও নোরার মাথায় ওগুলো পরিয়ে দিল তারা।

রানা টের পেল, শক্তিশালী এক দানবের হাত চেপে ধরেছে ওর বাহু। ধাক্কা দিয়ে তোলা হলো হামভির পেছন সিটে। তিন সেকেণ্ড পর পাশে বসিয়ে দেয়া হলো নোরাকে।

গর্জে উঠল হামভির ইঞ্জিন। ধুম্ শব্দে বন্ধ হলো দরজা। কয়েক মিনিট চলার পর এবড়োখেবড়ো রাস্তায় পড়ল জিপ। কাপড়ের মুখোশের ভেতরে আলো দেখে রানা বুঝল, লাল সূর্যের দিকে চলেছে ওরা। আন্দাজ বিশ মিনিট চলল হামভি। কয়েকবার থামল কয়েকটা গেটে। তারপর হঠাৎ করেই ব্রেক কষে থেমে দাঁড়াল গাড়ি। খুলে গেল দরজা। অন্তত দু'জন করে লোক হামভি থেকে নামাল রানা ও নোরাকে। ওরা হাঁটছে সিমেন্টের চাতালে। একটা দরজা দিয়ে নেয়া হলো ঝিরঝিরে হাওয়ার শীতল কোনও বাড়ির ভেতর। দীর্ঘ করিডোর ধরে যাওয়ার পর থামল ওরা কোনও ঘরের দরজার সামনে। খোলা হলো কবাট। রানা ও নোরাকে নেয়া হলো ঘরের ভেতর। পুরনো চামড়া ও গান অয়েলের গন্ধ পেল রানা। কুঁচকে ফেলল নাক। এইমাত্র ওর মুখের কাছে বদগন্ধের শ্বাস ফেলেছে কেউ। ধাক্কা দিয়ে বসিয়ে দেয়া হলো চেয়ারে। টান দিয়ে রানার মাথার হুড খুলল কেউ।

ডেস্কের ওদিকে ক্যালযি বোরকভকে দেখল রানা। রাশান গ্যাংস্টারের পরনে হালকা ধূসর সুট। কাঁধ ও বুকের কাছে বেশি আঁটো। হাতদুটো রেখেছে ডেস্কের ওপর। যে-কেউ বুঝবে, একসময় প্রচণ্ড কায়িক পরিশ্রম করেছে এই লোক। ঘন ভুরুর নিচ থেকে ওদেরকে দেখছে কঠোর দুই চোখ।

ক্যালযি বোরকভের বামে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় মাঝবয়সী এক লোক। মাথায় টাক পড়ছে তার। পরনে সুট। চোখে চশমা। নার্ভাস বলে কুঁচকে গেছে ভুরু।

দীর্ঘক্ষণ রানার দিকে চেয়ে রইল বয়স্ক লোকটা। অপলক দৃষ্টিতে তাকে দেখল রানাও। ওর পেছনে অর্ধচন্দ্রের মত

দাঁড়িয়ে পড়েছে বেশ ক'জন। তাদের ভেতর রয়েছে শক্তপোক্ত দুই লোক। এরাই বিমান থেকে নামিয়ে এনেছে রানাকে। এ ছাড়া, আছে হামভির দুই লোক। অন্য দু'জন অচেনা।

রানার মতই সতর্ক হয়ে উঠেছে নোরা। বুঝে গেছে, এদের প্রত্যেকে সশস্ত্র, সুটের ভেতর রয়েছে পিস্তল বা রিভলভার। দু'জনের হাতে দুটো কালাশনিকভ রাইফেল। মাযল তাক করেছে রানার মাথা লক্ষ্য করে।

পাথরের মূর্তির মত বসে আছে রানা।

'তুমি জানো আমি কে,' ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বলল বোরকভ।

'জানি,' জবাবে বলল রানা।

বামের লোকটাকে দেখাল বোরকভ। 'এ আমার সহকর্মী, গ্রেগোরি বোরকভ।' কঠোর চোখে দেখল রানার আনা ব্যাগ। ঘরের আরেক পাশের চেয়ারে উপুড় করা হয়েছে ওটাকে। গম্ভীর কণ্ঠে বলল মাফিয়া ডন, 'তুমি ওটা আনোনি।'

'আগেই বলেছি, আমার নিয়ম মেনে চললে পাবে ডার্ক মেডিউসা,' বলল রানা। 'এখন অর্ধেক টাকা। আমি চলে যাওয়ার পর জানবে কোথায় পাবে সোনার ওই ডিম। ওটা হাতে পেলে দেবে বাকি টাকা। তুমি নিজে আসতে পারো, বা পাঠাতে পারো তোমার লোক।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাফিয়া ডন। চেহারা ধৈর্যশীল শিক্ষকের মত। এমন কেউ, যে কিনা অঙ্ক বোঝাতে চাইছে বোকা ছাত্রকে। 'দরকার হলে তোমার পেট থেকে সব বের করবে আমার লোক।'

'জানি, বহু মানুষকে নির্যাতন করেছ ইনফর্মেশনের জন্যে,' গ্রেগোরি বোরকভের দিকে তাকাল রানা। আরও কুঁচকে গেছে লোকটার ভুরু। চুপচাপ শুনছে কথা। 'কিন্তু আমি যোগাযোগ না করলে কয়েক ঘণ্টা পর আমার এক সহযোগী বুঝে নেবে, খারাপ কিছু হয়েছে। ফলে বাকি জীবন

ওই সোনার ডিম দেখবে শুধু স্বপ্নে।'

কড়া চোখে ওকে দেখল ক্যালযি বোরকভ। পড়তে চাইছে যুবকের মন। সরাসরি চোখে চোখ রেখে বসে থাকল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর ধীরে ধীরে মাথা দোলাল মাফিয়া ডন। 'বেশ, ভাল। ওকে ডলার দেখাও, গ্রেগোরি।'

হাতের ইশারায় রানাকে উঠতে বলল চশমা পরা লোকটা। রানার সঙ্গে চেয়ার ছাড়ল নোরা। দুই লোক সরাসরি রানার মাথার দিকে তাক করল রাইফেলের নল।

'এত ভয় পাচ্ছ কেন?' হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে ক্যালযির দিকে ফিরল রানা। 'এতবার সার্চ করার পরেও ভয় কাটছে না, মাথার দিকে তাক করিয়ে রেখেছ রাইফেল-পিস্তল। এত ভীতু হয় কী করে মানুষ!'

ইশারা করল বোরকভ। রাইফেলের নল ঘুরে গেল মেঝের দিকে।

গ্রেগোরির পিছু নিল রানা ও নোরা। থামল মার্বেলের তৈরি সাইডবোর্ডের পাশে। ওখানে রাখা হয়েছে সুটকেস। ক্যালযি বোরকভের মুখোমুখি হয়ে মাথা দোলাল রানা। 'খুলে দেখাতে বলো।'

কমবিনেশন লক ঘোরাতে লাগল গ্রেগোরি বোরকভ। নিচু গলায় বলল, 'নিজে গুনেছি।' ক্লিক শব্দে খুলে গেল ল্যাচ।

নিজের দিকে সুটকেস টেনে নিল রানা।

পাশেই নোরা।

সাবধানে ঢাকনি খুলল রানা। ভেতরে থরে থরে ডলারের বাণ্ডিল। ওখান থেকে নিল একটা বাণ্ডিল। তারপর আরেকটা। বুড়ো আঙুল দিয়ে খর-খর আওয়াজে নাড়ল ব্যাঙ্ক নোট।

'পেলে তো,' নীরবতা ভাঙল ক্যালযি বোরকভ।

'চলবে,' বলল রানা। মাথা দোলাল গ্রেগোরির দিকে। সরিয়ে ফেলল আরও কয়েকটা বাণ্ডিল। আঙুলে লাগল শীতল ধাতব কিছু। তারপর আরেকটা। শুয়ে আছে দুটো কোল্ট

.৪৫ ডাবল-অ্যাকশন অটোমেটিক পিস্তল। কক করা। আশা করা যায় চেম্বারে আছে বুলেট। রানার মতই দ্রুত হাতে কোল্ট পিস্তল তুলে নিল নোরা। সুটকেসের আড়াল থেকে পিস্তল তাক করেছে রাইফেলধারী দুই লোকের দিকে। ট্রিগার টিপল রানা ও নোরা।

গুলির বিকট শব্দে কাঁপল চারপাশের আসবাবপত্র। সুটকেসের ঢাকনি ভেদ করে দুই বুলেট বিঁধল রাইফেলওয়ালা দুই লোকের বুকে ও মাথায়। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে মেঝেতে পড়ল লাশ। এরইমধ্যে সাইডবোর্ডের একপাশে সরে গেছে রানা ও নোরা। পিস্তল বের করছে মাফিয়া ডনের ডাকাত দল। হামভির ড্রাইভারের বুকে বিঁধল নোরার বুলেট। পরক্ষণে তিনবার গর্জে উঠল রানার পিস্তল। আরও দুটো গুলি পাঠাল নোরা।

কয়েক মুহূর্ত পর মিলিয়ে গেল প্রচণ্ড শব্দের প্রতিধ্বনি। ঘরে নামল মৃত্যুশীতল নীরবতা। মেঝেতে পড়ে আছে ক্যালযি বোরকভের ছয়জন মৃত গানম্যান। এখনও সুটকেসের ঢাকনি চুইয়ে বেরোচ্ছে নীলচে ধূসর ধোঁয়া।

গ্রেগোরি বোরকভের দিকে তাকাল রানা। সুটকেসে অস্ত্র পাওয়ার আগে জানত না সত্যিই সাহায্য করবে কি না রাশান লোকটা। অনিশ্চিত চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে বোরকভের ভাতিজা। তার চোখে চরম আতঙ্ক দেখল রানা। বুঝে গেল, গুলি খেয়ে আগে কাউকে মরতে দেখেনি সে।

ডেস্কের ওদিকে পাথর হয়ে গেছে মাফিয়া ডন। ঝুলে পড়েছে নিচের চোয়াল। একবার দেখছে রানাকে, তারপর আবার গ্রেগোরিকে।

'ভাবছ কী হলো?' ক্যালযি বোরকভকে বলল রানা।

মনাকোতে মৌরোর বাড়ি থেকে ক্যালযি বোরকভকে কল করার সময় রানা জানত না, কাজটা ঠিক হচ্ছে কি না। তার সঙ্গে দ্বিতীয়বার কথা বলার আগে কল দিয়েছে গ্রেগোরি

বোরকভের কাছে। কয়েকবার রিং হওয়ার পর ফোন রিসিভ করেছে লোকটা। রানার পরিচয় জানার পর বলল, 'ক্যালযি বোরকভ আমার চাচা। তার হয়ে কাজ করি।' এরপর সরাসরি মূল প্রসঙ্গে এসেছে সে। 'আপনি বলেছেন আপনার কাছে ডার্ক মেডিউসা আছে।'

'আমার সামনেই আছে,' বলেছে রানা।

'চাইছেন চাচার সঙ্গে চুক্তি করতে। তবে মনে হচ্ছে, নিজের মৃত্যু ডেকে আনছেন আপনি। মেরে ফেলার আগে আপনাকে ভয়ঙ্কর নির্যাতন করবে সে।'

'আমি সতর্ক মানুষ,' বলেছে রানা।

দ্বিধা নিয়ে নীরব থেকেছে লোকটা। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে বলেছে, 'আপনাকে অন্য পথ দেখাতে পারি। ডার্ক মেডিউসা বিক্রির অর্ধেক টাকা পেলে ব্যবস্থা করে দেব প্রাণে বাঁচার।'

'ক্যালযি বোরকভের কী হবে?' জানতে চেয়েছে রানা।

'বুঝিয়ে বলব, যাতে আপনাকে ছেড়ে দেয়।'

'আপনার কথা মানবে কেন সে?'

'কারণ, তার অনেক গোপন তথ্য আমার জানা। ওগুলো প্রকাশ পেলে সোজা যাবে জেলে।'

পরের পাঁচ মিনিটে ক্যালযি বোরকভের কিছু অপরাধের বয়ান শুনেছে রানা। ওসব প্রকাশ পেলে চিরকালের জন্যে ধসে পড়বে মাফিয়া ডনের সাম্রাজ্য।

এরপর বলেছে রানা, 'বলছেন, কর্তৃপক্ষের কাছে সব ফাঁস করে দেবেন বলে হুমকি দিলে, কুকুরগুলোকে আমার পেছন থেকে সরিয়ে নেবে সে? কেন করবেন আপনি এসব?'

'কারণ সর্বনাশ হওয়ার আগেই মুক্তি পেতে চাই,' বলেছে গ্রেগোরি। 'আমার বাচ্চা ও স্ত্রীর কথা ভাবছি। টাকা পেলে বহু দূরে চলে যাব। নতুন করে শুরু করব জীবন।'

নোরার সামনে পায়চারি করতে করতে ভেবেছে রানা, এই লোক মিথ্যা বলছে বলে মনে হচ্ছে না। কণ্ঠস্বর মরিয়া।

'ধরলাম মাফিয়া ডনের মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আছে,' বলেছে রানা, 'চাইলে যখন তখন ব্ল্যাকমেইল করতে পারেন। মুক্তি পাওয়া কঠিন হবে না।'

'আপনি চেনেন না তাকে,' জোর দিয়ে বলেছে গ্রেগোরি। 'এক পয়সাও দেবে না। মাঝ থেকে হারাব প্রাণটা।'

'আমারও তা-ই ধারণা, বেইমানি করলে পৃথিবীর কোথাও লুকাতে পারবেন না। খুন হবে আপনার পরিবার।'

ঢোক গিলেছে গ্রেগোরি। 'কথা ঠিক। ডার্ক মেডিউসা বিক্রির ভাগ পেলে পরিবার নিয়ে পালিয়ে যাব।'

'সেক্ষেত্রে চোখের সামনে দেখবেন ওদেরকে খুন হতে,' বলেছে রানা, 'আপনার মগজেও বুলেট গেঁথে দেবে। যেভাবে কাজ করতে চাইছেন, তাতে মনে হয় না কাজ হবে। তবে দেখাতে পারি অন্য পথ। সেক্ষেত্রে চুক্তি করবেন আপনি আমার সঙ্গে। মরবে আপনার চাচা আর দলের ক'জন স্যাঙাৎ। চাইলে দলের দায়িত্ব নিতে পারবেন।'

'আমি জেলে যেতে চাই না।'

'আমাকে সাহায্য করলে জেলে যেতে হবে না।'

দীর্ঘক্ষণ চুপ থেকেছে গ্রেগোরি। নীরবে কেটেছে সময়। রানা বুঝতে পেরেছে, প্রাণপণে মাথা খাটাচ্ছে লোকটা।

'এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই, গ্রেগোরি,' বলেছে রানা। 'আপনি নিজেই বলেছেন, আপনার চাচা দল থেকে সরে যেতে দেবে না আপনাকে। আর এসব জানেন বলেই আলাপ করছেন আমার সঙ্গে। কাজেই মন দিয়ে শুনুন আমার কথা। জেনে নিন কী করতে হবে। তাতে আপত্তি থাকলে জানিয়ে দেবেন।'

এরপর সংক্ষেপে আলাপ করার পর কল কেটে আবারও ক্যালযি বোরকভকে ফোন দিয়েছে রানা।

নীরব স্টাডিতে বিস্মিত চোখে নিজের লোকদের লাশ দেখছে ক্যালযি বোরকভ। ডেস্কের পেছনে সে যেন মোমের

ফ্যাকাসে মূর্তি। মানসিক কষ্ট নিয়ে চাচার দিকে চেয়ে আছে গ্রেগোরি বোরকভ।

একটা লাশ টপকে ডেস্কের সামনে থামল রানা। 'তোমার সঙ্গে কথা বলার পর দীর্ঘ আলাপ হয়েছে গ্রেগোরির সঙ্গে আমার। ও ঠিক করেছে, এখন থেকে তোমার হয়ে আর কাজ করবে না। মুক্তি চায়। ধরে নিতে পারো অবসর নিয়েছে ও।

'চাচা, আমি...' শুরু করেও থেমে গেল গ্রেগোরি।

ভীষণ রাগে লালচে হয়ে উঠেছে মাফিয়া ডনের মুখ। কঠোর চোখে দেখল ভাতিজাকে। 'গ্রেগোরি! ভাবতে পারিনি বেইমানি করবে তুমি!'

'কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি করবে,' ক্যালযি বোরকভকে বলল রানা। 'ভাল করেই জানে, কী ধরনের কাজ করে তোমার সংগঠন। ওর মাধ্যমে সব নাম ও ঠিকানা পাবে পুলিশ। গত কয়েক দশকে যা করেছ, প্রকাশ পাবে সব। ধরে নিতে পারো বাকি জীবন বেরোতে পারবে না তুমি জেল থেকে।'

'গ্রেগোরি, এজন্যে মরবে তুমি,' ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বলল মাফিয়া ডন।

'আমার তা মনে হয় না,' বলল রানা, 'নতুন পরিচয়ে চলে যাবে দূরের কোনও দেশে। সে-ব্যবস্থা করবে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স। বদলে আদালতে জানাবে কী করো তুমি। এসব ব্যবস্থা করে দেব আমি নিজেই।'

বিস্মিত চোখে ওকে দেখছে বোরকভ। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'কিন্তু...'

'জানি কী ভাবছ,' মুখের কথা কেড়ে নিল রানা। 'না, আমি ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট বা পুলিশ নই। এই সেদিনও ছিলাম দাগী আসামী। পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম দেশ থেকে দেশান্তরে। খোঁজা হচ্ছিল খুনের দায়ে। উপায় ছিল না যে আইনের হাত থেকে রক্ষা পাব। কিন্তু গতকাল পাল্টে

গেছে পরিস্থিতি। সেজন্যে ধন্যবাদ দেব তোমার বন্ধু রবার্তো ল্যারিয়োকে।'

ক্যালযি বোরকভের গলার গভীর থেকে বেরোল অদ্ভুত এক আওয়াজ। থরথর করে কাঁপছে গাল ও থুতনি। দু'হাত বিছিয়ে দিল ডেস্কের চামড়ার ওপর। লোকটার বুকে কোল্টের নল তাক করে রেখেছে রানা। 'ইতালির আর্ট গ্যালারিতে ছোট্ট ইউগো, ওর মা এবং অন্যদেরকে খুন করেছ। তাই শপথ নিয়েছি, তোমার রক্ষা নেই। কিন্তু এখন দেখছি দুর্বল, অসুস্থ এক লোভী লোক তুমি। তাই গুলি করে মারব না তোমাকে। বাকি জীবন থাকো জেলখানায়।'

হঠাৎ ভুস্ করে বাতাস ছাড়ল বোরকভ। ভীষণভাবে খিঁচ ধরল তার দেহে। শুরু হয়েছে বেদম কাশি। খপ্ করে ধরল কোটের পকেট। বোতাম ছিঁড়ে ভেতর থেকে নিল বড়ির একটা টিউব। ওটা খুলল বটে, তবে কাঁপা হাত থেকে পড়ে গেল একরাশ বড়ি। ডেস্ক থেকে দুটো তুলে মুখে ফেলল সে। বোধহয় শুকিয়ে গেছে গলা। ঢোক গিলতে গিয়ে বিশ্রী আওয়াজ তুলল লোকটা।

'আজকাল বড়িতে কাজ হচ্ছে না,' বলল গ্রেগোরি, 'ডাক্তারের কাছে নিতে হবে।'

কমতে শুরু করেছে মাফিয়া ডনের কাশি।

পিস্তল নামিয়ে শান্ত স্বরে বলল রানা, 'গ্রেগোরি বলেছে, মারা যাচ্ছ কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিয়োরের কারণে। বড়জোর বাঁচবে একবছর। আমি হলে আটকে রাখতাম অন্ধকূপে। তবে তোমার ভাতিজাকে কথা দিয়েছি, শেষ ক'টা দিন অপেক্ষাকৃত আরামে কাটাতে পার তুমি। ওটা ছিল চুক্তির শর্ত।'

'আপনার ভালর জন্যেই, চাচা,' বলল গ্রেগোরি।

ঘৃণা ভরা চোখে তাকে দেখল ক্যালযি বোরকভ।

'আরেকটা কথা, বোরকভ,' বলল রানা, 'তুমি যখন

তরুণ, তার আগেই উনিশ শ’ পঞ্চান্ন সালে তোমার সেই সাধের অণ্ড বিক্রি করে দেয়া হয়েছে আরবের এক শেখের কাছে। এতকাল খামোকা খুঁজলে ওটা। বাকি জীবনেও দেখবে না।’

রানার কথা শুনে ভীষণ কষ্টে বিকৃত হলো ডনের চেহারা। ধুপ্ করে মাথা পড়ল ডেস্কের ওপর। একহাতে চেপে ধরেছে বুক। নিচ্ছে লম্বা সব শ্বাস।

রানার মনে হলো, যে-কোনও মুহূর্তে অক্কা পাবে লোকটা।

টান দিয়ে একটা ড্রয়ার খুলল বোরকভ। রানা প্রতিক্রিয়া দেখাবার আগেই তার হাতে উঠে এল মাউযার পিস্তল। লাফিয়ে সরে গেছে রানা। যেখানে ছিল, ওদিক দিয়ে গিয়ে কাঁচের এক ডিসপ্লে ভেদ করল বুলেট। পরক্ষণে পিস্তলটা ভাতিজার দিকে তাক করল মাফিয়া ডন।

একইসময়ে রানা ও নোরার পিস্তলের দুটো বুলেট ফুটো করল মাফিয়া ডন ক্যালযি বোরকভের কপাল।

বিস্মিত চোখে রানাকে দেখল লোকটা। কপালের ফুটো দিয়ে ছিটকে বেরোচ্ছে তাজা রক্ত। হাত থেকে পড়ে গেল মাউযার। বুক থেকে বেরোল হিস্‌স্‌স্ শব্দে বড় একটা শ্বাস। পরক্ষণে চেয়ারে এলিয়ে পড়ল ক্যালযি বোরকভ।

হতবাক হয়ে চাচার দিকে চেয়ে রইল গ্রেগোরি বোরকভ।

তার দিকে তাকাল রানা। ‘আপনি ঠিক আছেন?’

কাঁপা হাতে গাল স্পর্শ করল গ্রেগোরি। নিচু গলায় বলল, ‘হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি।’

আর তখনই পাকা তরমুজের মত বিস্ফোরিত হলো তার মাথা।

সাতান্ন

পেছন থেকে শক্তিশালী অস্ত্র দিয়ে গুলি করেছে কেউ। চরকির মত ঘুরল রানা। স্টাডির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে অ্যালেকযাণ্ডার গোরভ। ডান কানে পুরু ড্রেসিং। হাতে রাশান মিলিটারি সেইগা-১২ শটগান। নল তাক করেছে সরাসরি রানার পেটে।

পিস্তলের নল ওপরে তোলার আগেই খুন হবে রানা। তখনই গুলি করল নোরা। শটগানের স্টকে লেগে পিছলে গেল ওর বুলেট। ঝটকা খেয়ে গোরভের হাত থেকে মেঝেতে পড়েছে অস্ত্রটা।

আগেই লাফ দিয়ে ডেস্কের ওদিকে পড়েছে রানা।

আবারও হলো গুলির বিকট আওয়াজ।

ওটা নোরার কোল্টের গর্জন নয়।

এইমাত্র জ্ঞান ফিরেছে গুরুতর আহত এক মাফিয়াসোর। পিস্তল তুলেই নোরাকে গুলি করেছে সে।

নারীকণ্ঠের চাপা কাতর ধ্বনি শুনেছে রানা।

ঠং করে মেঝেতে পড়েছে নোরার পিস্তল।

ডেস্কের ওপরে পিস্তল তুলে আন্দাজে গুলি পাঠাল রানা।

আগের জায়গা থেকে সরে গেছে গোরভ। পাল্টা গুলি করল রানার দিকে।

পরক্ষণে শুনল রানা নোরার হালকা পদশব্দ।

ঝনঝন করে ভাঙল কাঁচের জানালা।

চিৎকার করল রানা, 'নোরা, গাড়ির দিকে!'

'হারামজাদি!' আড়াল থেকে বাইরে গুলি পাঠাল গোরভ।

নোরার কোনও সাড়া নেই।

রানার গুলির ভয়ে আলমারির আড়াল নিয়েছে গোরভ। এইমাত্র নোরাকে গালি দিয়ে ওঠায় ওর মোটামুটি অবস্থান জেনে গেছে রানা। কিন্তু আড়াল ছেড়ে বেরোতে পারছে না।

দু'সেকেণ্ড পর বিকট আওয়াজ তুলল শটগান।

একরাশ চল্টা উঠিয়ে রানার নাকের সামনে দিয়ে চলে গেল সলিড বুলেট। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে পিস্তলের গুলি পাঠাল রানা গোরভের দিকে। কিন্তু চিতার চেয়েও দ্রুতগতি ব্যাটার। লাফিয়ে সরে গেল আড়ালে। দেরি না করে চেয়ার থেকে টেনে নিচে ফেলল রানা বোরকভের লাশ। নিজের সামনে রাখল ওটাকে।

কামানের মত গর্জে উঠল শটগান আবার। টেবিল ভেদ করে বুলেট এসে ঢুকল ক্যালযি বোরকভের বুকে।

বিজয় নিশ্চিত জেনে হাসছে গোরভ। চেম্বারে এসে গেছে নতুন গুলি।

এভাবে চলতে থাকলে সামনে টেবিল বা লাশ যা-ই থাকুক, বেশিক্ষণ থাকবে না, বুঝে গেছে রানা। নতুন কোনও বুদ্ধিও আসছে না ওর মাথায়। কাছাকাছি রেঞ্জে কতখানি ভয়ঙ্কর অস্ত্র রাশান মিলিটারি সেইগা-১২ শটগান টের পাচ্ছে আজ হাড়ে হাড়ে।

পরক্ষণে চারপাশ ভরে গেল বিকট আওয়াজে। সম্ভবত ধৈর্য হারিয়ে অটোতে সেট করে ট্রিগার টিপেছে দৈত্যটা। টেবিল থেকে নানাদিকে ছিটকে গেল ভাঙা জিনিসপত্র। মেহগনি কাঠের ভারী ডেস্ক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। দু'সেকেণ্ডে ওই শটগান থেকে বেরোয় ত্রিশটি বুলেট। অর্থাৎ, গুলি শেষ, এখন রিলোড করতে হবে তাকে। একটা একটা করে গুলি ভরবে, নাকি গুলিভরা নতুন ম্যাগাযিন আছে লোকটার কাছে জানে না রানা।

ঝুঁকিটা নেবে ঠিক করল ও। কোল্টের গুলি শেষ, জানে

ও, তবু ওটাকেই বাগিয়ে ধরে একলাফে ভাঙা ডেস্ক টপকাল রানা। আরেক লাফে পৌঁছুল ভাঙা জানালার কাছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল আলমারির আড়ালে দাঁড়িয়ে বন্দুকটা কাঁধে তুলছে গোরভ। সাঁই করে খালি পিস্তল ছুঁড়ল রানা দৈত্যের কপাল লক্ষ্য করে। বন্দুকটা উঁচু করে পিস্তল ঠেকাবার চেষ্টা করল গোরভ, কিন্তু সোজা এসে লাগল ওটা ওর বামহাতের কনুই বরাবর। ব্যথা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল দৈত্য, দড়াম করে মেঝেতে পড়ল সেইগা।

আরও দেখার জন্যে থামল না রানা। ডাইভ দিয়ে কাঁচ ভেঙে পড়ল বাইরের উঠানে। এক গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল গাড়ির দিকে। নোরাকে দেখতে পেল, হামভির দিকে ছুটছে, কাঁধ থেকে ঝরছে রক্ত— ভিজে গেছে জামার পিঠ।

মাফিয়া ডনের বাড়ি আসলে বোট-হাউস। কাছেই নীল জলের হ্রদ। তার ডানে পাহাড়ের চূড়া। এক শ' গজ দূরে মূল দালান। চারপাশে বাগান। ওখানেই আছে কালো হামভি। ওটার কাছে দেখা যাচ্ছে একটা র‍্যাংলার জিপ দাঁড়ানো।

তীর বেগে ওদিকে চলল রানা। পেছনে শুনল তীক্ষ্ণ চিৎকার। ভাঙা জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে গোরভও, হাতে শটগান। রানাকে দেখামাত্র গুলি চালাল। দু'জনই দৌড়ের ওপর থাকায় রানার কয়েক ফুট দূর দিয়ে চলে গেল বুলেট। দ্বিতীয় গুলি গাঁথল হামভির গায়ে। তুবড়ে যাওয়া বিয়ারের ক্যানের মত ট্যাপ খেয়ে গেল স্টিলের বডি।

অপেক্ষা করছে নোরা। দৌড়ে গিয়ে হামভির দরজা খুলল রানা। লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠেছে নোরা। রানা ড্রাইভিং সিটে বসতেই বিস্ফোরিত হলো হামভির উইণ্ডশিল্ডের কাঁচ।

ইগনিশনে ঝুলছে চাবি। রানা ওটা মুচড়ে দিতেই গর্জে উঠল ইঞ্জিন। অ্যাক্সেলারেটরে চাপ পড়তেই লাফিয়ে এগোল জিপ। ঝনঝন করে ভাঙল পাশের জানালা। কয়েকটা গুলি

লেগেছে ড্যাশবোর্ডে। রানা বুঝল সলিড বুলেটের পাশাপাশি কিছু গুলিতে ভরা আছে সিকি ইঞ্চি ব্যাসের ছররাও। এটা আরও বিপজ্জনক। গ্যাস প্যাডেল ডাবিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল রানা। কয়েক মুহূর্ত পর চড়াও হলো তারকাঁটার বেড়ার ওপর। ভীষণ হোঁচট খেলেও আবারও দ্রুত ছুটে চলল হামভি।

দূরে জঙ্গলের সবুজ সীমানা। ওদিক দিয়ে কম্পাউণ্ড ত্যাগ করবে ভেবেছে রানা। টের পেল ত্বকে ঠাণ্ডা রক্তের ছোঁয়া। সব রক্ত গ্রেগোরির নয়। জানালা ভেঙে ডাইভ দেয়ার সময় কেটে গেছে ওর হাত-পা।

রানার দিকে তাকাল নোরা। 'এবার?'

'লেজ তুলে ভাগব,' জানাল রানা, 'মাফিয়া ডন তো শেষ! আর এই লোকের হাতে দেখতেই পাচ্ছ... কামান!'

'আমাদের হাতে অস্ত্র বলতে কিছুই নেই!' গম্ভীর হয়ে গেল নোরা।

হামভির গতি আরও বাড়াচ্ছে রানা। জানে না এবার কী করবে। বাম উইঙের আয়নায় দেখল, র‍্যাংলার জিপে উঠেছে গোরভ। এবার তাড়া করবে ওদেরকে।

খাড়া ঢাল বেয়ে সাঁই-সাঁই উঠছে হামভি। আকাশ ছাড়া কিছুই দেখছে না রানা। তবে কয়েক মুহূর্ত পর পাথুরে এক উপত্যকায় নেমে ভীষণ ঝাঁকি খেল গাড়ি।

এক কিলোমিটার দূরে পাথরের উঁচু সীমানা প্রাচীর। ওদিকে ছুটে চলেছে হামভি। রানার মনে হলো, বহু দিন আগের দেয়াল। আজকাল অন্য কাজে ব্যবহার হয়। মাঝে কাঠের গেট। ওপাশে তারকাঁটার বেড়া দিয়ে ঘেরা জলপাই রঙের বেশ বড় কয়েকটা স্টিলের ঘর।

ওদিকে পিছু নিয়েছে বিশাল চাকাওয়ালা র‍্যাংলার জিপ। পেছনের খাড়া ঢাল বেয়ে উঠে এইমাত্র লাফিয়ে নামল নিচের উপত্যকায়। প্রচণ্ড বেগ ওটার। উইণ্ডশিল্ডটা বনেটের ওপর নামিয়ে দিয়ে সেই ফাঁকে ভয়ঙ্কর শটগান বের করেছে গোরভ।

বনেটে নল রেখে তাক করেছে সামনের হামভির দিকে। ডানহাতে ধরে রেখেছে স্টিয়ারিং হুইল।

প্রচণ্ড আওয়াজ শুনল রানা ও নোরা। সঙ্গে সঙ্গে হামভির গায়ে লাগল বারো গেজের গুলি। ক্রমেই আরও খাড়া হচ্ছে পাথুরে ঢালু জমি। তুমুল বেগে নেমে চলেছে ওদের গাড়ি। গতি আরও বাড়লে যে-কোনও সময়ে উল্টে পড়বে ওরা। ব্রেক কষে গতি কমাতে চাইল রানা। তখনই টের পেল, বডির গায়ে বসে যাচ্ছে প্যাডেল! কিন্তু কাজ করছে না ব্রেক। ক্রমেই বাড়ছে হামভির গতি! গোরভের গুলিতে ছিঁড়ে গেছে ব্রেকের তার!

আতঙ্ক ভরা চোখে রানাকে দেখল নোরা।

ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছে রানা। কুস্তি শুরু করেছে স্টিয়ারিং হুইল নিয়ে। সোজা ছুটে চলল কাঠের গেটের দিকে। এক শ' পঁচিশ কিলোমিটার বেগে গেট উড়িয়ে কম্পাউণ্ডে ঢুকল হামভি। তারকাঁটার বেড়ায় লেগে ছিঁড়ে পড়ল ছাত। ড্যাশবোর্ডে হাত রেখে নিজেকে সামলে নিতে চাইছে নোরা। স্টিয়ারিং হুইল আঁকড়ে ধরে কোনমতে টিকে আছে রানা।

কমছে না গতি। প্রচণ্ড বেগে স্টিলের একটা শেড এড়িয়ে ফস্কা পাথুরে জমিতে পড়ল হামভি। ভীষণ পিছলে গেল চাকা। কাত হয়ে স্টিলের এক ঘরের দেয়ালে গুঁতো দিল গাড়ি। সব চুরমার করে ঢুকল ভেতরে। লাগল গিয়ে উঁচু করে রাখা সারি সারি বাক্সে। চারদিকে ছিটকে গেল কাঠের টুকরো। তারপর ধুম্ করে কীসে যেন লেগে থামল হামভি।

কয়েক মুহূর্ত পর সচেতন হলো রানা। স্টিয়ারিং হুইলের ওপর আছড়ে পড়ে মট্ করে ভেঙেছে পাঁজরের একটা হাড়।

ড্যাশবোর্ডে কাঁধ দিয়ে পড়ে ভীষণ ব্যথা পেয়েছে নোরা। কাতরে উঠল। 'উফ্!'

হ্যাণ্ডেল মুচড়ে দরজা খুলল রানা। গাড়ি থেকে নেমে গেল প্যাসেঞ্জার দরজার কাছে। ওটা আর নেই। টলতে টলতে

নামল নোরা। কোনও জানালা নেই স্টিলের ঘরে। ঢোকার সময় এবড়োখেবড়ো গর্ত করেছে হামভি, ওদিক দিয়ে আসছে দিনের আলো। আবছা অন্ধকারে চারপাশে তাকাল ওরা। চারপাশে কাঠ ও স্টিলের শত শত ক্রেট। হামভি গুঁতো মেরে মেঝেতে ফেলে দিয়েছে ওগুলোর কয়েকটাকে। প্রতিটার গায়ে স্টেনসিল করা অংশে সাদা রাশান অক্ষর। খুলে যাওয়া দুটো ক্রেট থেকে পড়েছে কয়েকটা একে৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল। চারপাশে গান অয়েলের কড়া গন্ধ। রানা ও নোরা বুঝে গেল, এই ঘর ক্যালযি বোরকভের অস্ত্রের গুদাম।

বাইরে ওরা শুনল একটু দূরে ব্রেক কষে থেমেছে র‍্যাংলার জিপ।

খপ্ করে একটা একে৪৭ নিল নোরা। পরক্ষণে ফ্যাকাসে হলো ওর মুখ। শত শত রাইফেল থাকলেই বা কী? সব ম্যাগাযিন খালি! গুলি কোথায়? ব্যস্ত হয়ে চারপাশে তাকাল ও।

রানাও খুঁজছে গুলি। বুঝে গেছে, যে-কোনও সময়ে শটগান হাতে ঢুকবে গোরভ। সেক্ষেত্রে করুণভাবে মরবে ওরা। কয়েক মুহূর্ত পর লাথি মেরে একটা ক্রেট ভাঙল রানা। ওটার ভেতর আছে হেভি-ডিউটি বাইপড ও দীর্ঘ স্টিলের টিউব। গোড়ার কাছে গাড়ির সাইলেন্সারের মত স্টক। ক্রেটে আরও আছে ওয়েবিং অ্যামিউনিশন বেল্ট। তাতে সারি সারি ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ পিতলের শেল। দেখতে ছোট কামানের গোলার মত।

অস্ত্রটা চিনতে দেরি হলো না রানার। রাশান বোল্ট অ্যাকশন অ্যান্টি-মেটেরিয়াল রাইফেল। পনেরো শ' গজ পর্যন্ত নিখুঁতভাবে লক্ষ্যে পাঠাবে গুলি। হালকা রণযান বিধ্বস্ত করতে জুড়ি নেই। ক্রেট থেকে ভারী রাইফেলটা তুলে নিতে গিয়ে কোমরে টান পড়ল রানার। কাঁধে ঝুলিয়ে নিল অ্যামিউনিশন ব্যাণ্ডোলিয়ার। মনে মনে বলল, 'আয়, শালা! তুই না চাস বড়

ক্যালিবারের অস্ত্র?'

ম্যাগাযিনে গুলি ভরার সময় নেই। বোল্ট খুলে ব্রিচে বুলেট ভরল রানা। বোল্ট টেনে লক করল। কয়েক পা গিয়ে থামল দেয়ালের এবড়োখেবড়ো গর্তের পাশে।

ওদিকে একের পর এক ক্রেট ভেঙে গুলি খুঁজছে নোরা।

ওদের ঘরের আশি গজ দূরে থেমেছে র‍্যাংলার জিপ। এএম রাইফেলের জন্যে ওটা প্রায় পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ। মেঝেতে শুয়ে পড়ল রানা। বাইপডে রাখল রাইফেল। জিপের ওপর স্কোপের মিল-ডট রেটিকিউয়েল তাক করে টিপে দিল ট্রিগার। কাঁধে প্রচণ্ড গুঁতো খেয়ে কালো করে ফেলল মুখ। যেন কানের কাছে পড়েছে বাজ। বিস্ফোরিত হয়ে নানাদিকে ছিটকে গেল জিপের জ্বলন্ত টুকরো। আকাশে ছিটকে উঠেছে কালো ধোঁয়া ও কমলা আগুন।

কী যেন বলছে নোরা, কানে তালা লেগেছে বলে কিছুই বুঝল না রানা। তবে কয়েক সেকেণ্ড পর দূরের এক ঘর থেকে এল টারবাইনের তীক্ষ্ণ হুঙ্কার।

রাইফেল হাতে উঠে দাঁড়াল রানা। ভাঙা পাঁজরের হাড়ের ব্যথায় কুঁচকে গেছে গাল। ওদিকের ওই ধাতব ঘরের দিকে চেয়েই বুঝল, ওটার কোনও ছাত নেই!

রানার দিকে চেয়ে আছে নোরা। আরও ফ্যাকাসে হয়েছে মুখ। দু'জনই বুঝে গেছে, ওটা কীসের গর্জন।

বোল্ট টেনে খালি গুলির খোসা মেঝেতে ফেলল রানা। আরেকটা গুলি ব্রিচে দেয়ার আগেই দেখল, ছাতহীন হ্যাঙার ছেড়ে আকাশে ভেসে উঠেছে ব্ল্যাক শার্ক। চারপাশে ধুলোবালি ছিটাচ্ছে ডাবল রোটর। অস্বাভাবিক দ্রুত এদিকে ঘুরল মৃত্যুবাহী আকাশযান। নিচু করে নিয়েছে নাক, আকাশে লেজ। স্ক্যান করছে নিচের এলাকা। ঠিক যেন শিকারি বাজপাখি। পাশেই ত্রিশ এমএম রোটারি মেশিন ক্যানন!

ওটার তুলনায় রানার রাইফেল যেন বাচ্চাদের এয়ারগান!

নাক নিচু করে তেড়ে এল আকাশদানব!

ব্যাণ্ডোলিয়ার থেকে দ্বিতীয় গুলি নিয়ে লোড করল রানা। বাইপড কাজে আসবে না, উঁচু করে ধরল রাইফেল। ট্রিগার টিপতেই যে রিকয়েল এল, আরেকটু হলে চিত হয়ে মেঝেতে পড়ত রানা।

সিনেমার দর্শকরা দেখে হাজার টুকরো হয়ে ছিটিয়ে পড়ে হেলিকপ্টার। কিন্তু এটা মুভির সেট নয়। আর্মার্ড ফিউজেলাজে লেগে পিছলে গেল বুলেট। তাতে কিছুই হলো না হেলিকপ্টারের।

এবার গোরভের পালা।

একবার নোরার দিকে তাকাল রানা। দু'জনই বুঝে গেছে, এবার পালাতে হবে প্রাণ হাতে নিয়ে!

ধাতব ঘর থেকে বেরিয়ে দূরের আরেক ঘরের দিকে ছুটল রানা ও নোরা। ঘুম থেকে জেগে উঠেছে গোরভের রোটারি ক্যানন। গোলার গতি এতই, ভারী মেশিন গানের আওয়াজ মনে হলো টানা বজ্রপাতের মত। আগের ঘরে ঢুকল একরাশ ত্রিশ এমএম শেল। বিস্ফোরিত হলো চারপাশ। ওদিকের আরেক ঘর লক্ষ্য করে রানা ও নোরা ছুটছে দেখে হেলিকপ্টার ঘুরিয়ে নিল গোরভ। তেড়ে এল প্রচণ্ড বেগে। নোরার পাশে তৈরি হলো ট্রেঞ্চের মত গভীর গর্ত। ওখানে কবর দেয়া যাবে প্রমাণ সাইযের গাড়ি। আর তখনই পা পিছলে পড়ে গেল নোরা। কয়েক ফুট গিয়ে থমকে গেছে রানা। ঘুরেই দৌড়ে এল নোরাকে তুলে নেয়ার জন্যে।

'পালাও, রানা!' মুখ তুলে বলল নোরা। উঠে বসতে গিয়ে কুঁচকে ফেলেছে মুখ। দু'হাতে চেপে ধরল ডান হাঁটু। মচকে গেছে ওটা।

ডানহাতে নোরার কোমর জড়িয়ে ধরল রানা, পরক্ষণে মেয়েটাকে তুলে নিল কাঁধে। বুঝে গেছে, আশ্রয় নিলেও গোলার আঘাতে কার্ডবোর্ডের বাক্সের মত উড়ে যাবে ধাতব

ঘর। ভাবতে না ভাবতেই ওদের চোখের সামনে ছিঁড়েখুঁড়ে গেল ওটা। মেঝেতে ধসে পড়ল পুরু এক স্টিলের সাপোর্ট গার্ডার। ওটা টপকে ছুটল রানা। হোঁচট খেয়েছে বলে আরেকটু হলে বামহাত থেকে পড়ত রাইফেল। কয়েক ফুট পেছনের মেঝে খুবলে তুলল ত্রিশ এমএম শেল।

'রানা, খুন হবে! আমাকে রেখে পালাও!' চেঁচাল নোরা।

ওকে পাত্তা না দিয়ে এক দৌড়ে ভাঙা ঘর পেরিয়ে গেল রানা। পরক্ষণে বিশ্রী আওয়াজ তুলে ওদের পেছনে ভাঁজ হয়ে ধসে পড়ল ঘর।

ছুটতে ছুটতে রানা ভাবল, প্রাণ খুলে হাসছে গোরভ।

তখনই মাথার কয়েক ফুট ওপর দিয়ে গেল হেলিকপ্টার। ওটার দমকা হাওয়ার ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গেল রানা। বামহাত থেকে ফেলেনি রাইফেল। উঠে বসে আবারও কাঁধে তুলে নিল নোরাকে। উঠে দাঁড়াতেই দেখল, দূরে গিয়ে ঘুরল সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত কমব্যাট চপার ব্ল্যাক শার্ক।

এবার আসবে ওদেরকে খতম করতে।

চারপাশে চেয়ে গলা শুকিয়ে গেছে রানার। ভাল কাভার দরকার। কিন্তু তেমন কিছু নেই!

নোরাও বুঝে গেছে, এবার মরবে ওরা।

কাছের দেয়ালের দিকে চেয়ে আছে রানা।

ওর চোখ অনুসরণ করে ওদিকে তাকাল নোরা। 'কী ভাবছ, রানা?'

'কাজটা আত্মহত্যা, তবে এ ছাড়া উপায় নেই,' বলল রানা।

'কী করতে চাও? আমাকে নামিয়ে দাও! নিজের জীবন বাঁচাও!'

'বাঁচলে একসঙ্গে বাঁচব।' দু'শ' গজ দূরে পাহাড়ি দেয়াল। ওদিকে ছুটল রানা। আহত হাতে ভীষণ ভারী লাগছে অ্যান্টি-মেটেরিয়াল রাইফেল। ডান কাঁধে শক্ত হাতে ধরেছে নোরাকে।

প্রাণের ভয়ে উড়ে চলল ও।

হেলিকপ্টারের ককপিট থেকে সবই দেখছে গোরভ। শেষবারের মত বুঝে নিল কোথায় চলেছে দুই শিকার। খুব মজা পাচ্ছে লোকটা।

জোর হুইশ্ আওয়াজ শুনে শিরার ভেতর জমাট বেঁধে গেল রানা ও নোরার রক্ত। এইমাত্র ব্ল্যাক শার্ক থেকে ছাড়া হয়েছে দুটো রকেট। সরাসরি আসছে ওদের দিকে!

ডাইভ দিয়ে নোরাকে নিয়ে ডানদিকে পড়ল রানা। ওদের মাথার ওপর দিয়ে সাঁই-সাঁই আওয়াজ তুলে চলে গেল দুই রকেট। আগুন দিয়ে প্রায় পুড়িয়ে দিল ত্বক। দুই মিসাইল লাগল গিয়ে খাড়া পাথুরে দেয়ালে। চারপাশে ছিটকে উঠল ভাঙা পাথরের টুকরো। ধুলোর ঘন মেঘে অন্ধ হয়েছে রানা ও নোরা।

এটাই সুযোগ, বুঝে গেছে রানা। টান দিয়ে আবার কাঁধে তুলল নোরাকে।

তবে মাথা নাড়ল নোরা। 'আর পারব না, রানা! ভীষণ ব্যথা! তুমি পালাও!'

নোরার আপত্তি না শুনে আবারও ওকে ডান কাঁধে তুলে নিল রানা। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে দৌড়ে উঠছে। কয়েক মুহূর্ত পর থামল খাদের মত এক জায়গায়। চারপাশে পাথরের বড় বড় বোল্ডার। এক শ' ফুট নিচে থিতু হচ্ছে ধুলোর মেঘ। তিন শ' গজ দূরের আকাশে ভাসছে ব্ল্যাক শার্ক হেলিকপ্টার।

দুটো বড় বোল্ডারের মাঝে নোরাকে নামিয়ে দিল রানা। নিজেও বসে বাইপড রাখল পাথুরে জমিতে। দ্রুত হাতে ম্যাগাযিনে ভরল সঙ্গে আনা শেষ চারটে শেল। হেলিকপ্টারের ককপিটের দিকে সরাসরি তাক করল রাইফেল।

রানাক বলল নোরা, 'কিছুই করার নেই!'

'হয়তো তাই,' বলল রানা।

ওদেরকে দেখেছে গোরভ। শত্রু খতম করতে তেড়ে এল

এক্সপ্রেস ট্রেনের মত। তবে গোলাগুলি থাকে না এক্সপ্রেস ট্রেনে। এদিকে আস্ত পাহাড় উড়িয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে ব্ল্যাক শার্ক। রানা বা নোরার উপায় নেই যে লুকিয়ে পড়বে।

রাইফেলের পেছনে শুয়ে পড়েছে রানা। এলোপাথাড়ি ভীষণ লাফ দিচ্ছে হৃৎপিণ্ড। বড় করে দম নিল। রাইফেলের নল তাক করল আকাশদানবের নাক বরাবর। ট্রিগার স্পর্শ করতেই কাঁধে লাগল প্রচণ্ড ধাক্কা। ওর মনে হলো ভেঙে গেছে কলার বোন।

আকাশ কাঁপিয়ে প্রচণ্ড জোরে ছুটে আসছে ব্ল্যাক শার্ক।

বোল্ট টেনে নতুন শেল ব্রিচে ভরল রানা। আবারও হেলিকপ্টারের দিকে পাঠাল শেল। কান ঝালাপালা হলো বিকট আওয়াজে। প্রায় কুঁকড়ে গেছে কাঁধের ব্যথায়।

শেল লাগলেও কিছুই হয়নি ব্ল্যাক শার্কের।

আর মাত্র দু'শ' গজ দূরে মৃত্যুদূত!

রানার রাইফেলে রয়েছে মাত্র দুটো শেল। আবারও ট্রিগার টিপল রানা। হেলিকপ্টারের আর্মারে লেগে রঙিন ফুলকি ছিটাল শেল। ভয়ঙ্কর দুর্ভেদ্য ব্ল্যাক শার্কের একমাত্র দুর্বল অংশ ওটার ককপিটের পুরু প্লেট গ্লাস। রানা আশা করল, সাধারণ গুলিতে কিছু না হলেও ওই কাঁচ ভেদ করবে অ্যান্টি-মেটেরিয়াল রাউণ্ড।

আর মাত্র দেড় শ' গজ দূরে ব্ল্যাক শার্ক!

কয়েক মুহূর্তে হাজির হবে নাকের কাছে!

তপ্ত কেসিং ফেলে বোল্ট টেনে নিল রানা। এই শেষ শেল। বড় করে দম নিল ও। স্কোপের ক্রসহেয়ারে নড়ছে টার্গেট।

মাত্র একটা শেল পাঠাতে পারবে রানা। আস্তে করে ট্রিগার টিপল ও। প্রবল ঝাঁকি সরিয়ে দিল রাইফেলটাকে। তার আগে ওর মনে হলো, আবছাভাবে দেখেছে ককপিটের এককোণে গোল একটা গর্ত।

প্রচণ্ড আওয়াজে উড়ে আসছে ব্ল্যাক শার্ক!

আর মাত্র এক শ' গজ দূরে!

বোল্ট টেনে খালি ব্রিচ দেখে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। ওর আর কিছু করার নেই। লড়াই শেষ। এবার অপেক্ষা মৃত্যুর জন্যে!

ওদিকে ব্ল্যাক শার্কের কন্সোল দেখাচ্ছে ফায়ারের জন্যে তৈরি মিসাইল সিস্টেম। ফায়ার বাটনে বুড়ো আঙুল রাখল গোরভ। ঠিক করেছে মিসাইল ছুঁড়বে কয়েক মুহূর্ত পর। আগে দেখতে চায় মাসুদ রানার চোখে চরম ভয়। এরপর হাজার টুকরো হয়ে মিলিয়ে যাবে বোকা লোকটা। গাধা আর কাকে বলে! সামান্য একটা রাইফেল নিয়ে লড়তে এসেছে গোরভের বিরুদ্ধে!

ভিউফাইণ্ডারে মাসুদ রানার বড় করা দেহ দেখছে সে। তিন সেকেণ্ড পর মনে মনে বলল, 'এবার তুই শেষ, শালা!'

ট্রিগার টিপে দিল সে।

কিন্তু রওনা হলো না মিসাইল।

বিরক্ত হয়ে গোরভ ভাবল, রকেট লঞ্চ হলো না কেন?

আবারও ট্রিগার টিপল সে।

ঝড়ের বেগে আসছে উঁচু দেয়াল। জয়স্টিক নেড়ে ওপরে উঠতে চাইল গোরভ। একটু পর আবার তেড়ে যাবে রানার দিকে। কিন্তু এক সেকেণ্ড পর বুঝল, সমস্যা হয়ে গেছে কী যেন! মোটেই সাড়া দিচ্ছে না কন্সোল! জীবনে প্রথমবারের মত বরফের মত ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত নামল ওর মেরুদণ্ড বেয়ে। সিটে বাঁকা হয়ে পেছনে চেয়ে বিস্ফারিত হলো দুই চোখ। আগুনের ফুলকি বেরোচ্ছে সারি সারি ইলেকট্রনিক্সের বুক থেকে!

গোরভ বুঝে গেল কোথায় লেগেছে মাসুদ রানার শেল!

ম্যালফাংশান করেছে ব্ল্যাক শার্কের কমপিউটার সিস্টেম!

এদিকে উড়তে উড়তে আসছে পাথরের দেয়াল! এবার কী করতে হবে বুঝে গেল গোরভ। কেএ-৫০ পৃথিবীর একমাত্র

হেলিকপ্টার, যেটার আছে ইজেক্টর সিট। কন্ট্রোলের দিকে হাত বাড়াল সে। শক্ত হয়ে বসল সিটে। পরক্ষণে গায়ের সব জোর খাটিয়ে টেনে দিল লিভার।

দীর্ঘ একমুহূর্তে ওর মনে হলো, ঠিক সময়ে উড়ে যাবে রোটরের ব্লেড। আর তখনই সিটের রকেট সরিয়ে নেবে ওকে বহু দূরে নিরাপদে...

কিন্তু হলো না তেমন কিছু...

মোটেই কাজ করছে না ব্ল্যাক শার্কের যন্ত্রপাতি!

রাইফেল হাতে পাথরের বোল্ডারের মাঝে ঘাপটি মেরে বসে আছে রানা। পাশেই নীরব নোরা। দু'জনই বুঝে গেছে, মরবে করুণভাবে। কেএ-৫০ কপ্টারের ক্যানোপি বিস্ফোরিত হতে দেখল ওরা। পরক্ষণে ককপিট থেকে ছিটকে উঠে কামানের গোলার মত ঘূর্ণায়মান রোটরে ঢুকল গোরভ। চারদিকে ছিটে গেল কুচি করা মাংস, কুয়াশার মত রক্তের বিন্দু ও ভাঙা সব হাড়। তখনই প্রচণ্ড বেগে নেমে আসতে লাগল মারণযন্ত্র।

সরাসরি এল রানা ও নোরার দিকে!

রাইফেল ফেলে খপ্ করে নোরার হাত ধরল রানা, পরক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে ওপরদিকে দৌড় দিল ওরা। তিন সেকেণ্ড পর ওদের পাশ কাটাল এয়ারক্রাফট। সরাসরি নাক গুঁজল নিচের পাথুরে প্রাচীরে। থরথর করে কেঁপে উঠল চারপাশ। চুরমার হয়েছে রোটর। প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙতেই বিস্ফোরিত হলো আর্মার্ড ফিউজেলাজ। পরক্ষণে অন্তত এক শ' গজ ওপরে উঠল বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারের ধ্বংসাবশেষ। তাতে তৈরি হলো প্রকাণ্ড একটা কমলা ছাতি। পাহাড়ি ঢালে শুয়ে রানা ও নোরা বুঝল, এবার ওদেরকে চাটবে আগুনের লকলকে জিভ। ফলাফল: নিশ্চিত মৃত্যু!

একমুহূর্ত পর কয়েক ফুট ওপর দিয়ে গেল আগুনে দমকা হাওয়া। পরের সেকেণ্ডে দপ করে নিভল সব শিখা। চারপাশ

ভরে গেছে কালো ধোঁয়ায়। খক-খক করে কাশছে ওরা। নোরার হাত ধরে টেনে তুলল রানা, টলতে টলতে উঠল পাহাড়ের চূড়ায়। পেছনে ফিরে দেখল, নিচে জ্বলন্ত ভাঙা হেলিকপ্টার থেকে উঠছে আকাশে ঘন কালো ধোঁয়া।

'এখন মনে হচ্ছে না ব্ল্যাক শার্ক অত বিপজ্জনক,' রানার দিকে ফিরল নোরা। এক হাতে রানার গলা জড়িয়ে ধরে চুমো খেল ওর শুকনো ঠোঁটে। তারপর ফিস ফিস করে বলল, 'বিশেষ করে তুমি আমার পাশে থাকলে!'

ভাঙা পাঁজরের হাড়ের টনটনে ব্যথা সহ্য করে মৃদু হাসল রানা।

দূরে হ্রদের পাশে ক্যালযি বোরকভের বাড়ি।

ওদিকটা একদম চুপচাপ।

রানার মানতে কষ্ট হলো, একটু আগে ওখানে মরতে বসেছিল ওরা!

হঠাৎ মনে পড়তে রানার দিকে ফিরল নোরা। 'আরে! দ্বিতীয় ব্ল্যাক শার্কটা?'

'আমার এক রাশান বন্ধুকে জানিয়ে দেব কোথায় আছে। পুতিন সরকারের উঁচু পদে কাজ করে। ওদের কাজ ওরাই করুক, কী বলো?

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল নোরা।

নোরার হাত ধরে বোট-হাউসের দিকে পা বাড়াবার আগে ওর ক্ষতটা বেঁধে দিল রানা।

আটান্ন

দু'দিন পর।

দুপুর বারোটা।

রোম।

ক্যাপিটোল এলাকায় পিয়ায্যা ডেল ক্যামপিডোগলিয়োর সামনে এক টেবিলে বসে আছে রানা ও নোরা। লিলি মৌরোর বাড়ি থেকে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের তৈরি এমআর নাইন ফাইল সংগ্রহ করে আজই মনাকো থেকে ইতালিতে ফিরেছে ওরা। এখন ওদের হাতে রয়েছে উপযুক্ত প্রমাণ। আধঘণ্টা আগে ফোন দিয়েছে সাংবাদিক মিমি আর্জেন্টোর কাছে। মহিলা বলেছে সময় লাগবে না পৌঁছে যেতে। কিন্তু এরই ভেতর পার হয়েছে সেই আধঘণ্টা।

বারবার উদ্বিগ্ন চোখে রানাকে দেখছে নোরা। বলেই ফেলল, 'কোনও ফাঁদে পড়ছি না তো?'

'আরেকটু দেখি,' বলল রানা।

চত্বরে আইসক্রিম সাবড়ে দিচ্ছে টুরিস্টরা। একটু দূরে মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর প্যালায্যো দেই কনসারভেটরি। শ্বেত পাথরের মূর্তিগুলোর মাথা ভরে যা করছে একগাদা কবুতর, সেটা বেশ আপত্তিকর মনে হচ্ছে রানার।

বারোটা বত্রিশ মিনিটে ওরা দেখল, কাঁধে বড় এক ব্যাগ ঝুলিয়ে হনহন করে হেঁটে আসছে এক মহিলা। এখন টিভি ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে হবে না বলে মেকআপ অনেক হালকা। পরনে কালো ট্রাউযার, গায়ে হালকা গেঞ্জি।

'এসে গেছে,' বলল রানা।

'কে ওই মহিলা?' জানতে চাইল নোরা।

'টিভি জার্নালিস্ট,' বলল রানা। 'নাম মিমি আর্জেন্টো। খুঁজে বেড়াচ্ছে ভাল নিউয। আগামী কয়েক দিন তাকে বারবার দেখবে টিভিতে।'

'তা-ই?' হাত নাড়াতে গিয়ে কাঁধের ক্ষতে টান পড়তেই মুখ বাঁকা করল নোরা। একটু রেগে গিয়ে বলল, 'তুমি কোনও কালেই ভাল সার্জন হতে পারবে না। অ্যানেস্থেশিয়া দেয়ার

সময়েও ব্যথা পেয়েছি!'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এ থেকে বুঝলে সব গুণ সবার থাকে না।'

'ঝুলিয়ে রেখেছ আমাকে,' বলল নোরা। 'আর আমি কত বড় বোকা, জানতেও চাইনি এরপর কী করবে!'

'আমরা দুটো পথে এগোতে পারি,' বলল রানা। 'এক, যোগাযোগ করতে পারি জেমস গ্যারেটের সঙ্গে। বলতে পারি, তারা যা করেছে, তার সব প্রমাণ আছে আমাদের হাতে। সেটা হবে ব্ল্যাকমেইল করার মত। তাতে বাধ্য হবে আমাদের পেছন থেকে খুনিদেরকে সরিয়ে নিতে। তাতে ফেরত পাবে তোমার চাকরি। শুধু তাই নয়, হয়তো পাবে পদোন্নতিও।'

চুপ করে আছে নোরা।

কাছে পৌঁছে গেছে মিমি আর্জেন্টো। রানাকে দেখে অদ্ভুত এক হাসি ফুটল তার মুখে। নিরীহ বাছুর নাগালে পেলে ওভাবে হাসবে ক্ষুধার্ত বাঘিনী।

তাকে পাত্তা না দিয়ে নোরাকে বলল রানা, 'দ্বিতীয় কাজ হতে পারে, মিমি আর্জেন্টোর হাতে এই ফাইল তুলে দেয়া। তাতে যা করার দায় নেবে সে আর তার টিভি চ্যানেল। তাতে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের বড়কর্তাদের মাথায় নামবে আণবিক বোমা। ভীষণ হোঁচট খাবে তাদের সংগঠন। তবে আগের মত থাকবে না তোমার ক্যারিয়ার। ...এবার তুমিই বলো, কী করতে চাও।'

'মরুক ক্যারিয়ার!' আবারও রেগে গেল নোরা। 'আগে চাই হারামজাদাগুলোর উপযুক্ত বিচার!'

রানাদের টেবিলের সামনে থেমেছে জার্নালিস্ট মিমি আর্জেন্টো। বাঘিনীর হাসি দিয়ে বলল, 'আপনি এখানে কেন? ভুলে গেছেন পুলিশ খুঁজছে আপনাকে?'

হাতব্যাগ থেকে ফাইল নিয়ে মহিলার হাতে দিল নোরা। 'এটা একবার প্রকাশ পেলে ওকে আর খুঁজবে না পুলিশ।'

দ্বিধায় পড়ল মিমি আর্জেণ্টো। খুলে পড়তে লাগল ফাইল। কয়েক পাতা পার করার পর বিস্ফারিত হলো দুই চোখ। আর শেষ পাতা পড়ার পর হয়ে গেল হতবাক।

'নকল কিছু নয়,' মৃদু হাসল রানা।

'কী বুঝলেন?' বলল নোরা, 'আসল ফাইল চাইলে দিতে পারব। সেক্ষেত্রে আসতে হবে লণ্ডনে। সময় ও জায়গা ঠিক করে দেবেন।'

দ্রুত নিজেকে সামলে নিল মিমি আর্জেণ্টো।

রানা বুঝে গেল, ঝড়ের বেগে ভাবছে মহিলা। যে তথ্য পেয়েছে, প্রতিটি খবরের কাগজে হিরোইন হবে সে।

'আপনি পেয়েছেন এসপিয়োনাজ ইতিহাসের সেরা নিউয,' বলল রানা। 'এবার দেখা যাক এ থেকে কতটা উপকৃত হন।'

'আ... আ... আপনারা কফি নেবেন?' জানতে চাইল মিমি আর্জেণ্টো। মন চাইছে ডানা মেলে পৌঁছে যাবে টিভি ভবনে।

মহিলার দিকে তাকাল নোরা। 'পরে আপনার সঙ্গে দেখা হলে কফি চেয়ে নেব। এবার বোমা ফেলুন গিয়ে সঠিক জায়গায়।'

হাঁ করে চেয়ে রইল মিমি আর্জেণ্টো, হাতে ফাইল।

আগেই বিল মিটিয়ে দিয়েছে রানা, টেবিল ছেড়ে পিয়াযযার ভিড়ে মিশে গেল নোরা আর ও।

হাঁটতে হাঁটতে রানার দিকে চাইল নোরা। 'এবার? আপত্তি আছে আমি সঙ্গে থাকলে?'

'ভাবছি ক'টা দিন কাটাব ইতালিতে,' বলল রানা। 'খুশি হব পাশে তোমাকে পেলে।'

'আমার কোনও কাজ নেই,' বলল নোরা।

'তো, চলো, সব শুরু করি লাঞ্চের মাধ্যমে,' প্রস্তাব দিল রানা।

নোরা ভাবছে, পাশে বিশাল হৃদয়ের এক পুরুষ। আর কেন যেন ওর মন চাইছে মানুষটার কাছে আত্মসমর্পণ করতে!

মুচকি হাসল নোরা। 'তারপর?'

'ভাবছি, উঠব নিরালা কোনও আবাসিক হোটেলে,' বলল রানা। 'কে জানে, হয়তো ভেসে যাব স্বর্গে!'

'যেখানে থাকব শুধু তুমি আর আমি!' মিষ্টি হাসল নোরা।

মৃদু মাথা দোলাল রানা।

উনষাট

লণ্ডন।

ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স অফিস।

দুপুর পৌনে চারটেয় ডেস্কে বসে জরুরি ফাইলে সই দিচ্ছে জেমস গ্যারেট, এমনসময় বাজল ফোন। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল সে। 'কী ব্যাপার?'

ওদিক থেকে এল জ্যাক পিয়ার্সের কাঁপা কণ্ঠ, 'আমরা শেষ! ইতালির টিভি থেকে প্রচারিত হচ্ছে এমআর নাইন ফাইলের ওপর বিস্তারিত প্রতিবেদন!'

চোয়াল ঝুলে গেল জেমস গ্যারেটের। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'অর্থাৎ কয়েক শ' বছরের জেল, অথবা আত্মহত্যা!'

'আমার হাতে ডেথ পিল,' বলল জ্যাক পিয়ার্স। 'আপনি কী করবেন ভাবছেন?'

'ওই জিনিস আছে আমার ডেস্কের ড্রয়ারেও,' ক'মুহূর্ত পর বলল জেমস গ্যারেট, 'হয়তো কাজে লাগবে!'

ঠাস্ করে রিসিভার নামিয়ে রাখল দু'জন!

***

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা দিয়ে বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

মো. আক্তারুজ্জামান সিয়াম
মেরাজনগর, কদমতলি, ঢাকা ১৩৬২।

তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। স্কুলের দুই বন্ধু ক্লাস চলাকালীন সময়ে মাথা গুঁজে, লুকিয়ে লুকিয়ে কী বই যেন পড়ত। 'ধ্বংস-পাহাড়', 'আবার সেই দুঃস্বপ্ন', 'সাক্ষাৎ শয়তান', 'চাই সাম্রাজ্য'–কী একেকটা ফাটাফাটি নাম! তবে সবগুলোতেই দুটো নাম কমন–'মাসুদ রানা', 'কাজী আনোয়ার হোসেন'। জানতে চাইলে খুব বেশি বলত না, আর ধার চাইলে বলত–লাইব্রেরিতে ফিরিয়ে দিয়ে নতুন বই আনতে হবে।

কেমন একটা জেদ চেপে গেল। লাইব্রেরির সদস্য হয়ে গেলাম, আর ওদের টেক্কা দেয়ার জন্য টাকাটুকা জমিয়ে কিনে ফেললাম 'আই লাভ ইউ, ম্যান' (দোকানদার 'অগ্নিপুরুষ' এনে দিতে পারেনি)।

সেই থেকে মাসুদ রানার সাথে পথচলা শুরু। অরণ্য, মরুভূমি, দেশ-মহাদেশ কত জায়গাই না ঘোরা হলো এ মহানায়কের সাথে। কাজীদাকে ধন্যবাদ অ-নে-ক বছর আগে খাঁটি বাংলাদেশি এ স্পাইকে সৃষ্টির জন্য। ধন্যবাদ মাসুদ রানার নেপথ্যের সবাইকে।

ও, সেইসাথে দুই বন্ধু মারুফ ও অঞ্জনকে। ওরা না থাকলে কিংবদন্তির এ নায়কের সাথে পরিচয় হতে হয়তো আরও দেরি হত, মিস করতাম জীবনের রঙিন, আনন্দময় কিছু সময়।

❋ মাসুদ রানার সঙ্গে আপনার সুন্দর বন্ধুত্ব জমে ওঠার কাহিনী খুব উপভোগ করলাম। ধন্যবাদ।

আনিছ মাহমুদ অনিক
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

কোথায় পড়িনি এই মাসুদ রানা? বইয়ের ফাঁকে, খাতার তলায়,

কাঁথা মুড়ি দিয়ে, কম্বলে ঢেকে এমনকী ওয়াশরুমে গিয়েও পড়েছি। বই কিনতাম আর পড়া শেষে এলাকার লাইব্রেরিতে দিয়ে দিতে হত। নয়তো আম্মু দেখলে ফেলে দেবে। আহ্হ্, সেই মাসুদ রানার ৫০ বছর। কালে কালে মাসুদ রানার গল্পে পরিবর্তন এসেছে, ভাল-মন্দ হয়েছে, একই গল্প দুইবার এসেছে ভিন্ন নামে, তবুও কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর জীবনে সবাইকে কাছে টেনেও বাঁধনে না জড়ানো মানুষটার গল্পে আমি ঠিকই জড়িয়ে গেছি আজ থেকে ৭-৮ বছর আগে। 'জুয়াড়ী' দিয়ে তার সাথে পরিচয়।

কত দিন বন্ধুর বাসায় গিয়ে ঘেঁটে ঘেঁটে মাসুদ রানা বের করেছি। কত বিকাল আমার বাসায় জানালার গ্রিলে পা দিয়ে শুয়ে রানার বই হাতে নিয়েছি। কত কথা শুধু মাসুদ রানাকে নিয়ে আবর্তিত হত। 'আই লাভ ইউ, ম্যান' পড়ে কিশোর দুই বন্ধুর চোখ ভিজে যাওয়া সেই দিনগুলো? মনে পড়ে সেই সময় যখন সোহানার কোনও বর্ণনা পেলে বারবার পড়তাম, এখন যেমন ক্রাশ খেলে বারবার দেখি। হ্যাঁ, আমার লাইফের প্রথম ক্রাশ এই সোহানাই।

এখনও পড়ি মাসুদ রানা মাঝে মাঝে। কিছু কিছু গল্প এখনও আগের মতনই থ্রিল দেয়।

❋ আপনার বর্ণনায় চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে দোষে-গুণে ভরা মাসুদ রানার প্রতি আপনার প্রকৃত মনোভাব। চোখ ভিজে যাওয়া দুই কিশোর বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম। আমার ভালবাসা তাদের জন্য, যারা রানাকে ভালবেসেছে।

প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

ঢাকা।

মাসুদ রানার নবযুগীয় পাঠক আমি। ছোটবেলায় পড়ার সুযোগ হয়নি। খুব সম্ভব সিরিজের বাহারি অতীত প্রচ্ছদগুলো দেখে আমার বাবার ধারণা হয়েছিল, এই বই ছেলের পড়ার প্রয়োজন নেই! এবং অগত্যা, ফলাফল অনুমেয়। হাতে গোনা কয়েকটি বই পড়েছি, এর মধ্যে নিঃসন্দেহে 'প্রেতাত্মা' এবং 'হ্যাকার' বই দুটি চমৎকার লেগেছে। সিরিজের বেশ কিছু বই সংগ্রহ করে ফেলেছি ইতিমধ্যেই, ইচ্ছা আছে ধীরে ধীরে সেগুলো পড়ে ফেলব। তবে সবচেয়ে অবাক বিষয় রানা সিরিজটির দীর্ঘায়ু! দেশে তো বটেই, বিদেশেও এত লম্বা সময়কাল ধরে ধারাবাহিক ভাবে ছাপা হওয়া সিরিজ বোধহয় খুব বেশি নেই। সিরিজটিকে দীর্ঘকাল টিকিয়ে রাখার জন্য, কাজীদা ও সেবা প্রকাশনীকে অশেষ ধন্যবাদ।

❋ আর দেরিতে হলেও পড়তে শুরু করার জন্য আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ আপনাকে।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ২০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজার বরাবর লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা'র বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ১০০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪-৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই পোস্ট যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

১০/২/১৯ গোরস্থানের পিশাচ (হরর কাহিনী) তানভীর মৌসুম

বিষয়ঃ কাটা মুণ্ডু নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে কী নামছে ওটা? আঁস্তাকুড় থেকে আসা দুর্গন্ধটা কীসের? মাঝরাতে গগনবিদারী চিৎকার আসে কেন মন্দির থেকে? নির্লিপ্ত তরুণী কেন একটু পরপর গলার লকেট আঁকড়ে ধরে? স্যুটের কাপড় স্পর্শ করলেই কেন ঝনঝনে অনুভূতি হয় শরীরে? নকল দাঁতের সেট মুখে পুরতেই খিদেটা হাজারগুণ বেড়ে গেল কেন বুড়ির? সুইট পাইন গ্রেভইয়ার্ডে রাতের বেলা কবরের মাটি খোঁড়ে...কী ওটা? জ্যোতির্বিদ্যা, অতীন্দ্রিয়বাদ, অভিচারতন্ত্র, ভূতপ্রেত এমনকী এলিয়েন, রহস্যময় সব বিষয়ে অগাধ জ্ঞান মিসেস টেলরের। চলুন, তাঁর সাহায্য নিয়ে সব জিজ্ঞাসার উত্তর জানতে ধাওয়া করি গোরস্থানের পিশাচের পিছে।

১০/২/১৯ কর্মব্যস্ত সুখী জীবন (আত্ম-উন্নয়ন) ডা. আতাউর রহমান সম্পাদিত

আরও আসছে

২৬/২/১৯ রহস্যপত্রিকা (৩৫ বর্ষ ৫ সংখ্যা) মার্চ ২০১৯